সৌরীন সেন

কঙ্গো থেকে ফেরা

কঙ্গো থেকে ফেরা

সৌরীন সেন

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

শ্রীকনকলাল লাহিড়ী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কান্না, ঘাম রক্ত

ভিয়েতনাম

আখের স্বাদ নোনতা

মুসোলিনী ও মুক্তিফৌজ

জ্বালা

তেতো কফি

বলিভিয়া

সাপ্তাহিক দর্পণ-এ 'শুধু অন্ধকার' নামে রচনাটি ধারাবাহিক প্রকাশিতহয়। 'কঙ্গো থেকে ফেরা' তারই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

রথযাত্রা, ১৩৭৩
কলিকাতা-২০

সৌরীন সেন

গেস্ট-হাউস সাবেনা নীরব, নিঝুম। জনশূন্য লাউঞ্জ। খাঁ খাঁ করছে বার। নাচের উঠোনে আজ কবরের নীরবতা। অর্কেস্ট্রা পার্টির বৃদ্ধ চেলো-বাদক যাকে অন্তত নিত্য দেখি তিনিও অনুপস্থিত। নেই জ্যাজ, নেই দ্রুত সঙ্গীত—রম্যগীতির চিহ্ন নেই কোথাও।

দশদিন আগেকার কথা ভেবে সত্যি বড় অবাক লাগে। তিল ধারণের স্থান হয়তো ছিল কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় গোল হয়ে নাচার এতটুকু জায়গা ছিল না হোটেলে। স্বাধীনতা উৎসবে সমস্ত হোটেলের বিশেষ আকর্ষণই ছিল—ফ্লোর-শো। সুন্দরী মেয়েরা এসেছিল আদ্দিস-আবাবা থেকে। ব্রুসলস্ থেকে উড়ে এসেছিল সোনালী মেয়ে। রোডেশিয়া, ব্রাজাভিল ও জাঞ্জিবার থেকে নাচতে এসেছিল ইংরেজ ও ফরাসী ললনা। বিস্তর টাকার লোভে নাইরোবির নাইট ক্লাব শূন্য করেও অর্ধ-উলঙ্গ নর্তকী আকাশের বুকে ঠ্যাং ছোঁড়াছুঁড়ি করতে এসেছিল এই সেদিন।

এই হোটেলেই নয় শুধু—রিজিনা, প্যালেস ও এস্টোরিয়াতেও ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের কয়েকজনকে উঠতে হয়েছে লা-রোটাণ্ডি-তে। হ্যাটোর এক নাটের গুরুকে লুসো হোটেলের ছোট্ট কামরায় আক্রার প্রতিনিধির সঙ্গে থাকতে দেখেছি। 'ভল্টা রিভার হাইড্রোলেক্‌ট্রিক্ স্কীম'-এর গল্প কতটা শুনতে ভাল লেগেছে বলা শক্ত কিন্তু হাতেমুখে উল্কি আঁকা ঘানার কালা আদমীর সঙ্গে নীল রক্তবান সেতাঙ্গের একই ডিনার টেবিলে বসতে নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি।

আমি অপেক্ষা করছিলাম। নতুন প্রেমে-পড়া মানুষ আলাপিতার প্রতিক্ষায় যে উককণ্ঠা নিয়ে ঘড়ি দেখে, অনেকটা সেই উদ্বেগ নিয়ে ঘন ঘন সময় দেখতে থাকি। এয়ারপোর্ট থেকে আমার সন্ধানে কেউ

এলেন না। ক্যাপ্টেন উইলসনের অপেক্ষায় থেকে পুরো সন্ধ্যেটা আমার নষ্ট হ'ল। আসোয়াস্তি নিয়ে কাঁচের ঘোরানো প্রবেশপথের দিকে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আরও কতটা সময় নষ্ট করবার ঝুঁকি নেওয়া যায়, সেই কথা ভাবতে থাকি।

মিঃ স্মিথ বীয়ার-পাত্রে চুমুক দিয়ে বলেন,

—আজ আমার বারবার নাইরোবির দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। রিভলভার ছাড়া সেদিনও আমরা পথে বেরুতে সাহস করিনি। একা রাস্তায় হাঁটা বা সন্ধ্যের পর গাড়ি নিয়ে বেরুনোর কথা চিন্তা করতেই পারিনি। উনিশশো তিপান্ন, চুয়ান্ন—

—কিন্তু ভুলে যাবেন না, এটা উনিশশো ষাট সাল। নাইরোবি নয়—লিওপোল্ডভিল। কিকুয়ু বা মাউ মাউ সন্ত্রাসবাদ নয়—গোটা শহর এখানে উন্মত্ত। লেয়োর প্রতিটি মানুষ আজ অশান্ত। সেদিনের নাইরোবির সঙ্গে আজকের লেয়োর কোন তুলনাই চলে না।

—ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে টেবিলের তলায় স্টেনগান বসাতে হয়েছিল জানেন?

—শুনেছি। তাই বলে নাইট ক্লাব সেখানে বন্ধ থাকেনি। রিভলভার আর এ্যালসেশিয়ান মাথার কাছে নিয়ে রাত্রে নির্বিঘ্নে ঘুমোনো সম্ভব হয়েছে। অড্রে হেপবার্নকে নিয়ে এম. জি. এম-এর স্যুটিং একদিনও বন্ধ হয়নি। কিন্তু মিঃ স্মিথ, লিয়োপোল্ডভিল আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। অশিক্ষিত সিপাই আর মানুষের হাতে এই শহর আজ চলে গেছে। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে একটা উন্মত্ত জনতা তাড়া করেছিল আপনি জানেন? এরকম ভয়াবহ জনতা আফ্রিকার কোথাও আমার আগে চোখে পড়েনি। বিক্ষুব্ধ জনতা সর্বত্রই মুণ্ডহীন দানবের মত উচ্ছৃঙ্খল। রাগিয়ে দেওয়া সোজা, এদের বাগিয়ে নেওয়া মুশকিল।

বীয়ার-পাত্র নিঃশেষ করে মিঃ স্মিথ স্মিত হেসে বলেন,

—আপনার সঙ্গে রিভলভার আছে?

—না।

—আপনি ভারতীয়, তা'ছাড়া এ পর্যন্ত এশিয়ানদের ওপর কোন আঘাত আসেনি।

হেসে বললাম,

—বাঁ পকেটে রিভলভারটি আপনি দেখছি বাগিয়েই আছেন।

অপ্রস্তুতের একশেষ হন মিঃ স্মিথ। হাতটা পকেট থেকে বার করে বলেন,

—গত সাতদিনে অভ্যাস হয়ে গেছে।

—বদ অভ্যাস! আমার অনুরোধ, জনতার মধ্যে পড়ে গিয়ে কখনও গুলি চালাবেন না। নিরস্ত্র শ্বেতাঙ্গ রক্ষা পেয়েছে বহু, কিন্তু গুলি চালিয়ে কাউকে আত্মরক্ষা করতে শুনিনি।

—স্যার!

ফিরে তাকিয়ে দেখি হোটেলের নিগ্রো কর্মচারী। নিখুঁত পোশাক। হাতে শ্লিপ প্যাড, কানে পেন্সিল গোঁজা। আমাদের কথার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। সঙ্কোচের আভাস চোখে-মুখে। বাইরের এত বিক্ষোভ হোটেলের নিগ্রো কর্মচারীদের আদৌ স্পর্শ করেনি। পূর্বের শৃঙ্খলা ও অনুশাসন মেনে মাথা নত করে হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত। মোটা টিপস্ কবুল করলে তো আর কথাই নেই।

—টেলিফোন এখনও চালু হয়নি। ট্যাক্সির কথা বলেছিলেন, একজনকে রাজি করিয়েছি। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সে যাবে, কিন্তু—

—ভাড়া বেশি চায়?

—না, আপনি উচিত ভাড়াই দেবেন। ড্রাইভার কোন শ্বেতাঙ্গ সোয়ারী নেবে না।

—এয়ারপোর্টে আমি একাই যাব। ড্রাইভার কী তোমার পরিচিত?

—আপনি সে দিক দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন। চৌকস ছোকরা, স্বচ্ছন্দে নির্ভর করা চলে।

ঘড়ি দেখলাম। এখনও সময় হাতে আছে। তবে বেশি ভাবতে গেলে হয়তো ঠকতে হবে।

মিঃ স্মিথ বললেন,

—সুযোগ ছাড়বেন না। কাল শহরের অবস্থার আরও অবনিত হবে কিনা বলা যায় না। অন্য কোন বিমানে ছবি পাঠানোর ঝুকি নেওয়া উচিত নয়। স্পুলগুলো আপনার সঙ্গেই আছে তো?

সঙ্গেই ছিল। গত সাতদিনে যত ছবি তুলেছি সে সমস্তই ব্রিফ-কেসে আলাদা মোড়কে রাখা। নিগ্রো কর্মচারীকে বললাম ট্যাক্সি-ওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলো। ভেবে দেখি, এই গ্লোব-মাস্টার হাত ছাড়া হলে জরুরী ছবিগুলোর কোন মূল্যই থাকবে না।

বীয়ার শেষ করে মিঃ স্মিথের সঙ্গে বার ছেড়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে এলাম। একমাত্র বার-এই সামান্য কিছু লোক। বেশির ভাগ মানুষই ঘরে খিল এঁটে নিরাপদে থাকতে চেষ্টা করছেন। লিওপোল্ডভিল ছেড়ে যাবার কথা ভাবছেন। নিজের দূতাবাসে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন টেলিফোনে।

এ অঞ্চল শহরের প্রাণকেন্দ্র। সামনেই প্রধান সড়ক। তবু কোন প্রাণচাঞ্চল্য নেই। দোকান-পসার বন্ধ থাকায় নিয়ন আলোর রোশনাই চোখে পড়ে না। বড় বড় শো-কেসের ঝলমলে উজ্জলতার চিহ্ন নেই। বরং অপ্রচুর পথের আলো অন্ধকার আকাশে মাতালের ঘোলাটে চোখের মত ধোঁয়াটে। নির্জন পথ আরও নিঃসঙ্গ। ক'দিন আগেও এ হোটেলে আসতে অন্তত দুশো গজ দূরে গাড়ি রাখতে হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ পথচারীদের ভিড়ে গোটা অঞ্চল পূর্ণ থেকেছে। বেশ একটু রাতেই দুটি শ্বেতাঙ্গিনী কিশোরীকে "have you got my net ball kit penelope" গাইতে গাইতে যেতে দেখেছি। বীয়ারের ফেনায় ট্রাউজার্স ভিজিয়ে দেওয়ায় বেলজিয়ান সামরিক অফিসারের হাতে নিগ্রো বয়-কে নিগৃহীত হতে দেখেছি। অসম্ভব, নিতান্তই অবাস্তব ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হয় যেন আজ।

মিঃ স্মিথ বললেন, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বড় রকমের খবরের জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। শোম্বে এলিজাবেথভিলে ফিরে গেছেন।

লুমুম্বা ও কাসাভুবুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা সফল হলে বেলজিয়ান সামরিক শক্তি নিশ্চয়ই কঙ্গো পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে না। সন্দেহ হয়, কাতাঙ্গায় কনাকাট পার্টির মধ্যে একটা ফাটল ধরছে। রোডেশিয়ার কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে শোম্বে রাজনৈতিক চালে ভুল করেছেন।

আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলি।

—আমি লক্ষ্য করছি মিঃ স্মিথ, চেক দূতাবাস আশ্চর্য রকম সঠিক সংবাদ দিচ্ছে। আমারা সে খবর যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছি। চেক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রতি ব্যাপারেই যোগাযোগ রাখছেন। টেলিফোন যদি সচল হয়, আপনি একটু যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবেন। প্রাভদা পর্যন্ত ওখান থেকে খবর সংগ্রহ করছে।

আমি ঘরেই থাকবো, টেলিফোনে আমি চেক দূতাবাস ধরতে চেষ্টা করবো।

সুন্দর সিগারেট-কেস মেলে ধরলেন মিঃ স্মিথ। অর্থপূর্ণ স্বচ্ছ হেসে বিদায় জানান। উল্টোমুখো করিডোর ধরে দিজের কামরার দিকে ফিরে গেলেন।

ট্যাক্সি অপেক্ষায় ছিল। এক নজর চতুর দৃষ্টি মেলে ড্রাইভার গাড়ির পাল্লা মেলে ধরলো। অল্পবয়সী মজবুত ছোকরা। নির্দেশ দিলাম, এয়ারপোর্ট।

সূর্য ডুবেছে অনেক্ষণ। নির্জন পথ। সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় ডাকঘর পাহারা দিচ্ছে। বাজার এলাকায় কিছু জটলা। অল্পবয়সী ছোকরাদের জমায়েত মোড়ে মোড়ে। ব্যারিকেড করে যানবাহন বন্ধ করবার উপকরণ এখনও অপসারিত হয়নি। রাজপথে বিক্ষিপ্ত ইট আর পাথর গত কয়েকদিনের খণ্ডযুদ্ধের সাক্ষ্য দেয়।

দিনকয়েক আগে বেলজিয়ান সরকারের হাত থেকে কঙ্গো যেদিন স্বাধীনতা পায়, জনপ্রিয় নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা যেদিন কঙ্গোর শাসনভার

গ্রহণ করেন, এত অশান্তি ও দুর্যোগের কথা সেদিন কল্পনাও করা যায়নি।

যদিও দলগত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লুমুম্বার এম এন সি পার্টি পায়নি, তবু, বিভিন্ন দলের বিভেদ ও নেতাদের বিরোধ যে এত দ্রুত দলা পাকিয়ে উঠবে, গোটা কঙ্গোর দিকে দিকে দাবানলের মত অশান্তি ছড়িয়ে যাবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

স্বাধীনতা উৎসবের রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি। লেয়ো শহরের আলোর মালা তখনও জ্বলছে-নিভছে। অতর্কিতে লিয়োপোল্ডভিল ও মাতাদির প্রধান সড়কের মুখে থিসভিলের সামরিক ঘাঁটি ক্যাম্প হার্ডির সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বিদ্রোহী সেনাদের একমাত্র লক্ষ্য বেলজিয়ান সামরিক কর্মচারী। লুমুম্বা ও কাসাভূবুর যুক্ত-সফরে বিপজ্জনক পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে না গেলেও সেনারা কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকেছে। কুইলহাটভিলের গোলযোগ আমার কাছে বিভ্রান্তিকর। শুধু জানি সান্ধ্য-আইন জারী হওয়া সত্ত্বেও একটি উপজাতীয় সম্প্রদায় তীরধনুক নিয়ে সেনাদের গুলির সঙ্গে মোকাবিলায় নেমেছে। লিওপোল্ডভিলে জাহাজী খালাসীদের ধর্মঘট দেখা দেয়। সামরিক শিবির ক্যাম্প লিওপোল্ডেও বিদ্রোহী সেনাদের বিক্ষোভ ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। সেনাদের প্রধান লক্ষ্য কঙ্গোর সমর-সচিব জেনারেল জেনসিনস্। তারা দাবী তোলে শ্বেতাঙ্গ-সচিবকে অবিলম্বেই অপসারণ করা হোক। সেনাদের এক প্রতিনিধিদলকে প্যাট্রিস লুমুম্বা ফিরিয়ে দেওয়ায় লেয়ো শহরের অবস্থার দ্রুত অবনিত ঘটে। পরদিন বেলজিয়ান কম্যাণ্ডার, লেফটেনাণ্ট জেনারেল এমিল জেনসিনস্‌কে অপসারণ করেন লুমুম্বা। কঙ্গোলি সেনাদের এক ধাপ প্রমোশনও মেনে নিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বোম্বোকো আকাশবাণীতে সে সংবাদ প্রচারও করলেন ঘটা করে। কিন্তু থিসভিলের শ্বেতাঙ্গ অফিসারেরা কঙ্গোলি সেনাদের ওপর গুলি চালানোতে পরিস্থিতির অবনতি হ'ল। সেনাদের বিক্ষোভ

পুলিশবাহিনীকেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। উপদ্রব কাতাঙ্গায় প্রবেশ করে। এলিজাবেথভিলে অসামরিক শ্বেতাঙ্গরাও বিদ্রোহীদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠলো। উপদ্রুত এলাকার বিস্তৃতি ঠেকানো সম্ভব হয় না। কঙ্গোলো, মাতাদি, লুলুয়াবোর্গ, স্ত্যাণ্ডা ও স্ট্যানলিভিলের মানুষ শুধু সাদা সাদা মানুষ খোঁজে রাত্রি-দিন। হাজার হাজার ইয়োরোপীয়ান কঙ্গো ত্যাগ করেন। রোডেশিয়া, ব্রাজাভিল ও এ্যাঙ্গোলার পথে শ্বেতাঙ্গদের কঙ্গো ত্যাগ চলে অবিশ্রান্ত। সাবেনা এয়ার লাইনস্ বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে লিওপোল্ডভিল। দিকে দিকে উপজাতীয় খণ্ডযুদ্ধ কিছুতেই প্রশমিত হয় না। শোম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অবজ্ঞা করে বেলজিয়ান সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ফেডারেশন অব্ রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের সেনাদের কাতাঙ্গা প্রবেশ করতে বললেন। কাতাঙ্গার শিল্পপতিদের ভূমিকা চমকপ্রদ। তাঁরা যাবতীয় কলকারখানা ও খনি অঞ্চলের সমস্ত কাজ বন্ধ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ বিকল করে দিলেন। পূর্ব-কাতাঙ্গার কামিনা-শিবির থেকে বেলজিয়ান ট্রুপস্ এলিজাবেথভিলে অবতরণ করে। বেলজিয়ান ছত্রীবাহিনীকে কাতাঙ্গায় আমন্ত্রণ জানিয়ে শোম্বে লুমুম্বা ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। লুলুয়াবোর্গ ও স্ট্যানলিভিলের বিদ্রোহীদের কিছুটা প্রশমিত করে লুমুম্বা লিওপোল্ডভিলে ফিরে এলেন। প্রাক্তন সার্জেন্ট ভিক্টর লুণ্ডুলাকে সামরিক বিভাগের জেনারেল পদে নিযুক্ত করলেন। যোশেফ মোবুতু হলেন চীফ-অব্-স্টাফ।

কঙ্গোর স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই যাবতীয় ঘটনা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতদিন সেনাদের বিক্ষোভ ছিল নিতান্তই আভ্যন্তরীণ, শোম্বে, ও বেলজিয়ান ছত্রী-বাহিনী পৃথক এক কাতাঙ্গা সমস্যার সৃষ্টি করায় জটিল ও ঘোরালো করে তুলেছে গোটা কঙ্গো পরিস্থিতি।

আমার ভয় হয়, আগামী দু' এক দিনের মধ্যে বেলজিয়ান সেনারা

যদি ফিরে না যায়, লুমুম্বার সেনাবাহিনী যদি কাতাঙ্গা প্রবেশ করে, তবে, কাতাঙ্গা নেতৃত্বকে সামনে রেখে ও শোম্বের সক্রিয় সহযোগীতায় বেলজিয়ান ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র কঙ্গোর নবলব্ধ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চয় হত্যা করবে।

—সামনে দেখুন।

ড্রাইভারের কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে। লক্ষ্য করলাম, প্রায় তিন শ' গজ দূরে কিছু জনতা পথ আটকে আছে।

—গাড়ি থেকে আপনি কখনও নামবেন না। সংখ্যায় এরা অনেক, গাড়ি আমাকে রাখতেই হবে।

সাহস সঞ্চয় করি। ড্রাইভারকে বললাম,

—আমি প্রেসের কাজে বেরিয়েছি। এয়ারপোর্টে আমি খবর পৌঁছোতে চলেছি।

—আপনি গাড়ি থেকে নামবেন না। আমি আছি, আপনার কোন ভয় নেই। গাড়ির কাঁচ তুলে দিন।

উল্লাস, চীৎকার ও চেঁচামেচির মধ্যে একটা পাথর খেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। চোখে পড়ে জনতার মধ্যে একজনও সেনা নেই। নিতান্তই অসামরিক বিক্ষোভকারী। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে হাত নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে। কাঁচ তুলে দেওয়ায় কোন কথাই কানে আসছিল না। আবছা আলোতে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। তবে বোঝা যায় জনতা নিরস্ত্র নয়—কয়েকজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল লক্ষ্য করলাম। গাড়ির সামনে-পেছনে মানুষ।

আমি নামিনি, তবে কয়েক মুহূর্ত পর একটা বলিষ্ঠ পাঞ্জাই গাড়ি থেকে আমাকে এক ঝট্‌কায় টেনে নামালো। চীৎকার, সোরগোল ও বিক্ষোভকে মন্থন করে একটা ড্রামের অবিশ্রান্ত তোতলামো ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

প্রায় জনাপঞ্চাশেকের মধ্যে আমি পড়ে গেছি। শিরদাঁড়ার মধ্যে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করি। জিভটা শুকিয়ে উঠছে, নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

বলিষ্ঠ পাঞ্জাটা হঠাৎ কেমন শিথিল হয়ে এলো। আমাকে ছেড়ে দিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলো। ভাষা দুর্বোধ্য, শুধু 'বেলজিয়ান' শব্দটি বোঝা যায়।

—আপনি সাংবাদিক?

নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ। ফিরে দেখি প্রশ্নকর্তা একজন নিগ্রো যুবা।

নিখুঁত স্যুট পরনে। ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। ড্রাইভার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি সাংবাদিক। আমি ভারতীয়—আমি এশিয়ান। এয়ারপোর্টে চলেছি।

—সাংবাদিকদের আমরা নিশ্চয়ই খোলা মনে বিচার করবো। তবে আপনি কাদের প্রতিনিধি? ব্রুসলস্-এর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ?

—না, আমি লণ্ডন-প্রতিনিধি। লেয়োতে এসেছি সম্প্রতি।

—আপনি এয়ারপোর্টে কী সংবাদ নিয়ে যাচ্ছেন?

—আমি কিছু ছবি পাঠাবো। অবিলম্বেই ছবিগুলো ছেপে বেরুনো দরকার।

—আমাদের ভুল হয়েছে। দুঃখিত, আপনার সময় নষ্ট করেছি। আপনি যেতে পারেন।

একটা থমথমে ভাব। ড্রামের আওয়াজ নিচে নেমে গেছে। সবাই আমাকে নিরীক্ষণ করছে। কিন্তু স্থির, অচঞ্চল। নিগ্রো যুবা এখানে অবিসংবাদিত নেতা। এক ঝট্‌কায় নামিয়ে নিয়েছিল যে ছোকরা, তাকে দেখলাম গাড়ির পাল্লা মেলে ধরতে। অসম্ভব বলিষ্ঠ, নিতান্তই ভয়াবহ চেহারা কিন্তু আশ্চর্যরকম নিরীহ।

গাড়িতে ড্রাইভার ফিরে আসতেই বললাম,—তোমার সাহস আজ আমাকে বাঁচিয়েছে।

—দলের নেতাটি শিক্ষিত। নইলে একটা বিপদ হতে পারতো।

—এরা কোন্ পার্টির লোক?

—এরা কোন পার্টির নয়, সাদা চামড়া-বিরোধী জনতা।

—এরা কি লুমুম্বা পার্টিকে মেনে চলে ?

—লুমুম্বাকে মানে, কিন্তু পার্টি বড় বোঝে না।

গাড়ির গতিবেগ বাড়তে থাকে। সম্পূর্ণ জনমানবহীন অন্ধকার পথ। ইঞ্জিনের একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ। ড্যাসবোর্ডের আলোতে লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ। উঁচুনীচু রাস্তা, এলোমেলো বাঁক—গীয়ারের ঘাট পাল্টে পাল্টে সে শুধু রাস্তা অতিক্রম করে চলেছে।

লুমুম্বার এম এন সি পার্টি সম্পর্কে ড্রাইভারের মনোভাব যুক্তিপূর্ণ। নেতা হিসেবে সাধারণের মধ্যে লুমুম্বার প্রভাব অনস্বীকার্য ; কিন্তু লিওপোল্ডভিলে এম এন সি পার্টির খুব একটা প্রাধান্য নেই। যদিও নির্বাচনে গোটা কঙ্গোয় ১৩৭টি আসনের মধ্যে কাসাভুবুর আবাকো পার্টি, শোম্বের কনাকাট পার্টি ও কালন্‌জির পৃথক এম এন সি পার্টি একত্রে যেখানে মোট আসন পেয়েছে ৩৮টি, লুমুম্বার এম এন সি পার্টি সেখানে ৩৩টি আসন দখল করেছে—তবু লিওপোল্ডভিলে একটির বেশি আসন সংগ্রহ করতে লুমুম্বা ব্যর্থ হয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফলের দিক দিয়ে বিচার করলে কামিতাতুর পি এস এ ও কাসাভুবুর আবাকো দলই লিওপোল্ডভিলে শক্তিশালী। লুমুম্বার দ্রুত হস্তক্ষেপে সামরিক বাহিনীর অসন্তোষ হয়তো প্রশমিত হবে, শান্তি হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু গত চল্লিশ ঘণ্টা এলিজাবেথভিলের রাজনীতিতে যে উল্টো হাওয়া চলেছে, তাতে জটিল পরিস্থিতি জটিলতর হবার আশঙ্কা। আবাকো দলের সঙ্গে এম এন সি পার্টির মিলন এতটুকু নির্ভরযোগ্য নয়। প্যাট্রিস লুমুম্বার সঙ্গে যোশেফ কাসাভুবুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিতান্তই তিক্ত। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বরং লুমুম্বার চেয়ে শোম্বেই কাসাভুবুর অনেক বেশি কাছের মানুষ। ব্যাকঙ্গো উপজাতির উৎকর্ষ ও কিকঙ্গো ভাষার প্রাধান্য বিস্তারে কাসাভুবু গোটা লোয়োর-কঙ্গো-তে ব্যাকঙ্গো সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। আর রাজকীয় শোণিতের আভিজাত্যে

অস্থির শোম্বে এঙ্গোলা থেকে উত্তর রোডেশিয়া পর্যন্ত অবলুপ্ত লুণ্ডা সাম্রাজ্যের চিত্র আঁকেন।

—সামনে দেখুন। একটা গাড়ি এদিকে আসছে।

আলো আমার চোখে পড়েছিল কিন্তু সামনে একটা বাঁক থাকায় বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল। জমাট অন্ধকারের মধ্যে উঁচু পথ থেকে ঢালুতে নামছে একটা গাড়ি। তীব্র হেডলাইট—জিপ বা সামরিক ভ্যান বলে মনে হয়।

—পেছনের জনতা সম্পর্কে এদের সজাগ করে দেওয়া দরকার।

—সামরিক গাড়ি হলে তুমি থামাতে চেষ্টা করো না।

আমার কথায় কর্ণপাত না করে ড্রাইভার গাড়ির গতিবেগ হ্রাস করে। দুরন্ত গতিবেগ নিয়ে উল্টোমুখো গাড়িটা দেখি প্রায় সামনে এসে পড়েছে। ড্রাইভার গাড়িটা মাঝপথে পথরোধ করে দাঁড়ালো। তারপর একরকম আর্তনাদ করে ফিরে তাকায়!

—এ যে সাদা চামড়া!

...হ্যাঁ তাই দেখছি। তবে সামরিক ভ্যান নয়। অসামরিক শ্বেতাঙ্গ।

হেডলাইট নেভাতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কালো একটা বিরাট ডজ।

—আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলুন। পথে বিপদের কথা জানিয়ে দিন।

নেমে এলাম গাড়ি থেকে। দু'জন শ্বেতাঙ্গ আরোহী। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে গলা বাড়িয়ে দেয় একজন। আমি সামনে এগিয়ে যাই।

—গাড়ি আটকালেন কেন?

—আমরা পেছনের একটা বিপদ কাটিয়ে আসছি। আপনাদের সতর্ক করবার প্রয়োজন বোধ করলাম।

—বিপদ!

—একটা জনতা গাড়ি আটকাচ্ছে।

—আপনাকে তো ছেড়ে দিয়েছে।

—তাদের লক্ষ্য ইয়োরোপীয়—গাড়িতে শ্বেতাঙ্গ দেখলে হয়তো তারা গোলমাল করবে।

—স্পর্ধা।

জড়িত কণ্ঠ। অপর আরোহীকে দেখি আমার কথায় চেঁচিয়ে উঠতে।

—সামনে এগুনো আপনাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। আপনাদের সতর্ক করার নৈতিক দায়িত্ব থেকেই গাড়ি থামিয়েছি। আমার ভয় হয়—তা'ছাড়া আমার নিগ্রো ড্রাইভার দস্তুরমত শঙ্কা প্রকাশ করছে।

দ্বিতীয় আরোহী মত্ত। আমার কথায় পাগলের মত হেসে উঠলেন। সহযাত্রীকে ঠেলা মেরে বলেন,—একটা কালা আদমী আমাদের জন্যে শঙ্কা প্রকাশ করছে।

—আমিও রাত্রে এ পথে যেতে বারণ করি। অশান্ত জনতা আমাকেও টেনে নামিয়েছিল।

আমি এদের জানি, এই ডিসেম্বরে লেয়োতে আমার সাত বছর পূর্ণ হবে। অশান্ত জনতা আগেও আমি দেখেছি। প্রয়োজন হলে এই যন্ত্রটাই ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আরোহী দরজার ওপর একটা সাব-মেশিনগানের চকচকে নল দু'বার ঠুকলেন। আমাকেই যেন ভয় দেখাতে চান। বন্ধুকে আলতো করে সরিয়ে দিয়ে প্রথম ব্যক্তি বললেন—আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা ঠিক পৌছে যাবো। আপনি এদেশে নতুন, আপনার জানা থাকা দরকার—এরা এখনও জানোয়ার, এখনও অর্ধমানব। ক্ষমতা দিয়েছিলাম, রাখতে পারলো না। আপনি অবশ্য সামনে কোনো লোক পাবেন না। যদিও পান, গাড়ি থামাবেন না। ষাট, পঁয়ষট্টিতে কাঁটা রাখবেন—দু'একটা মরবে, উপায় নেই। শকুন ও নিগ্রো চাপা দেওয়া আমার একটা শখ।

পথ ছেড়ে দিতে হ'ল। ফিরে আসতেই ড্রাইভারের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, —ওদের আপনি ছেড়ে দিলেন ?

—ওরা শুনলো না।

—বুঝেছি, ওদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। কিন্তু ভুল করলো। জায়গাটা আদৌ ভাল নয়।

আমাদের হাতে সময় কম। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—আপনাকে আমি আটটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবো।

ড্রাইভার কথা রেখেছে। এয়ারপোর্টে এসে ঘড়ি দেখলাম—আটটা বাজতে ছয়। সামরিক বাহিনী গোটা অঞ্চলে পাহারায় নিযুক্ত।

স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ। সমস্ত এয়ার লাইনস্ মৃত। করিডোর জনশূন্য। বিমানের প্রতিক্ষারত যাত্রীদের লাউঞ্জের সোফা দখল করে থাকতে দেখলাম না। বিমান কোম্পানীর একজনও কর্মচারীর হদিশ করতে পারি না।

শেষকালে রেডক্রশের এক শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার আমাকে উদ্ধার করলেন। বললেন,—বৈমানিকের নাম অবশ্য বলতে পারবো না। তবে একটা গ্লোব-মাষ্টার যাত্রী নিয়ে এয়ারপোর্ট ত্যাগ করছে। আপনি রেডক্রশের অফিসে খোঁজ নিন। আমি ঐ বিমানেই রওনা হবো।

খোঁজ নয়, সূত্র পেলাম। এসে দেখলাম রেডক্রশের অফিস শ্বেতাঙ্গদের আশ্রয় শিবিরে পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় শ'তুই যাত্রী অপেক্ষারত। মালপত্তরে ঠাসাঠাসি—বৃদ্ধ, শিশু ও তরুণী কেউ বাদ নেই। গোটা কঙ্গোর বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চল থেকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে এখানে এসে মিলিত হয়েছেন। বিশেষ বিমান গ্লোব-মাষ্টার ত্রিপলি থেকে লেয়োতে শুধু ইয়োরোপীয়ানদের সরিয়ে নিতে এসেছে।

রেডক্রশের কর্তৃপক্ষ আমাকে গ্লোব-মাষ্টার বিমানেই ক্যাপ্টেনের খোঁজ করতে বললে। বিমান লেয়ো এয়ারপোর্ট ত্যাগ করবে রাত সাড়ে ন'টায়। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে।

প্রায় সিকি মাইল রানওয়ের ওপর হেঁটে গ্লোব-মাষ্টার-এর সাক্ষাৎ মিললো। ক্যাপ্টেন উইলসনের খোঁজ পেতেও বেশ কিছু দেরি হ'ল। আমাকে দেখে চমকে উঠলেন। সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন নীচে।

—টেলিফোন অচল। আজ সকাল থেকে এত গোলমালের খবর আসতে শুরু করে যে, শহরে যাবার ঝুকি নিতে আমার ভয় হয়েছে। আমি নিতান্তই দুঃখিত।

—আপনার অসুবিধে আমি অনুমান করেছিলাম। পথে আমারও গাড়ি আটকেছিল। আপনি হোটেলে না গিয়ে ভালই করেছেন। চিন্তা করে আমিই সোজা চলে এলাম।

—কাল দুপুরে কিন্তু শহরের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। একমাত্র বেলজিয়ান ছাড়া কোন শ্বেতাঙ্গ আক্রান্ত হয়নি। বিশেষ করে দুপুরে আমাদের বেতারে আজ এমন সব খবর আসতে শুরু করে যে শহরে যাবার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

—দুপুরের নতুন খবর কি পেয়েছেন ?

—লেয়োর নয়, এলিজাবেথভিলের। শ্বেতাঙ্গদের ওপর স্টেনগান চালানো হয়েছে। ইতালীয়ন ভাইস কন্সাল টিটো স্পগ্‌লিয়া নিহত হয়েছেন। শেষ খবর—শোম্বে বেলজিয়ান মেজর ওয়েবারের হাতে কাতাঙ্গার ভার তুলে দিয়েছেন। কালা আদমীদের রাজনীতি আমি বুঝি না।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনায় অমোর আদৌ আগ্রহ নেই। একটু হেসে ব্রিফ্‌-কেস খুলে মোড়কের স্পুলগুলো টেনে নিলাম। বললাম,—

—আগেই আপনাকে সব বলেছি। আপনি শুধু ফোন করবেন। এয়ারপোর্টে এসেই আমার লোক স্পুলগুলো নিয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে যোগযোগ হওয়াটা আকস্মিক। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে লেয়োর ছবি ছেপে বেরুনোর কথা লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কের কোন কাগজই আশা করে না। নিয়মিত

ডাক বন্ধ। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। ব্রাজাভিল পাড়ি দেওয়ার পথও বন্ধ হয়েছে। সেনারা কঙ্গো নদী পাহারা দিচ্ছে। শুধু সাবেনা লাইনস্ নয়, হয়তো আপনিই সর্বশেষ বিমান নিয়ে দেশ ত্যাগ করছেন।

—আজ দুপুরে ঘানার একটা বিমান তাদের দূতাবাসের যাত্রী নিয়ে আক্রায় গেছে। আমিই দ্বিতীয় বিমান নিয়ে যাবো। সারাদিনে আর কোন বিমান এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেনি। থিসি থেকে দু'খানা বিমান এসেছে। ব্রুসলস্-এর একটাই বিনান এসেছিল, কিন্তু নামতে পারেনি।

মোড়কটা ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিলাম। বললাম,

—আপনার সহযোগিতা আমার অনেকদিন মনে থাকবে।

—অনেক ছবি তুলেছেন দেখছি। সবই সাম্প্রতিক গোলযোগের ছবি।

—পুরোপুরি। লুমুম্বা, কাসাভুবু ও বিদ্রোহী সেনা আর সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ আর অশান্তির দলিলচিত্র।

ক্যাপ্টেন উইলসন কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, গ্লোব-মাস্টার গর্জন করে উঠে। একটা প্রপেলার চঞ্চল হয়ে উঠলো, তারপর গর্জন ও বাতাস ছিটিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন একলাফে মইতে গিয়ে উঠলেন। হাত নেড়ে বিদায় জানান আমাকে। হাতে বেশি সময় নেই—কলকব্জা নেড়েচেড়ে দেখা হচ্ছে। যাত্রীরা হয়তো এখনই আসবে।

ট্যাক্সি পর্যন্ত অনেকটা হাঁটা পথ। তবে ছবিগুলোর গতি হওয়ায় আমার ভাল লাগছিল। একরকম জনশূন্য রানওয়ে। আলো-আঁধারির মধ্যে গ্লোব-মাস্টার বিমানটি অতিকায় দানবের মত প্রতিভাত হয়। গর্জন তার বাড়ছে-কমছে।

ট্যাক্সিতে ফিরে আসতে ড্রাইভার হেসে বললো, ভেবেছিলাম আপনার অনেক দেরি হবে। একটা উড়ো খবর পেলাম, আজ শহরে সান্ধ্য-আইন জারী হয়েছে।

—বেআইনের রাজত্ব চলেছে এখানে। সময় নষ্ট করা নয়, সোজা হোটেল। অবশ্য যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে আছে।

এয়ারপোর্ট-সীমানা অতিক্রম করে এলাম। সামনে চওড়া সড়ক নিয়মিত ব্যবধান রেখে কিছুটা পথ বিজলীর আলোতে আলোকিত। তারপর অন্ধকার। ইঞ্জিনের একটানা যান্ত্রিক গোঙানি। ড্রাইভারের প্রসারিত স্থির দৃষ্টি।

আমার মাথায় এলোমেলো চিন্তা আর কাজের স্তূপ এসে ভিড় করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্রিফ্-কেসটির গায়ে হেলান দিয়ে বসি।

মনে হয়তো ভয় ছিল—সান্ধ্য-আইনের উড়ো খবর ড্রাইভারকে হয়তো বিচলিত করেছিল। গাড়িটাকে সে প্রচণ্ড গতিতে রাখে। ছোট গাড়ি, আরোহী দু'জন—গতিবেগটা তাই অনেক বেশি মনে হয়।

আগামী কালের কথা ভাবছিলাম। ক্যাপ্টেনের কথায় মনে হ'ল গোটা কাতাঙ্গায় এখন উপদ্রুত অঞ্চল। এলিজাবেথভিলেই যখন ইতালীয়ন ভাইস কন্সাল নিহত হন, সেখানে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অশান্তি দমনে শোম্বে যে বেলজিয়ান ট্রুপস্ ডেকে আনলেন, সে সংবাদ আরও ভয়াবহ।

কঙ্গোর সেনাবাহিনী বেলজিয়ান প্রভুদের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। হাজারখানেক বেলজিয়ান অফিসার প্রায় পঁচিশ হাজার কঙ্গোলি সেনা দিয়ে গোটা কঙ্গো এতদিন শাসন করে গেছেন। জংলী ও অবাধ্য উপজাতি থেকে এই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হ'ত। মূর্খ, নির্দয় এই তরুণদের শেখানো হয়েছে হৃদয়হীন শৃঙ্খলা। এরা নিজের বয়স জানে না। স্বজাতিকেও ভাল করে চেনে না। শুধু শ্বেতাঙ্গ মনিবের আদেশ বুঝতে পারে।

—সামনে দেখুন। আমরা সেই জায়গায় পৌঁছে গেছি।

পূর্বের সেই জায়গা। আগেকার সেই জনতা। এক ঝট্‌কায় গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়েছিল যেখানে।

—এত আলো কেন?

—রাত বাড়ছে, শীতের ভয়ে আগুন জ্বেলেছে।

—আমরা কিন্তু অসম্ভব তাড়াতাড়ি এসে গেছি।

—হ্যাঁ। দশটার আগেই আমি গাড়ি গ্যারেজে তুলতে চাই।

কথা বলতে বলতে গাড়িটা জনতার মধ্যে এসে গেল। ড্রাইভার আগে থেকেই গলা বাড়িয়ে চীৎকার জুড়ে দিল। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে আমি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

—সাংবাদিক, কাজ সেরে ফিরে যাচ্ছেন?

পূর্বের সেই যুবা। অবিসংবাদিত নেতা। চতুর চোখে মিটিমিটি তাকাচ্ছেন আর ঠোঁটে মৃদু হাসছেন। জনতা আরও বেড়েছে। ঢিমেতালে বাজনার তোতলামো তখনও চলেছে বিরামবিহীন। ভাবলেশহীন চাউনি মেলে সবাই আমাদের দেখছে।

—হ্যাঁ, কাজ সেরে শহরে ফিরে যাচ্ছি।

গন্ধটা আমি আগে পাই, ব্যাপারটা চোখে পড়েছে তারপর। মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিগ্রো নেতার সঙ্গে করমর্দন করে পিছু হটে হটে গাড়িতে ফিরে এলাম।

দেখলাম ড্রাইভারেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। চোখে-মুখে নিদারুণ ভীতি। হর্ন দিয়ে পথ চাইতেও ভয় পাচ্ছে।

রাস্তা থেকে কিছুটা তফাতে—ঝোপ আর বুনো আগাছার ধারে। আগুনের আলোতে স্পষ্ট চোখে পড়ে। টায়ার সম্পূর্ণ জ্বলে গেছে। গাড়ির ভেতরটা এখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিশ্বাসই হয় না ঘণ্টা-দুই আগেও ঝলমলে ঐ কালো ডজ আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই পথেই শকুন ও নিগ্রো মারতে গিয়েছিল।

বিরোধ ও ষড়যন্ত্রের যে উত্তাপ এ ক'দিন ধিকিধিকি জ্বলছিল, মনে মনে অভিসন্ধির যে কালকূট বিষ শুধু সুযোগের অপেক্ষায় সুপ্ত ছিল, বেলজিয়ান সেনাবাহিনীকে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েই

শোম্বে আত্মপ্রকাশ করলেন। কঙ্গো থেকে বিযুক্ত করে কাতাঙ্গা প্রদেশকে স্বাধীন ও পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাতাঙ্গা প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন এলিজাবেথভিলে। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চেয়ে জরুরী তার প্রেরণ করলেন দিকে দিকে। শোম্বে এখানেই ক্ষান্ত নন—কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারকে আখ্যা দিলেন—বেআইনী ভূয়া সরকার। প্যাট্রিস লুমুম্বা একজন মস্কোর চর।

লুমুম্বাকে দেখলাম হতোদ্যম নন। উৎসাহী পদক্ষেপ, নিশ্চিত বিজয়ের হাসি ঠোঁটে সর্বসময়ই লেগে আছে। দীর্ঘ গড়ন—প্রায় ছয়-এক বা ছয়-দুই। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি কখনও নয়। অতি বড় বিরোধীকেও তাঁর যুক্তিপূর্ণ আকর্ষণীয় বক্তৃতা থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুনতে হয়। নেতৃত্ব করবার মত যোগ্যতা নিয়ে লুমুম্বার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন এমন মানুষ কঙ্গোতে এখনও আমার চোখে পড়েনি।

প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু পাশেই ছিলেন। নাতিদীর্ঘ গড়ন। পুরু লেন্সের চশমা। চেষ্টাকৃত হাসি। বিস্তর অভিজ্ঞতার ছাপ। বক্তৃতা দিয়েছেন বহু, কিন্তু আজও ক্যামেরার ফ্লাশের ঝিলিকে বক্তৃতা তাঁর বাধা পায়। প্যাট্রিস লুমুম্বা এলিজাবেথভিলের পথে লেয়ো ত্যাগ করবার আগে উপস্থিত সাংবাদিকদের ভরসা দেন,

—ব্রুসল্‌স্ থেকে শোম্বেকে আমরা দেখে আসছি। মতবিরোধ যা-ই থাক, দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাক থাক যতই, একত্রে আমরা কাজ করতে ব্যর্থ হবো, একথা আমি এখনও মনে করি না। আমার মনে হয় শোম্বে বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে ও য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের-এর যোগসাজসে একটা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন। আশা করি শোম্বের সঙ্গে আলোচনায় আমরা সফল হবো। আমি একজন কমিউনিস্ট, এমন অভিযোগ আমার কানে এসেছে। আমি একজন কঙ্গোলি। কঙ্গোই আমার সাধনা। ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন জাগ্রত কঙ্গোতেই আমি সার্থক। আমার রাজনৈতিক প্রত্যয় আমি কোন দিনই গোপন করিনি। গত বছর আক্রা অধিবেশনে আমার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বর্ণনা করেছি।

একটি বিশেষ বিমানে কাসাভুবুকে সঙ্গে নিয়ে লুমুম্বা যাত্রা করলেন। বিরোধ যে কত গভীরে, স্বার্থের সংঘাত যে কতটা বিস্তৃত, প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা হয়তো তখনও অনুধাবন করতে পারেননি। সোজা স্বভাবের ধারালো মন, চোখে আদর্শবাদের স্বপ্ন। স্বার্থান্বেষী ভিন্ন মতাদর্শের অন্ধকার রাজনীতিতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ।

লুমুম্বা ফিরে এলেন নতমস্তকে। বিষণ্ণ চিত্তে। অপ্রত্যাশিত কঠিন আঘাতে যেন বিভ্রান্ত। চলনে সে গতি নেই। প্রাণস্ফূর্তি নিস্প্রভ। ঠোঁটের অনতিব্যক্ত হাসিটুকু অনুপস্থিত।

বিশেষ বিমান এলিজাবেথভিল বিমানঘাঁটির ভূমি স্পৃর্শ করতে পারেনি। চক্রাকারে আকাশ আবর্তন করে বৃথাই অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। নিচের কন্ট্রোল টাওয়ার লুমুম্বাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। স্বয়ং শোম্বের আদেশ—লুমুম্বা ও কাসাভুবুর বিমান যেন এলিজা-বেথভিলে অবতরণ করতে না পারে। এই দুই নেতার প্রবেশ গোটা কাতাঙ্গায় নিষিদ্ধ।

ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়, সম্মান ও অসম্মান নয়। লুমুম্বার অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে কঙ্গো থেকে কর্তিত কাতাঙ্গার বিয়োগ-ব্যাথার সুরই ধ্বনিত। দেহ থেকে বিযুক্ত প্রত্যঙ্গের প্রতি গভীর মমতা ও অব্যক্ত ক্রন্দনে কণ্ঠ যেন অনুরণিত।

ক্ষণিকের ভাবপ্রবণতা। হতাশাকে জয় করেছেন। রাজনীতি বুঝেছেন এতদিন, উপজাতীয় বিভেদ ও বিরোধের সর্বনেশে উন্মত্ততা পূর্বে কখনও এত গভীরভাবে চিন্তা করেননি। রাত্রেই বৈঠকে বসেছেন কয়েকটা। ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

আমি হোটেলে ফিরি অনেক রাতে। শুতে যাবার সময় টেলিফোনে সংবাদ পাই আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ ক্লারা টিম্বারলেক্-এর সঙ্গে লুমুম্বার আলোচনা সফল হয়েছে। রাষ্ট্রদূত জার্মানীতে অপেক্ষারত আমেরিকান ট্রুপস লুমুম্বার সাহায্যে কঙ্গো যাত্রার জন্যে তৈরী থাকার জরুরী নোট পাঠিয়েছেন। এদিকে সমস্ত বেলজিয়ান

ট্রুপস্ কঙ্গো থেকে তুলে নেবার আদেশ দিয়ে লুমুম্বা চরমপত্র প্রেরণ করেছেন ব্রুসলসে।

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম। নরম বিছানা, শরীরও ক্লান্ত, তবু চোখে ঘুম নেই। নত মস্তকে লুমুম্বার ফিরে আসা আর শোম্বের ঔদ্ধত্যের কথা ভাবছিলাম। শক্তিশালী কনাকাট পার্টি শোম্বের পেছনে আছে সত্যি, বেলজিয়ান শিল্পপতিদের সক্রিয় সহযোগিতা এই মানুষটিকে আরও বেশি অবাধ্য করেছে সন্দেহ নেই। তবু এটুকুই যথেষ্ট নয়। শোম্বের শক্তির উৎস আরও গভীরে। কাতাঙ্গার পূর্ব ইতিহাস বর্তমান পরিস্থিতির পশ্চাতে অনেকটা ভূমিকা জুড়ে আছে। এই মহাদেশের প্রায় প্রতিটি দেশের আখ্যান জুড়ে শুধু নিষ্ঠুর মর্মান্তিক কাহিনী। তবু কঙ্গোর ইতিহাস যেন আরও মর্মন্তুদ। যে বিপুল শোণিতস্রোত, অবিশ্রান্ত লাঞ্ছনা ও ধর্ষণে বিদীর্ণ হয়েছে এই দেশ, তার তুলনা নাই। সভ্যতার আলো পৌঁছে দেবার অছিলায় যে ভয়াবহ অসভ্যতার মশাল এখানে যুগ যুগ ধরে অগ্নি উদগীরণ করেছে—এই মুহূর্তে তেমন কোন দৃষ্টান্ত আমি সামনে রাখতে অক্ষম।

তবে সেকথা এখন থাক। গোটা কঙ্গোর কথাও তোলা রইলো। শোম্বের কাতাঙ্গায় আসা যাক। এই প্রদেশকে কেন্দ্র করে গোটা কঙ্গোতে আজ যে অচলাবস্থা তার উৎস গভীরে। সমস্যা অতি পুরাতন। প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজে পেতে ইতিহাস অনুগমনের প্রয়োজন হবে। দরকার হবে কিংবদন্তী অনুসরণের।

আভেন্যু দ্যে লেতোয়াল ও আভেন্যু ফ্যুলবার উল্যু সড়কের ওপর গ্রাণ্ড হোটেল বা লিওপোল্ড হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালে আজ এলিজাবেথভিলের অন্য রূপ। কিন্তু কোথায় ছিল শোম্বের প্রাসাদ আর অন্য পারে 'যুনিয়ঁ মিনিয়ের দ্যু হো কাতাঙ্গা'র আকাশ বিদীর্ণকরা চিমনী আর অবিশ্রান্ত বাদামী ধোঁয়ার প্রবাহ।

উষর খোয়াই আর আধা পাহাড় বুকে নিয়ে কাতাঙ্গা তখনও মানচিত্রে স্থান পায়নি। তার সমস্ত কিছু রূপ-রস তখন অনাবিষ্কৃত। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইতিহাস ও কিংবদন্তী অনুসরণ করে পিছু হটলে দেখা যায়, নীলনদের উপত্যকা থেকে তাড়া খেয়ে প্রথমে বাণ্টু মানুষেরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে কাতাঙ্গায় ঢুকে পড়ে ও পরে গোটা কঙ্গোতে ছড়িয়ে যায়। শত শত বর্ষ ধরে বাণ্টুদের এই অনুপ্রবেশের সঠিক কারণ না জানা গেলেও মনে হয় নিলোটিক্ ও হেমিটিক্ মানুষের চাপে তারা স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এই অনুপ্রবেশ আদৌ কোন শৃঙ্খলা মেনে চলেনি। প্রায় কয়েক শত বর্ষ ধরে এই বাণ্টু-অনুপ্রবেশ জোয়ারের প্লাবনের মত অবিশ্রান্ত গতিতে বয়েছে। বাণ্টুরা প্রথমে কাতাঙ্গাকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করেছে। কাতাঙ্গা সম্পূর্ণ উষর, সবুজের চিহ্ন ছিল না কোথাও। অনুর্বর এই বিশাল ভূখণ্ডের এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। নেড়া পাহাড় আর খোয়াই মানুষের স্থায়ী বসবাসের পরিকল্পনাকে ব্যহত করেছে। নতুন জমি, অন্যদেশে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তারা কাতাঙ্গা ছেড়ে গেছে।

নিয়মিত বসতির পত্তন হয়েছে অনেক পরে। স্থানীয় মানুষ ছিল পিগমী। শৌর্যেবীর্যে ও ধাতুর ব্যবহারে অভিজ্ঞ বাণ্টুরা পিগমীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যাযাবরের দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে বাণ্টুরা এখানে দল গঠন করলো। দল থেকেই উপজাতীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে উপজাতীয় সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়। এইভাবে বালুবা ও লুণ্ডা উপজাতি কাতাঙ্গায় শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

কাঙ্গোলো মুকুলু ছিলেন শক্তিশালী বালুবা সাম্রাজ্যের ভয়াবহ নেতা। তাঁর নিষ্ঠুরতা এত চূড়ান্ত সীমায় পৌছোয় যে নিজের অনুরাগী ভক্তবৃন্দই তাঁর মস্তিষ্ক ছেদন করতে বাধ্য হন। এই বালুবা সাম্রাজ্য দুশো বছর কাতাঙ্গায় প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একত্রে বালুবা রাজ্য হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সমবার্গের সমান ছিল। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, শক্তিশালী বালুবারা আজ কঙ্গোতে

নিতান্তই সংখ্যালঘু। উত্তর কাতাঙ্গায়, কসাইয়ের দক্ষিণে ও কিভু প্রদেশে তারা আজ অপরাধীর মত বেঁচে আছে।

বালুবা সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ লুণ্ডা সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান। কাঙ্গোলো মুকুলু যেমন বালুবা নেতা—মেয়োতা ওয়ামা তেমন ছিলেন দুর্ধর্ষ লুণ্ডা নেতা। লুণ্ডা সাম্রাজ্য এঙ্গোলা থেকে উত্তর রোডেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সামরিক নৈপুণ্য, চতুর ও নির্দয় নেতৃত্ব লুণ্ডা সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতার অন্যতম কারণ।

সময় অতিবাহিত হয়। সমস্যা দেখা দেয়। বিদেশী বাণিজ্য ফেরী দিনে দিনে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কঙ্গো নদীতে ক্রীতদাস সংগ্রহে বিদেশী তরী যত বেশী ভিড়তে শুরু করে, লুণ্ডা সাম্রাজ্যের ভাঙ্গ-চোর শুরু তখন থেকেই। ক্রীতদাস এতদিন ছিল সহজলভ্য, কঙ্গো নদীর উপকূল থেকেই নৌকো বোঝাই করা হ'ত। কিন্তু কালো কালো মানুষের চাহিদা নতুন পৃথিবীতে যতই বৃদ্ধি পায়, সন্ধানী-ফেরীর ব্যস্ত আনাগোনা ততই ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে জানোয়ার কেমন গভীর জঙ্গল খোঁজে, বিদেশী বণিকের ভয়ে নদীতট ত্যাগ করে জঙ্গলের গহিনে হটতে থাকে অসহায় মানুষ। বিদেশী বণিক কিন্তু ক্ষান্ত নন, 'ব্ল্যাক-আয়ভরী'র তালাশে এই শিকারী অভিযাত্রী দলের তখন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন হ'ল। এঙ্গোলা থেকে আগত পর্তুগীজ বোম্বেটে তরী আর টাঙানিয়াকা হ্রদ অতিক্রমকারী জাঞ্জিবারের আরব বণিকেরাই ছিল দুর্দমনীয়—অসম্ভব। মুস্কট্ ও ওমেন হারেমের জন্যে কালো কালো মেয়েমানুষের খোঁজে আরব বণিক আসতো চুপিসারে। জোয়ান মেয়েদের চালানি ছিল অপেক্ষাকৃত লাভজনক ব্যবসা। অবশ্য খরচাও পড়তো বিস্তর। জলপথ সহ্য হলেও বালির সমুদ্র অতিক্রম করে উটের পিঠে জীবিত অবস্থায় পৌঁছাতো হয়তো এই বন্য মেয়েদের পাঁচজনে একজন।

লুণ্ডা উপজাতির চরম শত্রু বালুবারা। যুদ্ধ ও সংঘাত ছিল নিত্য। মানুষ-ধরা তরী অন্য এক সমস্যা টেনে আনলো। পর্তুগীজ ও আরব

বণিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতো। প্রজাদের রক্ষা করতে লুণ্ডা নেতা ব্যর্থ হয়েছেন। তবু হয়তো ব্যাপক ভাঙন ঠেকানো যেতো, যদি না তৃতীয় আর একটি উপজাতি পরাক্রান্ত হয়ে উঠতো। কাতাঙ্গায় ধীরে ধীরে এতদিনে বেয়েকী উপজাতি ক্ষমতা দখল করেছে। তাদের শক্তি সংহত হয়েছে।

প্রবাদ আছে, একটি আহত হাতিকে অনুসরণ করে মধ্য-ট্যাঙা-নিয়াকার একটি বেয়েকী শিকারী দল একদিন প্রথম কাতাঙ্গার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। হাতির সন্ধান আদৌ মিলেছে কিনা জানা যায়নি, তবে এই শিকারী দল দেশে ফিরে যাবার পথে বেয়েকী উপজাতির নেতা কালাসা-র উপঢৌকন হিসাবে কাতাঙ্গা থেকে তামার বাট সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। নেতা কালাসা ধাতুটি চিনতে পারেন। অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্যের পদধ্বনি শুনতে পান তিনি। সময় নষ্ট করেননি কালাসা। কাতাঙ্গায় এলেন দলবল নিয়ে মৈত্রী সফরে। ভীতিপ্রদ উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেম বিনিময় শেষ হয়। দেশে ফিরে যাবার সময় খোলামনেই নিজের পুত্রকে রেখে গেলেন। উদ্দেশ্য মহৎ। পরস্পরের আদান-প্রদান ও পুত্র মাসারীর বাণিজ্য সম্ভাবনা। কাতাঙ্গার শাসক এই তরুণ যুবাকে হাসিমুখেই গ্রহণ করলেন।

মাসারী ছিলেন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। শৌর্যেবীর্যে তুলনাহীন। চতুরতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধি ছিল অসীম। শত্রু নিধনে অপরাজেয়। কাতাঙ্গা শাসকদের পক্ষ নিয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন কয়েকবার। কাতাঙ্গা-শাসক বিদেশী এই যুবাকে আরও নিকটে ডেকে নিলেন। অন্তঃপুর খুলে দিয়ে মাসারীকে আহ্বান করলেন সাদরে। স্বীয় কন্যাকে হাতে তুলে দিয়ে পরিচয় দিয়েছেন আন্তরিক ভালবাসার—পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার।

দান গ্রহণ করেছেন মাসারী। প্রতিদান শুধু অন্য নিয়মে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আপ্যায়নে ত্রুটি ছিল না। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে সকাল থেকেই। সিংহ শিকারের উৎসব ও নৃত্যগীত চলেছিল রাত্রিদিন। সবলের মধ্যে দুর্বলকে খুঁজে ফেরার ভয়াবহ কৌতুকযুদ্ধ অনুষ্ঠানকে

আকর্ষণীয় করে তোলে। জামাতার অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হন। আহারেও ছিল তৃপ্তি। পরিতৃপ্ত পারিষদ নিয়ে ফিরে গেলেন কাতাঙ্গা-প্রধান। কিন্তু রাত্রের ঘুম তাঁর ভাঙ্গেনি। হতভাগ্য পুত্র পরদিন মাসারীর সামনে আছড়ে এসে পড়ে আক্রোশে, ক্রোধে ও প্রতিহিংসায়—

—তুমি হত্যা করেছো। পানীয়ে বিষ দিয়ে আমার পিতাকে তুমি হত্যা করেছো।

অবিচল মাসারী। অভিনয়ও ছিল সুন্দর। পালকের শিরোভূষণ মাথায় নিয়ে কাতরোক্তি করেন,—কুমীরের মাথায় বিষ থাকে নাকি? একথা জানি না তো!

পিতৃশোকে দিশেহারা পুত্র মাসারীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। মাসারী হয়তো এইটাই চাইছিলেন। আত্মপ্রকাশ করলেন অতর্কিতে। তবু পারিষদবর্গের অনুরোধে অবাধ্য যুবার বক্ষ বিদীর্ণ করেননি। তাঁকে মুক্ত করে দিলেন।

মাসারীর অপ্রতিহত শক্তি কাতাঙ্গায় এক নতুন ইতিহাস রচনা করে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিনিময়ে তিনি বিদেশের সঙ্গে প্রধানত ব্যবসা করতেন। কালো কালো মানুষ, হাঁতির দাঁত, তামা, নুন আর লৌহ আকরের একচেটিয়া কারবার। বন্দুক জঙ্গলের মানুষকে ধরতে সাহায্য করে—আগ্নেয়াস্ত্রকে মাসারী সেই কারণেই বেশি পছন্দ করতেন। দেশ-বিদেশ থেকে বণিক রাজধানী বুনকেয়াতে মিলিত হতো। বুনকেয়া তখন মধ্য-আফ্রিকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় কেন্দ্র। এই বেচা-কেনার হাটে পূর্ব-আফ্রিকার আরব বণিক, রোডেশিয়া, ট্যাঙানিয়াকা, উগাণ্ডা ও এঙ্গোলার ব্যাপারীরা শূন্য নৌকা বোঝাই করে নিয়ে যেতো। ব্যস্ত বুনকেয়ার হাট শৃঙ্খলিত মানুষের ভিড়ে পূর্ণ ছিল। অপেক্ষাকৃত কিছুটা তফাতে ছিল মাটির প্রাচীর-ঘেরা মাসারীর প্রাসাদ। সেখানে মহলের পর মহল। একমাত্র হারেমেই মাসারীর ছিল ছয়শত স্ত্রীলোক। প্রাচীর গাত্রে নিয়মিত ব্যবধান রেখে নরমুণ্ড প্রোথিত। মাসারীর এরা ছিল শত্রু। সম্ভাব্য পরিণতির দৃষ্টান্তস্বরূপ দুশমনদের হয়তো এভাবে সতর্ক করতেন মাসারী।

এদিকে বাণিজ্য-ফেরী কালো আদমীর সঙ্গে বহির্বিশ্বে কাতাঙ্গা-স্মৃতি বহন করে নিয়ে গেছে। পশ্চিমী দুনিয়ার কানে পৌঁছোয়—পশ্চিম জার্মানীর দ্বিগুণ একটি দেশ, বসতিও বিরল—বালুবা ও লুণ্ডা উপজাতির অবিরাম সংগ্রামে কাতাঙ্গা পর্যুদস্ত। যদিও ট্যাঙানিয়াকার বেয়েকী নেতা মাসারীর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ, তবু বার্ধক্য তাঁকে শিথিল করেছে অনেকখানি।

এমন সময় স্ট্যানলি ব্রুসলসে এসে ঘোষণা করলেন—কাতাঙ্গার অধিকার না পেলে 'কঙ্গো ফ্রি স্টেট্'-এর কোন আকর্ষণই নেই কঙ্গোতে।

রাজার যেমন হারেম, ধনীর যেমন নাচঘর—অনেকটা সেই আভিজাত্য থেকেও উপনিবেশ সংগ্রহে উৎসাহী তখন ইয়োরোপের প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় দেশ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কঙ্গো ফ্রি স্টেট-এর সৃষ্টি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী বেলজিয়ান সরকারের অধিকার মেনে নেওয়া কল্পনাও করতে পারতো না। বার্লিন-কনফারেন্স বা ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকান এসোসিয়েশনের মানবতাবাদের তাগিদ আদৌ ফলপ্রসূ হতো না, যদি কোন দেশ কঙ্গোর দখল চাইতো। ব্রুসলস্ কঙ্গোর অধিকার চাইলে হা-হা করে উঠতো সবাই। কিন্তু রাজা লিওপোল্ড যদি ব্যক্তিগত তালুক হিসাবে কঙ্গো নিতে চান তাতে ঠিক অন্য কোন ইয়োরোপীয় দেশের কৌলিন্যে হাত পড়ে না।

স্ট্যানলি তখন রাজা লিওপোল্ডের কর্মচারী। কঙ্গো ফ্রি স্টেট্ তখন হাতে-কলমে কাজে নেমেছে। স্ট্যানলি উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে সন্ধিতে ব্যস্ত। দেশের অভ্যন্তরে রেললাইন নিয়ে যাবার ছক কষায় নিযুক্ত।

মোটামুটি রাজা লিওপোল্ডের এই নতুন তালুকের অধিকার অন্য সবাই মেনে নিলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম বীর সন্তান সিসিল রোডস্ কঙ্গোতে রাজা লিওপোল্ডের এই জমিদারী আদৌ ভাল চোখে দেখেননি। সিসিল রোডস্ ছিলেন অসাধারণ কর্মী ও বীর পুরুষ। আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন। সিসিল রোডস-এর বাসনা, মহাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত গতি যেন ব্যাহত না হয়। কায়রো থেকে কেপ অব গুড হোপ পর্যন্ত টানা হবে রেলওয়ে। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে তিনি বেচুয়ানাল্যাণ্ড অধিকার করে রোডেশিয়া দখলে রেখেছেন। এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের মধ্যে পর্তুগীজদের সরু একফালি করিডোরের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। ট্যাঙানিয়াকা থেকে জার্মানরা যাতে আর অগ্রসর হতে না পারে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও কাতাঙ্গার আকর্ষণ রোডস্-এর ছিল অনেকখানি।

এদিকে কঙ্গোর দখল পেলেও রাজা লিওপোল্ড কাতাঙ্গার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাতাঙ্গা তখন স্বাধীন। বৃদ্ধ মাসারী তখনও প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। রেললাইন পাততে বিস্তর খরচ, পূর্ব দিকের আরব বোম্বেটেদের ঠেকাতেও রাজা লিওপোল্ডের প্রচুর ব্যয়। কাতাঙ্গা বিজয় অভিযান সে মুহূর্তে ছিল অসম্ভব।

এসব জানতেন সিসিল রোডস্। এঙ্গোলা থেকে পর্তুগীজরা কাতাঙ্গা দখলের চেষ্টা করছে তাও লক্ষ্য করেছেন। আলফ্রেড সার্প, জোসেফ ও টমসনকে প্রেরণ করলেন বুনকেয়াতে। মাসারীর সঙ্গে দেখা করে উত্তর রোডেশিয়ার সঙ্গে কাতাঙ্গা সংযুক্তির পরিকল্পনা মেলে ধরলেন। কিন্তু চতুর মাসারী সিসিল রোডস্-এর অনুচরদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করতে চাইলেন না।

সংবাদ পেয়ে রাজা লিওপোল্ড প্যারী থেকে ছুটে গেলেন ব্রুসলস্। কাতাঙ্গা-অধিকার অভিযান বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব। বেলজিয়ামের সবচেয়ে বড় শিল্প-সংস্থা 'সোসিয়েতে জেনেরাল দ্য বেলজিক'। কয়েকটা বৈঠকের পর সোসিয়েতে জেনেরাল রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হ'ল। 'কঁপানী দ্য কঙ্গো পুরে লে কমের্স এ ল্যাঁন্দাস্ত্রি' সংক্ষেপে সি. সি. সি. আই. গঠন করে শুধু কাতাঙ্গা নয়, গোটা কঙ্গোতেই রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শুধু মুখের কথা নয়। রাজা লিওপোল্ড দস্তুরমত লেখাপড়া করে

নিলেন। নিরানব্বই বছরের চুক্তি। সবচেয়ে বড় সর্ত, অধিকৃত অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ সোসিয়েতে জেনেরালের অধিকারে থাকবে। কাতাঙ্গাকে কঙ্গো ফ্রি স্টেট্-এর আওতায় আনতে সরাসরি সেদিন জন্ম হ'ল 'কঁপানী দ্য কাতাঙ্গা'-র।

লে মারিনেলের নেতৃত্বে কঙ্গো ফ্রি স্টেট্-এর তরফ থেকে প্রথম অভিযাত্রী দল বুনকেয়াতে উপনীত হয়। বৃদ্ধ মাসারী তখন বিকারগ্রস্ত শয়তান। রাজ্য শাসনে পুত্র ও অনুচরেরা নিযুক্ত। নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্দয়তা মাসারীর একমাত্র শখ। এক বেলজিয়ান ভ্রমণকারী সেদিনের বুনকেয়াতে মাসারীর নারকীয় আনন্দের বর্ণনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

"Human hearts still beating, were thrown into mugs of pombe (native beer), which were then enjoyed by the entire court. Men were tied to trees, and when they groaned in hunger, were given their own ears, nose and arms to eat, and who perished after devouring themselves."

লে মারিনেলকে কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। বেয়েকী-নেতা মাসারী সরাসরি বেলজিয়ান-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অবিলম্বেই বুনকেয়া ত্যাগ করবার আদেশ দিলেন। লে মারিনেল নিরুপায়— সঙ্গে রসদও তাঁর সামান্যই। দুর্গম পথে পিছু হটতে বাধ্য হন।

সিসিল রোডস্-এর এদিকে বিশ্রাম নেই। একজন অনুচর ডানিয়েল ক্রফোর্ড মিশনারীর ভূমিকা নিয়ে তখন জাঁকিয়ে বসেছেন বুনকেয়া-তে। মাসারীর সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ও সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মনে হয় লে মারিনেলের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করবার পেছনে এই ইংরেজ মিশনারীর হাত ছিল অনেকখানি।

কাতাঙ্গার অধিকার পেতে রাজা লিওপোল্ড ও সোসিয়েতে জেনেরাল এদিকে বদ্ধপরিকর। লে মারিনেল ফিরে গেলেন—নতুন অভিযাত্রী দল আলেকজেণ্ডার ডেল্‌কমিউন-এর নেতৃত্বে তখন দুরারোহ

হাকানশন্ পর্বত অতিক্রম করছেন। শীতের প্রারম্ভেই ডেল্‌কমিউন বুনকেয়াতে সদলে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু মাসারী দুর্মদ। রাজা লিওপোল্ডের প্রস্তাব তিনি শোনবার প্রয়োজনও বোধ করলেন্ না। বুনকেয়া ত্যাগ করতে ডেল্‌কমিউন বাধ্য হন। তবে রাজধানী ছেড়ে গেলেও ডেল্‌কমিউন কিন্তু কাতাঙ্গা ত্যাগ করলেন না। পুব-পথে যাত্রা করে বর্তমান এ্যালবার্টভিলের কোথাও আড্ডা গাড়লেন।

সংবাদটি বৃদ্ধ মাসারীকে বিচলিত করে। মাসারীর এই অস্থিরতাটাই ইংরেজ মিশনারী ডানিয়েল ক্রফোর্ড চাইছিলেন। অবিরাম কুযুক্তি ও ছলনায় বৃদ্ধ মাসারীকে ধীরে ধীরে জয় করেন। একমাত্র গ্রেট ব্রিটেন মাসারীর রাজকীয় সম্মান ও আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। দরকার হলে কঙ্গো ফ্রি স্টেট্-এর বিরুদ্ধে সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইবে—ফাদার ক্রফোর্ড সুন্দর যুক্তিজালে এই দুর্দমনীয় অবাধ্য বৃদ্ধকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিলেন।

বৃদ্ধ মাসারী বললেন,—আমি রাজি, ইংরাজদের সঙ্গে আপোষে আমার আপত্তি নেই। রোডেশিয়ার সঙ্গে পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি চুক্তিতে বসতে রাজি আছি। আপনি ব্যবস্থা করুন।

—ব্যবস্থা তো তৈরি। আজই আমি সার্পকে লিখে দিচ্ছি। সিসিল রোডস্ তো আপনার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আগ্রহী। বেলজিয়ামকে আপনি ভয় পাবেন না। আজই আমি পত্র লিখছি।

প্রাসাদ ছেড়ে এলেন ফাদার ক্রফোর্ড। সান্ধ্য-উপাসনাও বন্ধ থেকেছে সেদিন। পালকের কলমে লিখে চললেন অনেকখানি। রোডস্-এর প্রতিনিধি সার্পকে অবিলম্বেই বুনকেয়াতে ডেকে পাঠালেন। লিখলেন—কাতাঙ্গা আমরা জয় করেছি। কাগজপত্তর তৈরি। আনুষ্ঠানিক সই-সাবুদের অপেক্ষা।

সেই রাত্রেই দূত চিঠি নিয়ে জঙ্গল আর পাহাড় অতিক্রম করে চললো। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন ফাদার ক্রফোর্ড। উত্তর রোডেশিয়া থেকে কঙ্গো নদীর উপকূল ধরে কোন পথে বৃটিশ রেলওয়ে

কাতাঙ্গায় ইস্পাতের লাইন নিয়ে আসবে সেই কথাই মনে মনে কল্পনা করেন ক্রফোর্ড।

জঙ্গল ভেঙ্গে ক্রফোর্ডের দূত যখন বুনকেয়া অতিক্রম করে গেছে, সার্পের তাঁবু যখন আর অনেক পথ নয়, তখন উইলিয়ম স্টেয়ার্স-এর নেতৃত্বে বেলজিয়ান 'কঁপানী ছ্য কাতাঙ্গা'-র অভিযাত্রীদল রাজধানীতে প্রবেশ করেছে। ক্রফোর্ডের দূতের সঙ্গে স্টেয়ার্স-এর সাক্ষাৎ হয়। চতুর স্টেয়ার্স সার্পের কাছে লেখা ফাদর ক্রফোর্ডের পত্রটির কথা জানতে পারেন। নিজের অভিলাষ গোপন করেছেন, সন্দেহের তিলমাত্র আভাসও লক্ষ্য করা যায়নি। কিছুমাত্র বিলম্ব না করে স্টেয়ার্স সোজা প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

অভিযাত্রীদল অনেক এসেছে-গিয়েছে। অনেকের প্রস্তুতিও ছিল যথেষ্ট কিন্তু উইলিয়াম স্টোয়ার্স ছিলেন অদ্বিতীয়। বেশ কিছু ঔদ্ধত্য নিয়ে মাসারীর কাছে প্রস্তাব রাখলেন। এমন কী প্রয়োজন হলে বলপূর্বক মাসারীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার ভয় দেখালেন। কাতাঙ্গাকে কঙ্গো ফ্রি স্টেট্-এর সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করলেন স্টেয়ার্স। ক্রুদ্ধ মাসারী হয়তো স্টেয়ার্সের দলটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করবার মতলবে বুনকেয়া থেকে সরে গিয়ে অতর্কিত আক্রমণের জন্য তৈরি হতে চেয়েছিলেন। স্টেয়ার্স পরদিন আর এক প্রস্থ আলোচনার জন্যে ক্যাপ্টেন বডসনকে মাসারীর শিবিরে প্রেরণ করলেন। বৃদ্ধ মাসারী বডসনকে হত্যা করবার ভয় দেখালেন। বডসন বিলম্ব করেননি। দ্বিধা হয়নি এতটুকু। মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার টেনে নিয়ে মাসারীকে গুলি করলেন। অপরাজেয় বেয়েকী উপজাতীর দুর্ধর্ষ ও কাতাঙ্গার অদ্বিতীয় শাসকের জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল। কিন্তু রিভলভার পকেটে রাখবারও সময় পাননি বডসন। আহত সিংহের মত বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসেছে মাস্তুকা—মাসারীর এই পুত্রের হাতে বডসন প্রাণ হারান।

ঘটনাটি ঘটে রাজধানীর বাইরে। হয়তো স্টেয়ার্সের তাতে সুবিধে হয়েছিল। মাসারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকাণ্ডাকে বললেন,—আপনি এখন

শাসক। এই রাজ্যের উত্তরাধিকার—কঙ্গো ফ্রি স্টেট্ আপনার পেছনে। 'কঁপানী ত্ত কাতাঙ্গা' আপনাকে সাহায্য করবে।

অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার লোভে মুকাণ্ডা অস্থির। উইলিয়ম স্টেয়ার্সকে তিনি বন্ধু, অতি নিকটের, কাছের মানুষ হিসাবে গ্রহণ করলেন। চুক্তিপত্র খোলামনেই গ্রহণ করেছেন মুকাণ্ডা।

কঙ্গো ফ্রি স্টেট্-এর পতাকা বিজয়গর্বে কতাঙ্গার আকাশে উঠলো। অতি দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে কাতাঙ্গার নতুন ইতিহাস রচিত হল।

'কঁপানী ত্ত কাতাঙ্গার' কিন্তু বিশ্রাম নেই। আরও একটি অভিযাত্রী দল তখন বুনকেয়াতে প্রবেশ করছে। লুসিয়ান বেয়া সে দলের নেতৃত্ব করছেন। সহকারী ছিলেন এমিল ফ্রাঙ্কুই ও জুলেস করনেট্। এদিকে কাতাঙ্গা জয় করে স্টেয়ার্স ফিরে যাচ্ছেন। শুধু বডসন নয়—প্রতিকূল আবহাওয়া ও রোগে দলের কনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। পূর্ব উপকূল ধরে উইলিয়ম স্টেয়ার্স যখন চাণ্ডিতে পৌঁছেছেন, অনাহার ও প্রবল জ্বরে তিনি তখন অর্ধমৃত। মোজাম্বিকে জাম্বেসী নদীর মোহনায় বৃথাই জাহাজের অপেক্ষা করেছেন দিনের পর দিন। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তি, অসমসাহসিক মানুষ সম্পূর্ণ অনাহারে বিনা চিকিৎসায় নদীতটেই দেহত্যাগ করেন।

উইলিয়ম স্টেয়ার্সের নাম-আর শোন যায় না। বেলজিয়ান সরকার রচিত কঙ্গোকে যাঁরা তুনিয়ার কাছে মুক্ত করেছেন সেই ছেষট্টি জন বীর সন্তানের মধ্য স্টেয়ার্সের নাম নেই। লে মারিনেল, ডেল্‌কমিউন, বেয়া, ফ্রাঙ্কুই ও করনেট্-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে স্থান পেয়েছে। এঁদের নামে গড়ে উঠেছে আজ শহর, নগর, বন্দর ও এয়ারপোর্ট—কিন্তু আশ্চর্য কোথাও উইলিয়ম স্টেয়ার্সের উল্লেখ নেই। কারণ অবশ্য আছে, স্টেয়ার্স বেলজিয়ান ছিলেন না তিনি ছিলেন স্কচ্—একজন বৃটিশ প্রজা। কঁপানী ত্ত কাতাঙ্গা'র নিতান্তই একজন বেতনভুক কর্মচারী।

রাজা লিওপোল্ড কাতাঙ্গার দখল পেলেও প্রথম থেকেই বেলজিয়ান শিল্পপতিরাই গোটা প্রদেশে প্রাধান্য বিস্তার করে। ব্যবসায়ীদের আদতে কোন জাত নেই—তাই হয়তো কাতাঙ্গার দখল পেতে ব্রুসলস্-এর সঙ্গে

লণ্ডনের যত তিক্ততাই হোক না কেন, 'কঁপানী দ্য কাতাঙ্গা' ও কঙ্গো ফ্রি স্টেট্-এর যৌথ প্রযোজনায় সৃষ্ট 'কমিত স্পেশিয়াল দ্য কাতাঙ্গা কোম্পানী' সিসিল রোডস্-এর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কাতাঙ্গার ভূমিগর্ভের অফুরন্ত খনিজ সম্পদ দশ-আনি ছ-আনির ভাগা-ভাগির সর্ত হাসতে হাসতে মেনে নিতে দেখা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে কাতাঙ্গাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে শুধু রাজা লিওপোল্ড বা পরবর্তী বেলজিয়ান সরকার নয়—বিদেশী শিল্পপতি। উপজাতীয় কলহ ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজটিকে এঁরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বালুবা, লুণ্ডা ও বেয়েকী উপজাতিদের ঝগড়া আজও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। শোম্বের চুল ছাঁটায় ভুল নেই—প্যারীর দর্জির স্যুট তাঁর পরনেই আছে। ফরাসী উচ্চারণও নির্ভুল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার, লুণ্ডা রাজপ্রাসাদের ঐতিহ্য এই মানুষটিকে পেছনে টানে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দুর্মূল্য স্কচ্ হুইস্কী বিমানযাত্রার ক্লান্তি হয়তো দূর করে, কিন্তু শোম্বের চোখে ভাসে মেয়োতা ওয়ামো-র বিপুল লুণ্ডা সাম্রাজ্য। এঙ্গোলা থেকে পূর্ব রোডেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক দেশ।

কাতাঙ্গা বিজয়-অভিযানে রাজা লিওপোল্ড 'সোসিয়েতে জেনারেল দ্য বেলজিক্' কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে একত্রে আমেরিকার ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা, ইউ. এস. স্টিল, জেনারেল মোটার্স, টি. ডবল্যু. এ. ও নিউ ইয়র্কের মিউচুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্সের সমান। 'কঁপানী দ্য কঙ্গো' পুরে লে কমের্স এ লাঁন্দাস্ত্রী' ও 'কঁপানী দ্য কাতাঙ্গা' সোসিয়েতে জেনেরেলের প্রথম দুই প্রত্যঙ্গ। কাতাঙ্গার ভূমিগর্ভে খনিজ -সম্পদ অনুসন্ধানের ভার নিয়ে 'কমিতে স্পেশিয়াল দ্য কাতাঙ্গা' গঠিত হয়েছে। এঙ্গোলা ও রোডেশিয়ান রেলওয়ে কাতাঙ্গায় টেনে আনতে রাজা লিওপোল্ড "শম্যা দ্য ফের দ্যু' বা কঙ্গো ও কাতাঙ্গা সৃষ্টি করেছেন।

কাতাঙ্গার ঐশ্বর্য দিনে দিনে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, নিত্য নতুন কোম্পানীর আকাশ-বিদীর্ণ-করা চিমনী একটার পর একটা

আত্মপ্রকাশ করেছে। 'য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের দ্যু হো কাতাঙ্গ জেনারেল দ্য বেলজিক্' দু'হাতে শেয়ার ছড়াতে ছড়াতে শুধু কাতঙ্গায় নয় গোটা কঙ্গোতে এক পরাক্রান্ত শক্তি হিসাবে দেখা দিল। কাতাঙ্গা তখনও জনবিরল—'য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের' মোজাম্বিক ও নায়াসাল্যাণ্ড থেকে মজুর আমদানিতে ব্যস্ত। দক্ষিণ রোডেশিয়ার কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইয়োরোপ থেকে কোক্ আনবার বিপুল ব্যয় লাঘব হ'ল। তারপর আসে প্রথম মহাযুদ্ধ। য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের পঁচিশ হাজার টন তামা বছরে তুলতে থাকে। আজ এই কোম্পানীকে পৃথিবীর খনি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথম সারিতেই রাখতে হবে। আমেরিকা নিশ্চয়ই য়ুনিয়ঁ মিনির্য়েরের দান বিস্মৃত হয়নি আজো—হিরোশিমা ও নাগাসিকি ধ্বংস করতে যে আণবিক বোমা তৈরী হয়েছিল, য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের তাতে যুগিয়েছিল কাতাঙ্গারই ইউরেনিয়াম।

কাতাঙ্গায় য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের-এর ক্ষমতা যে কত গভীর ও বিস্তৃত, যে সীমাহীন ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিপতি তার আংশিক পরিচয় আমি সামনে রাখছি ঃ

"Today *Union Miniere* is one of the great mining companies of the world. It ranks third (after Anaconda and Kennecot) among the world's copper producers, accounting for about 8 per cent of the world's supply. *Union Miniere's* production ranks Katanga as the world's fifth largest copper producers, after the U.S., Chile, Northern Rhodesia and Canada.

In this year *Union Miniere* exported, mostly to the U. S., 8.222 tons of cobalt, more than 60 percent of the world's supply of this strategic metal. It also produced 16 per cent (25.101 kilograms) of the world's germanium (useful in the construction of Sputniks and transistor radios), 5 per cent of its

manganese, and virtually all of the world's radium (27.6 grams), used in the treatment of cancer. Also produced 193.004 tons (4 per cent of the world's production) of zinc concentrates, 208.959 kilograms of cadmium (3.5 per cent of the world's production), and 45 kilograms of gold. *Union Miniere* ranks sixth among the world's silver producers."

য়ুনিয় মিনিয়ের কাতাঙ্গার প্রভু। কঙ্গোর শতকরা ষাট ভাগ রাজস্ব য়ুনিয় মিনিয়ের থেকে আসে। লক্ষ লক্ষ কঙ্গোলির শুধু দিন যাপন আর প্রাণ ধারণের অসহ্য গ্লানি—একমুঠো নুন আর কয়েকটা তামার মুদ্রার বিনিময়ে পাতালপুরিতে তারা চিরজীবনের মত ক্রীতদাস। অর্ধশতাব্দী ধরে অপরাজেয় য়ুনিয় মিনিয়ের-এর অব্যাহত জিওলজিক্যাল স্ক্যাণ্ডাল আজ কঙ্গোতে লঙ্কাকাণ্ড বাধাতে চলেছে।

গোটা কঙ্গোর পটভূমিতে কাতাঙ্গার ভূমিকা চিরদিনই অবাধ্যতার। বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ কঙ্গোর ডাকে সাড়া দেবার মত নেতা একজনও নেই কাতাঙ্গায়। বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে কাতাঙ্গাকে বিক্ষুব্ধ করে নিলে য়ুনিয় মিনিয়ের নিরাপদ। প্যাট্রিস লুমুম্বার জাতীয়তাবাদ ও নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বাদে সাধারণ মানুষের বিপুল প্রাণস্ফূর্তির মধ্যে কোথাও যেন অশুভ ভবিষ্যতের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে য়ুনিয় মিনিয়ের। নির্বাচনে বিপুল অর্থ দু'হাতে নিয়েছেন শোম্বে।

শোম্বে কঙ্গোর একজন কৃষ্ণকায় কোটিপতি। আমেরিকান মেথডিস্ট মিশনারী স্কুলে বিদ্যারম্ভ। উচ্চতর শিক্ষা নিচু মানের। পিতার ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ নিয়ে বিস্তর ঘুরতে হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আসেন এলিজাবেথভিল। লুণ্ডা উপজাতির অন্যতম রাজ-পরিবারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিপুল অর্থ—শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার পেতে তাই দেরি হয় না। এলিজাথভিলের এলিট সোসাইটিতে প্রবেশ ছিল মুক্ত। তাঁর বিরাট ফোর্ড গাড়িতে কালা আদমীর চেয়ে

শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদেরই চলতে ফিরতে দেখা যেত বেশি। নির্ভুল ফরাসী উচ্চারণ—ডিনারে, পার্টিতে শ্বেতাঙ্গ রমণীদের সঙ্গে ফরাসী দিব্যি গেলে কয়েক পাত্র কড়া পানীয়ের পরেও বিলিয়ার্ড টেবিলে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে, গভীর রাত্রে সত্তর মাইল বেগে আভেন্যু দ্য লেতোয়ালের জনশূন্য পথে যখন বাঁক নিতেন, তখন অতি বড় শ্বেতাঙ্গও শোম্বেকে তারিফ না করে পারতেন না।

প্যাট্রিস লুমুম্বার বিমান এলিজাবেথভিল এয়ারপোর্টের ভূমি স্পর্শ করতে পারেনি। কন্ট্রোল টাওয়ার তাঁর বিমান ফিরিয়ে দিয়েছে। শোম্বের নির্দেশ ছিল তাই। কিন্তু কাতাঙ্গার গোটা রাজনৈতিক রানওয়ে অবরোধ করে আছে য়ুনিয়ঁ মিনিয়ের। শোম্বে আজ তাঁদের কথায় চলছেন - ফিরছেন।

কঙ্গোয় প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্যের আবেদন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার প্রত্যাখান করলেন। ঠিক তার চব্বিশ ঘণ্টা পরে স্বস্তিপরিষদে তিউনেশিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কঙ্গো সরকারকে যাবতীয় জরুরী সাহায্য প্রেরণ করবার জন্যে দাগ হ্যামারশল্ড আফ্রিকার প্রতিটি দেশের কাছে আবেদন করেন। প্যালেস্টাইনে জাতিসংঘের দশজন ক্যানাডিয়ান অফিসারকে কঙ্গোয় সে সাহায্য গ্রহণ করবার নির্দেশ দিলেন। জাতিসঙ্ঘ বাহিনী ও সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ডের প্রতিনিধিত্ব করবেন রাল্‌ফ বুণ্ড।

শোম্বে কাতাঙ্গাকে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করলেও একমাত্র বেলজিয়াম ছাড়া একটি দেশও তাঁকে সমর্থন করেনি। ফেডারেশন অব রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ড যদিও সাহায্য দিতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলনের নির্দেশে স্যার রয় ওয়েলেনস্কি হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন।

মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে কঙ্গো পরিস্থিতির অন্য চেহারা দেখা গেল। গৃহযুদ্ধ ও উপজাতীয় দ্বন্দ্ব এখন বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির

মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। কঙ্গো নদী অতিক্রম করে অশান্তির ঢেউ স্বস্তিপরিষদে অস্বস্তিই টেনে আনে।

লিওপোল্ডভিলের সে এক অন্য চেহারা। হারকিউলিস আর গ্লোব-মাস্টার বিমান ইউ. এন. ট্রুপস বহন করে লিওপোল্ডভিলে এনে শূন্য করে দিচ্ছে। সেনারা আসছে ঘানা, তিউনেশিয়া, মরক্কো ও ইথিওপিয়া থেকে। সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডার—সুইডিশ মেজর জেনারেল কার্ল কার্লসন ভন হর্ন জেরুজালেম থেকে দলবল নিয়ে হাজির হলেন সপ্তাহ শেষে। সেই রাত্রেই প্যাট্রিস লুমুম্বা ঘোষণা করলেন বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে বেলজিয়ান সেনাদের সরিয়ে না নিলে সোভিয়েট সাহায্য চাইতে তিনি বাধ্য হবেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ও রাল্‌ফ বুঞ্চের গোপন বৈঠক গোপনই রইল। শুধু দেখলাম ঘিয়ে রঙের স্যুটের সঙ্গে গাঢ় লাল টাই মানিয়ে পরেছেন রাল্‌ফ বুঞ্চ। রাষ্ট্রদূত টিম্বারলেক্‌ উপস্থিত সাংবাদিকদের এড়ানোর জন্যে একরকম দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

শহরের অবস্থা আজ অপেক্ষাকৃত শান্ত। তবু সন্ধ্যের পর হোটেলের বাইরে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। জাতিসংঘ বাহিনীর সেনাদের শহরের প্রধান প্রধান সড়কে টহল দেওয়া সাধারণ মানুষ আদৌ খোলামনে নিতে পারেনি। শৃঙ্খলা যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে জোর করে।

মার্কিন দূতাবাস থেকে হোটেলেই ফিরে আসছিলাম। দোকান-পাট আজ কিছু খুলেছে। তবে কাঁচ লাগানো বিরাট বিরাট শো-কেসগুলো বন্ধ। ক্রেতাদের আনাগোনা সামান্যই। একমাত্র ভিড় বুকস্টলে। গ্রেহাম গ্রীন, কাম্যু ও সার্ত্রের পেপার-ব্যাক নাড়া-চাড়া করে ইংরেজী ও ফরাসী এক কপি সাপ্তাহিকই কিনতে দেখা যায়। এয়ার লাইনস্‌ বন্ধ—বিদেশী টাটকা খবর এসে পৌঁছানোর কোন আশা নেই।

দূতাবাস থেকেই আমার সঙ্গী ছিলেন মাইকেল কোকোলো। কোকোলো একজন করিতকর্মা কঙ্গোলী যুবা। সাংবাদিকতা পেশার

চেয়ে অনেক বেশি নেশা। সুগঠিত স্বাস্থ্য। প্রখর বুদ্ধি। সুশ্রী কিন্তু গায়ের রঙ টেলিফোনের মত কালো। অপর্যাপ্ত অর্থ থাকায় শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার। ফরাসীর মাধ্যমে ইংরেজি শিখেছেন। প্রথিতযশা এক লণ্ডন-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। মাউ মাউ আন্দোলনের সময় বেশ কিছুকাল ছিলেন কেনিয়ায়। আবাঞ্ছিত বিদেশী হিসাবে নাইরোবি থেকে বহিস্কৃত হন। যে-কয়জন আফ্রিকান রিপোর্টারের সঙ্গে আমার এখানে পরিচয় হয়েছে মাইকেল কোকোলো তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি। মোটামুটি প্রমাণ সাইজের ভারতীয় শিক্ষিত লোকের চেয়ে মহাত্মা গান্ধীকে ভাল জানেন। জাতিসংঘে মস্কো-প্রতিনিধি জোরিনের চেয়ে কৃষ্ণ মেননের বক্তৃতায় আগ্রহশীল। কঙ্গোর ঘরোয়া রাজনীতি সম্পর্কে নিজের ধারণা নৈরাশ্য-জনক। যোশেফ কাসাভুবু ও প্যাট্রিস লুমুম্বার রাজনৈতিক মৈত্রী-বন্ধন সম্পর্কে তাঁর ধারণা উঁচুমানের নয়। মাইকেল কোকোলোর কথায় মনে হয়, শোম্বে যেন একজন কৃষ্ণকায় বেলজিয়ান।

কোকোলো আমাকে একধারে টেনে আনলেন। বললেন—হোটেলে আপনাকে আমি পৌঁছে দেবো। আপনি একজন ভারতীয়। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আপনার গায়ের চামড়া বিস্তর ফারাক। আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

—উচ্ছৃঙ্খল আর বেপরোয়া সেনাদের বিশ্বাস নেই।

—সে অবস্থাটা এখন অবশ্য অনেকটা কেটেছে। জাতিসংঘ বাহিনী যদি বর্তমান কঙ্গো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে তবে অবস্থার আর অবনতি হবে বলে মনে হয় না। আপনারা শোম্বের দোষ দেন, আমি কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু সম্পর্কেও আদৌ ভরসা পাই না।

কাসাভুবু সম্পর্কে কোকোলোর আশঙ্কা অমূলক নয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে লুমুম্বার সঙ্গে এই মানুষটির চিন্তাধারার পার্থক্য অনেক।

কাসাভুবুর প্রপিতামহ ছিলেন একজন চীনা। কঙ্গো রেলওয়েতে

কাজ নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। তাই কাসাভুবুর মুখের ঢঙে একটা মোঙ্গোলিয়ান আদল আসে। পুরু লেন্সের চশমা। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আরামপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক মানুষটিকে আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি।

শোম্বের মতই কাসাভুবু পুরোপুরি রাজনীতি করবার আগে উপজাতীয় আন্দোলন করেছেন। কিকঙ্গো ভাষার প্রসার ও ব্যাকঙ্গো উপজাতির অধিকার আন্দোলনের তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় নেতা।

লুণ্ডাদের মতই ব্যাকঙ্গো উপজাতির অতীত ঐতিহ্য আছে। পর্তুগীজেরা কঙ্গোতে এসে বর্তমান এঙ্গোলা থেকে ফরাসী কঙ্গো পর্যন্ত ব্যাকঙ্গোদের সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পায়।

ব্যাকঙ্গো রাজা জিঙ্গা টিন্নু লিসবনে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছিলেন। পুত্র ডন অফনসোকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন। লুয়াণ্ডার দখল নিয়ে ডাচ ও পর্তুগীজদের লড়াইয়ে বিজয়ী পর্তুগীজরা ব্যাকঙ্গো সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার কাজে নামেন। মাপিলার যুদ্ধের পর ব্যাকঙ্গো সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন শুরু হয়। সর্বশেষে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পর্তুগীজ গোটা ব্যাকঙ্গো সাম্রাজ্যকে তছনছ করে ফেলে।

কিন্তু অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ব্যাকঙ্গোরা আজও বিস্মৃত হয়নি। লিওপোল্ডভিল থেকে দূরত্ব সামান্যই। মেয়োম্বি পাহাড়ের শেলা থেকে দশ মাইল দূরে কুমাডিজি গ্রাম। গোঁড়া ব্যাকঙ্গো পরিবারে যোশেফ কাসাভুবুর জন্ম।

মিশনারী স্কুলে বিদ্যারম্ভ। উচ্চ শিক্ষার জন্যে কাসাইতে পড়তে আসেন। গ্রামে ফিরে এসে ক্যাথলিক মিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। পেশা নিলেন মাস্টারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্থদপ্তরে হিসেব কষার কাজ গ্রহণ করেন। এদিকে ব্যাকঙ্গো উপজাতিদের পৃথক অধিকার আন্দোলন অব্যাহত রইলো। কাসাভুবুর বিখ্যাত বক্তৃতা—"Le Droit du Premier Occupant" পড়লে বোঝা যায় চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে শোম্বের সঙ্গে এই মানুষটির কী অদ্ভুত মিল।

কাসাভুবু ব্যাকঙ্গো সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন এই সেদিন।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে কঙ্গোর প্রথম মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে লিওপোল্ডভিলের সমস্ত আসন তাঁর আবাকো পার্টি জয় করে। তিনি সমস্ত রোগের সার্টিফিকেট ঠিক সময়ে সংগ্রহ করতে না পারায় আক্রা অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি। লুমুম্বা আক্রা অধিবেশনে কঙ্গোর প্রতিনিধিত্ব করেন। নক্রুমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। সেদিন যদি যোশেফ কাসাভুবু আক্রা অধিবেশনে যোগদান করতে পারতেন, লুমুম্বাকে পেছনে রেখে কঙ্গো রাজনীতিতে তিনিই হয়তো হতেন অদ্বিতীয়।

লিওপোল্ডভিলে আবাকো পার্টির ডাকে কাসাভুবুর নেতৃত্বে ব্যাকঙ্গোরা দাঙ্গা শুরু করে। বেলজিয়ান সরকার কাসাভুবু সহ দলের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে ব্রুসলসে চালান করলেন। নিষিদ্ধ হ'ল আবাকো দল। পাঁচমাস পর ছাড়া পেয়ে লিওপোল্ডভিলে যখন ফিরে এলেন তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শুধু লিওপোল্ডভিল নয়, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গোটা কঙ্গোয় তখন বিদ্রোহের হাওয়া বইছে। লুমুম্বা কারাগারে। উপজাতীয় বিভেদ ভুলে সাধারণ মানুষ কঙ্গোলি বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী।

প্যাট্রিস লুমুম্বার সেদিক দিয়ে বিচার করলে কোন অতীত ঐতিহ্য নেই। সংখ্যালঘু বেতিতেলী উপজাতির অখ্যাত ক্যাথলিক পরিবারে লুমুম্বার জন্ম। নিয়মিত স্কুল-কলেজের শিক্ষাও তাঁর নিচুমানের। পোস্ট অফিসে কেরানীর চাকরীতে জীবন কাটিয়ে দিলে কারো কোন অভিযোগ থাকতো না। পরিবারের কেউ এর চেয়ে বেশি কিছু লুমুম্বার কাছে আশাও করেনি।

লুমুম্বা কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া। স্কুল-কলেজের দরজা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু অধ্যয়ন বন্ধ থাকেনি। সুদর্শন ছ' ফিট লম্বা ছিপছিপে এই তরুণ সহজেই পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। বক্তব্যে যুক্তি সাজানো, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। বক্তৃতা তাঁর অসম্ভব হৃদয়গ্রাহী। আক্রা কনফারেন্সে বক্তৃতা শুনে দু'-একজন বিদেশী সাংবাদিক ঘানার নক্রুমা ও গিনির সকু-তুরে-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যদিও বেতিতেলী সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সন্দেহ নেই, তবু এই শাখা মন্‌গো উপজাতিরই একটা সাব-গ্রুপ। সেই কারণেই হয়তো কাসাই, ওরিয়েন্টাল ও ইকোয়েটর প্রদেশে লুমুম্বার এম. এন. সি পার্টি অতি অল্প সময়েই শক্তিশালী হতে পেরেছে। এদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বালুবা ও লুলুয়া উপজাতির বহু প্রাচীন দ্বন্দ্বেরও তিনি সুযোগ পেয়েছেন।

স্ট্যানলিভিলে পোস্ট অফিসে চাকরী করলেও ডাক বিভাগের ইউনিয়ন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন বেশি। ইউনিয়ন মুখপত্রের সম্পাদক-রূপে ও রাজনীতি ঘেঁষা প্রবন্ধ লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেন। হঠাৎ অফিসের তহবিল তছরুপের অভিযোগে বেলজিয়ান সরকারের হাতে লুমুম্বা গ্রেপ্তার হন। অপরাধ স্বীকার করলেও লুমুম্বা চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে জানালেন, ইউনিয়নের প্রয়োজন, সহকর্মীদের বৃহত্তর স্বার্থে আমি তহবিলে হাত দিতে বাধ্য হয়েছি। আমি নিরপরাধ। বিচারে লুমুম্বার দু'বছর জেল হয়। জেডভিল কারাগারে বন্দী রইলেন লুমুম্বা। কিন্তু বেলজিয়ান সরকার বছরখানেক পর এই মানুষটিকে মুক্ত করলেন। হঠাৎ চুরির অপবাদ পেলেও সাধারণের কাছে অপরাধী হতে হয়নি লুমুম্বাকে।

তারপর লুমুম্বাকে দেখা গেছে লিওপোল্ডভিলে। পোলার-বীয়র' বিক্রীর চাকরী নিতে বাধ্য হন। সময় লেগেছে সামান্যই। নতুন শহরে, অভিজাত মহলে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অতি সামান্য সময়ে লুমুম্বা নিজের জায়গা করে নেন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক্ স্টাডি গ্রুপ-এর একজন সক্রিয় সভ্যের ভূমিকা নিতে দেখা গেল তাঁকে। গঠিত হ'ল 'মুভমেণ্ট ন্যাশনাল কঙ্গোলিজ' সংক্ষেপে এম. এন. সি.। এখানেই লুমুম্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কাসাই প্রদেশের বালুবা নেতা এলবার্ট কলন্‌জি-র। সৈনিক-সাংবাদিক যোশেফ মবুতু-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হ'ল এখানেই।

তারপর ঘটনাবহুল কঙ্গোর রাজনীতিতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন লুমুম্বা। ফরাসী কঙ্গোর স্বাধীনতা উৎসবের ঢেউ ব্রাজাভিল

থেকে লিওপোল্ডভিলেও এসে পৌঁছোয়। আক্রা থেকে নক্রুমার অভিনন্দন নিয়ে ফিরে এসেছেন লুমুম্বা। কাসাভুবু ব্যাকঙ্গো অধিকার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হ'ল লিওপোল্ডভিলে। সাম্প্রদায়িক এই অশান্তির সঙ্গে কিছুমাত্র যোগ না থাকলেও গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে লুমুম্বা বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে নৌকোতে কঙ্গো নদী অতিক্রম করে ব্রাজাভিলে আসেন। সেখান থেকে পাড়ি জমালেন নাইজেরিয়া। ঘুরতে ঘুরতে আসেন ব্রুসলস্। বেলজিয়ান বুদ্ধিজীবী মহলে কঙ্গোর ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠকে বসেন। সকু-তুরে'র সঙ্গে আলোচনা করতে যান গিনিতে।

অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলে লুমুম্বা আবার লিওপোল্ডভিলে ফিরে এলেন। সময় নষ্ট না করে অবিলম্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু পার্টিতে একটা ভাঙ্গন দেখা দিল। কলনজি, এডুলা ও ইলিও গ্রুপ পৃথক এম. এন. সি. পার্টি গঠন করে লুমুম্বার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেন।

জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন লুমুম্বা। ঘোষণা করলেন,— আমাদের পহেলা নম্বর শত্রু বেলজিয়ান সরকার। কঙ্গোর মুক্তিসংগ্রাম আর অপেক্ষা করতে পারে না। উপজাতীয় বিভেদ, বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের লড়াই ভুলে যেতে হবে। কঙ্গোলী জনসাধারণ আজ শৃঙ্খলমুক্ত ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো গড়তে চলেছে। আসুন, আমরা সবাই হাত লাগাই।

বেলজিয়ান সরকার এই সোজা স্বভাবের খাড়া মানুষটিকে আর বাইরে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। বহু অভিযোগ হাতের কাছেই ছিল। এবার গ্রেপ্তার এড়াতে ব্যর্থ হলেন লুমুম্বা।

কঙ্গো পরিস্থিতির কিন্তু দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। নিত্য-নতুন ঘটনায় বেলজিয়ান সরকার হয় বিচলিত। ব্রুসলসে গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স বসে। গোল-টেবিল বৈঠকে কঙ্গোর নেতাদের ডেকে পাঠানো হয়। জেল থেকে মুক্ত হন লুমুম্বা।

প্রায় শতাধিক কঙ্গো-প্রতিনিধি ব্রুসলস গোল-টেবিল বৈঠকে

উপস্থিত ছিলেন। শোম্বে লুমুম্বাকে পাত্তাই দিতে চাননি। কাসাভুবু চতুর হেসে অন্তরঙ্গ হতে চাইছেন,

—আপনার দু'হাতে কালশিটের দাগ। হয়েছিল কী ওখানে?

গোটা প্রেস ঘিরে রেখেছিল। উপস্থিত ছিলেন কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ। ক্যামেরার ফ্লাশ চমকে চমকে উঠছিল।

কাসাভুবুর প্রশ্নের উত্তরে লুমুম্বা অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ ভঙ্গীতে বলেন,

—সামান্য আঘাতের দাগে আপনি চিন্তিত হয়েছেন দেখছি। আমি জেল থেকে সোজা ব্রুসলস্ এয়ারপোর্টে এসেছি কিছুক্ষণ আগে। জেলে আমাকে সেলের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছিল। লোহার হাতকড়ার দাগ ছিঁড়তে চেষ্টা করছি—পারিনি।

গোটা প্রেস স্তম্ভিত। এমন জবাব কাসাভুবু নিশ্চয় আশা করেননি। উপস্থিত সমস্ত মানুষকে নির্বাক করে দিয়ে পালপ্রাংশু মানুষটি স্মিত হেসে দু'হাতে ক্যামেরার আলো বাধা দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন।

ব্রুসলস্ রেডিও আর বেলজিয়ান প্রেস খবরটা ফলাও করে পরিবেশন করেছে। কঙ্গোলীদের হাতে শ্বেতাঙ্গরা নিগৃহীত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রেস নিউজের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার বিস্তর হেরফের আছে।

—দু'জন বেলজিয়ানকে পুড়িয়ে মারার দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা।

—হতে পারে, কিন্তু প্রেস যে ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করছে তা আমি বিশ্বাস করিনি।

—যাই বলুন, মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করা দরকার। বেলজিয়ান-বিরোধী অতি বড় উৎসাহী কর্মীও নিশ্চয়ই এই জঘন্য অত্যাচার সমর্থন করতে পারেন না। লুমুম্বাকে সেদিন এই প্রশ্নের জবাব দিতে বিব্রত হতে দেখা গেছে।

—মেয়েদের ওপর অত্যাচার বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন?

—অত্যাচার বলতে মোটা দাগের যে অর্থ দাঁড়ায় আমি সেই কথাই বলছি।

—আমি বিশ্বাস করি না। তবে কী জানেন, বিশাল দেশ আমাদের কঙ্গো, সাধারণ মানুষের বিক্ষোভও আজ প্রচণ্ড। সাদা চামড়া-বিরোধী এই উন্মত্ত জনতাকে সংযত করা লুমুম্বা কেন, পৃথিবীর কোন দেশে কোন নেতার পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের কথা তুলছেন আপনি, কিন্তু আজ খোদ লণ্ডনে কী পরিমাণ মেয়েদের লাঞ্ছিত হতে হয় জানেন? নিউ ইয়র্কে একদিনে যে পরিমাণ মেয়েরা ধর্ষিতা হয়, কঙ্গোর ইতিহাসে শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা সে পরিমাণ লাঞ্ছিত হয়নি। আসলে শ্বেতাঙ্গদের ওপর সাধারণ মানুষের অপরিসীম ঘৃণা। কঙ্গোলী জনতা বরং মেয়েদের রক্ষা করেছে। তবে সেনাদের অপরাধের জন্যে কঙ্গোলীদের দোষ দেওয়া যায় না। বেলজিয়ান সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই বাহিনীকে নিজেদের পছন্দ মত তৈরি করেছে। ব্রুসলসের কাছেই এরা সভ্য হতে শিখেছে।

—আমি এখানে অল্পদিন এসেছি। এ শহরের অভিজ্ঞতা আমার কয়েক সপ্তাহের। তবু আমার মনে হয়, শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে আপনার অপরিসীম ঘৃণা। হয়তো বাস্তব ঘটনা বিচারে কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচারকে আপনি লঘু করতে চাইছেন।

—আপনি ভুল করছেন। বুঝতে আপনার ভুল হয়েছে গোড়ায়। শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে আমার অপরিসীম ঘৃণা নেই। আপনি ভারতীয়, —শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কের ইতিহাসও খুব মধুর নয়। আমি কঙ্গোলী, কঙ্গোকে ভালবাসি—সেই কারণে শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী আমাকে হতেই হবে।

মুখোমুখি বসেছিলাম। মাইকেল কোকোলো গ্লাসে বীয়র ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমাকে নীরব দেখে একটু হেসে বললেন,

—কয়েক বছর আগেকার এক নারী ধর্ষণের কথা আমার মনে

পড়ছে। শুধু লিওপোল্ডভিলে নয়, ব্রুসলস পর্যন্ত সে ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ হয়ে গেছে। এমন ভয়াবহ ঘটনা আমি হয়তো জীবনেও ভুলতে পারবো না।

—একটা নারী ধর্ষণের ব্যাপার আপনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না? আপনি কী ব্যাপারটার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত ছিলেন?

—ছিলামই তো। উপন্যাস ও গল্পে এ ধরনের ঘটনা পাওয়া যায়।

—আপনি কী খুব বড় ধরণের একটা মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

মামলা! আইন কোথায়? গোড়া থেকেই শুনুন তবে। খবরটার পেছনে আমি আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করিনি প্রথমে। নির্জন অঞ্চলে একাকী এক অসহায় রমণীকে পেয়ে একটা জানোয়ার তাঁর সর্বনাশ করেছে—খবরটা দুঃখের ও লজ্জার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি উপেক্ষাই করেছি। লণ্ডনের যে পত্রিকার সঙ্গে আমি যুক্ত, তার আফ্রিকা-বিশারদ জর্জ চেসনি জাঞ্জিবারের পথে লিওপোল্ডভিলে এসেছিলেন। জর্জ চেসনি আমাকে বড় পছন্দ করেন না। নাইরোবি থেকে মাউ মাউ আন্দোলনের সময় আমার বহিষ্কার ভাল চোখে দেখেননি। সাংবাদিক-সততা প্রসঙ্গে দীর্ঘ এক উপদেশ দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, উইলিয়ম লকহার্টের স্ত্রীর ওপর একটা নিগ্রো অত্যাচার করেছে। ঘটনাটা পুরো অনুসন্ধান করা দরকার। বিস্তর ছবি-সহ একটা 'ডেসপ্যাচ' অবিলম্বেই তুমি লণ্ডনে পাঠাবে। উইলিয়ম লকহার্ট একজন কৃতী পুরুষ। তাঁর স্ত্রী একজন বিদুষী রমণী।

—উইনিয়ম লকহার্ট নিঃসন্দেহে একজন কৃতী পুরুষ। যৌবনের প্রথমে এক জাহাজে কাজ নিয়ে একবস্ত্রে এদেশে এসেছিলেন। প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন। শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত কিভু প্রদেশের বুকুভুতে জমিদারী। সিগারেট কারখানা ও মদের ব্যবসা, সিয়েরা লিয়ন ও গোল্ড-কোস্টে ক্রমিয়ামের মোটা

শেয়ার ও লিওপোল্ডভিলে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী কারবারে যেভাবে ফেঁপে উঠেছিলেন তাতে বহু শ্বেতাঙ্গদের তিনি ছিলেন ঈর্ষার কারণ।

—উইলিয়ম লকহার্টের সঙ্গে আমি প্রথমে দেখা করলাম। কার্ড দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন। কালা আদমীদের সম্পর্কে কী মনোভাব পোষন করেন ব্যবহারে ঠিক বোঝা গেল না। কারণ আমি লণ্ডন-পত্রিকার প্রতিনিধি—কালো চামড়া দেখে তাঁকে নাক সিঁটকোতে দেখিনি।

মিঃ লকহার্ট প্রৌঢ়। চতুর দৃষ্টি, ক্ষিপ্র চলন। সামনে অনেকটা টাক। কথা বলবার সময় চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন,

—আমার স্ত্রী ঘটনার দিন শহরতলী থেকে ফিরেছিলেন। পথ নির্জন ছিল। দু'পাশেই ছিল ফুলের বাগান। লোকবসতি সেখানে বিরল। একটা যান্ত্রিক গলযোগে পথে গাড়ি থামাতে হয়। নিগ্রো ট্যাক্সিওয়ালা তখন ঐ পথেই ফিরছিল। সাহায্যের অজুহাতে সে এগিয়ে আসে। বনেট খুলে কলকব্জা নাড়াচাড়া করে। তারপর মিসেস লকহার্টকে তার ট্যাক্সির ড্যাশবোর্ড থেকে একটা কিছু নিয়ে আসতে অনুরোধ করে। ট্যাক্সিতে বসে আমার স্ত্রী যখন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছিলেন, ঠিক সেই সময় জানোয়ারটা গাড়িতে ফিরে আসে এবং জোরে গাড়ি চালাতে থাকে। আমার স্ত্রী বাধা দেয়। তাঁর পোষাক ছিঁড়ে ফেলে। তারপর—তারপর—আমি আর বলতে পারবো না।

—কিন্তু দুর্ঘটনাটি ঘটলো কখন? জানোয়ারটা আপনার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করবার সময় নিশ্চয়ই গাড়ি চালাচ্ছিল না।

—আমার মনে হয় ঠিক ঐ সময়ই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমার স্ত্রী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা শোনা যাচ্ছে না। দুর্ঘটনার পর ডেভিড সেখানে আসে।

—ডেভিড! আপনি কার কথা বলছেন?

—আমার ভাগ্যে—আশ্চর্য যোগাযোগ। অর্কিড সন্ধানে সে ফুলবাগানে গিয়েছিল। দুর্ঘটনার পরই সে সেখানে উপস্থিত হয়। আমার স্ত্রীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। জানোয়ারটাকে হাতে-নাতে ধরতে পারে।

—আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন?

—অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পুলিশও জবানবন্দী নিতে পারেনি।

—জানোয়ারটা এখন কোথায়? ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল?

—হাজতে। হ্যাঁ, সে লেও-র ড্রাইভার। ট্যাক্সিটাও এখানকার।

—ডেভিডের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

—কেন?

—তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সংবাদটি সাজাতে আমাকে সাহায্য করবে।

ডেভিড গেছে হাসপাতালে। বেচারা না থাকলে। আমার স্ত্রীর যে কি হতো তা আমি ভাবতে পারি না। ডেভিড মাস ছয়েক এখানে এসেছে। কিন্তু কাগজে আপনি কি লিখবেন?

—সমস্ত ব্যাপারটাই ছবি দিয়ে ছাপবার ইচ্ছে আছে।

—আপনার রিপোর্ট কিন্তু ছাপবার আগে আমাকে দেখিয়ে নেবেন। ব্যাপারটা জঘন্য নোংরা—আমার স্ত্রীর নাম, আমার আভিজাত্য সবই জড়ানো, কিন্তু প্রচারের দরকার আছে। আমি জানোয়ারটার প্রাণদণ্ড দাবী করবো। সেইজন্যেই প্রচার দরকার।

—আপনার ধৈর্য অসীম। আমি কিছুতেই মাথা ঠিক রাখতে পারতাম না। ড্রাইভারকে কুকুরের মত গুলি করে মারতাম।

কথা বলতে বলতে মাইকেল কোকোলো একটু থামলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—রসিয়ে রসিয়ে নারী ধর্ষণের গল্প বলছি আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন।

—আমার কৌতূহল বাড়ছে। থামবেন না, বলে যান।

—হাসপাতালে ডেভিডকে পাওয়া গেল না। মিসেস লকহার্টের সঙ্গেও দেখা করা নিষিদ্ধ। ফিরে আসছিলাম। এমন সময় একহারা গড়নের এক তরুণ শ্বেতাঙ্গ যুবা আমাকে সিঁড়িতে এসে ধরলেন।

—আমার নাম ডেভিড। মিসেস লকহার্টের দশ নম্বর কেবিন। আপনি কী আমার সন্ধান করছেন? নার্সের কাছে শুনলাম।

—আমি উইলিয়ম লকহার্টের কাছে সব শুনেছি। মিসেস লকহার্টকে আপনি কীভাবে উদ্ধার করেছেন সবই জানলাম। তবু আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমি লণ্ডনের সংবাদপত্র প্রতিনিধি —আপনার অভিজ্ঞতা আমার হয়তো কাজে লাগবে।

ডেভিড তরুণ। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

প্রশ্নের জবাবে হেসে বললো—আমি বহুবার বলেছি। তবে আপনি সংবাদপত্র প্রতিনিধি, আবার বলতে রাজি আছি।

—দুর্ঘটনার সময় আপনি ওখানেই ছিলেন?

—না থাকাই উচিত ছিল। ফুলবাগানে অর্কিড দেখতে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসে মিসেস লক্‌হার্ট ও ড্রাইভারটাকে দেখতে পাই।

—আপনি আর কি দেখলেন?

—রক্তাপ্লুত মিসেস লকহার্টকে গাড়ি থেকে নামাই। বাগানের মালি ও দু'একজন মজুর ততক্ষণে সেখানে জমা হয়েছে। ড্রাইভার পালাতে চেষ্টা করেছে, পারেনি।

—তারপর?

—তারপর সোজা হাসপাতালে।

—ঐ ট্যাক্সিতেই এলেন?

—না, মিসেস লকহার্ট গাড়ি নিয়েই ও-পথে ফিরছিলেন। মিসেস লকহার্টের গাড়িতে আমরা হাসপাতালে আসি।

—কিন্তু মিসেস লকহার্টের গাড়ি তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

—আমার মনে হয়, বনেট খুলে ড্রাইভার প্রয়োজনীয় মেরামত

সেরে ফেলেছিল। ট্যাক্সিতে এসে মিসেস লকহার্টকে কাছে পেয়েই বোধ হয় জানোয়ার বনে যায়।

—মিসেস লকহার্টের আঘাত কী বেশি?

—ড্যাস বোর্ডের সঙ্গে মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঠুকে যায়। রক্তপাতও হয়েছে বিস্তর।

মিঃ কোকোলো সিগারেট ছাইদানে ডুবিয়ে দিয়ে বললেন,—ডেভিডের কাছে আর নতুন খবর কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। বার বার মনে হতে লাগলো একটা রহস্য যেন কোথাও ঘটনার তলায় চাপা পড়ে আছে। আমি ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন বোধ করলাম। ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হওয়া মুস্কিল। অনুমতি পাওয়া দুষ্কর। প্রায় তিনদিন নানা জায়গায় তদ্বির করে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে জেলে আসামীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম।

একজন বলিষ্ঠ কঙ্গোলি ছোকরা। চোখে ভীতি, আমার সামনে বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এলো। ঘটনাটি সঠিক বর্ণনা করতে বললে যুবা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। তারপর জড়িত কণ্ঠে বলে—মিসেস লকহার্ট এখনও অসুস্থ। তিনি সব জানেন। ষড়যন্ত্র করে আমাকে এরা শাস্তি দিতে চায়। মিসেস লকহার্ট নিশ্চয়ই আমাকে মুক্ত করবেন।

—আমার হাতে সময় কম। সেদিনের ঘটনা তুমি ঠিক ঠিক সাজিয়ে বলো। আমি তোমার মুক্তির চেষ্টা করবো।

—আমি সোয়ারি নিয়ে শহরতলী গিয়েছিলাম। একাই ও-পথে ফিরছিলাম। ফুলের বাগান ও নার্শারীর পেছনে জঙ্গলের শুরু। হঠাৎ নির্জন জায়গায় এক নারীকণ্ঠের চীৎকার শুনে গাড়ি থাকাতে বাধ্য হই। চীৎকার অনুসরণ করে আমি জঙ্গলে প্রবেশ করি। জঙ্গল ঠিক নয়, তবে রাস্তা থেকে কিছু দেখার উপায় নেই। প্রথমে কিছুই আমার নজরে পড়েনি। এমন সময় এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম, মিসেস লকহার্ট ঘাসের ওপর শুয়ে একরকম আর্তনাদ করছেন, "ডেভিড, ডেভিড, তুমি

আমার পোষাক দিয়ে যাও। নইলে আমি তোমায় উচিত শিক্ষা দেবো।" ওপরে সামান্য একটু অন্তর্বাস—মিসেস লকহার্ট প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন।

আমি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারিনি। পরে বুঝলাম ডেভিডের সঙ্গে মিসেস লকহার্ট জঙ্গলে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি মোটেই বিপদাপন্ন নন। মিসেস লকহার্টকে উলঙ্গ করে ডেভিড নিতান্তই নিজের রুচি ও পছন্দমত নির্জনে আনন্দ করছে।

ফিরে আসছিলাম। ডেভিডের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। একহাতে মিসেস লকহার্টের পোষাক, অন্যহাতে মদের বোতল। অজস্র গালাগালি শুনেও আমি প্রতিবাদ করিনি। বুঝলাম, মিসেস লকহার্টকে নগ্ন অবস্থায় দেখাই আমার ভয়ানক অপরাধ।

ডেভিড হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি পা চালিয়ে পথের দিকে এগুতে থাকি। মনে হ'ল এই মুহূর্তে এ জায়গা ত্যাগ না করলে আমার বিপদ হতে পারে।

ট্যাক্সিতে আমি প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম, এমন সময় মিসেস লকহার্টকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখলাম। একরকম আমার ট্যাক্সির ওপর আছড়ে এসে পড়লেন। ভাল করে পোষাকটা পরাও হয়নি তখনও। বললেন—গাড়ির চাবিটা লুকিয়ে রেখে ডেভিড আমার সঙ্গে মজা করতে চায়। আমিও ওকে উচিত শিক্ষা দেবো। ভাড়া যাবে—? এখনই আমাকে পৌঁছে দিতে হবে শহরে।

আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই মিসেস লকহার্ট আমার পাশে এসে বললেন। বললেন—ডেভিডকে আমি আজ মজা দেখাবো।

আশ্চর্য মজায় আমাকে পেয়ে বসলো। আমি গাড়ি ছুটিয়ে চললাম। এমন সময় পেছনে আর একটা গাড়ি নজরে এলো। মিসেস লকহার্ট আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,

—জোরে, ড্রাইভার। ডেভিডকে আমি মজা দেখাবো। জোরে চালাও ড্রাইভার। ডেভিড পেছনে আসছে।

—বুঝলাম, মিসেস লকহার্ট মত্ত। মদের গন্ধে সারা গাড়ি ভরে

উঠেছে। আমি জোরে গাড়ি চালাতে শুরু করি। শরীর ছিল ক্লান্ত, মনটাও ছিল বিভ্রান্ত। বাঁকের মুখে একটা ছাগলছানাকে বাঁচাতে গিয়ে বাঁ-দিকের বড় গাছটাকে আমি কাটাতে পারিনি। পিচের রাস্তা থেকে গাড়ির চাকা মাটিতে পড়েই অনেকটা হেলে গেল। মুখোমুখি গাছের সঙ্গে সংঘর্ষ আমি এড়াতে পারিনি। গুরুতর আহত হয়েছেন মিসেস লকহার্ট। ডেভিড আমাকে এসে ধরে ফেলে। তারপর সমস্ত ঘটনাই আপনার জানা। আমি মিসেস লকহার্টকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম না। তাঁর ওপর দৈহিক অত্যাচারের অভিযোগ নিতান্তই বানানো। ডেভিডের ষড়যন্ত্র। মিসেস লকহার্ট সুস্থ হলে নিশ্চয়ই আমাকে মুক্ত করবেন। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অবশ্য দুর্ঘটনার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না।

বীয়ার পাত্র শূন্য। মিঃ কোকোলে বললেন,—ড্রাইভারের জবানবন্দীতে আমি গোটা ষড়যন্ত্রের ছবি পেলাম। মিঃ উইলিয়ম লকহার্ট একজন তেজী পুরুষ। দুর্ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হলে ডেভিড ও মিসেস লক্‌হার্ট ঘটিত প্রণয়-আখ্যান বড় বেরসিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। মিঃ লকহার্ট নিশ্চয়ই সেটা বরদাস্ত করবেন না। গোটাটাই ডেভিডের বানানো। সাজানো নিখুঁত কাহিনী। শুধু একমাত্র মিসেস লকহার্ট ড্রাইভারটিকে বাঁচাতে পারে। আপনি সার্ত্রের সম্ভ্রান্ত গণিকার গল্পটি জানেন ?

মিঃ কোকোলো প্রশ্নটি আমাকে করলেন।

—সার্ত্রের সেই নাটকটির কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ, বড় সুন্দর নাটক। কিন্তু অবাস্তব।

—অবাস্তব !

—অন্তত মিসেস লকহার্টকে দেখে সেইরকম মনে হয়।

—মিসেস লকহার্ট সুস্থ হয়ে কী বললেন ?

—মিঃ লক্‌হার্ট ও ডেভিডের জবানবন্দীর সঙ্গে তাঁর কথার এতটুকু তফাৎ ছিল না। শুধু বলেছিলেন, নোংরা কালা আদমী—হাজার চেষ্টা করেও আমার ওপর চুড়ান্ত অত্যাচার করতে পারেনি।

তবে অত্যাচার করা ও অত্যাচার করবার চেষ্টা করা একই অপরাধ।

বিচারে ড্রাইভারের দশ বছর জেল হয়। মিসেস লকহার্টের ওপর নিগ্রো যুবার জঘন্য অত্যাচারের ফলাও খবর ছবিসহ প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আরও কড়া আইন চালু করবার নির্দেশ আসে ব্রুসলস্ থেকে।

মিঃ কোকোলো বলেন,—নিরপরাধ ড্রাইভারের শাস্তি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এরকম বহু ঘটনা ও আখ্যান এ শহরের বহু ঘরে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। মর্মান্তিক আইন আর বীভৎস বিচারে ধর্ষিতা বহু মানুষের কান্না কঙ্গো নদীতে আজও হা-হা করে ফেরে।

বীয়ার-পাত্র নিঃশেষিত। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মিঃ কোকোলো বললেন,

—আমি পারি না—মিসেস লকহার্টকে নিয়ে একটা নাটক লিখুন না মিঃ সেন।

স্ট্যানলি হোটেল থেকে ব্যুলেভার আলব্যার-এ জাতিসংঘ মিশনের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হ'ল। আমেরিকান গ্লোব-মাস্টার বিমানে বিভিন্ন দেশের সেনাদল এসে পৌঁছোতে শুরু করলো। ইথিওপিয়া, ঘানা, গিনি ও লাইবেরিয়ার সেনাদল কঙ্গোর বিভিন্ন জায়গায় দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনবার কাজে রওনা হয়ে যায়। মোরক্কো, সুইডেন ও তিউনেশিয়ার সেনাদল পূর্বেই এসে পৌঁছেছে লিওপোল্ডভিলে। ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জাতিসংঘ মিশনের শিবির খোলা হয়। অবাধ্য জনতা আর বিক্ষুব্ধ কঙ্গো বাহিনীকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় বিদেশী এই সেনাদল টহল দিতে শুরু করে। কিন্তু কাতাঙ্গায় জাতিসংঘ বাহিনীর একজনও প্রবেশ করলো না। শোম্বে একরকম ধমকে উঠলেন। হ্যামারশল্ডকে সতর্ক করে এলিজাবেথভিল থেকে ঘোষণা

করলেন—কাতাঙ্গা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি আমি নিজে। জাতিসংঘের সেনাবাহিনীর কাতাঙ্গা প্রবেশ আমি বরদাস্ত করবো না। প্রয়োজন হলে আমি বাধা দেবো—যুদ্ধ করতেও আমি প্রস্তুত।

শোম্বের ঔদ্ধত্য অবাক করেছে, কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত করেছেন হ্যামারশল্ডের প্রতিনিধি রাল্‌ফ বুঞ্চ। কাতাঙ্গা ও শোম্বের প্রসঙ্গ তিনি সাংবাদিকদের সামনে এড়িয়ে গেলেন। শুধু বললেন—ভবিষ্যতের ভার আমাদের। জাতিসংঘের নীতি আমরা মেনে চলবো। স্বস্তি-পরিষদের আদেশ আমরা কার্যকরী করবো। কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের এই অচল অবস্থায় সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে জাতিসংঘ মিশন সর্বসময়ই পাশে থাকবে। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে দরকার হলে সামরিক সাহায্যের জন্যে কঙ্গোতে ডেকে পাঠাবেন বলে ঘোষণা করায় জাতিসংঘ মিশন বিব্রত বোধ করছে। স্বস্তি-পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেই নীতি মেনেই জাতিসংঘ বাহিনী কাজ করছে। বেলজিয়ান সেনাদের কঙ্গো থেকে দ্রুত অপসারণ কার্যকরী করা হচ্ছে। কাতাঙ্গায় আমরা প্রবেশ করবো—এ সম্পর্কে আজও আমি ওয়াশিংটনে তার প্রেরণ করেছি। দাগ হ্যামারশল্ডকে জরুরী পত্র দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে আমি সতর্ক করতে চাই, সোভিয়েত রাশিয়া যদি কঙ্গো পরিস্থিতির মধ্যে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে, তবে জাতিসংঘ মিশন হয়তো দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

রাল্‌ফ বুঞ্চের মনোভাব দস্তুরমত বিভ্রান্তিকর। শোম্বের আস্ফালন নিয়ে কথা উঠেছিল, কঙ্গোর প্রধান সমস্যা কাতাঙ্গা, অবিলম্বেই জাতিসংঘ বাহিনী কাতাঙ্গা প্রবেশ করবে বলে সবাই যখন আশা করছে, রাল্‌ফ বুঞ্চের ঘোষণা সেখানে নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। উপরন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার প্রসঙ্গ তুলে রাল্‌ফ বুঞ্চ লুমুম্বাকে যথেষ্ট কটাক্ষই করেছেন। কিছুটা বিদ্রূপও করেছেন।

—বর্তমানে জাতিসংঘ বাহিনীর কাতাঙ্গা প্রবেশে বা া কোথায়? নতুন করে চিঠি ও তারযোগে নির্দেশ চেয়ে পাঠাবার কী কারণ

থাকতে পারে বুঝি না। স্বস্তি-পরিষদের সনদের কথা আমার জানা আছে।

গিনির এক সাংবাদিক, অল্পবয়সী তরুণ যুবা রাল্‌ফ বুঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো একরকম ছুঁড়ে মারলেন।

ছুঁড়ে মারলেও গায়ে মাখলেন না মিঃ বুঞ্চ। স্মিথ হেসে লঘু পরিবেশ টেনে আনবার চেষ্টা করেন,

—রাজনীতি বড় জটিল। প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলায়। ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সামনে চলতে হয়। মাথা গরম করে তুনিয়ায় কোন শুভ কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

—বেলজিয়ান সেনারা এখন কাতাঙ্গায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। কাতাঙ্গায় জাতিসংঘ বাহিনী প্রবেশ না করায় শোম্বেকে একপক্ষীয় নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে।

—আপনি রাজনীতি করছেন, আমার ধারণা ছিল একজন সাংবাদিকের সঙ্গে আমি কথা বলছি।

রাল্‌ফ বুঞ্চ আর দাঁড়ালেন না। ঝলমলে বুইক্ গাড়িতে উঠতে গিয়ে ফটোগ্রাফারদের খুশি করতে টুপি খুলে একবার শুধু ঘুরে তাকালেন।

—দস্তুরমত বিশ্বাসঘাতকতা।

গিনির তরুণ সাংবাদিক বুঞ্চকে শুনিয়েই একরকম চীৎকার করে ওঠেন। আমার পাশেই ছিলেন মাইকেল কোকোলো। উত্তেজিত তরুণ সাংবাদিকের হাতে মৃত্থ চাপ দিয়ে বললেন,

—আপনার স্পষ্টোক্তি আমার ভাল লাগলো। কিন্তু ন্যাটো শক্তি বা দাগ হ্যামারশল্ডের সমালোচনা এখানে আর নাই বা করলেন। ভুলে যাবেন না আপনি একজন বিদেশী সাংবাদিক।

—কিন্তু আমি কোন সময়ই ভুলতে পারি না আমি আফ্রিকান। কোটি কোটি প্রতারিত মানুষেরই একজন। কঙ্গো আজ রক্তাক্ত— আমি এলিজাভেথভিল থেকে বহিস্কৃত হয়েছি। ভয়াবহ যড়যন্ত্র আমি সেখানে দেখে এসেছি। জাতিসংঘ বাহিনী পরিস্থিতি শুধু জটিলই করে তুলেছে।

অনেকগুলো গাড়ির ভিড় ছিল সামনে। আমাদের গাড়িটি ছিল অপেক্ষাকৃত দূরে। গিনি সাংবাদিকের হাত থেকে মাইকেল কোকোলোকে একরকম ছাড়িয়ে নিয়ে সেদিকে চলতে থাকি। গাড়িতে এসে মিঃ কোকোলো ব্রিফ-কেস থেকে একটা প্যাকেট আমার হাতে দিলেন। বললেন—শহর থেকে সিগারেট উধাও হয়েছে। আমেরিকান সিগারেট পছন্দ করেন কিনা জানি না, তবু রাখুন। ইউ. এন. ও-র এক জাঁদরেল অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমাকে একরকম জোর করে গছিয়ে দিলেন।

—অপূর্ব। এ একটা কাজের মত কাজ। আমি তো বুদ্ধি করে দু' কৌটো তামাক কিনেছিলাম—পাইপ খাচ্ছি ক'দিন।

—মিঃ সেন!

সুরেলা এক বামা কণ্ঠ। বীয়ারের মগ মুখ থেকে টেবিলে একরকম খসে এলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি শ্রীমতী শকুন্তলা সাহানী। ঠোঁটে অল্প একটু হাসি। হাতে ছোট্ট নমস্কার।

—কী সৌভাগ্য, আপনি এখানে?

—সৌভাগ্য কার, আমার না আপনার?

—আপনি আমার ওপর নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন—আমি কিন্তু নিরপরাধ। একটার পর একটা কাজ আমাকে দৌড় করাচ্ছে—আমি কথা রাখতে পারিনি। আপনি ডিনার টেবিলে সেদিন যখন আমাকে আশা করেছিলেন, আমি তখন প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর প্রাসাদে—ট্রুপস্ মুভমেন্ট্ সম্পর্কে রাল্‌ফ বুঞ্চের বৈঠক ভাঙলো রাত একটায়। মনে আমার ঠিকই ছিল। খিদেও পেয়েছিল বিস্তর—কিন্তু ঘড়ির চেহারা দেখে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার মর‍্যাল সাপোর্ট পাইনি। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন।

—তবু ভাল, নিমন্ত্রণের কথা আপনার মনে ছিল। ভাবলাম

আপনার যে উঁচু মহলে বিচরণ, তাতে আমার মত মানুষের ডিনার টেবিল নিশ্চয়ই তার নাগাল পাবে না। বেচারা লীনা, আপনাকে সেদিন খুব আশা করেছিল।

—মিস গুপ্তা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

—চালাক মেয়ে, তবু মনে হয় লীনা আপনাকে পছন্দ করে।

মিসেস সাহানী অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ছোট্ট করে তাকালেন।

—আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না। আমি কিন্তু যে-কোন দিন আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'তাম।

শকুন্তলা সাহানী আমার সামনের চেয়ারে মুখোমুখি এসে বসলেন। উগ্র একটা সেন্টের গন্ধে চারপাশ ভরে ওঠে। পরনে ফিকে ঘিয়ে রঙের বেনারসী। অতি সূক্ষ্ম জরির কাজ। লম্বাটে কুণ্ডল বাঁধের কাছে এসে নেমেছে। মাথার চুলের মধ্যে লুকানো খোঁপা শ্রবণেন্দ্রিয় আড়াল করে আঁটো করে বাঁধা। স্বাস্থ্য ঠিক নিটোল নয়—লম্বাটে আর খাড়া খাড়া। টলটলে মুখশ্রীতে যৌবনশ্রী এতটুকু টোস খায়নি। মেয়েদের বয়স আমি কোনদিনই বুঝতে পারিনে। উনত্রিশও হতে পারে, আবার উনচল্লিশের বেশি যে কখনই নয় একথা আমি হলপ করে বলতে পারবো না।

শ্রীঅমৃতলাল সাহানী ভারতীয় দূতাবাসের অন্যতম ব্যক্তি। উগাণ্ডা কেনিয়া ও রোডেশিয়ায় অধ্যাপনা করেছেন এক সময়। স্থানীয় কতকগুলি আঞ্চলিক ভাষার ওপর সুন্দর দখল। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকরী নিয়ে কিছুকাল ইউরোপে কাটিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানী থেকে কঙ্গোয় এসেছেন সম্প্রতি।

ভারতীয় দূতাবাসেই মিঃ সাহানীর সঙ্গে আমার পরিচয়। আলাপ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মিঃ সাহানী আমাকে পছন্দ করেছেন। ঘরে নিয়ে এসে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কঙ্গোর বিগত ইতিহাস, বান্টু অনুপ্রবেশ, লুণ্ডা, বালুবা বিভেদ, রাজা লিওপোল্ড-এ কঙ্গো ফ্রি স্টেট-এর ভয়াবহ কাহিনী—অতি সুন্দর ভেঙে ভেঙে বলে যান মিঃ সাহানী।

মিঃ সাহানীকে নিঃসন্দেহে প্রৌঢ় বলা চলে। ধূসর বর্ণের ঘন এক-মাথা চুল। মোটা শেলের চশমা। নাতিদীর্ঘ গঠন। কথায় কথায় বই টেনে নেন। নিজের বক্তব্য বোঝাতে নজির মেলে ধরেন।

—আপনাকে দেখছি একা। কোথায় এসেছিলেন এখানে ?

—রেডক্রসের মিসেস পাওয়েল আমাকে কিছু কাজের ভার দিতে চাইছেন।

—সুন্দর প্রস্তাব।

—আমি একরকম রাজি হয়েছি। এই 'লা-রোটাণ্ডি' হোটেলেই মিসেস পাওয়েল আজ আমাকে ডেকেছিলেন। কিন্তু আপনি এখানে কেন, আপনি 'গেস্ট হাউস সাবেনা' ছেড়ে, দিয়েছেন ? 'লা-রোটাণ্ডি'-তে এলেন কবে ?

—আমি 'গেস্ট হাউস সাবেনা'-তেই আছি। এখানে এসেছি এক বন্ধুর সঙ্গে বীয়ার খেতে। জরুরী একটা কাজের তাড়ায় বন্ধুটি আমাকে ফেলে গেছে। আমি একা বসেই বীয়ার শেষ করছিলাম।

—বিরক্ত করলাম না তো ?

—আদৌ নয়—আপনি আদেশ করলে একপাত্র বীয়ার আনতে বলবো।

—বীয়ার নয়—আমি অন্য কিছু আনতে বলেছি। বীয়ার আমি একদম সহ্য করতে পারিনে। তা'ছাড়া বীয়ারে এমন হু হু করে ফ্যাট বাড়ায়।

—বীয়ার আমি পছন্দ করি।

বয় টেবিলে একপাত্র সোনালী পানীয় রেখে গেল। ম্যানিকিওর করা দু'ফালি আঙুলের মাঝে স্ফটিকের পাত্রাধার হাতে তুলে নেন শকুন্তলা সাহানী। টেবিলের ভারী কাঁচের সার্সিতে প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করছিলাম। কানের হীরে বসানো কুণ্ডল নাড়া খেয়ে রঙ বদলায়। আমার বীয়ার-পাত্রের তলা থেকে বুদবুদ ছুটে আসছিল।

—বেশ ছিলাম বার্লিনে। এখানে আমার একদম ভাল লাগছে না।

—মোটামুটি কাজ চালাতে পারি। লিখতে পারিনে, প্রেম করতেও পারবো না।

—আপনি একজন সুন্দর মানুষ। সুন্দর কথা বলতে পারাটা একটা আর্ট।

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ পর পর তিনটে গুলির আওয়াজ সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে দিল। অতি নিকটেই। কয়েকটা টেবিলের ব্যবধান। দেখলাম দীর্ঘদেহী এক নিগ্রো টলতে টলতে চেয়ার থেকে উঠে পাক খেয়ে কার্পেটের ওপর আছড়ে পড়লো। নাড়া খেয়ে অন্য টেবিলের কাঁচের বাসন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। ভীত-চকিত মানুষ। বিভ্রান্ত পরিস্থিতির মধ্যে এক নিগ্রো যুবাকে লাউঞ্জের দিকে ছুটতে দেখলাম। লোকটার পিছু নিতে গিয়ে খেয়াল হ'ল শকুন্তলা সাহানী আমার হাতটা চেপে ধরেছেন। বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে কী যেন বললেন, আমার কানে এলো না।

বার ছেড়ে লোক পালাতে শুরু করে। আততায়ীকে পিছু নিতে ছোটে কেউবা। গুলি খেয়ে দেওয়াল-জোড়া আয়নাটা মাঝখান থেকে চুরচুর হয়ে গেছে। লুটের ভয়ে মদের বোতল সরাতে কর্মচারীরা ব্যস্ত।

—আমি আপনার সঙ্গে আছি। ঘটনা একটা ঘটেছে, তবে দুর্ঘটনা আমাদের স্পর্শ করেনি। আপনি এই চেয়ারে বসুন। হতভাগ্য মানুষটাকে দেখি।

—লোকটা কী বেঁচে আছে?

কয়েকজন ভিড় করেছে। একজন নিগ্রো বয় হাঁটু গেড়ে বসে চোখেমুখে জলের ঝাপটা মারছিল। দেখলাম বেঁচেই আছে লোকটা। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। হাত আর কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। মানিয়ে পরা স্যুটের এক দিকটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটা কাকে যেন অনুসন্ধান করে। কী যেন বলতে চেষ্টা করে—পারে না।

এক টেবিলে একপাত্র মদ পাওয়া গেল। হাতে তুলে নিয়ে

এগিয়ে গেলাম। পর পর কয়েকবারে অনেকটা মুখে ঢেলে দিলাম। অতর্কিতে আঘাত এসেছে বেমওকা। আততায়ীর সঙ্গেই ইনি ঘটনার আগে এক টেবিলে বসেছিলেন। নিগ্রো বয় আততায়ীর কাছেই দু' বোতল পোলার বীয়ারের দাম নিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

ঘামে মুখটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে।

রক্তাপ্লুত নিগ্রোর আশ্চর্য প্রাণশক্তি। সমস্ত শক্তি সংহত করে কথা বলতে চেষ্টা করে। একহাতে আমার কোটের প্রান্ত টেনে ধরে জড়ানো গলায় বলে,

—প্যাট্রিস, প্যাট্রিস যেন বিমান পরিবর্তন করে। প্যাট্রিসকে ওরা খুন করবে।

অতি সামান্য কয়েকটি কথা। আমার সারা শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ বয়ে যায়। কানে এলো যান্ত্রিক একটা গোঙানী, দূর থেকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাই। শকুন্তলা সাহানী সম্পূর্ণ নির্বাক।

—চলুন আপনাকে আমি পৌঁছে দেবো। ওরা এখনই এসে পড়বে।

—কারা ?

—সামরিক বাহিনী।

সাইরেনের আওয়াজ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদের বিরাট হলঘরেই নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই ভিড় জমেছে। লুমুম্বার সঙ্গে রাল্‌ফ বুঞ্চের যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বৈঠক ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

কাসাভুবু আরামপ্রিয় মানুষ। ভাল করে কারো মুখের দিকে তাকান না। ফরাসী উচ্চারণে চেষ্টাকৃত গদগদ জড়িমা। মোটা পুরু

লেন্সের চশমায় একটা চোখ বড় দেখায়। ব্যবহারিক শিষ্টাচারের অভাব নেই, তবে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটে তাঁর হাবভাব, কথাবার্তায় যে গাম্ভীর্য ও উৎকণ্ঠা থাকা উচিত ছিল, তার চিহ্নমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। কয়েকজন পার্শ্বচর নিয়ে নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছু পরেই বৈঠকে মিলিত হন। দেখে মনে হয় বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করবেন প্রধান শিক্ষক বা মনোনীত খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করবেন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী।

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সর্বশেষ ক্যাবিনেট বৈঠকে বেলজিয়ান ট্রুপস্ তুলে নেওয়া সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—? এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কাসাভুবু বলেন,

—আপনারা উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন করলে আমি কোন জবাবই দেবো না। বেলজিয়ান ট্রুপস্ সারা কঙ্গো থেকে গুটিয়ে কামিনা ও কিতোনাতে সরিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে। মরোক্কো সেনাদের যে বাহিনী জাতিসংঘের তরফ থেকে এসেছে তারা বোমা শহরের ভার গ্রহণ করেছে। লুলুয়াবোর্গ সম্পূর্ণ তিউনেশিয়া বাহিনীর হাতে গেছে। জাতিসংঘ বাহিনী যদি এইরকম সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চায়—আমার মনে হয় আমরা কঙ্গোতে অতি অল্প সময়েই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবো। রাল্‌ফ বুঞ্চ প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে কটাক্ষ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন আমার মনে হয় তাতে একটু ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমরা কোন বিশেষ জোট ও একপক্ষীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই না। জাতিসংঘের সাহায্য চেয়েছি—ন্যাটো শক্তির কাছে আমরা হাত পাতিনি। কঙ্গো ক্যাবিনেট আশা করে সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ড অবিলম্বেই একবার কঙ্গোতে আসবেন। কঙ্গো পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আজ অতি প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা আজ সেই কারণেই নিউ ইয়র্ক যাত্রা করবেন। অনেকে প্রচার করছেন আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার বিশেষ রাজনৈতিক মতবিরোধ ঘটেছে। আমি সেই স্বার্থান্বেষী দেশদ্রোহীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—প্রধানমন্ত্রী

লুমুম্বার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড় ও অতি নিকট। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির হেরফের নিশ্চয়ই আছে। আমার আবাকো পার্টি ও প্রধানমন্ত্রীর এম. এন. সি পার্টির আদর্শে মৌলিক কিছু তফাৎ থাকতে বাধ্য। কিন্তু কঙ্গোর স্বার্থে, কঙ্গোলিদের স্বার্থে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা ও এই প্রজাতন্ত্রের স্বার্থে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে একত্রিত। এখানে আমাদের মতবিরোধ নেই। কঙ্গোর জন্যে লুমুম্বা প্রাণ দিতে পারেন। আমিও আত্মবিসর্জনের জন্যে প্রস্তুত। আমি উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকদের সতর্ক করতে চাই—আমি ফ্রান্সের সঙ্গে গোপনে কাজ করেছি, আমার আবাকো পার্টি ফরাসী কোটি-পতিদের সাহায্যে পুষ্ট, এ ধরনের সংবাদ প্রচার করে তাঁরা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ছাপা সে-সংবাদ আমি পাঠ করেছি। খোলামনে যাঁরা কাজ করবেন আমরা তাঁদের আলিঙ্গন করি। কিন্তু আমি আজ সতর্ক করতে চাই, যে-সব শ্বেতাঙ্গ ভ্রাম্যমান সাংবাদিক কঙ্গোর এই সাম্প্রতিক অশান্তির সুযোগ নিয়ে একটি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মধ্যে আবার শ্বেতাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করেছেন—তাঁরা খুবই ভুল করেছেন। দরকার হলে আমরা সেইসব শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকদের বহিষ্কার করতে বাধ্য হবো।

ঠিক বৈঠক নয়, প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু প্রায় বিশ মিনিট ধরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। দু' একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেও তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

উইলিয়ম স্মিথ ছিলেন আমার পাশে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে বললেন,

—গত ক্যাবিনেট বৈঠকে কাসাভুবু খুব বিব্রত বোধ করেছেন। আবাকো গ্রুপের অনেকে লুমুম্বাকে সমর্থন করেছেন। আপনি এই লোকটাকে জানেন না, লুমুম্বাকে বিপদগ্রস্ত করাই এঁর প্রধান কাজ। নিজের শক্তি যেদিন যথেষ্ট মনে করবেন, দেখবেন একদম উল্টো কথা বলতে শুরু করেছেন। চিরকাল উপজাতীয় কোন্দল চর্চা করেছেন,

গত বছর যে ভয়াবহ দাঙ্গা হ'ল—এই লোকটাকেই তাতে নেতৃত্ব করতে দেখা গেছে। ফরাসী কঙ্গো এঙ্গোলা আর বেলজিয়ান কঙ্গোর ব্যাকঙ্গো সম্প্রদায় নিয়ে এক সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা এই শহরেই বছরখানেক আগেই তিনি ঘোষণা করেছেন। আজ ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ কঙ্গো গড়বার কাজে আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত—এটা একটা জালিয়াতি ছাড়া কিছু নয়।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু প্যাট্রিস লুমুম্বা এ সবই জানেন, তিনি কাসাভুবুর সংগে কাজ করতে চাইছেন কেন?

—লুমুম্বা কাসাভুবুকে রাগিয়ে দিতে চান না। যে-কোন কারণেই হোক কাসাভুবুর প্রচণ্ড ক্ষমতাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্য সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দিলেও একমাত্র ব্যাকঙ্গো গোষ্ঠী গোটা লোয়ার কঙ্গোতে আশ্চর্যরকম সংখ্যাগরিষ্ঠ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। লুমুম্বার সংগে আজ তিনি অভিন্ন ও নিকট সম্পর্কের দাবী করেন—ভদ্রলোক শক্তি কিছু হারিয়েছেন তাই প্রকাশ্যে এসে একথা ঘোষণা করতে হচ্ছে। বেলজিয়ান ট্রুপস্ কঙ্গোর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শুধু। আদতে বেলজিয়ান সেনা তুলে নেওয়া হয়নি। কাসাতুবু এত বড় ব্যাপারটার ওপর খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। জাতিসংঘ বাহিনী কাতাঙ্গা প্রবেশ না করে শোম্বেকে আরও বেশি অবাধ্য করে তুলেছেন—কাসাভুবু এদিকটা সম্পূর্ণ এড়িয়েই গেলেন। লুমুম্বার সংগে সম্পর্ক নিবিড় ও নিকট—অথচ দু'জন মানুষ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাজ ও কথা বলে চলেছেন। আমি যেটুকু রাজনীতি বুঝি তাতে আমি হলপ করে বলতে পারি, লুমুম্বার সংগে কাসাভুবুর গোলমাল হবেই। সে বিরোধ তীব্র ও শোচনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আরও জেনে রাখুন—কাসাভুবু নিজে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হতে চান।

সেই রাত্রেই লুমুম্বা নিউ ইয়র্কের পথে আক্রা যাত্রা করলেন। ডাঃ কোয়ামে নক্রুমার সংগে কঙ্গো পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলে। এক প্রেস হ্যাণ্ড-আউট থেকে জানা গেল ডাঃ নক্রুমা লুমুম্বাকে

নিউ ইয়র্ক যাত্রা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে লুমুম্বার লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করা উচিত নয়—ডাঃ নক্রুমার নাকি এইরকম মনোভাব। লুমুম্বা নাকি রাল্‌ফ বুঞ্চের সংগে সাক্ষাৎ করবার আগে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সংগে প্রায় ঘন্টাখানেক আলোচনা করেন। গিনির রাষ্ট্রদূতও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

'লা-রোটাণ্ডি' হোটেলের আহত নিগ্রো ভদ্রলোককে দেখতে এসেছিলাম।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। এগারো নম্বর কেবিন। ভদ্রলোকের নাম লুবার্ট ওয়াম্বা।

সাদা লোহার খাট। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা অসম্ভব কালো মানুষটি সিলিং-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। মেদবহুল কালো নার্স হয়তো তাপমান যন্ত্র দেওয়া শেষ করে ঝোলানো চার্টে মন্তব্য লিখে কেবিন ছেড়ে গেলেন।

অনেকটা সুস্থ দেখলাম। আরও অবাক লাগলো আমাকে চিনতেও পারলেন দেখে। বললেন,—সেদিন আপনার সংগে একজন মহিলা ছিলেন।

—আশ্চর্য, এসব কথা আপনার মনে আছে?

—জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা আমার কোন সময়ই হয়নি। অতিরিক্ত রক্তপাত ও পর পর দু'টি গুলি আমার মানসিক পীড়ার কারণ হয়েছিল। আপনি আমাকে মদ দিয়েছিলেন আমি বেশ মনে করতে পারি। আমার আঘাত বাঁ-হাতে আর কাঁধের নিচের জায়গায়। দু'টি আঘাতই মারাত্মক নয়—তবে যন্ত্রণা ও রক্তপাত বর্ণনাতীত।

—আততায়ীকে আপনি চিনতেন?

—চিনতাম।

—আমি একজন ভারতীয় সাংবাদিক। লণ্ডনের এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। আমার প্রশ্নে অতিরিক্ত পরিমাণ কৌতূহল থাকলে আশা করি আপনি খোলামনেই গ্রহণ করবেন। আমি আপনাকে লক্ষ্য করিনি। দুর্ঘটনার পরই আপনাকে আহত অবস্থায় দেখি। আমার সংগে যে ভদ্রমহিলা ছিলেন তিনি বলছিলেন—আপনি আততায়ীর সংগে বসে বীয়ার পান করছিলেন।

—ঠিকই বলেছেন তিনি। গুলি করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বুঝতেই পারিনি সে আমাকে খুন করবে। তা'ছাড়া অতর্কিতে, মুহূর্তে সে হঠাৎ এমন বেপরোয়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো যে আমি সতর্ক হবার কোন সুযোগই পাইনি।

—আমার মনে হয় ব্যাপারটা রাজনৈতিক।

—পুরোপুরি। আমার কেবিন দু'জন সেনা সাব-মেশিনগান নিয়ে পাহারায় নিযুক্ত, হয়তো আপনার চোখে পড়েছে।

—লক্ষ্য করিনি।

—ধারেকাছেই আছে। দেহরক্ষী আমিই চেয়েছি। যে-কোন মুহূর্তে আমার ওপর আবার আক্রমণ আসবে, এইরকম আমার মনে হয়।

—আপনার রাজনৈতিক পরিচয় আমার জানতে ইচ্ছে করে।

—আমি এলিজাবেথভিল থেকে এই শহরে এসেছি সপ্তাহখানেক। কঙ্গো থেকে কাতাঙ্গা বিযুক্তি করে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলে দাবী করায় আমাদের কনাকার্ট পার্টিতে একটা উত্তেজনা দেখা দেয়। যদিও শোম্বে এই বিদ্রোহী দলকে বালুবা উপজাতির বিশ্বাসঘাতকতা বলে দাবী করছেন, তবু আমার মত অনেক লুণ্ডা সম্প্রদায়ের কর্মীও শোম্বের এই ভয়ানক রাজনীতি আদৌ পছন্দ করেননি। আমি কিছুদিন সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ও হতাশার মধ্যে কাটিয়াছি। শোম্বে বেলজিয়াম শিল্পপতি ও ব্রুসলস্-এর রাজনীতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। হয়তো এলিজাবেথভিল আমাকে ত্যাগ করতে হতোই, কিন্তু আকস্মিক এক সংবাদ আমাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করলো। প্যাট্রিস

লুমুম্বাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র শোম্বের প্রাসাদে না হোক কনাকার্ট পার্টির গোপন বৈঠকে নিশ্চয়ই আলোচিত হয়েছে। সংবাদটি এক বিশ্বস্ত দূতের মাধ্যমে আমার হাতে আসে। আমি লিওপোল্ডভিলে পালিয়ে আসি। ষড়যন্ত্রের কথা আমি যথাস্থানে প্রকাশ করি। আততায়ী আমার পরিচিত। একত্রে আমরা কয়েক বছর কাজ করেছি। একজন উৎকট শোম্বে-অনুরাগী। বেলজিয়ান একটি কোম্পানীতে আধাগুণ্ডার চাকরীতে বহাল থেকে শ্রমিক-নেতা সেজে মেহনতী মানুষের স্বার্থ বহুবার জলাঞ্জলি দিতে দেখেছি। আমার ভুল হয়েছিল। প্রথমেই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। রেল-স্টেশনে আমার সংগে মুখোমুখি দেখা। বললো, পার্টি-বিরোধী কাজ করবার অভিযোগে সে অপরাধী। শোম্বের হাতে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে সে এলিজাবেথভিল ত্যাগ করেছে। পুরোপুরি আমি বিশ্বাস করিনি। একবার আমার মনে হয়েছে, হয়তো আমার পশ্চাদ্ধাবন করেই সে লিওপোল্ডভিলে এসেছে। তাঁর মত অনুচর হঠাৎ শোম্বে-বিরোধী হয়ে উঠবার কী যুক্তি থাকতে পারে; কিন্তু বহু কথা, নানান আলোচনার মধ্যে তার সততায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম। মদ্যপানের আমন্ত্রন হাসিমুখেই গ্রহণ করেছি। তার পরের ঘটনা আপনার সমস্তই জানা। হয়তো প্রথম থেকেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

—খুনেটাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি?

—না। আমাকে খতম করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই সে আবার করবে। আমি দেহরক্ষী চেয়ে পাঠাই। দু'জন সেনাকে আমার নিরাপত্তার জন্যে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

—আপনি কনাকার্ট পার্টিতে কী পদে বহাল ছিলেন?

—আমি কোন্ স্তরের নেতা জানতে চাইছেন? নেতা টেতা আমি নই, কিন্তু পার্টির একটা শক্তিশালী প্রত্যঙ্গ আমাকে মেনে চলে।

—আপনাকে অনুসরণ করেই খুনেটা এখানে এসেছে।

—এখন তো তাই মনে হয়।

কথা বলতে ভাল লাগছিল। নিগ্রো ভদ্রলোক খোলামনেই কথা বলছিলেন। তবে বার বার আমার মনে হচ্ছিল অসুস্থ মানুষটিকে আমি হয়তো বিরক্ত করছি। বিশ্রামে ব্যাঘাত হচ্ছে।

অল্পক্ষণ পর কেবিনের পাল্লা সরিয়ে একজনকে ঢুকতে দেখা যায়। নার্স বা ডাক্তার নন, এক সৈনিক যুবা।

—সার্জেন্ট মেজর আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে?

—তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি কথা শেষ করুন, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

সেনা অপেক্ষা করল না। কেবিন ছেড়ে চলে গেল। সার্জেন্ট মেজর আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন বুঝলাম না। প্রয়োজনীয় অনুমতি আমি তো আগেই নিয়েছি। সে ছাড়পত্র আমার সঙ্গেই আছে।

বিদায় নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। নিগ্রো ভদ্রলোক ধবধবে সাদা দাঁতে সামান্য একফালি হাসলেন। ফিরে আসছিলাম হঠাৎ নজরে পড়ল। সাদা চাদরটা উঠে গিয়েছিল, সরে গিয়েছিল অনেকখানি। বিছানায় কোলের পাশে কাৎ করে রাখা একটা যন্ত্র। সাদা চাদরে ঢাকা হালকা সাব-মেশিনগানটি চিনতে আমি এতটুকু ভুল করিনি।

—আমার কুটিরে অতিথি আসবার ধুম পড়েছে আজ। আসুন স্যার।

ঘরে ঢুকতেই স্বয়ং অমৃতলাল সাহানী সামনের শূন্য সোফায় বসতে ইঙ্গিত করলেন।

—আপনার কথাই ভাবছিলাম। সেই যে শকুন্তলাকে উদ্ধার করে উধাও হলেন। এত কী কাজ মশাই!

—অকাজের পেছনে দৌড় করাচ্ছেন সকাল-সন্ধ্যে। কাজ না করলেও ব্যস্ত আমাদের থাকতেই হয়।

আসরের মধ্যমণি সাহানী সাহেব নিজে। মিসেস সাহানী পাশে থাকায় পরিবেশের শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দায়িত্বহীন অলস কথার হিজিবিজি চলে কিছুক্ষণ। শাড়ির টান-টোন, গায়ের রং ও মুখশ্রীতে ভারতীয় অস্তিত্বের আভাস থাকলেও, পরিপূর্ণ সাহেবিয়ানায় মিসেস সাহানী অনেক বেশি সমুজ্জ্বল। উচ্চারণ সুন্দর কিন্তু আমার সমস্ত কথাতেই তাঁর আঁকা ভ্রূ-লতায় চেষ্টাকৃত বিস্ময়রেখার ভাঙ্গ-চোর দেখতে বড় মজা লাগে। ব্লাউজের কাপড়ে অসম্ভব মিতব্যয়িতা। তাতে অনাবৃত অঙ্গ প্রকাশের চেয়ে আবৃত দেহলতার আভাসই যে-কোন স্বাভাবিক মানুষের কান লাল হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল হয়তো তাড়াতাড়ি ভদ্রমহিলা ব্লাউজ পরতে ভুলে গেছেন। অতিরিক্ত প্রসাধনে আসল নকল-এর ফারাক বোঝা দুষ্কর। বাঁ-হাতে টিকে ওঠার বহু পুরাতন গভীর একটা দাগ একটু চোখে লাগে।

সত্যিই মিসেস সাহানী পুরোমাত্রায় মেমসাহেব। বড়দিনে শকুন্তলা সাহানীর ডিনার টেবিল যে শোভাবর্ধন করে হয়তো অতিবড় খৃষ্টানেরও তাতে মাথা হেঁট হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কুকুরের বিস্কুটের অপ্রচুর সরবরাহে তাঁর সম্পাদকের কাছে লেখা ইংরেজি প্রতিবাদ-পত্র ঝাঁজালো শ্বেতাঙ্গিনীরও ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

রাজা-বাদশা ও কোটিপতিদের প্রযোজনায় 'মহিলা সমিতি' মানবতার তাগিদে আজ কঙ্গোর অশান্তির মধ্যেও কাজ করে চলেছে। একটি বেলজিয়ান পরিবার কী ভাবে নিশ্চিহ্ন হয় ও সেই সঙ্গে সাত মাসের এক শিশু কী আশ্চর্যরকম রক্ষা পায় তার কথা বলছিলেন মিসেস সাহানী। অতটুকু বাচ্চাকে হাতে নেওয়া কী অসম্ভব ঝুঁকি ও বোতলের দুধ খাওয়ানো যে কী রকম ফানি তার বর্ণনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

মনে হ'ল বলি,

—আপনার বয়স যাই হোক, এতদিন সন্তান ধারণ না করাই

আপনার প্রচণ্ড ঝু কি। বোতলের দুধ খাওয়ানো কী রকম ফান্ বুঝিনি, কিন্তু আপনার রিডিকুলাস যৌবন আমার অনেক বেশি দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে।

'লা-রোটাণ্ডি'-র আহত নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসপাতালে আমার সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই দু'জনে একরকম আর্তনাদ করে উঠলেন।

মিসেস সাহানী বললেন,

—আপনি জার্নালিস্ট, খুন-রাহাজানিতে আপনার কোন দরকার নেই। নিগ্রোটা বিছানার চাদরের তলায় সাব-মেশিনগান কোলে করে শুয়ে আছে। ভুল করেও সে আপনার ওপর আক্রমণ করতে পারতো। এসবের মধ্যে আপনি যাবেন না। আপনি জানেন না, এদের রাজনীতি কত নিচু মানের।

রাল্‌ফ বুঞ্চ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? সাহানী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কথাটি বললেন।

—রাল্‌ফ বুঞ্চ?

—পছন্দ করেন ভদ্রলোকটিকে?

—আদৌ নয়।

—ভদ্রলোক বোধ হয় টিকতে পারলেন না। দাগ হ্যামারশল্ড ফিরিয়ে নিচ্ছেন বুঞ্চকে।

—এই সময়ে রাল্‌ফ বুঞ্চের থাকা না-থাকায় বড় বেশি কিছু আসে যায় না। লুমুম্বা-দাগ বৈঠক আজ কঙ্গোর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে।

—এ পর্যন্ত যেটুকু সংবাদ আমাদের হাতে এসেছে তাতে মনে হয় লুমুম্বা-দাগ বৈঠক অনেকটা আশাপ্রদ। সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে বুঞ্চের সঙ্গে লুমুম্বার ইতিপূর্বে যে ঠাণ্ডা লড়াই হয়ে গেছে তাতে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। লুমুম্বা-দাগ বৈঠকে সেই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হতে পারে।

শকুন্তলা সাহানী ফোন পেয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মহিলা সমিতির জরুরী তাড়ায় তাঁর হাতে বাজেখরচের সময় কই?

—জাতিসংঘ বাহিনী কঙ্গো পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করায় সমাধান কিছু হবে বলে মনে হয় না। ভারত সরকারের মতামত এ সম্পর্কে যথেষ্ট নয়। আপনার কী মনে হয়?

সাহানী সাহেব প্রশ্নের জবাব দিলেন না। সোফা ছেড়ে উঠে সোজা ডানদিকের পর্দা লাগানো আলমারির দিকে চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই একখানি বই হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। সুদৃশ্য ট্রেতে হুইস্কীর বোতল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখে গেল একজন অল্পবয়সী নিগ্রো ছোকরা। একপাত্র আমার হাতে তুলে দিয়ে নিজেরটিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—আমার নিজের মনে হয় কঙ্গো পরিস্থিতি জাতিসংঘের হাতে তুলে দিয়ে যথেষ্ট সুবিচার পাওয়া যাবে না। জোর করে শান্তি চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বেলজিয়ান সেনাদের অবিলম্বে ফিরিয়ে নিলে শোম্বের পৃথক সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা প্রথমেই নষ্ট হ'ত। যদিও নেতাদের মধ্যে আপস আছে, তবে আন্তরিকতা নেই। কাসাভুবুর বক্তৃতা—বক্তৃতাই। জাতিসংঘ এখানে কাজ করতেও যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছে। বেলজিয়ান কঙ্গোর ব্যাপারটাই অন্যরকম। ব্রিটিশ ও ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার মানুষ যেটুকু শিক্ষা পেয়েছে, ব্রুসল্স সেদিক দিয়ে এখানে পুরোপুরি মধ্যযুগীয় অত্যাচারই করে গেছে। একটা ডাক্তার নেই দেশে। উপজাতীয় দ্বন্দ্বের আনন্দে এই জংলী মানুষগুলোকে দিয়ে স্বার্থান্বেষী নেতাদের দাঙ্গা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। আজ জাতিসংঘ বাহিনী মেশিনগান দিয়ে শান্তি আনতে পারে সাময়িকভাবে, কিন্তু তাতে ফাঁকি থেকে যাবেই। কঙ্গো সমস্যার সমাধান নেই। কঙ্গোর historical developments ভাল করে বোঝা দরকার।

মিঃ সাহানীর কথা যুক্তিপূর্ণ। তবে কঙ্গোকে পৃথক ভাবে বিচার করলে হয়তো ভুল হবে। গোটা আফ্রিকাই বিগত ন' হাজার বছরের পৃথিবীর ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ থেকে বঞ্চিত। নীল নদের ধারে ঈজিপ্ট, টাইগ্রিসের কোলে মেসোপোটমিয়া, সিন্ধু নদীর উপকূলে ভারত ও চীনের হোয়াং হো নদীর ধারে যে সভ্যতা ও মানবেতিহাস

গড়ে উঠেছিল, সেখানে আফ্রিকা মহাদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকারে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। দুরারোহ পর্বত, দুর্লঙ্ঘ্য মরু ও সমুদ্রের পাহারায় মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ হয়ে ঐ সমস্ত অঞ্চলে সমাজ-জীবন সৃষ্টি করলো। পরস্পরে নির্ভরশীল প্রাথমিক এক সভ্যসমাজ আপন তাগিদেই তৈরি হয়। সেখানে আফ্রিকার ভৌগোলিক গঠনই আশ্চর্যরকম প্রতিকূল। উচ্ছৃঙ্খল ভয়াবহ নদী অতিক্রম করে তটরেখায় পৌঁছোনো অসম্ভব। মধ্যযুগে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেল। গরুর মাংসের চালানীর নৌকো ইয়োরোপে অতি সতর্ক সামান্য কয়েকটি পথে যে আনাগোনা করতো, তুর্কিরা ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও খৃষ্টধর্মের অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় সে সমস্ত যাত্রাপথ নষ্ট করে দেয়। এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে বাণিজ্য-ফেরীর চলাচল এইভাবে সেদিন ধ্বংস হয়। নতুন পথের অনুসন্ধান চলতে থাকে। পৃথিবীর আকৃতিগত গঠনও তখন তর্কের বিষয়বস্তু। পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার পথে যাত্রা করে এশিয়া প্রবেশের দ্বার নতুন করে খুঁজে পায়। বার্থোলোমিউ-ডায়াজ ও ভাস্কো-ডা-গামা-র সাফল্য তার অনেক পরের কথা। সময় অতিবাহিত হয়। ইয়োরোপের তখন সৌভাগ্যের ভরা কোটাল। উত্তর আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হাতছানিও নজরে এসেছে। ততক্ষণ আমরা আধুনিক ইতিহাসের পটভূমিতে পৌঁছে গেছি। আফ্রিকা একই জায়গায় অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—আধুনিক ইতিহাসে আমরা পৌঁছে গেলেও আফ্রিকাকে আমরা সাম্প্রতিক কালেই পেয়েছি। উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় আরব তখন মুসলমান-ধর্ম নিয়ে গ্রীক ও রোমান আধিপত্য ধ্বংস করবার কাজে নেমেছে। আরব জাঞ্জিবার থেকে বর্তমান পর্তুগীজ অফ্রিকা পর্যন্ত যে মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিল আজও প্রচুর ভাঙ্গ-চোরের পরেও সে ধর্মের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ আছে। একহাতে ধর্মগ্রন্থ অন্য হাতে ক্রীতদাস সংগ্রহের শেকল। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইয়োরোপে তখন দাস সংগ্রহের হিড়িক। পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসীরা তখন এই মহাদেশে

মানুষ সংগ্রহে উন্মত্ত। ডাচদের হাতে প্রথম হল্যাণ্ড ও ইস্ট-ইণ্ডিজের মাঝামাঝি পথে একটি কলোনি এভাবে গড়ে ওঠে। দাস-ব্যবসা ও চার্চের ঘণ্টা পাশাপাশি চলতে থাকে। লণ্ডনের আফ্রিকান এসোসিয়েশন কোমর বেঁধে কাজে নামে। সাহারা অতিক্রম করে অভিযাত্রীদল টিম্বুক্টু ও লেক চাঁদ-এর দেখা পেল। জর্ডন অভিযাত্রী ডাঃ বার্থ সুদান পর্যন্ত এসে ডাঃ লিভিংস্টোনের হাতে অসমাপ্ত কাজ রেখে গেলেন। ডাঃ লিভিংস্টোন কালাহারি অতিক্রম করে আপার জাম্বেজি পৌঁছেছেন—ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌ আবিষ্কার করেছেন তারপর। রিচার্ড বার্টন, জন স্পিকি, সর্বশেষে এসেছেন স্ট্যানলি। মিশনারী, বাইবেল, দাস-ব্যবসা আর ওষুধ নদীতট ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে তখন প্রবেশ করতে শুরু করেছে। শিল্প-বিপ্লবে পহেলা নম্বর ব্রিটেন। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম আর পর্তুগাল তার উত্তরসূরী। শিল্প-বিপ্লবের পর ইয়োরোপের প্রতিটি ছোট বড় দেশ তখন পাগলের মত এই মহাদেশের অধিকার নিতে ছুটে এসেছে। উপনিবেশ সংগ্রহে দৃক্‌পাতহীন ভাগাভাগির বিরাম ছিল না তখন। লুটের মালের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। সে বণ্টন কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনেও চলে না। এক একটি দেশের এই জবরদখল আশ্চর্য সীমান্তরেখা মেনে নিল। ভূগোলে বিস্তর গোল, ইতিহাসকেও অস্বীকার করা হ'ল। আর দেশের মানুষগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমত ভাগাভাগি করা হ'ল। একমাত্র কঙ্গোর ওপরেই একাধিক আন্তর্জাতিক সীমা। কেউ গেল এঙ্গোলায় পর্তুগীজ শাসনাধীনে, কিছু বেলজিয়ান শাসনে, আর বাদবাকী ফরাসী কঙ্গোতে। আজকের কাতাঙ্গা-সমস্যাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। সোমালিয়ায় উপনিবেশ গড়ে ওঠবার মুখে ইয়োরোপীয় নানা দেশের হাতে ভাগাভাগি হয়ে যায় ফলে আজ তাদের মধ্যে কিছু স্বাধীন সোমালিয়ার ব্রিটিশ প্রজা, আর বাকীরা ইথিওপিয়ার ওগাদেন প্রদেশের ইথিওপিও প্রজা। সীমান্ত-রেখা টানা হলেও বিভিন্ন উপজাতির কাছে সে রেখার কোনদিনই মুল্য নেই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সুদান ও উগাণ্ডা, সুদান ও কঙ্গো কেনিয়া আর ট্যাঙানায়িকা,

কাতাঙ্গার সঙ্গে উত্তর রোডেশিয়া, টোগোর সঙ্গে ঘানা, রুয়ান্দা-উরুন্দি এবং উগাণ্ডা ও ক্যামেরুনের যাবতীয় সীমান্ত সমস্ত অন্যায় করে চাপিয়ে দেওয়া। ইয়োরোপীয় শক্তি নিজেদের ইচ্ছেমত জাতি আর দেশ গড়ে নিয়েছে। মানুষগুলোর মধ্যেও বিস্তর ফারাক। বান্টুদের সঙ্গে নিলোটিকদের কোথাও মিল নেই। আবার হামিটিক্ সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। নিলো-হামিটিক্ বলতে নিলোটিক আর হামিটিকদের মিশ্রণ বোঝায়—কিন্তু আদতে তারা মোটেই মিশ্রণ নয়।

কেনিয়া এই দৃকপাতহীন ভাগ-বাঁটোয়ারায় যথেষ্ট পরিমাণ ধাক্কা খেয়েছে। ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা, জীবন প্রণালীতে বিস্তর গরমিল। চারটে পরস্পর অমিল উপজাতি নিয়ে কেনিয়া। আজ তাদের একজাতি বলে ভাবতে বল্লে তারা কি ভাবে, কোন্ যুক্তিতে মেনে নেবে!

ইথিওপিয়া আর কেনিয়ার সীমারেখা যে কোথায় বলতে পারবো না। ব্রিটিশ ও ইথিওপিয়া কর্তৃপক্ষ কাজ চালানোর মত সীমান্ত টেনেছে। কিন্তু উত্তর কেনিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ইথিওপিয়ার সোমালিদের যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলেছে বিরামহীন। স্বাধীন সোমালিয়ার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সোমালিয়া যুক্ত হতে চাইছে। ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কেনিয়া আর ট্যাঙানায়িকার মাসাইরা স্বপ্ন দেখেছে—মাসাইল্যাণ্ড।

আমাদের আলোচনার মাঝখানে হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন মিসেস সাহানী। হাতে রিসিভার। গোল করে পাকানো তার দেওয়ালের প্লাগে গুঁজে, মিঃ সাহানীর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে বললেন,—রাষ্ট্রদূত স্বয়ং।

পরমুহূর্তে মিসেস সাহানী আমাকে সোফা থেকে একরকম তুলে নিলেন। কাজ বা অকাজের কথা যাই থাক, টেলিফোনের কথাবার্তা আমার শুনতে মানা। চটুল হেসে মিসেস সাহানী আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

—সেদিনের কথা ভাবলে আজও আমার গা ছমছম করে। আপনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন! কেন এসবের মধ্যে এগিয়ে যান? কঙ্গো

পরিস্থিতিতে আমি মধ্যযুগীয় পাগলামো দেখি। এত বিশৃঙ্খলা, এত ঘৃণা —ইউ. এন. ও এখানে এসে কী করবে ?

—আর কিছু না পারলেও শোম্বেকে মথায় তুলছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে।

—আপনি দেখছি পূরোপুরি কমিউনিস্টদের মত কথা বলছেন। সোভিয়েত দূতাবাসের সকলেই আপনাকে তারিফ করবে সন্দেহ নেই।

মিসেস সাহানীর সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা একেবারেই অসম্ভব। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার অছিলায় দেওয়ালে টাঙানো একটা মুখোশ সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠি।

মিসেস সাহানী বলেন—এইটি এনেছিলাম থিসভিল থেকে। কী অপূর্ব কাজ দেখেছেন ! মুখোশ আপনি অনেক পাবেন, কিন্তু এ জিনিস আর পাবেন না। এর একটা জুড়ি খুঁজেছি—পাইনি।

অমৃতলাল সাহানী পরমুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

একটা টেলিফোন আমাদের আসর নষ্ট করে দিল। আপনি দেখছি এখানে আছেন, তবু ভাল। আপনাকে আজ এখানেই থাকতে হবে। খবর পেলাম শহরে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়েছে। ইউ. এন. ও. বাহিনীর সঙ্গে কঙ্গোলি সেনাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে কয়েক জায়গায়। অনেকটা পথ, রাত্রে আপনাকে আমার এখানেই থাকতে হবে। শকুন্তলা লীনা কোথায় ?

—আধঘণ্টা আগে লীনা চলে গেছে। ফোনে তুমি দাঙ্গার খবর পেলে ?

—হ্যাঁ।

—ফোনে আমি একবার লীনাকে পেতে চেষ্টা করি।

দ্রুত পদক্ষেপে মিসেস সাহানী ঘর থেকে চলে গেলেন।

—ঘানা ও গিনির সেনারা জাতিসংঘের দলে থেকেও স্বতন্ত্র। আমি অবশ্য নজির টেনে দেখাতে পারবো না, তবু এটুকু বেশ বোঝা যায় জাতিসংঘের গোটা বাহিনীর সঙ্গে এরা খুব একটা সহযোগিতা করছে না। অনেক জায়গায় বরং ছোটখাটো গোলমাল পাকিয়েছে।

—নতুন করে শহরে গোলমাল লাগলে নিশ্চয়ই ভাববার কথা। আপনি কি খবর পেলেন ?

ইউ. এন আর্মি ভুল করে কঙ্গোলি এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। রেল স্টেশনের সামনে ঘটনাটি ঘটায় খবরটা অল্পক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সেনাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে বিক্ষোভ নেমে আসে। আমেরিকান দূতাবাসের মিঃ কলিন্‌স-এর গাড়ি আটকে মারধোর করা হয়।

—লীনা বাড়ি ফিরেছে। তবে পথে গোলমাল দেখে বড় রাস্তা এড়িয়ে বাড়ি পৌঁছেছে। একটা ইয়োরোপীয়ান হোটেল নাকি লুট হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

মিসেস সাহানী টেলিফোনে সংবাদ নিয়ে এলেন।

—লুট ! ইরোরোপীয়ান হোটেল লুট ! সে যে ভয়ানক খবর।

—লীনা পথে লোক ছুটতে দেখেছে। আকাশের গায়ে আগুন আর ধোঁয়া দেখা গেছে। লীনা যে ভালোয় ভালোয় পৌঁছোতে পেরেছে এই যথেষ্ট। কঙ্গোলি সেনাদের আর যাই পারি মানুষ মনে করতে পারি না। মেয়েদের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার করছে গত কয়েক সপ্তাহ—ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার কঙ্গোলিদের একচেটিয়া নয়। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বলেন, আমেরিকায় একদিনে যে পরিমাণ নারীধর্ষণ হয়, আজ পর্যন্ত গোটা আফ্রিকা মহাদেশে তার সিকি ভাগ শ্বেতাঙ্গিনীও কালা আদমীদের হাতে নিগৃহীত হয়নি।

—আপনি লুমুম্বার মত কথা বলছেন। মেয়েদের ওপর অত্যাচার তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। এটা ঠিক করেননি।

শকুন্তলা সাহানীর কথায় আমার মাইকেল কোকোলোর কাছে শোনা ঘটনাটি মনে পড়ে। মিসেস্ লকহার্ট ও হতভাগ্য ড্রাইভারের কাহিনী আমার চোখে ভেসে ওঠে।

—আমার সাংবাদিক বন্ধু মাইকেল কোকোলো সেদিন তাজ্জব এক সত্য কাহিনী বললেন। একেবারেই অবিশ্বাস্য।

—একজন নিগ্রো এসব স্বীকার করলো?

—তাজ্জব এক সত্য কাহিনী—একেবারেই অবিশ্বাস্য।

—মিঃ সেন, ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করছে।

পূর্বের ঘরে ফিরে এলাম।

মাইকেল কোকোলোর কাছে শোনা অখ্যান আমি বর্ণনা করলাম।

কিছুক্ষণ ঝিম ধরে রইলেন মিঃ সাহানী। তারপর একটু হেসে বললেন—নাটকীয়।

মিসেস সাহানী গ্রীবা নেড়ে মন্তব্য করলেন—আপনি প্রথমে বলেছেন গল্পের মতো। সত্য কাহিনী হতেই পারে না। নিতান্তই একটা শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী নিগ্রো সাংবাদিকের কল্পিত কাহিনী।

মিঃ সাহানী বললেন—শকুন্তলা, আমি কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি মিসেস লকহার্টকে বিচার করো না। মিঃ লকহার্ট বা মিসেস লকহার্টকে আমি জানি না, কিন্তু উইলিয়ম মোরকে আমি অনেক কাছে দেখছি। ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার খেয়েছি দিনের পর দিন। তাঁর স্ত্রীকে আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

—কই তোমার কাছে উইলিয়ম মোর-এর নাম কখনও শুনিনি তো?

—ভাবলে আমার গা আজও শিউরে ওঠে। এতবড় মর্মান্তিক ঘটনা।

মিসেস সাহানী বলেন,

—সত্যিই কী তুমি কোন বাস্তব ঘটনা বলছো?

—সে আখ্যানে আমারও একটু ভূমিকা ছিল।

মিঃ সাহানী হুইস্কীর পাত্র আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—সাজিয়ে আপনাকে আমি বলতে পারবো না। সামান্য ঘটনাকেও আপনারা হেড লাইনের খবর হিসেবে পরিবেশন করতে পারেন।

উইলিয়ম মোর-এর কাহিনী হয়তো গুছিয়ে আমি বলতে পারবো না, তবে ঘটনাটি আমি সতর্কতার সঙ্গে বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো।

গল্পের খাতিরে গল্প নয়। মিঃ সাহানীকে অল্পক্ষণের মধ্যে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে দেখলাম। পূর্বস্মৃতিতে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। গল্প অনেকটা হিসেব করে রচিত হয়। শুরু থেকেই পাঠকদের সে ভয় করে চলে। বিশ্বাসভাজন হবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। মিঃ সাহানীর কাহিনীতে সেরকম জমাট শৃঙ্খলা ছিল না শুরুতে। সুন্দর বাচনভঙ্গী মিঃ সাহানীর, তবু কাহিনী অনুসরণ করতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল।

মিঃ সাহানী উইলিয়ম মোর-এর কাহিনী বলে চললেন ঃ

—প্রফেসার! প্রফেসার!

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ ও দরজায় অবিশ্রান্ত করাঘাতে আমার ঘুম ছুটে যায়। নিতান্তই পরিচিত কণ্ঠস্বর। উইলিয়ম মোর আজ সারাদিন আমার সঙ্গেই ছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগেও এই ঘরে বসে তিনি আড্ডা দিয়ে গেছেন। বাবিন্‌গা পিগমীর সঙ্গে বেলজিয়ান কঙ্গোর পিগমীদের কী পরিমাণ গরমিল, সেই নিয়ে বিস্তর আলোচন করে গেছেন।

ত্রস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার নিগ্রো রক্ষী পূর্বেই বাইরের দরজা খুলে দিয়েছে। ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন মিঃ মোর। বললেন,—প্রফেসার, রেবেকা, বড় অসুস্থ। আমার বড় বিপদ। আপনি একবার আসুন।

পূর্বের পোষাকের পরিবর্তন হয়নি। শুধু গলার টাইটা আলগা। অবিন্যস্ত মাথার চুল। কিছু কিছু ঘাম জমেছে কপালে।

—সারাদিন আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন। হঠাৎ মিসেস মোর কী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

—গাড়িতে আপনাকে আমি সব বলছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

পোষাক বদলানো আর হ'ল না। টেবিল থেকে টর্চটি হাতে নিয়ে

মিঃ মোর-এর সঙ্গে পা চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। নিশুতি রাত। আকাশে ঘোলাটে চাঁদ। এতটুকু হাওয়া নেই। স্তব্ধ জমাট অন্ধকার। মিঃ মোর অপ্রকৃতিস্থ। অসংলগ্ন কথা ও নিগ্রো ড্রাইভারের ওপর অকারণে ধমকে উঠতে দেখলাম। মানুষটা ভেতরে ভেতরে যেন জ্বলছিলেন। কোনদিন এই মানুষটিকে এত উত্তেজিত হতে দেখিনি। বিক্ষিপ্ত মনের অসংলগ্ন কথা থেকে ভয়াবহ ঘটনাটি প্রকাশ পেল।

—মোকাম্বোতে বেড়াতে আসা আমাদের সার্থক। বাবিন্‌গা পিগমীদের এত সহজে কাছে পাবো অমি ভাবতেই পারিনি রেবেকা। আমার সবচেয়ে অবাক লাগে আমার মতই মানুষ অথচ যে গভীর জঙ্গলে এরা বাস করে সেখানে বন্যপ্রাণীও চলাফেরা করতে ভালবাসে না।

কাদামাখা ভারী বুট দূরে ছুঁড়ে দিয়ে উইলিয়ম সোজা বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

—একী ভুমি পোষাক পরিবর্তন করোনি? তুমি কী আমার ওপর রাগ করেছো রেবেকা! সঙ্গে তো আমি তোমাকে নিতেই চেয়েছিলাম। তুমিই তো আপত্তি করেছিলে। রেবেকা—

উইলিয়মের হাতের স্পর্শে একরকম আর্তনাদ করে ওঠে রেবেকা,

—দরজা বন্ধ কর। সমস্ত বন্ধ করে দাও। সেই লোকটা হয়তো আবার আমাকে ধরতে আসবে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় উইলিয়ম। বন্ধ দরজার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে বিস্ময়োক্তি করে,—সেই লোকটা আবার তোমাকে ধরতে আসবে! তুমি কার কথা বলছো রেবেকা?

—সেই জানোয়ারটা, যে আমার সর্বনাশ করে গেছে।

—তোমার সর্বনাশ করে গেছে?

উইলিয়মের কণ্ঠ রিক্ত।

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে, পাশ ফিরছিল রেবেকা। মুহূর্তে পাক খেয়ে উইলিয়মের দিকে ফিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,

—এই দেখো! এই দেখো! এই দেখো!
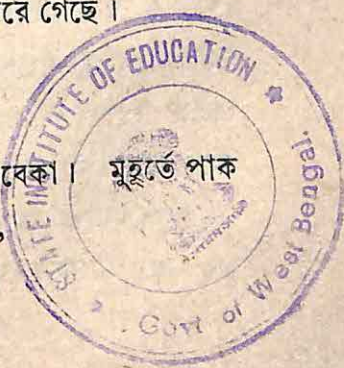
ফ্রকটা যেন হিঁচড়ে ছেঁড়া। নরম বুকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে অনেকখানি। অবিন্যস্ত মাথার চুল। দু'ফালি সুন্দর রক্তিম ঠোঁট আশ্চর্যরকম ফ্যাকাশে। বিবর্ণ ওষ্ঠাধর থর্ থর্ করে কাঁপছে।

—দরজাটা বন্ধ কর। সমস্ত কিছু বন্ধ করে দাও।

—রেবেকা!

—জানোয়ারটা আমাকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে গেছে। জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। কালো, বীভৎস জানোয়ারটার সঙ্গে আমি পেরে উঠিনি। সে আমার সমস্ত কিছু নিঃশেষ করে নিয়ে গেছে।

নিজেকে সংযত করে উইলিয়ম। শান্ত করতে চেষ্টা করে রেবেকাকে,

—বাংলোতে দু'জন নিগ্রো কর্মচারী, তারা সে সময় কোথায় ছিল?

রেবেকা নিরুত্তর। উইলিয়মের হাতের ওপর ভেঙ্গে পড়ে ফুলে ফুলে কান্নার বিরাম নেই তার।

রেবেকার কাছেই উইলিয়ম জানতে পারে ঘটনাটি ঘটে বেলা বারোটা নাগাদ। একটা শিকারী দল গরিলা শিকারে যাত্রা করেছে আজ। যাত্রার আগে গরিলার কঙ্কাল নিয়ে ওঝার নেতৃত্বে যে ভয়াবহ নৃত্য-গীতের আসর জমে, বাংলোর কর্মচারী দু'জন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যায়। রেবেকার কাছে পূর্বেই তারা অনুমতি নিয়ে গেছে।

রেবেকা এই ঘরেই তখন পোষাক পরিবর্তন করে ব্রাজাভিলের ট্যুরিস্ট-গাইড বিছানায় শুয়ে নাড়াচাড়া করছিল। এমন সময় আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করে। নিখুঁত সাহেবী পোষাক। ফরাসী উচ্চারণ নির্ভুল।

প্রথম থেকেই সে বেপরোয়া হয়ে দেখা দেয়। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে রেবেকা আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্মদ মানুষটির শক্তিও অসম্ভব। তার পাশব শক্তির কাছে রেবেকা পরাস্ত হয়েছে। জানোয়ারটা কখন যে পালিয়েছে রেবেকা মনে করতে পারে না।

কথা বলতে বলতে মিঃ সাহানী একটু থামলেন। সিগারেট ধরিয়ে এক নজর আমাকে দেখে নিয়ে বললেন,

—উইলিয়মের কোন পরিকল্পনা ছিল না। একাকী অনেক বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন। সেই কারণেই হয়তো আমাকে বাংলোতে তুলে নিয়ে এলেন। বললেন,

—প্রফেসার, এখন আমি কি করবো বলতে পারেন? পুলিশে খবর দিলে আদৌ কী কোন কাজ হবে?

—জানোয়ারটি নিশ্চয়ই মোকাম্বো ছেড়ে চলে গেছে। এতবড় শয়তান, সে সাবধান হয়ে চলবেই। মিসেস মোর আততায়ী সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

—লোকটার বয়স চল্লিশের নিচে। উচ্চতায় পাঁচ-সাত বা পাঁচ-আট। অনর্গল ফরাসী বলতে পারে। একমাত্র ব্রাজাভিলেই সে এরকম নিগ্রোদের চলতে ফিরতে দেখেছে।

—পুলিশে একটা সংবাদ দেওয়া দরকার।

—প্রফেসার, ওটা আইনের কথা। আর তাতে কোন কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না। রেবেকারও ইচ্ছে নয় এ নিয়ে আমি থানা-পুলিশ করি। গোটা ব্যাপারটাই এত জঘন্য যে এ নিয়ে কথা তুললেই সর্বত্র ব্যাপারটা রটে যাবে। আমার সর্বনাশের খবর কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে প্রকাশিত হবে। আমি ছটফট করছি, যন্ত্রণা সহ্য করতে পারিনি, তাই আপনার কাছে ছুটে গেছি। আপনাকে বিরক্ত করেছি।

মিঃ সাহানী নিজের স্মৃতি-কথায় সম্পূর্ণ ডুবে গেছেন। বললেন,

—মিঃ সেন, উইলিয়ম মোরকে আপনি জানেন না। এক অসাধারণ মানুষ। চলতে-ফিরতে যে বণিক ইংরেজ আমরা দেখে থাকি, উইলিয়ম মোর সে শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না আদৌ। উইলিয়ম মোর সম্পর্কে আরও একটু খুলে বলা দরকার।

উইলিয়ম মোর-এর পিতা রবার্ট মোর ব্রাজাভিলের ইংরেজ বনিকদের ছিলেন মধ্যমণি। রেললাইন পাতবার কাজ নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে আসেন প্রায় ষাট বছর আগে। তারপর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এই অসাধারণ পরিবারটিকে সাফল্যে পৌঁছে

দিয়েছে। বৃদ্ধ মোর ইংল্যাণ্ডের পথে জাহাজে দেহত্যাগ করেন। এটর্নীর চিঠিতে রবার্ট মোর জানতে পারেন পিতার দশ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তির অধিকার নিতে গেলে, ইয়োরোপ ত্যাগ করে জংলী দেশে তাঁকে থাকতে হবে। পিতার ওপর অভিমান করে অধিকার বিসর্জন তিনি দেননি। তবে প্রতিবাদ অন্য নিয়মে ফিরিয়ে দিয়েছেন। উইলিয়মকে তিনি লণ্ডনেই রেখেছেন। স্ত্রীকেও দীর্ঘদিন নিজের কাছে আনেননি। দু'হাতে শুধু রোজগার করে গেছেন। যে পরিমাণ শেয়ার জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে থাকে, তাতে অতিবড় ইংরেজ কুলীনকেও বলতে শোনা যেতো—রবার্ট মোর-এর মত আরও কয়েকজন ইংরেজ যদি শতাব্দীর গোড়াতেই এই জঙ্গলে আসতেন, হয়তো মহাদেশের মানচিত্রই তাঁরা পাল্টে দিতে পারতেন।

অক্সফোর্ডের পাঠ মিটিয়ে উইলিয়ম যখন ব্রাজাভিলে আসে তখন সে যুবা।

পিতা রবার্ট মোর বলেন,

—হাতে কলমে কাজে নামবার আগে এদেশের মানুষ চেনা দরকার।

—আপনি আমার কাছে কী আশা করেন?

—সহকর্মী হিসাবে তোমাকে আমি পেতে চাই। সবই তোমার। দেখে-শুনে নেবার বয়স তোমার হয়েছে। কয়েক বছর পর আমি পুরোপুরি অবসর নেবো। পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চাই।

—আপনি একজন করিতকর্মা দক্ষ লোক রাখুন। আমি এখানে থাকবো না।

—তুমি কী বলছো উইলিয়ম? এ বিশাল ঐশ্বর্য, এই বিপুল সম্পত্তি এতদিন তোমার জন্যে তৈরী করেছি। তুমি এখানে থাকবে না কেন?

—আমার ভবিষ্যৎ আমি বেছে নিয়েছি।

—কী পথ বেছেছো তুমি?

—আমি একজন ইংরেজ বনিক হতে চাই না।

—মাঝে একবার আমার কানে এসেছিল তুমি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছ। রাজনীতি করতে চাইলেও এমন জায়গা তুমি পাবে না।

—রাজনীতির কথা থাক। পথে বেরুলেই কালো কালো মানুষগুলোকে দেখলে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। মনে হয় আমি একজন অপরাধী। আমিও একজন প্রতারক।

—তুমি কি সাম্যবাদে বিশ্বাসী?

—চূড়ান্তভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে, অসভ্যদের সভ্য করবার দায়িত্ব নিয়ে ইউরোপের প্রতিটি দেশ শতাব্দী ধরে যে বর্বর অত্যাচার এদেশে চালিয়েছে তাতে আমাদের মতো সামান্য একটি ইংরেজ পরিবারেরও কী আশ্চর্যরকম ভূমিকা আছে।

রবার্ট মোর ছিলেন বুদ্ধিমান। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। স্ত্রীকে এসে বলেছেন, অক্সফোর্ড ও হাইড পার্ক ছেলেটাকে রসাতলে দিতে বসেছে।

পুত্রের প্রতিবাদটি রবার্ট মোর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে আশ্চর্য এক সহ-অবস্থান নীতি মেনে সোজা একদিন ব্রুসলস্-এ সপরিবার হাজির হলেন। উইলিয়মের সঙ্গে রেবেকার প্রথম পরিচয় সেখানেই। পরিচয়ের সূত্র ধরে আলাপ। ব্রাজাভিলে ফিরে এসেও পত্রালাপ চলতে থাকে। স্ত্রীর কিছু আপত্তি ছিল কিন্তু রবার্ট মোর তাঁর বেলজিয়ান পাটনারের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যখন তালিকা মেলে ধরলেন তখন কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বললেন, রেবেকা একমাত্র সন্তান জানি, কিন্তু কাতাঙ্গার তামার খনির কথা তুমি আগে কেন বলোনি।

উইলিয়মের সঙ্গে রেবেকার বিয়ে হয়। তার তিন মাস পরে রবার্ট মোর আদ্দিস আবাবা থেকে ফেরবার পথে বিমানেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন। কোলের ওপর একটা বই খোলা ছিল—'Must we Lose Africa?' এয়ার হোস্টেস কফি দিতে

এসে প্রথম বুঝতে পারে। পাশেই ছিলেন একজন ক্যানাডিয়ন পাদ্রি। উইলিয়ম তাঁর কাছ থেকে পরে জানতে পারে রবার্ট মোর-এর মৃত্যু নিতান্তই আকস্মিক। খুবই তিনি স্বাভাবিক ছিলেন। 'ইথিওপিয়া অতিরিক্ত সোভিয়েত সাহায্য পেলেও সম্রাট হাইলে সেলাসীর সবুজ রোলস্ রয়েস-এর রঙ ক্রুশ্চেভ কিছুতেই পাল্টাতে পারবেন না'—রবার্ট মোর-এর এই ছিল শেষ কথা।

মোর পরিবারে আকস্মিক পরিবর্তন এলো। উইলিয়মেরও ভাঙ্গচোর হ'ল বিস্তর। অনেকের মতো উইলিয়ম মোর একজন ইংরেজ বণিক, ধীরে ধীরে এইটাই মেনে নিতে হয়। চলতে ফিরতে কালো কালো মানুষের সামনে নিজেকে মোটেই প্রতারক বলে মনে হয় না। অক্সফোর্ডের আড়ও ধোলাইয়ের ভাঁজ একাকার হয়ে মিলিয়ে যায়। পিতৃবিয়োগ এই মানুষটিকে অবিশ্রান্ত দায়িত্বের মধ্যে টেনে নামায়। দৈবাৎ যদি কখনও হাইড পার্কের দিনগুলি চোখে ভেসে ওঠে, নিজের লেখা প্রবন্ধগুলোর কথা মনে পড়ে, তখন দেখা দেয় রেবেকা।

—বণিক সভার আগামী অধিবেশনের বক্তৃতাটি ভাবছো বুঝি?

উইলিয়ম মোর সেই সময় সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করেছে। তাড়াহুড়ো করে একটা উত্তর গুঁজে দিয়ে রেবেকাকে খুশি করতে চেয়েছে।

উইলিয়মের বুদ্ধি ছিল, বিদ্যেও ছিল উঁচু মানের। রবার্ট মোর-এর উত্তরাধিকার হবার যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু একান্ত আপনার, ভেতরের যে একটা সত্যপুরুষ পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতায় থেকেও পুরোপুরি মরেনি অকস্মাৎ সে আত্মপ্রকাশ করতো। সুর কেটে যেতো। অমিল চরিত্রের বেয়াড়া আত্মপ্রকাশে অনেকে উইলিয়মের অপরিণত বুদ্ধি ও যৌবনের তেজ বলে মেনে নিলেও প্রবীণের দল পা ফাঁক করে চুরুট খেতে খেতে ডিরেক্টর্স বোর্ডের অধিবেশনে লাউঞ্জে এসে মন্তব্য করেছেন,—রবার্ট মোর-এর পুত্রকে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। আমরা বণিক সভায় বা এই ধরনের বৈঠকে মানবতাবাদ বা জাগ্রত আফ্রিকা সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে এতটুকু

প্রস্তুত নই। ফরাসী বণিকেরা আরও একটু অগ্রসর হ'ল—উইলিয়মের কথাবার্তায় পুরোপুরি ফরাসী সরকারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ইংরেজরা কী রকম সাধুপুরুষ সে তো আমরা রোডেশিয়াতেই দেখতে পাই। অন্যত্র যাবার দরকার কী ?

পূর্বের কাহিনীতে আবার ফিরে আসেন মিঃ সাহানী। বললেন,

মিঃ মোর আমাকে পছন্দ করতেন। মোকাম্বোতে ট্যুরিস্ট লজ-এ নিরালায় ক'দিন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বিশ্রামে এসেছিলাম। সস্ত্রীক মিঃ মোর এসেছিলেন রেস্ট হাউস-এ। বাবিন্‌গা পিগমীদের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের আমন্ত্রণ তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন।

সেদিন গভীর রাত্রে আমি আমার ট্যুরিস্ট লজে ফিরে আসি। মিসেস মোর-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তবে অফুরন্ত নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মিসেস মোর-এর কাতরোক্তির ক্ষীণ রেশ আমার কানে আসছিল, —বন্ধ করে দাও। দরজাটা বন্ধ করো। ঐ বোধ হয় সে আসছে !

অমৃতলাল সাহানী একটু হেসে বললেন, পরদিন রেস্ট হাউস-এ খোঁজ নিয়ে জানলাম সকালেই উইলিয়ম মোর মোকাম্বো ছেড়ে গেছেন। মনে মনে ভেবেছি, মিসেস মোর-এর ঘটনা নিয়ে তিনি অতিশয় বিচলিত। সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। চঞ্চল মন নিয়ে মোকাম্বো ছেড়ে গেছেন।

এই ঘটনার প্রায় তিন সপ্তাহ পর উইলিয়ম মোরের সঙ্গে আমার ব্রাজাভিল বিমানঘাঁটিতে দেখা। আমি বিমানের অপেক্ষায় লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলাম। উইলিয়ম মোর একই বিমানে এলিজাবেথভিল যাবেন।

—আমার সৌভাগ্য, এলি পর্যন্ত আপনাকে আমি সঙ্গে পাবো।

—আমিও খুব ভাগ্যবান সন্দেহ নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে থাকলেও হাজারো কাজের মধ্যে সময় করে উঠতে পারিনি।

শুধু এয়ার-পোর্টের লাউঞ্জে নয়, বিমানে পাশাপাশি আসনে বসে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বহু কথা হয়। আলোচনা ও হাল্‌কা গল্পে সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু মিঃ মোর মোকাম্বোর সেই ভয়াবহ রাত্রের

কথা একবারও তুললেন না। রেস্ট হাউসের অসমাপ্ত ঘটনা এতটুকু ভাঙ্গলেন না। পুলিশের সাহায্য তিনি আদৌ নিয়েছিলেন কিনা সে খবর জানা গেল না।

এলি-র এয়ার-পোর্ট থেকে দু'জনের গন্তব্যস্থল ভিন্ন। মিঃ মোর যাবেন বণিক সভার এক জরুরী অধিবেশনে। মিঃ সাহানীর কাজ লিওপোল্ডভিলে। তিনি বিশ্বব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি—শিক্ষাখাতের খয়রাতী কিভাবে কঙ্গোতে নয়-ছয় হচ্ছে তার তদন্তে চলেছেন। এলিজাবেথভিলে দু'দিনের যাত্রাবিরতি।

—সন্ধ্যের পর হাতে আমার কাজ নেই। আসবেন না আমার হোটেলে। আমি 'হোটেল-লেয়ো'-তে উঠছি। কাল সকালেই আবার ব্রাজাভিল ফিরে যাবো।

—আমার হাতেও বিশেষ কোন কাজ নেই এখানে। বিকেলের আগেই হয়তো আমার অবসর।

—আসুন। আমরা গল্প করবো।

মিঃ মোর এয়ার-পোর্ট ছেড়ে গেলেন। বসন্ত রোগের টিকার কাগজে সামান্য কিছু গরমিল ছিল, তাই মিঃ সাহানীকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকতে হ'ল।

কিন্তু বিকেল নয়, হাতের কাজ সারতে সন্ধ্যে অতিক্রম হয়ে গেল। নিজের হোটেলে ফিরে পোষাক পরিবর্তনের পর মিঃ সাহানী যখন মিঃ মোরের হোটেলে পৌঁছানোর জন্যে ট্যাক্সি খুঁজছেন তখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা।

'হোটেল-লেয়ো' ধনীদের হোটেল। আন্তর্জাতিক কোটিপতিরা হামেশাই এ শহরে যাতায়াত করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলোর সঙ্গে এলিজাবেথভিলের 'হোটেল-লেয়ো'র নাম এক পাতাতেই স্থান পেতে পারে।

রুম-ক্লার্ক মিঃ সাহানীর প্রশ্নে একরকম চমকে ওঠে। মিঃ মোর-এর খোঁজে সন্ধ্যের পর নিতান্তই মিঃ সাহানীর মতো একজন কালা আদমী দেখা করতে পারে হয়তো ভাবতেই পারে না।

—বসুন। দেখছি।

পাশ থেকে অপর একজন নিগ্রো কর্মচারী পেছনের নামের তালিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, মিঃ মোর ঘরেই আছেন। আপনি দেখা করতে পারেন।

—বোকার মতো কথা বলো না। ঘরে থাকলেই যে মিঃ মোর এর সঙ্গে দেখা করবেন এরকম মনে করবার মতো কোন কারণ নেই। তিনি হয়তো ব্যস্ত আছেন।

সহকর্মীকে ধমকানো শেষ করে রিসিভার তুলে নিয়ে লোকটা মিঃ সাহানীর আগাপাস্তালা দেখতে থাকে।

সামান্য কয়েক মুহূর্তে চোখ-মুখের ভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন হ'ল। সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রেখে বলে, স্যার, মিঃ মোর কামরাতেই আছেন। আপনাকে দেরি করিয়ে দিলাম, নিতান্তই দুঃখিত।

লিফ্‌ট্‌ বেয়ে উঠে কামরায় ঢুকতেই সোফা দেখিয়ে বসতে বলে সহাস্যে মিঃ মোর বললেন,

—শুরু ও শেষে আপনার আবির্ভাব আশ্চর্যরকম।

—আপনি কী বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিঃ মোর মুখোমুখি সোফায় এসে বসলেন। বললেন,—আপনার সেই রাত্রের কথা মনে পড়ে মিঃ সাহানী ?

—কোন রাত্রের কথা ?

—মোকাম্বোর সেই রাতের কথা। গভীর রাতে আপনাকে আমি তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—মনে পড়ে। মোকাম্বোতেই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ঘটনার পরদিন আপনি মোকাম্বো ছেড়ে চলে যান।

—না গেলেই হয়তো ভাল করতাম। আপনি সঙ্গে থাকলে হয়তো এতবড় জঘন্য ব্যাপারটা এড়াতে পারতাম।

—আপনি কী পুলিশে সংবাদ দিয়েছিলেন ?

—না।

—মিসেস মোর এখন কেমন আছেন ?

—সম্পূর্ণ সুস্থ।

মিঃ মোর স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন,

—প্রকৃত ঘটনা ও মিথ্যে কাহিনীর মধ্যে আসল ব্যাপারটাই আমার কেমন যেন গুলিয়ে যায়। আর যার কাছেই পারি আপনাকে সত্যি ব্যাপারটা জানানো দরকার। আপনি আমাকে অপরাধী করবেন জানি, কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

দু' পাত্র সোনালী পানীয় রেখে গেল এক নিগ্রো ছোকরা।

একটি মিঃ সাহানীর হাতে দিয়ে অন্যটি নিজের দিকে টেনে নিয়ে মিঃ মোর মোকাম্বো ত্যাগের পরবর্তী ঘটনা বলে চলেন।

মিসেস মোর মোকাম্বোতে আর থাকতে চাইলেন না। জিদ ধরলেন পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পরেই মোকাম্বো ত্যাগ করতে হবে। অসুস্থ শরীর, মনও ছিল বিক্ষিপ্ত। চামড়ার হাতল ধরে চুপচাপ গাড়িতে বসে রইলেন। কালো মানুষ দেখলে চমকে চমকে উঠছিলেন, তাই নিগ্রো ড্রাইভারকে মিঃ মোর সঙ্গে রাখেননি। একাই গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন।

দীর্ঘপথ। বিকেল নাগাদ ছোটখাটো একটা শহরে পৌঁছানো গেল। ট্যুরিস্ট হার্ট-এ অল্প সময়ের বিরতি। মিসেস মোর বেশিক্ষণ থাকতে চাইলেন না। ঘরে ফেরবার আশ্চর্য নেশায় তখন পেয়ে বসেছে। কথাবার্তা কম। বিষন্ন এক ধোঁয়াটে আবহাওয়া। একটা চাপা ভীতি মিসেস মোর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

সময় ও পথের মোটামুটি হিসেব করে মিঃ মোর আবার গাড়িতে এসে বসলেন। আকাশে গোল চাঁদ। দু'পাশে জনশূন্য ধূ-ধূ প্রান্তর। মাঝে মাঝে উঁচুনিচু টিলা। সামান্য বসতি কোথাও কোথাও। গাড়ির গতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

রাত তখন অনেক। একটা লেবেল ক্রসিং-এর সামনে থামতে হ'ল। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া।

গাড়ির ভেতরটা গুমোট। মিঃ মোর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি

থেকে নেমে দাঁড়ালেন। বহুদূর থেকে রেল-ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত পর পেছনে আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

মিঃ মোর একটা সিগারেট ধরালেন। সামনে আর কতটা পথ বাকি হয়তো তার হিসেব করছিলেন। এমন সময় মিসেস মোরের ভয়ার্ত কাতরোক্তি শোনা গেল,—সেই লোকটা!

—তুমি কার কথা বলছো রেবেকা। কোন্ লোকটা?

—সেই লোকটা, কাল যে আমার সর্বনাশ করে গেছে। লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছে।

মিঃ মোর ঘুরে দাঁড়ালেন। মিসেস মোর দ্রুত গাড়িতে ফিরে এলেন। দেখা গেল অন্য গাড়িতে একজন নিগ্রো আরোহী। মিঃ মোরের দিকে লোকটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেছেন মিঃ মোর। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যান। সিটের মধ্যে নিজেকে গোপন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন মিসেস মোর।

নিগ্রো ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। মিঃ মোর আশ্চর্যরকম সংযত করে চলেছেন নিজেকে। দু'চার কথা বিনিময় হয়। পথের কথা, ট্রেনের কথা। পেট্রোল কোথায় পাওয়া যাবে সেই কথা। মিঃ মোর কপট হাসতে চেষ্টা করেন। বলেন,—আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। রেবেকা।

নিজের গাড়িতে যখন ফিরে এলেন মিঃ মোর দেখলেন রেবেকা যেন গাড়ির সিটের মধ্যে হারিয়ে গেছে। চুপি চুপি বলেন,—নেমে এসো রেবেকা। লোকটিকে চিনতে চেষ্টা করো।

—সেই লোকটা। সেই জানোয়ার। আমার দিকে লোকটা তাকাচ্ছে।

—তাকাক। তবু তুমি ঠিক করে বলো। চিনতে চেষ্টা করো।

—আমি চিনেছি। কপালে কাটা দাগটা এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি কি কাপুরুষ! রিভলভার নেই পকেটে?

—তুমি এতটুকু ভুল করছো না?

—সেই মুখ। সেই তাকানো। আমি পাগল হয়ে যাব ডার্লিং, তুমি আমাকে এভাবে অপমান করো না। এত কষ্ট দিও না। কোন পবিত্র মেয়ে এরকম জানোয়ারের মুখ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারে না। রিভলভারটি তুমি আমাকে দেবে?

মিঃ মোর কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর নিজের গাড়িতে ফিরে এলেন।

—ভীরু! তুমি কাপুরুষ!

ড্যাশবোর্ডটি খুলে মিঃ মোর গর্তের মধ্যে কি যেন হাতড়াতে থাকেন। কি একটা হাতে নিয়ে আবার গাড়ি থেকে নামলেন। ঠিক বোঝা গেল না, তবে আবছা অন্ধকারে জিনিসটি চকচক করে উঠলো।

নিগ্রো ভদ্রলোক আত্মরক্ষার এতটুকু সুযোগ পাননি। অতর্কিতে মিঃ মোর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষটির ওপর। পাগলের মত ডান হাতের ছুরি তখন মানুষটির ওপর আঘাতের পর আঘাত করে চলছে।

ডানা ঝাপটানোর মধ্যে মুরগীকেও ছুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। কিন্তু মিঃ মোরের আক্রমণ এত তীব্র ও আকস্মিক যে আত্মরক্ষার একটুকু সুযোগও সে পায়নি।

মিঃ মোর একরকম টলতে টলতে ফিরে এলেন। ষ্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে রেবেকা। মিঃ মোর কোন কথা বলতে পারলেন না। কোনরকমে দরজা খুলে পাশে এসে বসলেন। নিস্তব্ধ রাত্রের নিরবিচ্ছিন্ন মৌনতাকে খান খান করে রেল-ইঞ্জিনের যান্ত্রিক আওয়াজে চরাচর মণ্ডিত হয়ে যায়। পথের বাধা খুলে যায়।

রেবেকার হাতে নাড়া খেয়ে গাড়ি ছুটে চলে। সিটের পাশে বেতের ঝুড়ি থেকে হুইস্কীর বোতলটা মিঃ মোরের হাতে তুলে দিয়ে রেবেকা বলে,—তুমি ক্লান্ত।

মিঃ মোর নীরব। রেবেকার প্রতি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারপর বোতল খুলে অনেকটা পানীয় গলায় ঢেলে নিলেন পর পর কয়েক বারে।

পরদিন সকালে গাড়ি থামাতে হ'ল। লেবেল ক্রসিং নয়। উল্টো মুখ থেকে দু'টি পুলিশ ভ্যান গাড়ির গতিরোধ করে। তাদের কথামত মিঃ মোরকে থানায় আসতে হ'ল।

মিঃ উইলিয়ম মোর রাত্রের ঘটনা গোপন করেননি। শ্বেতাঙ্গ ফরাসী পুলিশ অফিসার শুনে বললেন,—আপনি উইলিয়ম মোর! এতবড় একজন সম্মানী মানুষ, আপনাকে এতবড় অপমান সহ্য করতে হয়েছে আমি ভাবতে পারি না। মিসেস মোর জানোয়ারটাকে আশ্চর্য-রকম চিনতে পেরেছেন।

—লোকটা কে?

—নিগ্রোটা উচ্চপদস্থ নাবিক। নাবিকগুলোর চরিত্র এই রকমই হয়। তা'ছাড়া লেখাপড়া শিখলে এদের ভয় কেটে যায়।

—মোকাম্বোতে কি কারণে গিয়েছিল লোকটা?

—অনুসন্ধান করবো।

—গতরাত্রের ঘটনা আমার পুরোপুরি মনে নেই। আমি লোকটাকে হাতে পেয়ে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলি।

মিসেস মোর বলেন,—আমাদের এখন ক করতে হবে?

পুলিশ অফিসার বলেন—আপনাদের আমি ছেড়ে দেবো। ব্রাজাভিলে আমি জানাবো। হাজার হলেও একটা হত্যাকাণ্ড তো বটে। তবে আপনাকে আমরা বিরক্ত করবো না। আপনি ব্রাজাভিলে পৌঁছে আমাদের পুলিশ অধিকর্তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন। আপনার পরিচয় জানলে গাড়ি আমরা আটকাতাম না। পুলিশ-ডায়েরী একটা আমাদের রাখতেই হবে। তবে ব্রাজাভিলের সঙ্গে কথা না বলে আপনার নাম আমরা উল্লেখ করবো না।

ব্রাজাভিল পুলিশ অধিকর্তা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হেসে উড়িয়েই দিলেন। মিঃ মোর-কে বললেন—ব্যাপারটা আমি কৌশলে মিটিয়ে

ফেলবো। জাহাজী নিগ্রো অফিসার বিদেশী মুদ্রার কারবার চালাতো গোপনে। নিজেদের লোকের মধ্যে চোরাই অর্থের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব। তাদের হাতেই মৃত্যু। নোংরা জানোয়ারটার দেহটা এতক্ষণে শকুনেরা ছেঁড়াছেঁড়ি করে ফেলেছে। মিসেস মোরকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন। জঙ্গলের জানোয়ারের চেয়েও এদেশের কালা আদমীগুলো আরও জংলী।

মিসেস মোর সুন্দরী। রাত্রের পোষাক আজ আরও সুন্দর। স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে মিঃ মোর বলেন,—আমার মত কাপুরুষকে তুমি এখনও কি ঘৃণা করো রেবেকা ?

বুকের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে রেবেকা বলে,—তুমি আমার একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ। আমার বিবাহিত জীবন আজ সার্থক। আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য তোমার হয়তো জানা আছে। একটি সিংহ ও একটা নিগ্রো হত্যা করবার যোগ্যতা যায় নেই তার জন্যে আমাদের পরিবারের সবচেয়ে বড় লজ্জা। সিংহ তুমি বিয়ের পরই মেরেছো। নিগ্রো হত্যা করে কৌলিন্য অক্ষুণ্ণ রেখেছ কাল রাত্রে। তুমি আমার গৌরব।

—নিগ্রোকে আমি হত্যা করিনি রেবেকা। মানুষকে হত্যা করা অন্যায়। আমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছি। প্রতিশোধকে ঠিক হত্যা বলে না।

—প্রতিশোধ, কিসের প্রতিশোধ ?

—লোকটা তোমার সর্বনাশ করেছে, সে সর্বনাশ হত্যার মতোই ভয়াবহ।

—কে আমার সর্বনাশ করেছে ?

—উল্টোপাল্টা কথা বলো না রেবেকা। তোমাকে আমি বার বার বলেছি মদ্যপানের পরিমাণ দিন দিন তোমার বেড়েই চলেছে।

—তুমি কী ভাবছো আমি মাতাল হয়েছি ?

—মাতাল হয়তো হওনি, কিন্তু প্রকৃতিস্থ নও। তোমাদের পরিবারের ঐতিহ্য রাখবার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। আমি আমার স্ত্রীর কথা ভেবেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি।

—নিগ্রোটা তোমার কি করেছিল?

—নিগ্রোটা সেই লোকটা না?

—কোন্ লোকটা?

—যে তোমাকে ধর্ষণ করেছিল।

—আমাকে আবার কে ধর্ষণ করলো?

—মোকাম্বোর রেস্ট হাউস-এ তোমার ওপর যে-নিগ্রো অত্যাচার করেছিল সেই নিগ্রোটা এই লোকটা নয়?

—মোকাম্বোর রেস্ট হাউস-এ আমাকে কেউ ধর্ষণ করেনি।

—রেবেকা।

মিঃ মোর একরকম আর্তনাদ করে ওঠেন। রেবেকা খিলখিল করে, হাসতে থাকে।

—রেবেকা! মোকাম্বোর ঘটনা কি মিথ্যে? বানানো? কথা বলো, জবাব দাও।

মিঃ মোর পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠেন।

—সত্যি তো হতে পারতো। তুমি তা'হলে কি করতে সেটাই আমার দেখতে ইচ্ছে হ'ল। নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মে তুমি একটা নিগ্রো মারবে আমি ভাবতে পারি না। সেই কারণে এ মিথ্যার আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছে।

—রেবেকা!

—তুমি আমার গৌরব। আমি আজ সার্থক।

কথা বলতে বলতে মিঃ সাহানী থামলেন। বললেন,—সেন সাহেব মিঃ মোরের মনের অবস্থার কথা আমি জানিনে, কিন্তু 'হোটেল-লেয়ো' ছেড়ে আমি যখন পথে নামলাম তখন আমার নিজের মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। এতবড় ভয়াবহ কাহিনী আপনি শুনেছেন কিনা জানিনে, আমি গল্পেও কখনও পাইনি

মিসেস সাহানী বললেন,— বকারগ্রস্ত স্ত্রীলোক। আপনার মনোবিজ্ঞানে কি বলে?

মিসেস সাহানীর কথায় আমার সম্বিত ফিরে আসে। চেষ্টাকৃত হাসি টেনে বলি,—মধ্যযুগীয় নীল রক্তের ঐতিহ্য মিসেস মোরের ধমনী আজ আশ্চর্যভাবে বহন করে চলেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ কৌলিন্যের ব্যাখ্যা নেই।

অতিবড় অসাধারণ সাংবাদিকদেরও এই মানুষটিকে চিনতে প্রথমে ভুল হয়েছিল। তিনজন কালো আফ্রিকানই ইদানীং ইণ্টারন্যাশনাল প্রেসকে বিব্রত করেছেন—কেয়মে নক্রুমা, জিমো কনিয়াট্টা ও সকু তুর্রে।

কেয়মে নক্রুমা আমেরিকায় কাটিয়েছেন দীর্ঘদিন। আক্রার জেমস্ ফোর্ড কারাগারে বন্দী হবার আগেই তিনি ইয়োরোপে পরিচিত। গোল্ড কোস্টের প্রথম নির্বাচন তখনও বাকি। নক্রুমার ঈজিপ্সিয়ান স্ত্রী, তাঁর নাচের মাস্টার মিসেস আর্মস্ট্রং-এর কাছে 'আর্থার মিউরি কোর্স' অনুশীলনের ছবি ইয়োরোপ আমেরিকার সচিত্র সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে বহুবার। জিমো কনিয়াট্টা রাশিয়া-ঘোরা মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। বিবাহ করেছিলেন ব্রিটিশ ললনা। দীর্ঘদিন লণ্ডনে থেকে কেনিয়া মুক্তি-আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। দেশে ফিরে কারাগারে চলে যান। সকু তুর্রে শ্রমিক-নেতা—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু। বর্তমানে সকু তুর্রে ইয়োরোপ আমেরিকায় একজন বহু বিতর্কিত সন্দেহভাজন ব্যক্তি। কখনও ক্রেমলিন কখনও বা ওয়াশিংটনের দিকে ঝুঁকছেন। প্রাগ থেকে বিশেষজ্ঞ আসছে যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে, হাঙ্গেরীতে তৈরী বাস গোটা গিনি ছেয়ে গেছে। পিকিং থেকে চাল উৎপাদন বিশারদকে আনা হয়েছে। প্রশ্ন করলে তড়িঘড়ি মানুষটি অভিযোগ সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন,—তাতে কী হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে আরও গভীর ও

গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যচুক্তিতে নেমেছি। চেক ট্রান্সমিটারে 'ভয়েস অফ আমেরিকা' চমৎকার আসবে। সিমেন্ট যে-ই দিক না কেন, বাঁধ তো আমেরিকা করবে। চৌ-এন-লাই একরকম বিনা সুদে টাকা ধার দিয়েছেন—ওয়াশিংটন ঐ রকম সর্তে রাজি হলেই আমি সেখানে হাত পাততে রাজি আছি।

প্যাট্রিস লুমুম্বার বিগত জীবনে নাটকীয় কোন ঝলকানি নেই। কঙ্গোর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ তিনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুরুষ হিসাবে দেখা দিলেন। বেলজিয়ান প্রভুদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তিনি দেশের জনসাধারণকে সঙ্গে পেয়েছেন। অতিবড় শত্রুকেও তাঁর বক্তৃতা থ' হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে দেখা গেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বা দাগ হ্যামারশল্ড-এর প্রতিনিধি রাল্‌ফ বুঞ্চের সঙ্গে তিনি জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তুখড় ফরাসীতে যখন তর্কে নামেন তখন একবারও মনে হয় না লুমুম্বা পোস্ট-অফিসের কেরানী ছিলেন এই সেদিন।

লণ্ডন-প্রেস প্রথমে মানুষটিকে বড় পাত্তা দিতে চাননি। রাল্‌ফ বুঞ্চের সঙ্গে কঙ্গোর সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে লাগিয়ে নেওয়াটা অনেকেই লুমুম্বাকে অপরিণামদর্শী, কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবপ্রবণ মানুষ বলে মনে করেছিলেন।

নিউ ইয়র্কের পথে লণ্ডন বিমানঘাঁটিতে যাত্রাবিরতির সময় কয়েকজন সাংবাদিক হয়তো মজা করতে চেয়েছিলেন। শালপ্রাংশু সুদর্শন যুবার চলনে-বলনে এতটুকু জড়তা নেই। একই সঙ্গে কয়েক-জনের প্রশ্নের উত্তর দিতে এতটুকু ভাবতে হচ্ছে না।

—জাতিসংঘ কঙ্গোর ঘরোয়া রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছে। সুতরাং আপনার নিউ ইয়র্কে যাবার কী প্রয়োজন থাকতে পারে বুঝি না।

—আপাতদৃশ্য কাতাঙ্গা বিযুক্তি ও শোম্বের বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে দূর থেকে গোটা কঙ্গো পরিস্থিতি নিতান্তই ঘরোয়া রাজনীতি মনে হতে পারে কিন্তু সমস্যা অনেক গভীর। সেই কথাই

আমি জাতিসংঘে প্রকাশ করে দিতে চাই। আমি লজ্জিত নই, একথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে, ব্রুসলস্ গোলটেবিল বৈঠকে নিদারুণ একটা ফাঁকি আছে। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদ আজ যদি কঙ্গো ছেড়ে চলে যায় তবে কঙ্গোয় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসতে বিলম্ব হবে না।

—আপনি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। আপনার রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরস্পরবিরোধী।

—রাজনীতি নিয়ে ফাটকা খেলা আমার লক্ষ নয়। কঙ্গো ও কঙ্গোলি জনগণকে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের চিন্তা কঙ্গো। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। আমি কাজ করি, তাই ভুলও করি। সে ভুল সংশোধন করতেও আমি আগ্রহী।

—আপনি সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য চাইছেন কেন?

—দরকার হলে আমি বান্দুং শক্তির কাছেও আবেদন করতে রাজি আছি।

—আপনি কি কমিউনিস্ট?

—আপনাদের দায়িত্বহীন প্রশ্নগুলো নিতান্তই অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সাম্রাজ্যবাদ যেখানেই বাধা পায় সেখানেই সে কমিউনিজমের ভয় পায়। প্রেসিডেন্ট নাসেরকেও আপনারা ঘটা করে কিছুদিন আগে একজন কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন।

—দাগ হ্যামারশল্ড-এর সঙ্গে আপনি নতুন কী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন?

—দাগ হ্যামরশল্ড আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমি চলেছি কঙ্গোর প্রকৃত সমস্যা জাতিসংঘের সামনে মেলে ধরতে। আমি সাহায্যের জন্যে কয়েকটি দেশে সফর করছি।

—কঙ্গোতে অসামরিক শ্বেতাঙ্গদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। সে সম্পর্কে আপনি কী ব্যবস্থা করছেন?

—অভিযোগ অর্ধ সত্য।

—মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের খবর আমাদের কাছে এসেছে বহু। সে অভিযোগও আপনি কী অবিশ্বাস করেন ?

—বিশ্বাস করি না। তবে উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও সেনারা অবাঞ্ছিত কিছু কাজ করবেই। সর্বত্রই করে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় সেনারা এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের মনে যে চারিত্রিক পরিচয় রেখে গেছে তাতে আপনাদের গৌরব বাড়েনি। আর মেয়েরা লণ্ডন শহরেও কিছু পরিমাণ লোকের কাছে আদৌ নিরাপদ নন। সে-সব সত্য কাহিনীতে ঠাসা সচিত্র সাপ্তাহিক লক্ষ লক্ষ কপি কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় শুনেছি। আজও লণ্ডনে খুন হয়েছে, নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে—কঙ্গোতেও যদি বিচ্ছিন্ন দু' একটা ঘটনা ঘটে থাকে তাতে অবাক হবার আদৌ কোন কারণ নেই।

—আপনি মার্ক্সবাদ পড়েছেন ?

—কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জোরালো প্রবন্ধ লিখতে গেলেও আপনাকে কার্ল মার্ক্স পড়তে হবে।

একসঙ্গে বহুজনের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন লুমুম্বা। উত্তর হাতড়াতে এতটুকু ভাবতে হয়নি। যে-সব সাংবাদিক এই মানুষটিকে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছেন, বেয়াড়া প্রশ্নে ঘায়েল করতে চেয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছেন।

লুমুম্বা যাত্রাবিরতির শেষে মন্তব্য করেছেন,

—আমার অনুরোধ, সাংবাদিকের প্রাথমিক দায়িত্বটুকু আপনারা মেনে চলবেন। সত্য কাহিনী, প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করবার দায়িত্ব আপনাদের। রাজনৈতিক ধূম্রজাল সৃষ্টি করা আপনাদের কাজ নয়।

তারপর প্যাট্রিস লুমুম্বা সোজা এসেছেন ওয়াশিংটন। একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। কঙ্গোর প্রকৃত সমস্যা বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করেছেন। দাগ হ্যামারশল্ডের সঙ্গে আলোচনায় তিনি কঙ্গো পরিস্থিতি ও জাতিসংঘের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও কূটনৈতিক প্রধানদের সঙ্গে

সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন। কৃষ্ণকায় এই যুবার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্যাট্রিস দস্তুরমত চাপ সৃষ্টি করলেন। দাগ হ্যামারশল্ডকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন— দর্শকের ভূমিকা নিয়ে জাতিসংঘ বাহিনী কঙ্গোতে কিছুতেই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কঙ্গোর স্বার্থে, অবিলম্বেই কাতাঙ্গা অভিযান শুরু করা দরকার। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র প্রতিনিধি শোম্বে, শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

প্রেস হ্যাণ্ড-আউট প্রকাশিত হবার আগেই লিওপোল্ডভিলের জরুরী তার জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এসে পৌঁছোয়। দাগ হ্যামারশল্ড রাল্‌ফ বুঞ্চকে নির্দেশ দিলেন,

—কাতাঙ্গা প্রবেশ করো।

শোম্বে ঘোষণা করলেন,

—সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ডের দায়িত্বহীন নির্দেশ কাতাঙ্গা বরদাস্ত করবে না। আমরা মরণপন সংগ্রাম করে জাতিসংঘ বাহিনীকে প্রতিহত করবার জন্যে তৈরি।

একুশজন অসামরিক অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে রাল্‌ফ বুঞ্চ এলিজাবেথভিল বিমানঘাঁটিতে পৌঁছোলেন। রুখে দাঁড়ালেন শোম্বে,
—বিমানঘাঁটি ত্যাগ করো। কাতাঙ্গা জাতিসংঘের অসামরিক প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কোন আলোচনায় বসতে রাজি নয়।

রাল্‌ফ বুঞ্চ ফিরে এসেছেন। জরুরী নোট প্রেরণ করলেন ওয়াশিংটনে। জানালেন—বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত ছাড়া কাতাঙ্গা প্রবেশ অসম্ভব।

শোম্বের ঔদ্ধত্যের তুলনা নেই। অহিংস রাল্‌ফ বুঞ্চ শোম্বেকে আরও বেশি শক্তিশালী ও অবাধ্য করে তুললেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করেছেন সেক্রেটারী জেনারেল স্বয়ং। রাল্‌ফ বুঞ্চের কাছে জবাব পাঠালেন দাগ হ্যামারশল্ড,

—রক্তপাত জাতিসংঘের আদৌ কাম্য নয়। কাতাঙ্গা অভিযান পরিকল্পনা বন্ধ করুন।

লুমুম্বা-দাগ বৈঠক নিতান্তই সফল ও হৃদ্যতাপূর্ণ—সংবাদপত্রের হেডলাইন হলেও এই দুই ব্যক্তির পরবর্তী কার্যকলাপ রীতিমত বিপরীতধর্মী।

লুমুম্বা ওয়াশিংটন ছেড়ে এলেন নিউ ইয়র্ক। দাগ পৌঁছোলেন ব্রুসলস্।

লুমুম্বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোভিয়েত ডেপুটি মিঃ কুজনেটসভ ও জাতিসংঘে সোভিয়েত প্রতিনিধি শোবলেফের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। ওয়াশিংটনে ফেরবার পথে প্রেস রিপোর্টারদের কাছে জানতে পারেন, দাগ ব্রুসলস্ থেকে রওনা হয়ে গেছেন লিওপোল্ডভিলে।

—যতদূর আমার মনে পড়ে সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর লিওপোল্ডভিল সফর সম্পর্কে আমাকে ইতিপূর্বে কোন আভাস দেননি। তিনি কঙ্গো ক্যাবিনেটের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান অথচ আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে সে সম্পর্কে কিছু জানি না।

লুমুম্বার কথাবার্তায় প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপ ছিল।

ব্রুসলস্ থেকে দাগ এসেছেন লিওপোল্ডভিল। লুমুম্বাহীন ক্যাবিনেটে কাসাভুবু নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছেন। এসমস্ত সংবাদ লুমুম্বা অটোয়ায় বসে শুনেছেন। দুই দফায় রুশ রাষ্ট্রদূত ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জন ডিফেনবেকারের সঙ্গে কঙ্গো পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবিলম্বেই উপযুক্ত সাহায্যের আবেদন করেছেন লুমুম্বা।

দাগের লিওপোল্ডভিল সফর সার্থক হয়েছে কিনা একমাত্র দাগই ভাল বুঝেছেন। শোম্বের ধমকানি খেয়ে দাগ আর এলিজাবেথভিল যাত্রা করলেন না, স্বস্তি-পরিষদে একটা জোরালো বৈঠক ডাকবার ইচ্ছে প্রকাশ করে লিওপোল্ডভিল ছেড়ে গেলেন। ইয়োরোপ আমেরিকা ছেড়ে লুমুম্বা তখন ফিরছেন।

দু' সপ্তাহ পর লুমুম্বা দেশে ফিরে এলেন। অতি অল্প সময়ে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। শোম্বে আরও দুর্মদ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন।

স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চেয়ে দূত পাঠাচ্ছেন চতুর্দিকে। জাতিসংঘ বাহিনী শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি এতটুকু। উপরন্তু লুলুয়াবোর্গ ও মিকাপায় বালুবা ও বেনা-লুলুয়া উপজাতিদের সংঘর্ষ যুদ্ধের আকার নিয়েছে। লিওপোল্ডভিলে ডক-শ্রমিকদের সঙ্গে জাতিসংঘের ঘানা বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কাসাভুবু স্বয়ং লুমুম্বার বিরোধিতা শুরু করেছেন তাঁর আবাকো পার্টির মাধ্যমে।

এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। নির্ধারিত সময়ের বহু পরে লুমুম্বার বিমান লিওপোল্ডভিলের মাটি স্পর্শ করলো।

পরিশ্রান্ত মানুষটির ব্রিফ-কেসে কতটা সাফল্য ভরা ছিল জানি না, কিন্তু ক্লান্ত মুখশ্রীতে মানসিক শ্রান্তির আভাস ছিল। প্রেস রিপোর্টারদের কখনও এড়াতে চেষ্টা করতে দেখেনি। ঠোঁটে এক-ফালি হাসি দেখেছি সর্বসময়ই উপস্থিত। তাই আজ প্যাট্রিস লুমুম্বাকে দেখে আমার ভাল লাগেনি। অন্যমনস্ক মানুষটি যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

জাতিসংঘ বাহিনীর কয়েকজন হোমরাচোমরা, সোভিয়েত ও চেক দূতাবাসের প্রতিনিধি ছাড়া অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এম. এন. সি পার্টির লুমুম্বার সহকর্মীরা উপস্থিত হয়েছিলেন অনেক আগেই। কিন্তু কোন আবাকো নেতা উপস্থিত ছিলেন না। প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর পক্ষ থেকে একজনকেও আমি উপস্থিত থাকতে দেখিনি।

একজন মার্কিন রিপোর্টার লুমুম্বাকে প্রথম প্রশ্ন করে,

—আপনাকে বিমর্ষ দেখছি।

—তুনিয়ার কাছে ভিক্ষে করে ঘরে ফিরছি, ভিক্ষের থলিতে আর যাই থাক আনন্দ কখনও থাকে না।

—আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিশেষ আগ্রহী।

চোখ তুটো মুহূর্তে জ্বলে ওঠে এক আশ্চর্য দীপ্তিতে। ঠোঁটে হাসি নেই। দৃঢ় বলিষ্ঠ কণ্ঠ। ভাবাবেগের চিহ্ন ছিল না তাতে।

—জাতিসংঘ বাহিনী কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের নির্দেশে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে আমার সাধারণ বুদ্ধি এই কথা বলে। কর্মপদ্ধতি স্থির করবার

দায়িত্ব আমাদের, সে কাজ সম্পাদনের ভার জাতিসংঘের। এখন জাতিসংঘ যদি পরিকল্পনার ভার নিজের হাতে নেয়, নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে চায় আমরা বাধা দেবো। কাতাঙ্গা অভিযান বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়ে দাগ হ্যামারশল্ড কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে হেয় করেছেন। জাতিসংঘের সম্মান ক্ষুণ্ণই করেছেন শুধু। কঙ্গোকে আমি রাজনৈতিক জুয়াখেলার আসর তৈরি করতে দেবো না। বর্তমান অবস্থা যদি আরও কিছুদিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমি বিশ্বের কাছে অন্য নিয়মে আবেদন করবো। জাতিসংঘ বাহিনী আমি চেয়েছি—ন্যাটোশক্তির ষড়যন্ত্রকে আমি আমন্ত্রণ করিনি। আমি কঙ্গোবাহিনী নিয়ে কাতাঙ্গা অভিযান শুরু করবো। বিশ্বাসঘাতক শোম্বেকে চূর্ণ করবো। কঙ্গোলি জনসাধারণ আজ বৃহত্তর কঙ্গোর স্বার্থে একত্রিত।

আমার পাশেই ছিলেন মাইকেল কোকোলো। কোকোলোর পরিচয় আমি পূর্বে কয়েকবার দিয়েছি। কালো একটা বিরাট গাড়ির সামনে লুমুম্বাকে ঘিরে রেখেছিলেন গিজেঙ্গা, বোম্বোকো, ওয়াম্বা ও টমাস কান্‌জা।

গাড়ি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। মাইকেল কোকোলো গিজেঙ্গার ঘাড়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করে,

—প্রধানমন্ত্রীকে আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই।

—বলুন।

স্বস্তি-পরিষদে আবাকো দল নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে চাইছে। কাসাভুবু দাগ হ্যামারশল্ডের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। পৃথক লোয়ার কঙ্গোর দাবী তুলে জাতিসংঘে তার প্রেরণ করা হয়েছে, এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

লুমুম্বা ছোট্ট করে তাকান। এক টুকরো হাসি টেনে বলেন,

—না জানবার ভান করি—তবে এ সব কথাই আমি জানি।

গাড়িটি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত টুকরো টুকরো জমায়েৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

ব্রিফ-কেসটি দুই হাঁটুর মধ্যে ধরে পাইপ ধরিয়ে মাইকেল কোকোলো বললেন,

—প্যাট্রিসের দ্বিতীয় শত্রু এবার প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করবে আমি হলপ করে বলতে পারি।

জবাবে বলেছি,

—ভরসা এই, স্বয়ং প্যাট্রিস সে সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

লুমুম্বার দ্বিতীয় শত্রু প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন কয়েকদিন পর। তবে যোশেফ কাসাভুবু নন—কাসাই প্রদেশের বালুবা নেতা দক্ষিণপন্থী এম এন সি পার্টির এ্যালবার্ট কলন্‌জি। কঙ্গোর খনি প্রদেশ কাসাইকে পৃথক এক রাষ্ট্র হিসেবে দাবী করে আরও একটি নতুন কাতাঙ্গা সৃষ্টি করলেন এলবার্ট কলন্‌জি।

লুলুয়া ও বালুবা উপজাতীয় বিরোধ এখানে দীর্ঘদিনের। বালুবাদের তুলনায় লুলুয়া সম্প্রদায় অনগ্রসর কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ লুলুয়ারা কঙ্গোর এই অঞ্চলে বালুবাদের ওপর চিরকালই প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। বেলজিয়ান শাসনাধীনে সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। তাই কাসাই অঞ্চলের বালুবাদের মধ্যে স্বাধীনতার আনন্দ ছিল নিষ্প্রাণ। বালুবারা আশঙ্কা করেছে লুলুয়া উপজাতি পূর্বের আধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। প্রাচীন প্রভুত্ব ও মালিকানার লোভ লুলুয়ারা বিসর্জন দেবে না। বেলজিয়ানহীন কাসাইতে তারা শুধু নিগৃহীত হবে। এই কাসাই। উপজাতীয় বিরোধের এই প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর এ্যালবার্ট কলন্‌জির নেতৃত্ব। বেঙওয়ালাকে রাজধানী করে বালুবা অধ্যুষিত কাসাইতে অবাধ্য এক পৃথক রাজ্য গঠন করলেন কলন্‌জি। কলন্‌জির এই পৃথক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ—অফুরন্ত মুক্তো। গোটা কঙ্গোর নব্বই ভাগ মুক্তো কাসাইয়ের এই বালুবা অঞ্চলে পাওয়া যায়।

মাইকেল কোকোলো বললেন,—শোম্বে আজ কাতাঙ্গা সমস্যা তৈরি

করলেও কলন্‌জি প্যাট্রিসের বিরোধিতা করছেন দীর্ঘদিন। ব্রুসলস কনফারেন্সে দেখেছি এই লোকটাই কাসাভুবুর সঙ্গে দহরম-মহরম করেছেন সবচেয়ে বেশি। আবাকো দলের ড্যানিয়েল কান্‌জা-র নেতৃত্বে যদি প্রটেস্টান্ট-গোষ্ঠী কাসাভুবুর বিরোধিতা না করতেন তবে দক্ষিণপন্থী এম এন সি ও কলন্‌জিকে সঙ্গে নিয়ে কাসাভুবুর গোল-টেবিল জিতে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হতো না। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হয়তো পেতাম না।

—আপনি গোটা কনফারেন্স দেখে এসেছেন ব্রুসলসে ?

—তা দেখেছি। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

—আপনার সঙ্গে প্যাট্রিস লুমুম্বার পরিচয় কী ব্রুসলসে ?

—এম এন সি পার্টির গোড়া থেকেই আমি প্যাট্রিসকে চিনি। তবে তাঁর সঙ্গে খুব একটা পরিচয় আমার কোন দিনই ছিল না—আজও নেই। আমার বেশ মনে পড়ে, ব্রুসলসে কসমোপলিটান হোটেলে দেখা করতে গেছি—রুম-ক্লার্কের কাছে জেনে গেলাম—তেপান্ন নম্বর ঘর। পর্দা ঝুলছে। ফাঁক দিয়ে একজনকে চলতে ফিরতে দেখলাম। জানান দিতেই ভেতরে ডেকে পাঠালেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি অবাক। দেখলাম ছুটো খাট লম্বালম্বি করবার চেষ্টা চলছে। টেবিলটা কাৎ করা। চেয়ারের ওপর কোট। খালি পায়ে প্যাট্রিস এটা-সেটা টানাটানি করছেন। বললাম, সকালেই এসব কী হচ্ছে ? আপনি নিজে কেন এসব টানাটানি করছেন ?

প্যাট্রিস একটু হেসে বললেন,

—রাত্রে ঘুম হয়নি। আমার হাঁটু পর্যন্ত বিছানায় থাকে, বাকিটা সারারাত ঝুলেছে। আমি যে বেঁটে নই হোটেল-কর্মচারীরা বিছানা ঠিক করবার সময় হয়তো একদম খেয়াল করেনি।

—সাদা চামড়ারা কালো চামড়াকে সবসময়েই ছোট হিসেবেই দেখতে ভালবাসে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও বিছানাটা ছোট দিতে পারে।

—মন্দ বলেননি কথাটা। বিছানাতেও যে একটা চামড়ার ব্যাপার আছে আমি একদম ভেবে দেখিনি।

কোকোলো বললেন,

—প্যাট্রিসের সঙ্গে আমি খাট ঠিক করতে হাত লাগালাম। টেবিলটা সোজা করি। গুছিয়ে ফেললাম ঘরটা। টেবিলের ওপর ভিটামিন ট্যাবলেট আর সার্ত্রের বই। কোণের দিকে টেলিফোন। ঐ একদিনই প্যাট্রিসকে অনেকক্ষণ ধরে একা পেয়েছিলাম। এতবড় একজন মানুষ কিন্তু কি আশ্চর্যরকম সাধারণ, স্বাভাবিক। কথাপ্রসঙ্গে ব্রুসলস্ প্রেসকে এক হাত নিলেন। বললেন, যোশেফ কাসাভুবু সম্পর্কে যে ধারণাই থাক না, ব্রুসলস্ কনফারেন্সে তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি। আবাকো পার্টির নেতা। রাজধানীতে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর সম্পর্কে পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধ সমালোচনা আমি নিতান্তই অপছন্দ করি।

—ফরাসী কঙ্গোতে কাসাভুবুর বিষয়-সম্পত্তি আছে। স্ত্রী-পুত্র ব্রাজাভিলে থাকেন—এসব ব্যক্তিগত কথা টেনে এনে ব্রুসলস্ প্রেস কাসাভুবুকে ছোট করতে চেষ্টা করেছেন। এসব অভিযোগের কোন অর্থ হয় ?

—এ সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে রাজি নই। ব্রুসলসে এসেছি বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে—আমার দেশেরই এক নেতার বিরুদ্ধে দল পাকাতে নয়।

মাইকেল কোকোলোর সঙ্গে আমারা হোটেল কামরায় বসে দায়িত্বহীন গল্প করছিলাম। ব্রুসলস্ কনফারেন্সের অভিজ্ঞতা শুনতে অবশ্য ভালই লাগছিল। বিশেষ করে কঙ্গোর রাজনৈতিক নেতাদের বক্তিগত জীবন আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ফোন এলো। এ্যালবার্ট গরিশ ফোনে নতুন খবর দিলেন। বললেন,

—দাগ অল্পক্ষণের জন্যে লেয়োতে থামছেন। সুইডিশ ট্রুপস্ নিয়ে তিনি আজই এলিজাবেথভিল যাত্রা করছেন। লুমুম্বা বা কঙ্গো ক্যাবিনেটের সঙ্গে পূর্বে যে এক বৈঠকের কথা ছিল সে পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে। খবর সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আপনি ঘণ্টা দুই পর আমার এখানে আসুন।—একসঙ্গে এয়ারপোর্ট যাবো।

ব্যাপারটা বলতেই কোকোলো কয়েকটি ফোন করলেন। সোফায় ফিরে এসে বললেন,

—কঙ্গোর রাজনৈতিক নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যান্তরের আমরা অপেক্ষা করবো।

—দাগ এলিজাবেথভিলে সুইডিশ ট্রুপস্ নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—প্যাট্রিস লুমুম্বার অভিমত বা কঙ্গো ক্যাবিনেটের মতামত না নিয়েই সেক্রেটারী জেনারেল কোন্ অধিকারে শোম্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন আমি বুঝতে পারি না।

—আক্রায় কোয়োমে নক্রুমার সঙ্গে দাগের আলোচনা হয়েছে কাল। ভেবেছিলাম দাগ আর যাই হোক রাল্‌ফ বুঞ্চের মত কাজ করবেন না।

মাইকেল কোকোলো সিগারেট ধরিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বললেন,

—এ্যালবার্ট গরিশ বলেছেন দু'ঘণ্টা পর যাত্রা করলেই চলবে, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আগেই রওনা দেওয়া উচিত। কারণ দাগ হ্যামারশল্ডকে সেলাম ঠুকতে যাবে বিশ্বের মানুষ। ইউ. এন. আর্মির একটা বিরাট কনভয় থাকবে। তা'ছাড়া কূটনৈতিক নেতাদের গাড়ির মিছিলে রাস্তা-ঘাট খুব সহজ থাকবে না। তারপর হঠাৎ যদি একটা গোলমাল বাধে তা'হলে তো রক্ষে নেই। আবাকো পার্টি সব সময়ই একটা না একটা গোলমাল পাকিয়ে লিওপোল্ডভিলে লুমুম্বাকে হেয় করবার চেষ্টা করছে।

—এ্যালবার্ট গরিশের ওখানে তা'হলে তাড়াতাড়ি পৌঁছোবো। আপনি আমার এখানেই আসবেন। দু'জনে একসঙ্গে বেরুবো।

কোকোলো চলে যাবার পরই মিসেস সাহানীর ফোন পেলাম। ভেবেছিলাম দাগ সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পাবো। ভারতীয় দূতাবাস নিশ্চয়ই একটু বেশী খবর রাখবে। মিসেস সাহানী সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন,

—সন্ধ্যেতে আজ সময় হবে?

—নিতান্তই দুঃখিত মিসেস সাহানী, আজ সন্ধ্যেতে একদম সময় করে উঠতে পারবো না। কাল নিশ্চয়ই আসবো।

—ভয়ানক কাজের মানুষ হয়ে পড়েছেন।

—ঘণ্টাখানেক পরই বেরিয়ে পড়বো, কখন সময় করে উঠতে পারবো জানি না। সবটাই দাগ হ্যামারশল্ডের ওপর নির্ভর করছে।

—এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। মিঃ সাহানী যাচ্ছেন তো ?

—হয়তো যাবেন। উনি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন, ফোনে ডেকে দেবো ?

—না, আপনি আসছেন কী ?

—না। সকালেই আমার এখানে একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। সে আপনার কঙ্গো ক্রাইসিসের চেয়ে কম নয়। আমার মিউনিক থেকে কেনা ডিনার-সেটটা চুরচুর করে ভেঙে ফেলেছে চাকরটা। হাজার চেষ্টা করলেও ওরকম জিনিস এখানে পাবো না।

—কী কাণ্ড। এ যে দেখছি ষড়যন্ত্র। চাকরটা নিগ্রো। ও কী শোম্বের কনাকাট পার্টির সভ্য ?

—ঠাট্টা করছেন ! কাল কিন্তু আসবেন। ভুলবেন না কিন্তু।

—নিশ্চয়ই আসবো।

ফোন নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। ব্রিফ-কেসটি গুছিয়ে তুলছি এমন সময় দরজার বেলটি বেজে ওঠে।

—ভেতরে আসুন।

পর্দা সরিয়ে পরমুহূর্তে যাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম তাতে আমি কতটা বিস্মিত হয়েছিলাম জানি না, কিন্তু কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলে আমি আমাকে টেবিলের ওপর আবিষ্কার করলাম।

আগন্তুক আর কেউ নয়—একটি প্রমাণ মাপের ওরাং ওটাং। হাতে একটি সাদা খাম। লোমশ দীর্ঘ হাতটা প্রসারিত করে খামটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। শান্ত অতিশয় ভদ্র। নাড়া খেয়ে ব্রিফ-

কেসের কাগজপত্তর কিছু কার্পেটে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো একত্রিত করে টেবিলে রেখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো।

খামটি খুলে ফেলি। একটা চিঠি—দু'লাইনের লেখা। সবুজ কালির আঁচড়ে ইংরেজিতে কাৎ করে লেখা—

'আমার টেলিফোনটা কাজ করছে না। অনুগ্রহ করে আপনার ফোনটি ব্যবহার করতে দিলে বাধিত হবো।'

পত্রদাতার কোন নাম নেই। শুধু ইংরেজি 'এম' বর্ণটি ডান পাশে লক্ষ্য করা গেল। টেবিল থেকে নেমে এলাম। চিঠির উল্টো দিকে লিখলাম—'আসুন। স্বচ্ছন্দে আমার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন।'

চতুষ্পদ প্রাণী ম্যানার্স রপ্ত করেছে সুন্দর। কাগজটি হাতে নিয়ে ছোট্ট 'বাউ' করে পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অত্যাশ্চর্য পিওন আমাকে নির্বাক করে দিল।

এমন সময় আমার ফোন এলো বার্তা নিয়ে। রিসিভার তুলে বুঝলাম মাইকেল কোকোলো অপর প্রান্ত থেকে ফোন করছেন। কোকোলোর গলা শোনা যায়—

—ইউ. এন. সেনাদের সঙ্গে কঙ্গোলি সেনাদের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। রাস্তার অবস্থা ভাল নয়। আমি যেখানে আছি সেখানে একটাও টাক্সি নেই। মিঃ গরিশকে আমি ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন অবস্থা যখন শহরের ভাল নয় তখন তাঁর ওখানে যাবার আর দরকার নেই। এয়ারপোর্টেই দেখা হবে। আমি আপনার হোটেলে যাচ্ছি না। আপনি নিজেই চলে আসবেন। ট্যাক্সি পাওয় মুশকিল হবে—তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ুন।

দরজায় করাঘাত শোনা যায়। আগন্তুককে ভেতরে আহ্বান করি। কোকোলোকে বললাম,

—দাগ হ্যামারশল্ড ঠিক কখন আসছেন এয়ারপোর্টে বলতে পারেন ?

—এয়ারপোর্ট কিছু বলছে না।

—এখানকার ইউ. এন. হেড কোয়ার্টার্স কী বলে ?

—এরা প্রেসের কাছেও সংবাদটা চেপে যাচ্ছে। তবে আমি অপেক্ষা করবো না। মিনিট পনের পরই আমি এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে যাচ্ছি। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবার একটা ব্যবস্থা আমার হয়েছে। আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে তাকালাম। অবাক হবার যেন ধুম পড়েছে আমার। দরজার সামনে সুন্দরী এক তরুণী। মিহি এক টুকরো হেসে বললেন,

—সুপ্রভাত।

চতুষ্পদটি পেছনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মিটিমিটি তাকাচ্ছে।

—আপনাকে বিরক্ত করলাম। আমি আছি পাশের কামরায়। টেলিফোনে কথা আমি শুনেছি। আপনি কী—রাজনৈতিক প্রতিনিধি ?

—আমি সাংবাদিক। আমি পরিমল সেন।

—দাগ হ্যামারশল্ড এয়ারপোর্টে আসছেন—আপনার তাড়া দেখে প্রথমে ইউ. এন. প্রতিনিধি মনে করেছিলাম। আপনাকে আমি বিরক্ত করলাম।

—কিছু না, কিছু না। ফোন করুন। এ আর এমন কথা কী ? কালই হয়তো আপনার ঘরে আমাকেই ফোন করবার প্রয়োজনে যেতে হবে। শহরের আলো, ফোন ও গ্যাস একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়।

তরুণী রিসিভারের দিকে এগিয়ে যান। আমি নিজের হাতের কাজ সারতে থাকি। তবু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তরুণী শুধু সুন্দরী নন, দেহের গঠনটিও সুন্দর। নিচু পর্দার কণ্ঠস্বর আমি কান পেতে শুনিনি। তবে হু'চারটা টুকরো কথা কানে ভেসে আসে—'আমি পারবো না', 'পঁচিশ হাজারের কম নয়'—'ভেবে দেখুন' ইত্যাদি।

রিসিভার নামিয়ে রাখবার শব্দ হয়।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি এখন এয়ারপোর্টে যাবেন ?

—কিন্তু শহরের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। ট্যাক্সি পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা।

একটু হেসে বিদায় নিয়ে তরুণী চলে যেতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালেন,

—আজ সারাদিন আমি হোটেলেই থাকবো। আপনার সামান্য কাজেই আমাকে লাগতে দিন না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাই।

—আমার গাড়িটি আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার সুবিধে হবে, আমিও খুশি হবো।

অতি সাধারণ কথা। তবু জবাব দিতে আমার সময় লাগছিল। বললাম,

—আমি কখন ফিরি তার ঠিক নেই। গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলে 'জনতা' গাড়ির ক্ষতিও করতে পারে।

—গোলমালের মধ্যে আমিও তো পড়তে পারি।

—আপনার অসুবিধা হবে।

—আমার কোন অসুবিধা হবে না, তাই বলছিলাম। আজ আপনি না ফিরলেও আমার অসুবিধে নেই।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি বলবো। সম্পূর্ণ অপরিচিতা শ্বেতাঙ্গী এই তরুণী আমাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিল।

—গাড়ির চাবি আপনাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বারো নম্বর গ্যারেজ—অসুবিধা হবে না।

বেশ বুঝলাম, আমি বোকার মত একটুকরো শুধু হাসলাম। শূন্য ঘরে কয়েক মুহূর্ত আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ঘড়ি দেখে পোষাক পরিবর্তন করি। সামান্য কয়েক মিনিটে তৈরি হয়ে নিলাম। আবার দরজায় বেল। পূর্বের সেই চতুষ্পদ পিওন। গাড়ির চাবিটি আমার হাতে তুলে দিয়ে 'বাউ' করে চলেই যাচ্ছিল।

ডাকলাম। চিঠির শূন্য খামটি টেবিলের ওপর তখন পড়েছিল। তাতেই খসখস করে লিখলাম,

'গাড়ির চাবিটা পেলাম। আমার ঘরের চাবিটা সঙ্গে পাঠালাম। মিস্ত্রির ওপর ভরসা করা মুশকিল। হয়তো আবার আপনার টেলিফোনের প্রয়োজন হবে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে খাম ও আমার চাবিটা চতুষ্পদ প্রাণীটির হাতে তুলে দিলাম। আমার ভয় কেটে গেছে অনেকক্ষণ। ঝাঁকুনি দিয়ে করমর্দন করি তারপর।

চতুষ্পদ প্রাণীটির হাসিতে কৌতুক। পূর্বের মতো 'বাউ' করলো। হেলেদুলে আমার পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

ঘড়িতে সময়ের চেহারা দেখে দ্রুত লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যাই। বোতাম বুড়ো আঙুলে চেপে ধরি। যান্ত্রিক সুরেলা ঝনঝনানি শূন্য প্রশস্ত লাউঞ্জে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

দাগ হ্যামারশল্ড একরকম ফাঁকি দিয়ে এলিজাবেথভিল রওনা হয়ে গেলেন। নিতান্তই কূটনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে তাড়াহুড়ো করে লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করলেন। দাগ পথে আক্রায় থেমেছেন। প্রেসিডেন্ট নক্রুমার সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। কায়রোতে বসে সংযুক্ত আরব রিপাবলিক, গিনি, ঘানাকে নিয়ে এক 'শান্তিসেনা' গঠন করবার তোড়জোড় করেছেন। মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু লিওপোল্ডভিলে এসে আবিষ্কার করলেন হাতে সময় নেই। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু বা প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার সঙ্গেও তাঁর আলোচনা করবার যথেষ্ট অবসর নেই।

সর্বশেষ ঘোষণায় শোম্বে সতর্ক করেছেন, দাগ হ্যামারশল্ড

কাতাঙ্গায় খোলামনে এলে এলিজাবেথভিলে তিনি নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ করবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বা লুমুম্বার কোন প্রতিনিধি তিনি আদৌ বরদাস্ত করবেন না।

দু'শো কুড়িজন সুইডিশ সেনাকে সঙ্গে নিয়ে আটটি ইউ. এন. বিমানে দাগ এলিজাবেথভিল বিমানঘাঁটিতে পৌছোলেন।

বেরসিক অভ্যর্থনার জন্যে দাগ হয়তো প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিমানঘাঁটিতে দুই বিরোধী জনতার মুখে যে পড়তে হবে নিশ্চয়ই এতটা তিনি আশা করেননি। শ্বেতাঙ্গ-জনতা দাগ পৌছোতেই চীৎকার করতে থাকে—'শোম্বে দীর্ঘজীবি হোন'—'জাতিসংঘ নিপাত যাক'—অন্যদিকে এলিজাবেথভিলের সাধারণ জনতার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—'স্বাধীন কাতাঙ্গা, পৃথক কাতাঙ্গা ধ্বংস হোক'—'ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো দীর্ঘজীবী হোক।'

শোম্বেই যেন একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ, পিঠ চাপড়ানোর ভঙ্গীতে দাগ হ্যামারশল্ডকে নিয়ে বিমানঘাঁটি ত্যাগ করে যান।

হ্যামারশল্ড-শোম্বে বৈঠকের বিবরণ লিওপোল্ডভিলে থেকে অধিক কিছু সংগ্রহ করা যায়নি।

প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর প্রাসাদ থেকে লুমুম্বা পরদিন যখন গোপন পরামর্শ সেরে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, অপেক্ষারত প্রেসকে দেখে একটু হেসে বললেন,—আমি গোপনীয়তার প্রয়োজন বোধ করিনে। জাতিসংঘ বাহিনী ও সেক্রেটারী জেনারেলের কর্মপদ্ধতি কঙ্গো-প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যতকে আরও অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলেছে। গতকাল মিঃ হ্যামারশল্ড অল্পক্ষণের জন্যে এখানে এসেছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে আদৌ তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেননি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, কাতাঙ্গায় জাতিসংঘের শ্বেতাঙ্গ সেনাদের প্রথম প্রবেশ নিতান্ত অভিসন্ধিমূলক। জাতিসংঘ বাহিনীর মধ্যে বেলজিয়ান চর প্রকাশ্যে কাজ করছে। আমি বিশ্বাস করি, স্বয়ং দাগ হ্যামারশল্ড জাতিসংঘ ও স্বস্তি-পরিষদের নির্দেশের চেয়ে বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের একজন প্রতিনিধি হিসাবে কঙ্গো-রাজনীতিতে প্রবেশ করে অবস্থা জটিল

করে তুলেছেন। দাগ হ্যামারশল্ডের বিশ্বাসঘাতকতা জাতিসংঘ ও স্বস্তি-পরিষদের কলঙ্ক ছাড়া কিছু নয়।

পরদিন এলিজাবেথভিলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। গেস্ট হাউসে ছিলেন হ্যামারশল্ড। শোম্বেকে চা-চক্রে হয়তো আপ্যায়িত করেছিলেন। মূর্তিমান রসভঙ্গের মত কাতাঙ্গার সামরিক পুলিসবাহিনীর মিছিল হঠাৎ গেস্ট হাউস অবরোধ করলো। নিরালা বিশ্রম্ভালাপ চুরচুর হয়ে ভেঙ্গে যায়। শোম্বে-বিরোধী এই সামরিক পুলিশবাহিনীকে আয়ত্তে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। দাগ তাঁর পরিকল্পনা বন্ধ রেখে এলিজাবেথভিল ত্যাগ করা স্থির করলেন। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে কিছুমাত্র জানান না দিয়ে দাগ পৌঁছোলেন লিওপোল্ডভিলে। কাসাভুবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। লুমুম্বা এক জরুরী পত্র প্রেরণ করে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। লুমুম্বা পত্রে দাবী করেছেন,

—জাতিসংঘ বাহিনী যেন অবিলম্বে কঙ্গোলি বাহিনীর হাতে সমস্ত বিমানঘাঁটির অধিকার ছেড়ে দেয়। মরক্কো, গিনি, ঘানা, ইথিওপিয়া, মালি ও কঙ্গো বাহিনীকে যেন কাতাঙ্গা প্রবেশ করতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। জাতিসংঘের বিমান যেন কঙ্গো সরকারের অধীনে বিনাসর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়। কাতাঙ্গা থেকে অবিলম্বেই শ্বেতাঙ্গ সেনাদের সরিয়ে ফেলা দরকার।

দাগ হ্যামারশল্ড বললেন, প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা আমাকে স্বস্তি-পরিষদের নির্দেশ ভঙ্গ করতে বলছেন। আমি আমার কর্তব্যে অবিচল থাকবো।

দ্বিতীয় পত্রে প্যাট্রিস লুমুম্বা বললেন,—কঙ্গো সরকার ও কঙ্গোলি জনসাধারণ আপনার সততা সম্পর্কে হতাশ হয়েছেন। স্বস্তি-পরিষদের নির্দেশ আপনি অমান্য করেছেন—স্বস্তি পরিষদের সঙ্কল্পের আপনি বিকৃত ও অপব্যাখ্যাই করেছেন শুধু।

দাগ হ্যামারশল্ড জাতিসংঘে জরুরী তার প্রেরণ করলেন—স্বস্তি পরিষদের আর এক দফা বৈঠক অবিলম্বে প্রয়োজন।

নিউ ইয়র্কের পথে দাগ সেই দিনই প্যারী রওনা হয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক আলো-আঁধারীর রঙ বদলানো আকস্মিক এক অন্ধকার

রেখে মিলিয়ে গেল। কঙ্গো পরিস্থিতি আরও জটিল, অবাধ্য ও নির্দয় হ'ল। বিশ্বাসঘাতকতার নিষ্ঠুর চক্রান্তে অসহায় বোবা প্রাণীর মত কঙ্গো নিঃসঙ্গ—একাকী।

প্যাট্রিস লুমুম্বা পরদিন যেন একাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। কঙ্গোলি পুলিশবাহিনীকে জাতিসংঘের ইউনিফর্মের আড়ালে বেলজিয়ান সেনাদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ দিলেন। গোটা কঙ্গোতে জারি করলেন মার্শাল-ল। থিসভিল সামরিক শিবির বেলজিয়ান সেনাদের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে কঙ্গোলি ট্রুপস্‌কে নির্দেশ দিলেন। হ্যামারশল্ডকে আক্রমণ করে বললেন,

হ্যামারশল্ড ও ভন হর্ন দু'জনেই সুইডিশ—সুইডেন ও বেলজিয়ান রাজপরিবারের মৈত্রী ও প্রেম দীর্ঘদিনের। জাতিসংঘের পতাকার আড়ালে এই দুই রাজপরিবারের নির্দয় প্রেম কঙ্গো কখনই বরদাস্ত করতে পারে না।

সারাদিন পর হোটেলে ফিরে দু'টি সংবাদ ফোনে পেলাম। দাগ হ্যামারশল্ড স্বস্তি পরিষদে জরুরী বৈঠক ডেকেছেন দু'দিন পর। সেক্রেটারী জেনারেল দাগের কঙ্গো-প্রতিনিধি রাল্‌ফ বুঞ্চ পদত্যাগ করেছেন। রাজ্যেশ্বর দয়াল নতুন কর্মভার পেয়েছেন।

অনেক রাত হ'ল হাতের কাজ সারতে। সাপ্তাহিক রিপোর্ট আমি রবিবার তৈরী করি—সোমবার পাঠাই। এ সপ্তাহে কঙ্গো-পরিস্থিতির ওপর আমাকে দুটো দীর্ঘ রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। একটা পুরোপুরি জাতিসংঘ ও সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ডকে নিয়ে, অন্যটি কঙ্গোর ঘটনা-প্রবাহ।

নিশুতি রাত। অভিজাত অঞ্চল। লিওপোল্ডভিল আজ শান্ত। একমাত্র বিমানঘাঁটিতে কঙ্গোলি বাহিনীর সঙ্গে জাতিসংঘের সুদানী বাহিনীর ছোটখাটো সংঘর্ষ ছাড়া অপ্রীতিকর বা অশান্তি কিছু ঘটেনি।

কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে ঘড়িতে চোখ পড়তে দেখি রাত দুটো। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এলাম। জুত করে শুতে গিয়ে নজরে পড়লো একটা আলোর সরলরেখা। দেওয়ালের ভেন্টিলেটারের

কাঁচের শার্সির প্রতিফলন নয়—হু'টি ঘরের দরজার আলগা জোড়ের আলো। আলো করিডোরের নয়—পাশের ঘরের।

পাশের ঘরের শ্বেতাঙ্গ তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে সেদিন। অত্যাশ্চর্য পিওনের কথা আমি আগেই বর্ণনা করেছি।

লিওপোল্ডভিলেই যদি থাকতে হয় তবে শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে এই হোটেল নিরাপদ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই তরুণী অনির্দিষ্টকালের জন্যে এ শহরেই বা কেন রয়েছেন জানিনা। ওরাং ওটাং তাঁর একমাত্র সহচর। তরুণীর পরিচয় আমার অজ্ঞাত। তবে চেহারায় ঠাট-ঠমকে অপর্যাপ্ত অর্থ ও আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

ঘুম আসছিল না। মেয়েটির কথা ভাবছিলাম। এত রাত্রে ঘরে আলো জ্বালবারই বা কী কারণ থাকতে পারে। কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়েছিল জানি না, হঠাৎ সুরেলা একটুকরো হাসি আমার কানে ভেসে এলো। আমি বিস্মিত হয়েছি। বিছানায় উঠে বসে একদৃষ্টে দরজার জোড়টার দিকে তাকিয়ে থাকি। কানে এলো একটা অল্প আওয়াজের পতনের শব্দ। মনে হ'ল কী যেন একটা ভেঙ্গে পড়লো।

কৌতূহল দমন করতে পারি না। বিছানায় দাঁড়িয়ে দরজার জোড়ে চোখ লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিছু দেখা যায় না। নাতিদীর্ঘ হালকা টেবিলটা বিছানায় তুলে নিয়ে ভেন্টিলেটারে পৌছতে চেষ্টা করি। স্বচ্ছ কাঁচ নয় তাই কিছুই দেখা গেল না। তবে শার্সির ওপর দিকটায় একটুকরো কাঁচ ভাঙ্গা—বুড়ো আঙ্গুলের ডগায় দাঁড়িয়ে ফাটা জায়গাটায় পৌছোতে পারি না। বুদ্ধি খাটিয়ে চামড়ার সুটকেসটি টেনে আনলাম। টেবিলে রেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সুটকেসটির ওপর দাঁড়ালাম। চোখ লাগানোর আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবার নিশ্চয়ই দেখতে পাবো।

চতুষ্পদ ওরাং ওটাং আমার নজরে পড়েছে আগে। একটা শোলার টুপি মাথায় দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে ব্যস্ত। তরুণী ও অপর একজনকে লক্ষ্য করেছি তারপর।

তরুণীর পরনে ঢিলেঢালা রাত্রের পোষাক। সোনালী একমাথা চুল ঘাড়ের দু'পাশ দিয়ে নেমেছে। টসটসে সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দু'টিতে কৌতূহলী হাসি। মাঝে মাঝে কী যেন বলছেন, দু'এক টুকরো কথা ভেসেও আসছে—শোনা যাচ্ছে না।

ঘরের অন্য মানুষটি আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করেছে। দীর্ঘ গড়নের এক নিগ্রো যুবা সোফায় মুখোমুখি বসে তরুণীকে যেন কিছু দেখাতে চেষ্টা করছেন। এই গভীর রাত্রে শ্বেতাঙ্গ এক তরুণীর কামরায় এক নিগ্রো যুবা কী ভাবে যে আসতে পারেন আমি ভেবে পেলাম না। আজ এই মুহূর্তে, এই শহরে, এমন ঘটনা, এরকম দৃশ্য কল্পনাতীত। আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকি।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। গভীরভাবে নিরীক্ষণ করি। কিন্তু কিছুই ভেবে পাই না। গোপন প্রেম বা চোরাই প্রণয়ে আর যাই থাক এত আলোর প্রয়োজন থাকে না। নিগ্রো যুবার হাত ও আঙুল নাড়ায় যেন যুক্তি খোঁজে, তরুণীর নিবিষ্ট দৃষ্টিকে ভাবগর্ভ চাউনি বলতে পারি না। যেন ওঁরা বিশেষ কিছু চিন্তা করছেন, গুরুতর কোন প্রসঙ্গ নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতেই নিগ্রো যুবাকে আমি পুরোপুরি দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে অদৃশ্য আঘাতে যেন আমি তছনছ হয়ে গেলাম। একবার নয়, দু'বার নয়—কয়েকবার। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। সন্দেহের চোখে বার বার মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি। চিনতে আমি ভুল করিনি। সেই লোকটাই। সন্দেহ নয়—আমি নিশ্চিত। এই লোকটাকেই আমি এয়ারপোর্টের পথে অবাধ্য জনতাকে সামনে রেখে পথ আটকাতে দেখেছিলাম। এঁরই নির্দেশে এক ঝট্‌কায় গাড়ি থেকে আমাকে টেনে নামানো হয়েছিল। ফেরবার পথে বেলজিয়ান দুই আরোহীকে দেখিনি, তবে তাঁদের কালো গাড়িটা এঁরই সামনে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখেছি। একটানা ড্রামের তোতলামো আজও আমার কানে বাজে।

নেমে এলাম। টেবিল ও স্যুটকেস যথাস্থানে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়লাম। নিগ্রো যুবাকে আমি জানি—শেতাঙ্গ নিধনের অতিবড় উৎসাহী কর্মী ও নেতা। অবাধ্য, হিংস্র ও উন্মত্ত জনতাকে আমি পরিচালনা করতে দেখেছি। ইনি সাধারণ মানুষ নন। শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী এতবড় এক ভয়াবহ নিগ্রো যুবার সঙ্গে আমার পাশের কামরার সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ তরুণীর কী সম্পর্ক থাকতে পারে আমি হাজারো চেষ্টা করেও অনুধাবন করতে পারি না।

সন্দেহ ও চিন্তাজাল শুধু বিস্তার লাভ করে। সমাধান নেই। যোগসূত্র খুঁজে পাইনে এতটুকু। অন্য সময় হলে আমি নিশ্চয়ই একটা কিছু ঝুঁকি নিতাম। কৌতূহল মিটিয়ে নিতে বা রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এই গভীর রাত্রে তরুণীর ঘরে প্রবেশ করবার বিস্তর বাধা।

ঘুমের ওষুধের মিথ্যে অজুহাত হয়তো দেওয়া যায়। কিন্তু সে হতো নিতান্তই মেয়েলীপনা।

আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি দেওয়ালের আলোর সরলরেখায়।

পাশের কামরার শ্বেতাঙ্গ তরুণী আমাকে দস্তুরমত অবাক করেছেন। ব্যবহারিক ভদ্রতার অভাব নেই। বিনয় ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আমার আদৌ কোন অভিযোগ নেই। টেলিফোনের সূত্র ধরে আলাপ। যেচে তাঁর গাড়ি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। হয়তো সেদিন তাঁর গাড়িটি না পেলে দাগ হ্যামারশল্ডকে বিমানঘাঁটিতে আমি ধরতে পারতাম না। আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। অতি আধুনিক বিলিতি দিব্যির সঙ্গে কিছু পরিমাণ সোনালী পানীয়ও গিলে এসেছিলাম। তবু ভদ্রমহিলাকে আমি খোলামনে নিতে পারিনি। সবটা মিলিয়ে মনে হয়েছিল আফ্রিকার পটভূমিতে হলিউডের তোলা

রঙীন ছবির লাস্যময়ী দ্রুত লয়ে বাজা এক নায়িকা। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে জঙ্গলের স্যুটিং বন্ধ আছে। বিপজ্জনক সিংহের কবল থেকে উদ্ধারের দৃশ্য, সেই সঙ্গে পূর্বের ভুল বোঝাবুঝিকে ছিন্নভিন্ন করে অতর্কিতে নায়কের আবির্ভাব ও দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনদৃশ্যের নাটকীয় সিকোয়েন্স এখনও ক্যামেরায় তোলা বাকি। অত্যাশ্চর্য সেই মিলন দৃশ্যে ওরাং ওটাং-এর ক্যামেরার ফ্রেমের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রবেশের মধ্যে দিয়েই হয়তো ছবির যবনিকা টানা হবে।

সেদিন রাত্রেই ভদ্রমহিলা আমাকে প্রথম চমকে দিয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন নিগ্রো যুবার সঙ্গে গভীর রাত্রে তাঁর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, হাজারো চেষ্টা করেও আমি তার হদিস করতে পারিনি। আরও আমি বিস্মিত হয়েছি নিগ্রো যুবাকে দেখে। লিওপোল্ড-ভিল বিমানঘাঁটির পথে ঐ যুবাকেই আমি কালো কালো উচ্ছৃঙ্খল মানুষগুলোর নেতৃত্ব করতে দেখেছি। শ্বেতাঙ্গ নিধনযজ্ঞের আগুনের আলোতে আমি ঐ কালো মানুষটাকে চিনতে এতটুকু ভুল করিনি।

অবিমিশ্র কৌতূহল আমার চরিত্রের এক ব্যসন। তরুণীটির কাছাকাছি হবার মতলবেই আমার ঘরে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নিমন্ত্রণ ছিল নিতান্তই পানীয়ঘটিত। এটা-সেটা খাইয়ে দিয়ে রাত্রের সেই নিগ্রো যুবার প্রসঙ্গটি তোলা হয়তো সহজ হবে। তরুণীর গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

আমি মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম। আলোচনা কী নিয়মে কোথায় সীমাবদ্ধ রাখবো মোটামুটি সাজিয়ে নিয়েছিলাম। মহা মহা কূটনৈতিক জুয়াড়ীদের পেটের খবর টেনে নিয়েছি, সামান্য এক তরুণীর হদিস করতে ব্যর্থ হবে পরিমল সেন? এ আত্মপ্রত্যয় আমার ছিলই।

প্রথমেই আমি হোঁচট খেলাম। আমি আনাড়ি, তবু 'পিগমী' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে আমার যেন একটা কিছু বলার ছিল। হুইস্কীর দ্বিতীয় পাত্রটি নিঃশেষ করে একটু মৃদু হেসে বললেন,

—'পিগমী' কথাটা গ্রীক 'পাগমেওস' থেকেই এসেছে। 'পাগমেওস' শব্দের অর্থ হ'ল প্রায় একুশ ইঞ্চি। হোমার, হেরোডোটাস, এরিস্টটল

ও প্রাচীন ঈজিপসিয়ান গ্রন্থের নজির টেনে প্যালিওলিথিক যুগ ও পিগমীদের ওপর প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু পিগমীদের সম্পর্কে সামান্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বান্টু অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যে পিগমী-নিধন শুরু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। পিগমীদের কথা থাক, বরং গোটা কঙ্গো যে সাবাড় হতে বসেছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? আপনাদের জাতিসংঘ শোম্বের কাছে হেরে যাবে? দাগ হ্যামারশল্ড এলিজাবেথভিলে ট্রুপস নামাবেন না?

হোঁচট সামলালেও আমার যেন পা ফস্কে যাচ্ছিল। অতি সাধারণ কথা, যুক্তিপূর্ণ কৌতূহল। তবু আমার হিসেব মিলছিল না। কোন শ্বেতাঙ্গ তরুণী আজ এই শহরের যে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলতে পারেন আমি ভাবতে পারি না।

—স্বস্তি-পরিষদের নির্দেশই মেনে চলতে হবে। সেক্রেটারী জেনারেল একা কিছুই করতে পারবেন না।

—স্বস্তি-পরিষদের প্রস্তাব আমি পাঠ করেছি। আমার তো মনে হয় দাগ হ্যামারশল্ড নিজের ইচ্ছে মতই সব করছেন।

—আপনি প্যাট্রিস লুমুম্বার একজন দরদী।

—নিশ্চয়ই। একটা লোক শুধু কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের কথা ভাবছেন। আর প্রত্যেকটি নেতা নিজের ক্ষমতার লোভে দিশেহারা। গোটা কঙ্গোর স্বার্থ সেখানে মিথ্যে হয়ে গেছে। কঙ্গো আজ পুরোপুরি ন্যাটো চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছে। আফ্রিকার অন্য কোন দেশের ওপর এত নির্দয়, এত বীভৎস ষড়যন্ত্রের নজির নেই। একশো বছরে এদেশে বারোটা গ্র্যাজুয়েট তৈরী হয়েছে, আপনি ঔপনিবেশিক লুটের এমন দৃষ্টান্ত আমাকে আর একটা দেখাতে পারেন? শোম্বে আর কালন্‌জি-র বিদ্রোহকে আপনি লুণ্ডা ও বালুবা উপজাতির পাগলামো মনে করবেন না। এর পেছনে আছে ইউরেনিয়ম ও হীরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও বেলজিয়ামের এখানে কোটি কোটি ডলারের স্বার্থ। গোটা কঙ্গোর যে রাজস্ব তার পঁয়শট্টি ভাগ আসে কাতাঙ্গা থেকে—ভাবতে পারেন?

কঙ্গোর রাজস্বের কথা নয়। আমি ভাবছিলাম সুন্দরী এই তরুণীর কথা। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর সম্পদেরই পরিচয় দিয়েছে। বিদ্যেবুদ্ধি ও সুস্থ চেতনা তাঁর বিশেষ বর্ণকৌলিন্যের কাছে মিথ্যে হয়ে যায়নি।

মুখোমুখি বসেছিলেন। কথাবার্তায় বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার সঙ্গে একটা পৌরুষ আছে।

—আমি যখন ব্রুসলস্ থেকে প্রথমে এদেশে আসি, আমার পরিচিত পৃথিবীর মানুষের চেয়ে এদেশের প্রতারিত মানুষগুলোকে অনেক কাছে পেয়েছি। সাদা-কালোর অনন্তকালের ভেদাভেদ আমি দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি। ল্যাংস্টন হিউজের লেখা পড়ে দেখবার আমার দরকার হয়নি। এদেশের ঘরে ঘরে যে অত্যাচার —টম কাকার কুটিরেও সে নজির আপনি খুঁজে পাবেন না। শুধু কঙ্গো নয়—গোটা আফ্রিকা। গোটা মহাদেশে শুধু আছে ডাকাতির ইতিহাস। চুরি-ডাকাতির পক্ষে অন্ধকার বড় সাহায্য করে। আফ্রিকায় যে-পরিমাণে অবাধ্য নদী আছে, ঠিকমত কাজে লাগালে পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে আলো পৌঁছে যায় আপনি জানেন?

ভদ্রমহিলার পরিচয় পেলাম তারপর। নাম মার্গারেট কোঁমি। স্বামী জুলিয়াস কোঁমি কঙ্গোর সমস্ত 'ন্যাশনাল পার্ক'-এর ছিলেন অধিকর্তা। সদর দপ্তর লিওপোল্ডভিল হলেও মার্গারেট স্বামীর সঙ্গে সংরক্ষিত বনাঞ্চলেই ঘুরে বেড়াতেন। গোলমালের সময় জুলিয়াস 'উপেম্বা ন্যাশনাল পার্ক' পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। জেব্রা মড়কের খবর পেয়ে মার্গারেটকে বুকুভুতে রেখে যান। ন্যাশনাল পার্কের পথে জুলিয়াস উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে গুরুতর প্রহৃত হন। বিমানযোগে তাঁকে ব্রুসলস্ নিয়ে যাওয়া হয়। কিভুতে অশান্তি দেরিতে নেমেছে। রাজধানী বুকুভুর অবস্থা ভালই ছিল। এমন সময় খবর আসে উগাণ্ডার সীমানা দিয়ে 'এ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক' ধ্বংস করবার জন্যে উগাণ্ডার উচ্ছৃঙ্খল এক উপজাতি তৎপর হয়েছে। মার্গারেট নিজে 'এ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক'-এ আসেন। কঙ্গোলি কর্মচারীদের সহায়তায় উগাণ্ডার

অবাঞ্ছিত উপজাতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করেন। সংরক্ষিত জলহস্তী ও গরিলা অধ্যুষিত অরণ্যে শান্তি ফিরে আসে।

—আপনার স্বামী এখন ব্রুসলস্-এ আছেন ?

—হ্যাঁ। সামনের মাসেই তিনি ফিরে আসবেন লিখেছেন।

—'এ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক'-এ আপনার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা।

—কঙ্গোলিরাই সব করেছে। আমি শুধু সঙ্গে থেকেছি। দিনের পর দিন আমি ওদের সঙ্গে থেকেছি—আমি সম্মান নিয়ে থেকেছি। উগাণ্ডার উপজাতিরাই আমাদের শত্রু ছিল—জঙ্গলের মানুষ শহরের সভ্যতা শেখেনি। রাজনীতির ওরা এতটুকু ধার ধারে না।

—কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের ওপর অত্যাচার কম হয়নি। মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের ঘটনা আমার জানা আছে। সোনানকুলু ও লুলুয়াবোর্গে অবস্থা চরমে পৌঁছেছে।

মার্গারেট নিরুত্তর। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন,

—আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে আনন্দ পেলাম। আপনি সাংবাদিক—আধা-রাজনীতি নিয়ে সর্বদাই নাড়াচাড়া করেন। আমি শৈশব থেকেই একটু ভিন্ন নিয়মে ভাবতে শিখেছি। মিথ্যেকে চিরকাল ঘৃণা করেছি।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভাল লাগলো। আমি আপনার কথায় মুগ্ধ হয়েছি। আপনার গভীর অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করেছে।

—আমার স্বামী সামনের মাসে ফিরে আসবেন। আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আপনার ভাল লাগবে।

নরম একটুকরো হেসে বললেন,

—আমার স্বামী রাজনীতি একদম বোঝেন না। তাঁর পৃথিবীতে জন্তু-জানোয়ার ছাড়া কিছু নেই। 'এ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক'-এর জলহস্তী ও জেব্রা মড়কের কথা ভেবে ব্রুসলসেও তিনি শান্তিতে নেই।

মার্গারেট ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আর এক পাত্র হুইস্কীর কথা তুলতেই হা—হা—করে উঠলেন। বললেন,

—আরো একটু বসতে পারলে আমার ভাল লাগতো, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজের তাড়ায় আমাকে উঠতে হচ্ছে।

আমি নিরুত্তর। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। মাথা নত করে বিদায় জানাই তারপর।

পুরো এক পাত্র সোনালী পানীয় হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। হোটেলের এই বারান্দা থেকে এ এলাকার অনেকটা নজরে আসে। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কাঁচ লাগানো সৌখিন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে আছে বহুদিন। উল্টো-দিকের বুক স্টল্ ও রুটির দোকান ছাড়া অন্য দোকানের কেনা বেচা এখনও অনিয়মিত।

মার্গারেটের কথা ভাবছিলাম। নিগ্রো যুবার কথা আমার সর্বক্ষণই মনে ছিল কিন্তু প্রসঙ্গটি উত্থাপনই করতে পারিনি। মার্গা-রেটের পরিচয় আমি পেয়েছি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাই থাক, নিশ্চয়ই ঐ নিগ্রো যুবার চিন্তাধারার সঙ্গে এতটুকু মিল থাকতে পারে না। মার্গারেটের সক্রিয় কোন রাজনৈতিক জীবন হয়তো থাকতে পারে। তাতে ঐ নিগ্রোটার কী ভূমিকা থাকতে পারে?

আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগলো।

আফ্রিকা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আজ জাগছে। আবহমানকালের ঘুম ভাঙছে। ঔপনিবেশিক লুটের হাট আজ তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

সুবিশাল এই মহাদেশ তার অন্তহীন সীমনায় গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও পাকিস্তানকে একসঙ্গে জায়গা দিয়েও পশ্চিম জার্মানীর মত গোটা ছয়েক দেশকে স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ করতে পারে। একদিকে ধূ-ধূ করা মরু, হাজার হাজার মাইলের দুর্গম অরণ্য, সবুজের বর্ণনাতীত শোভা, উষর খোয়াই আর ন্যাড়া পাহাড়ের রিক্ত হাহাকার ও শতসহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ভয়াবহ কঙ্গো ও লিম্পোপো

নদীর অবিশ্রান্ত প্রবাহ। এখানে হাজারো উপজাতি, হাজারো ভাষা। দৈত্যের মত আকৃতিগত গঠন নিয়ে আট ফিট লম্বা ইংস্থু-র সঙ্গে এতটুকু পিগমীর পাশাপাশি বাস। জোহান্সবার্গ ও নাইরোবির পথে ড্রেন পাইপ ও জিনস্-এর পাশে ট্যাঙানিয়াকার অরণ্য আদিম মাসাই উপজাতির ক্ষতবিক্ষত উল্কি আঁকা দেহ ও ভয়াবহ গহনা। সিমেন্স, জি. ই. সি. ও আই. সি. আই. আজ যন্ত্রপাতির চাহিদা মেটাতে পারছে না সত্যি, সেই সঙ্গে ঘড়ির এলার্ম ও আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অতিবড় সিংহ-শিকারীকেও ভীত হতে দেখা গেছে—এ সংবাদে এতটুকু মিথ্যে নেই। রেডিওলজিস্ট-এর চেম্বার হয়তো পূর্ণ থাকে রোগীতে, কিন্তু সেই কারণে জংলী ভূতুড়ে ওঝার প্রতিপত্তি ও পশার এতটুকু খর্ব হয়নি। সবটা মিলিয়েই এই মহাদেশ। গোটাটা মিলিয়েই আফ্রিকা। আমাদের চেনা 'ডার্ক-কন্টিনেন্ট'।

তবু ভৌগোলিক গঠন একটা ব্যবধান রচনা করেছে। আরব বা উত্তর-আফ্রিকার সঙ্গে নিগ্রো বা কালো-আফ্রিকার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণের অন্তহীন ধূ-ধূ করা সাহারা মরু সে বিচ্ছেদের ইতিহাস রচনা করেছে। তবু ভয়াবহ মরুকে অতিক্রম করে বালির ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে মসজিদের আজানের সুর কালো-আফ্রিকার নিবিড় বনাঞ্চলেও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। উটের পিঠে অভিযাত্রী ও বণিকের আলখাল্লার তলায় ইসলামের পবিত্র বাণী নানাবিধ উপ-ঢৌকনের সঙ্গে কালো-আফ্রিকার হৃদয়ে পৌঁছোতে চেষ্টা করেছে। দক্ষিণ থেকে পূর্ব-আফ্রিকার সীমানা দিয়ে জাঞ্জিবার ও মোজাম্বিকে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

তবু কালো-আফ্রিকা আরব আফ্রিকাকে অতি দূরের অচেনা পৃথিবী বলেই মনে করে। কায়রোর পরামর্শ ও উপদেশ এরা শুনতে নারাজ। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের লেখা বই এরা পড়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করে না। একই মহাদেশে থেকেও ইসলামিক আফ্রিকা ও কালো-আফ্রিকার ব্যবধান বহু প্রাচীন। নীলনদ বেয়ে আরব আফ্রিকার বাণিজ্য-ফেরী অন্য দেশের হাটে পৌঁছেছে। দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ

পেয়েছে। কিন্তু কালো আফ্রিকা তার ভয়াবহ, অবাধ্য নদীকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। সাহারার বালির সমুদ্র অতিক্রম করাও ছিল কল্পনাতীত।

নিগ্রো আফ্রিকার নিঃসঙ্গ একক জীবনে এতটুকু বিক্ষোভ ওঠেনি যুগ যুগ ধরে।

ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায়, ধর্মের বুলির পেছনে আরব বণিকের দল লোহার শিকল এনেছিল সঙ্গে করে। শৃঙ্খলিত কালো মানুষ তারা প্রথমে এশিয়ার হাটে দাম পেয়েছে। দুর্মদ পর্তুগীজ সোনা খুঁজে পায় গোল্ডকোস্টে। এ্যাঙ্গোলার অধিকার পেতে তাদের দেরি হয়নি। বার্থোলোমিউ ডায়াজ কেপ্ অধিকার করেছেন। রোমান ক্যাথলিক মিশনারীর কঙ্গো পরিদর্শন সফল হয়েছে। ভাস্কো-ডা-গামা ভারত মহাসাগরের পথে আফ্রিকার তটরেখা অতিক্রম করে গেছেন। কালো কালো নিগ্রো ক্রীতদাস প্রথম পাল তোলা জাহাজে বোঝাই হয়ে আসে হাইতিতে। পর্তুগীজের লুটপাট অব্যাহত—মোজাম্বিক তার অধিকারে আসে। খ্রীষ্টধর্ম উত্তর-আফ্রিকায় মসজিদের পাশে গীর্জা তৈরিতে ব্যস্ত। স্যার জন হকিন্সের নেতৃত্বে দাস-ব্যবসা আরও ব্যাপক ও নির্দয় হয়ে দেখা দেয়। আমেরিকার চাহিদা মেটানোর লোভে ডাচ, ফ্রান্স, ব্রিটিশ ও আরবের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শুরু হয়। পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ শক্তি পিছু হটতে থাকে। ডাচ ভার্জিনিয়ায় প্রথম ক্রীতদাস আমদানী করে। পর্তুগীজ মিশনারী ফাদার লোবা ইথিওপিয়ায় মালা জপতে জপতে পৌঁছোলেন। ওদিকে সেনেগালের দখল পেয়েছে ফ্রান্স। ইংল্যাণ্ডে রয়াল আফ্রিকান কোম্পানীর পত্তন হয়েছে। আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে নিগ্রো ক্রীতদাস বেচাকেনা চলে অবিরাম। জেমস্ ব্রুস্ খার্তুমে নীলনদের রঙ বদলানো আবিষ্কার করেন। মাঙ্গোপার্ক গাম্বিয়া পদার্পণ করেছেন। দাস-ব্যবসা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে কাগজে-কলমে নিষিদ্ধ হয়। সিয়েরা-লেয়ন ইংরেজ অধিকারে এলো। আলজেরিয়া দখলে আনতে ফ্রান্সের অত্যাচার চলে অব্যাহত। প্রথম ব্রিটিশ কন্সাল এলেন জাঞ্জিবারে।

নাইজেরিয়ায় খ্রীষ্টান মিশনারী বাইবেল ও যীশুর বাণী নিয়ে পৌঁছে যান। ন্যাটাল এলো ব্রিটিশ অধিকারে। গোল্ডকোস্টের সঙ্গে শত-বর্ষের চুক্তিতে বিলম্ব হ'ল না। লিভিংস্টোন জাম্বেজী পৌঁছেছেন—ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেছেন। কিম্বার্লির ভূমিগর্ভে হীরের খনির দেখা মিলেছে। বাণিজ্য-ফেরীর জন্যে মুক্ত হয়েছে সুয়েজ ক্যানাল।

তারপর?

'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।'

শিল্প-বিপ্লব থেকে যদি সাম্প্রতিক ইতিহাস টানা যায় তা'হলে দেখা যায় ডাচ্, পর্তুগীজ, স্পেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও জার্মানী কালো-আফ্রিকাকে ছিন্নভিন্ন করতে শুরু করেছে। দাস-ব্যবসা ইয়োরোপ আমেরিকায় অসম্ভব রকম সক্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্যারাবিয়ন ও অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকের হাহাকার—একমাত্র লিভারপুল ট্রেডিং কোম্পানী কালো কালো নিগ্রো বহন করবার জন্যে ৮৭৮টি জাহাজ নিযুক্ত করেছে। কোটি কোটি মানুষ জঙ্গল থেকে তাড়া করে ধরে এনে বিদেশের হাটে বিক্রি চলেছে অব্যাহত। আমেরিকান ঐতিহাসিক বলেন,—দাস-ব্যবসায়ে দশ কোটি মানুষ আফ্রিকা হারিয়েছে। কার্ল মার্ক্স দাস-ব্যবসা সম্পর্কে

লিখেছেন,—"Warren for the commercial hunting of black-skins."

কোন ঘটনা ও মুহূর্তকে ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। ইতিহাস অখণ্ড, ইতিহাসের ধারায় অতীত সৃষ্টি করে বর্তমানকে। ভবিষ্যৎ বর্তমানের হাতে রচিত হয়। তবু এই অবিশ্রান্ত ঘটনা-স্রোতে কিছু মানুষ ও কিছু ঘটনা ইতিহাসকে দ্রুত গতি দেয়।

১৮৭০ সাল। জার্মানীর হাতে ফ্রান্স পরাজিত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ তখনও পুরাতন নয়। সুয়েজ খাল সমাপ্ত প্রায়। ইয়োরোপীয় শক্তি কাঁচামাল ও সুলভ শ্রমের অন্বেষণে বাণিজ্য-ফেরী নিয়ে অচেনা জলপথেও যাত্রা শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ স্টক্ কোম্পানীর অর্থ বুঝতে শিখেছে। হিটলারের জারজ পিতা জার্মানীর শুল্ক-বিভাগে কাজের তদ্বিরে ব্যস্ত। কার্ল মার্ক্সের বয়স পঞ্চাশ। ফ্রয়েড ও জর্জ বার্নাড-শ বালক। লর্ড আলফ্রেড টেনিসন, টমাস হার্ডি ও রবার্ট ব্রাউনিং তখনও জীবিত। এ্যারিস্টোক্রেসির সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রির মন কষাকষি শুরু হয়েছে। ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে সংঘাত ঘটেছে শ্রমিকের। চার্লস ডারউইন গোটা দুনিয়ায় ধর্মের মন্দিরে তাঁর 'অরিজিন অব স্পেসিস' নিয়ে দেখা দিলেন। আফ্রিকার মাটি আর বালির তলায় আবিস্কৃত হ'ল সোনা আর হীরে।

ইয়োরোপীয় বণিক-স্বার্থ পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে দ্রুত খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেছে। ইংরেজ সবদিক দিয়েই পহেলা নম্বর। শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কা প্রথম পেয়েছে তারা। সভ্যতার ক্ষীর-সর তাদের পাতেই প্রথম জুটেছে। পর্তুগীজ ও আরব বোম্বেটেদের পরাস্ত করে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ে তাদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। এবার দাস-ব্যবসা বন্ধ করবার শ্লোগানেও তাদেরই গলা আগে পৌঁছোলো। প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'আফ্রিকান এসোসিয়েশন'। অভিযাত্রী দল ছুটলো দিকে দিকে। অভিপ্রায়, নিরীহ কালো কালো মানুষ-

গুলোর সামনে পৃথিবীর ছবি তুলে ধরা। খ্রীষ্টের বাণী পৌঁছে দিতে হবেই। অভিসন্ধি ছিল অন্য রকম। অন্ধকার ভূমিগর্ভে যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তারই লোভে আরও ব্যাপক ও নির্দয় তালাশ আরও সংহত ও কঠোর করতে হবে। খনি, কারখানা আর আবাদের যেখানে কল্পনাতীত সম্ভাবনা, শ্রম ও শ্রমিকের মূল্যই সেখানে সর্বাধিক মানবিক তাগিদের কথা নয়, নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণেই দাস-ব্যবসা বন্ধ করা দরকার। এই কালো কালো জানোয়ারগুলোকে আফ্রিকাতেই প্রয়োজন হবে।

পরিবর্তনশীল এই চিন্তাধারার পটভূমিতে আফ্রিকায় প্রবেশ করলে দেখা যায় শৃগাল ও শকুন যেমন মৃত পশুর দেহ ছিন্নভিন্ন করে, অন্যায় অধিকারে উন্মত্ত ব্রিটেন, জার্মানী, পর্তুগাল, ইতালী, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম গোটা মহাদেশকে সেইরকম তছনছ করতে উদ্যত।

সেই মুহূর্তে স্ট্যানলি ন'শো নিরানব্বই দিন কঙ্গো ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেছেন। প্রচুর উৎসাহ প্রচুরতর সম্ভাবনার ছবি তিনি গ্রেট ব্রিটেনের সামনে তুলে ধরেন। কঙ্গো নদী সম্পর্কে তিনি 'ডেলি টেলিগ্রাফ-এ লিখলেন, "This river is, and will be, the grand highway of commerce in West Africa. I feel convinced that the question of this mighty waterway will become a political one in time."

গ্লাডস্টোনের লিবারাল এডমিনিস্ট্রেশন তখন নানা সঙ্কটে সঙ্কটাপন্ন। বিশেষ করে কাতাঙ্গার খনিজ তখনও অনাবিস্কৃত। তাই কঙ্গোর আকর্ষণ ব্রিটেনের কাছে সামান্যই।

দুর্ভাগ্য স্ট্যানলির, না ব্রিটেনের জানি না, স্ট্যানলি লণ্ডন থেকে তাড়া খেয়ে আসেন ম্যানচেস্টার। ম্যানচেস্টার পত্রিকা স্ট্যানলিকে আখ্যা দিলেন—ড্রিমার! কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবুক। স্ট্যানলি একরকম পালিয়ে এলেন ব্রুসলস্।

দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন অদ্বিতীয় নৃপতি। তিনি আনন্দ করতে

ভালবাসতেন। অর্থও তিনি ভাল চিনতেন। সুদর্শন চেহারা। চোখ ছিল টানাটানা। নিখুঁত দাড়ি। ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। সমুদ্রযাত্রা শেষ করে সবে তিনি রাজধানীতে ফিরেছেন। কিন্তু বেলজিয়াম বড় ছোট দেশ। মনে হয় রাজধানী ব্রুসলস্ যেন এতটুকু। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সাগরের কল্লোল তিনি শুনতে পান। পারিষদবর্গকে জানান, "I claim for Belgium her share of the sea." ঠিক সেই সময় স্ট্যানলি এসেছেন ব্রুসলস্-এ। রাজা লিওপোল্ড সিংহাসনের পাশে মণি-মানিক্য খচিত চেয়ার দেখিয়ে স্ট্যানলিকে বসতে বলেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আলোচনার পর বিশ্রাম নিতে তিনি যখন গেস্ট হাউস-এ ফিরে এসেছেন তখন হয়তো বার বার মনে হয়েছে, রাণী ভিক্টোরিয়া আমাকে কী অপমান করেছেন!

রাজা লিওপোল্ড ব্রুসলস্-এ এক কনফারেন্স ডাকলেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ জানালেন। কঙ্গোর অন্ধকার অরণ্যে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার শপথ নিয়ে ঘোষণা করলেন, "To open to civilization the only part of our globe where Christanity has not Penetrated and to pierce the darkness which envelopes the entire population."

চতুর রাজা লিওপোল্ড উপস্থিত প্রতিনিধি দলের এক বিরাট অংশকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিলেন। ব্রুসলস্ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মিঃ স্যানফোর্ড আশ্চর্যরকম রাজা লিওপোল্ডকে সমর্থন করে গেলেন।

ইন্টারন্যাশানাল আফ্রিকান এসোসিয়েশন-এ রাজা লিওপোল্ড জিতে গেলেও অল্প দিনেই কঙ্গোর দখল নিয়ে ইয়োরোপীয় শক্তির মন কষাকষি চরমে উঠলো। রাজকুমার ভন বিসমার্ক তখন জার্মানীর চ্যান্সেলার। তিনি চেয়েছিলেন শক্তিশালী কোন দেশ যেন কঙ্গোর দখল না পায়। কঙ্গো পরিস্থিতির আশু সুব্যবস্থার জন্যে তিনি

বার্লিন কনফারেন্স আহ্বান করলেন। রাজা লিওপোল্ড কখনও স্ট্যানলিকে, কখনও আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত স্যানফোর্ড বা স্বয়ং বিসমার্ককে কাজে লাগিয়েছেন। কনফারেন্স শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়—কঙ্গোতে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড একটি স্বতন্ত্র তালুক তৈরি করুন।

কঙ্গো রাজা লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

বিসমার্ক বিদায় অভিভাষণে জানান, "The noble efforts of His Majesty the king of the Belgians, the founder of a work which is today recognized by all the Powers, and which by its cansolidation may render precious service to the cause of humanity."

প্রচণ্ড জয়ধ্বনির মধ্যে বার্লিন কনফারেন্স শেষ হয়। রাজা লিওপোল্ডকে নিয়ে ইয়োরোপ আমেরিকার কাগজে লেখালেখি হ'ল বিস্তর। একমাত্র এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় বড় বেরসিক মন্তব্য আছে, "Leopold was a man of notoriously immoral life."

বার্লিন কনফারেন্সে 'কঙ্গো-বিসর্জন', অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হ'ল। রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড নিজের ব্যক্তিগত তালুক হিসাবে গোটা দেশটি ব্যবহার করার ছাড়পত্র হাতে পেলেন। একমাত্র, অদ্বিতীয় কর্মচারী স্ট্যানলি কর্মভার গ্রহণ করে দ্রুত ব্রুসলস্ ছেড়ে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হেনরী মর্টন স্ট্যানলির এখানে পরিচয় দেওয়া দরকার। জন্মস্থান ওয়েলস্। ভয়াবহ শিক্ষকের হাত থেকে পালিয়ে প্রথমে আমেরিকা আসেন। নিউ অর্লিয়ান্সের এক তুলোর কারবারি বালক স্ট্যানলিকে আশ্রয় দেন। প্রথম যৌবনে সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করে বহু দেশ পর্যটন করেছেন। পরে সামরিক বিভাগে থেকে 'নিউ ইয়র্ক হেরল্ড'-এর সংবাদদাতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ডেভিড লিভিংস্টোন যখন সমস্ত যোগাযোগ হারিয়েছেন, আফ্রিকার অভ্যন্তরে গভীর জঙ্গলে যখন

তিনি সম্পূর্ণ একাকী, বহির্বিশ্ব তখন তাঁর জন্যে উৎকণ্ঠিত। জেমস্ গর্ডন বেনেট তখন 'হেরল্ড ট্রিবিউন'-এর অধিকর্তা। স্ট্যানলিকে তিনি পছন্দ করলেন। ডেভিড লিভিংস্টোনের সন্ধানে তিনি স্ট্যানলিকে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। বার্টন ও স্পিকি যদিও আফ্রিকার অভ্যন্তরের এই পথ পূর্বেই আবিষ্কার করে গেছেন, তবু স্ট্যানলি প্রথম ইয়োরোপীয়ন যিনি এই পথে জাঞ্জিবার পর্যন্ত সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আসেন। ট্যাঙানিয়াকা হ্রদের অতি নিকটেই দুশো ছত্রিশ দিন অনুসন্ধানের পর রুগ্ন বিষণ্ণ এক শ্বেতাঙ্গকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ান। ভদ্রলোকের পরনে টুইডের ট্রাউজার্স, লাল রঙের ওয়েস্টকোট, মাথার টুপি মলিন। স্ট্যানলি মাথার টুপি খুলে সামনে এগিয়ে এসে সংশয় ও বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, "Dr. Livingstone, I presume ?"

ডাঃ লিভিংস্টোনের সঙ্গে স্ট্যানলির সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অপরূপ এক নাটকীয় দৃশ্য। কিন্তু স্ট্যানলি ব্যর্থ হয়েছেন। ঘরে ফেরবার হাজারো অনুরোধ ম্লান হেসে সরিয়ে দিয়েছেন ডাঃ লিভিংস্টোন। হেরোডোটাস যে-সমস্ত হ্রদ ও জলাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তার সন্ধানে যাত্রা করতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।

স্ট্যানলি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছেন। ডাঃ লিভিংস্টোনের প্রেরিত চিঠি ও কাগজপত্র সঙ্গে এনেছেন। ডাঃ লিভিংস্টোনের পরিবার ও স্বয়ং ফরেন সেক্রেটারী গ্রানভিল স্ট্যানলিকে বিশ্বাস করেছেন কিন্তু ডাঃ লিভিংস্টোনের সঙ্গে স্ট্যানলির সাক্ষাৎ অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। এমন কী প্রেসিডেন্ট, রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটি স্ট্যানলির কথা হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন আগাগোড়া বানানো। লোকটা এক নম্বর মিথ্যাবাদী। ইংল্যাণ্ড কোন দিনই এই মানুষটিকে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে স্ট্যানলির কথা অভ্রান্ত বলে স্বীকৃতি পেলেও তিনি নিজের দেশে জায়গা পাননি।

ঘুরতে ঘুরতে আসেন ব্রুসলস্। রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড এই মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন। 'কঙ্গো ফ্রি স্টেট' একরকম স্ট্যানলির

নিজের হাতেই গড়া। এই মানুষটিকে আবার ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের লোভে 'ইমিন পাশা রিলিফ এক্সপিডিশন'-এ উগাণ্ডায় নেতৃত্ব করতে দেখা গেছে। এঁকে আমরা দেখেছি লিবারেল ইউনিয়নিস্ট এম.পি.। খেতাব পেয়েছেন জি.সি.বি.। কিন্তু অন্যদিকে দেশের অবিশ্বাস ও ঘৃণা মনুষটিকে সারা জীবন কুড়োতে হয়েছে। এমন কী ডিন রবিনসন 'ওয়েস্টমিনিস্টার এবে'-তে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করবার অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

হেনরী মর্টন স্ট্যানলি সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা, জগৎ-বিখ্যাত এই আফ্রিকান পর্যটক আদতে ছিলেন দুঃসাহসী, নির্মম ও হৃদয়হীন অসম্ভব পুরুষ। অন্তত কঙ্গোর পটভূমিতে আমরা এই মানুষটিকে এই নিয়মেই চলতে ফিরতে দেখেছি। তিনি রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের হৃদয়হীন কঙ্গো-বিসর্জন নাটকের পহেলা নম্বর সৈনিক। 'কঙ্গো ইন্টারন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন' ও ইন্টারন্যাশন্যাল আফ্রিকান এসোসিয়েশন' সামনে রেখে দুই তারকা-খচিত নীল পতাকা হাতে নিয়ে 'কঙ্গো ফ্রি স্টেট' গড়তে গেলেন স্ট্যানলি। ছলে-বলে-কৌশলে দেখতে দেখতে গ্রাস করেছেন নয় লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত ভূভাগ। আয়তনে প্রায় ভারতের সমান। খোদ বেলজিয়ামের চেয়ে সাতাত্তর গুণ বড়।

কঙ্গো নদীর উপকূল ধরে রেল লাইন পাতা শুরু হয়। সিংহ-গর্জনকে পেছনে ফেলে মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে স্টিম-ইঞ্জিন সবুজ বনাঞ্চলে ধোঁয়া আর কালিমা রেখে যায়। তাদের বাঁধনে মুক্ত আকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

আর মানুষ! কালো কালো অর্ধ-উলঙ্গ দেহের শুধু প্রাণ ধারণের, শুধু দিন যাপনের মর্মান্তিক গ্লানি—অন্ধকার পাথরের মত গোটা দেশের ওপর চেপে বসে। সে মর্মান্তিক কাহিনীর তুলনা নেই। কাগজপত্রে দাস-ব্যবসার অনুমোদন নেই, কিন্তু নির্বোধ, মূক, অসহায় মানুষগুলোকে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ যোল আনাই হাতে।

স্ট্যানলির চোখ দিয়েই রাজা লিওপোল্ড কঙ্গো দেখেন। তাঁর

সর্বপ্রথম নির্দেশ কঙ্গোর দুর্মূল্য কাঁচামাল। হাতির দাঁত ও রবার। সেই সঙ্গে অফুরন্ত ধনসম্পদ। শোষণ চলে নিয়মিত, ক্লান্তিহীন। একটি অঞ্চলপ্রধানের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে আরও সামনে, দেশের আরও অভ্যন্তরে অবিরাম যাত্রা চলেছে স্ট্যানলির। প্রায় শতাধিক চুক্তিতে সফল হন স্ট্যানলি। উপঢৌকন ও চুক্তির সর্তও ছিল আকর্ষণীয়। জংলী ভয়াবহ এক একটি অঞ্চলপ্রধানকে খুশি করতে হতো অনেক করে। অন্তত সোনার চুমকি বসানো এক প্রস্থ লাল পোষাক। সেই সঙ্গে আরও কিছু জমকালো রঙীন পোষাক। কয়েক পেটি রাম, একশ আটাশ বোতল হল্যাণ্ড জিন। কুড়িটি রুমাল। কিছু সৌখিন কাঁচের বাসন ইত্যাদি। বিনিময়ে ‘কঙ্গো ফ্রি স্টেট’ সে-অঞ্চলের সমস্ত বনসম্পদ ও স্থানীয় মানুষগুলোকে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। প্রয়োজনে তিনি অবাধ্য মানুষগুলির বিরুদ্ধে স্টেটের পক্ষ নিয়ে সক্রিয় সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন।

নিজের পছন্দমত বাছাই করা বেলজিয়ান সেনা ও প্রতিনিধি গোটা কঙ্গোতে রাজা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ সর্বত্র। রাজা জানালেন, বিস্তর টাকা ঢেলেছি, আমার লাভের অঙ্কের ওপর বোনাসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। আরও রবার চাই। আমার কঙ্গো তালুকের রাজস্বের পরিমাণ আমাকে আদৌ খুশি করতে পারেনি।

স্টেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দিকে দিকে সৈনিক-শিবিরে গোপন নির্দেশ জারী করেন,

—“I have the honour to inform you that you must succeed in furnishing four thousand kilos of rubber every month. To effect this I give you *carte blanche*. You have therefore two months in which to work your people. Employ gentleness first and if they persist in not accepting the imposition of the state, employ force of arms.”

স্থানীয় শিবির কিন্তু উপরওয়ালার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেনি। প্রথম থেকেই বন্দুকের ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত।

লোয়ার কঙ্গো রেলওয়ে বোমা থেকে স্ট্যানলিপুল পর্যন্ত রেললাইন টানতে যখন ব্যস্ত, এডোয়ার্ড পিকার্ট—একজন বেলজিয়ান সিনেটর, কঙ্গোর জঙ্গলের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছেন।

'কঙ্গো ফ্রি স্টেট'-এর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

The terror causes by the memory of inhuman floggings of massacres, of rapes and abductions, haunt their poor brains, and they go as fugitives to seek shelter in the recesses of the hospitable bush, or across the frontiers, to find it in French or Portuguese Congo, not yet afflicted with so many labours and alarms, far from the roads traversed by women, those baneful intruders, and their train of strange and disquieting habits."

কাঁচামালের তালাশে নিরীহ মানুষের অন্তহীন রুধিরোৎসব দেখে পিকার্ট সাহেব শিউরে উঠেছেন। সভ্যতার আলো জঙ্গলে পৌঁছে দেবার অছিলায় সমগ্র কঙ্গোতে রাজা লিওপোল্ড কী ভাবে নারকীয় অত্যাচার বেছে নিয়েছেন সেই অবিশ্বাস্য পদ্ধতির পরিচয় পিকার্ট সাহেব তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন ঃ

"We are constantly meeting these carriers, either isolated or in Indian file ; blacks, blacks, miserable blacks, with horribly filthy loin-cloths for their only garments ; ....thus they come and go by thousands, organized in a system of human transport, requisitioned in the State armed with its irresistible *force publique* supplied by the chiefs whose slaves they are and who pounce on their wages ; jogging on, with

knees bent and stomach protruding, one arm raised up and the other resting on a long stick, dusty and malodorous; covered with insects as their huge procession passes over mountains and through valleys; dying on the tramp or, when the tramp is over, going to their villages to die of exhaustion."

সুইডিশ পাদ্রী মিঃ জোবলোম ঘুরতে ঘুরতে কঙ্গোতে এসেছিলেন সেই সময়। স্বদেশে ফিরে কঙ্গোর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন তার থেকে কিছু বাংলা তর্জমা আমি সামনে রাখছি।

"রবার সংগ্রহ করতে স্থানীয় অধিবাসীরা অস্বীকার করে। খবর পেয়ে সেনারা চললো দিকে দিকে। আক্রান্ত হ'ল লোকালয়, পলাতক মানুষের তালাশ চললো জঙ্গলে জঙ্গলে। গ্রামের পর গ্রাম প্রথমে লুট হ'ল, ফলের বাগান ও কৃষিক্ষেত্র তছনছ করা হ'ল। শুরু হ'ল অগ্নি-সংযোগ। আমার চোখের সামনে পঁয়তাল্লিশটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হতে দেখলাম। আমি 'সম্পূর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করলাম এই কারণে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বা কিছু কিছু রক্ষা পাওয়া আমি গণনার মধ্যে রাখিনি। নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর ভয়াবহ অত্যাচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমি সামনে রাখতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে শুধু একটি ঘটনাই আমি বর্ণনা করবো।

"সন্ধ্যাবেলা। জায়গাটার নাম ইবেরা। আমি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। পাদ্রী আমি, বহু লোক আমার বক্তৃতা শোনবার জন্যে জড়ো হয়েছে সেদিন। আমি আমার ভাষণ প্রায় শুরু করেছি, এমন সময় শ্বেতাঙ্গ সেনাদের আবির্ভাব হ'ল। ভীড়ের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধকে টানতে টানতে তারা কিছুটা তফাতে নিয়ে যায়। একজন সেনা আমার সামনে এসে বলে,

—বুড়োটাকে আমি গুলি করবো। রবার সংগ্রহ বন্ধ করে জানোয়ারটা আজ মাছ ধরেছে সারাদিন।

—আপনাকে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। তবে আমার

সামনে আপনি কিছু একটা করুন আমি তা চাই না। উপস্থিত জনাত আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছে। আশা করি আপনি আমার কাজে বাধা দেবেন না।

—ঠিক আছে, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। আপনি এ পল্লী ছেড়ে গেলে জানোয়ারটাকে আমরা খুন করবো।

আমি আবার আমার বক্তৃতা শুরু করবো, এমন সময় সেনাটি আবার ছুটতে ছুটতে এলো। দেখলাম সেনাটি ক্রোধে সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন। মুহূর্তে আমার চোখের সামনে বৃদ্ধকে গুলা করলো। উপস্থিত জনতার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে নিদারুণ এক ত্রাসের সৃষ্টি করে। অল্পবয়সী এক ছোকরার দিকে একটা ধারালো ছুরি ছুঁড়ে দিয়ে বলে কেটে আন হাতটা। বৃদ্ধ তখনও মরে ন। বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। পারে না।"

মিঃ জোবলোম কঙ্গো স্টেট-এর রবার সংগ্রহের অমানুষিক পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলছেন ঃ

"If the rubber does not reach the full amount required, the sentinels attack the natives. They kill some and bring the hands to the Commissary. Others are brought to the Commissary as prisoners. At the begining they came with their smoked hands. The sentinels, or else the boys in attendance on them, put these hands on a little kiln, and after they had been smoked, they by and by put them on the top of the rubber baskets. I have on many occasions seen this done."

সুইডিশ পাদ্রী মিঃ জোবলোম যখন কঙ্গোতে ঘুরছেন, আমেরিকার পাদ্রী মিঃ মার্ফিও তখন কঙ্গোতে। কঙ্গো স্টেটের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে তিনি কিছুকাল মানসিক পীড়ায় কাতর ছিলেন। আমেরকায় ফিরে 'টাইমস'-এ তাঁর কঙ্গো অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মিঃ

জোবলোমের মতই রবার সংগ্রহে রাজা লিওপোল্ডের নির্দেশে বেলজিয়ান কর্মচারীদের নিগ্রো অত্যাচার ও কল্পনাতীত পীড়ন তিনি দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

রবার সংগ্রহে উন্মত্ত সেনাদের নিষ্ঠুর পদ্ধতি মিঃ মার্ফি টাইমস্-এ বর্ণনা করেছেন,

"The rubber question is accountable for most of the horrors perpetrated in the Congo. It has reduced the people to a state of utter despair. Each town in the District is forced to bring a certain quantity to the Hqs. of the Commissary every sunday. It is collected by force ; the soldiers drive the people into the bush ; if they will not go they are shot down, their left hands being cut off and taken as trophies to the Commissary. The soldiers do not care whom they shoot down, and they most often shoot poor helpless women and harmless children. These hands—the hands of men, women and children—are placed in rows before the Commissary, who count them to see the soldiers have not wasted the cartridges. The Commissary is paid a commission of about a penny per pound upon all the rubber he gets ; it is, therefore to his interest to get as much as he can."

আমেরিকান মিশনারী ডাবলিউ. এস. মরিসন 'কঙ্গো ফ্রি স্টেট' সম্পর্কে বলছেন ঃ

"আমার চোখের সামনে যে-সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ড ঘটেছে তার কিছু বিবরণ আমি সামনে রাখছি। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড এই হতভাগ্য দেশে যে-হৃদয়হীন আইন ও কঠোর শৃঙ্খলার মাধ্যমে লুঠ ও সন্ত্রাস চালিয়েছেন এবং এখনও চালাচ্ছেন এগুলো

তারই নিদর্শন। রাজা লিওপোল্ডের নাম করছি কারণ তিনিই প্রধান—সব দায়িত্বটুকু তাঁরই একমাত্র পাওনা। এই স্টেটের একমাত্র মালিক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রচার করেন। ১৮৮৪ সালে যখন আমাদের সরকার স্টেটের স্বাধীন পতাকা মেনে নিয়ে কঙ্গো রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করে তখন মানব-কল্যাণ ও মহামুক্তির বাণীর আড়ালে বেলজিয়াম নৃপতি লিওপোল্ডের নির্দয় ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানা ছিল না। নৃশংসতা কূটবুদ্ধি আর বিবেকহীনতায় অদ্বিতীয় এমন অন্য একজন রাজা বেলজিয়ামের সিংহাসনে পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। অবশ্য রাজা লিওপোল্ডের ও এই রাজপরিবারের লাম্পট্য ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের কথা দুই মহাদেশেই সুপরিচিত। আমাদের সরকার নিশ্চয়ই এই পতাকার স্বীকৃতি দিতেন না, যদি জানা থাকতো একমাত্র রাজা লিওপোল্ডের ব্যাক্তিগত তদ্বির এর পেছনে আছে। আফ্রিকার বুকে এক নতুন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গড়ে উঠবে, যে দাস-ব্যবসা উচ্ছেদের জন্যে আমাদের দেশে প্রচুর অর্থ ও রক্তের অপচয় হয়েছে—আফ্রিকার বুকে তার চেয়ে ভয়াবহ দাসত্ব-প্রথার পত্তন হবে, একথা জানা থাকলে আমাদের সরকার কখনই এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেন না।”

স্যার কেশমেন্ট যখন কঙ্গোর জঙ্গলে ঘুরছেন তখন ‘ফ্রি স্টেট’-এর একজন বেলজিয়ান অফিসারের ডায়েরী হাতে আসে। বহু কথা ও হাজারো প্রসঙ্গের মধ্যে রাজা লিওপোল্ডের এই সুযোগ্য কর্মচারী লিখছেন:

“রবার সংগ্রহের জন্যে কর্পোরাল যখন কাজে যান, তখনই তাঁকে কিছু তাজা কার্তুজ সঙ্গে দেওয়া হয়। অব্যবহৃত কার্তুজ তিনি অবশ্য ফেরৎ আনেন তবে ব্যবহৃত কার্তুজের হিসেব দেখাতে তাঁকে সমান সংখ্যায় মানুষের ডান হাত কেটে এনে দেখাতে হয়। এম. পি. আমাকে বললেন, তাঁরা সময় সময় জন্তু-জানোয়ারের পেছনে এই গুলি খরচা করেন। তাই হিসেব মেলানোর জন্যে একটা জ্যান্ত মানুষের ডান হাত এঁরা কেটে আনেন। এই নিয়ম কতটা কার্যকরী করা হয়েছে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন—এক মাম্‌বোগো নদীর উপকূল ভাগের তামাম অঞ্চলে মাত্র ছ’মাসে ছ’হাজার গুলি খরচ হয়েছে।

এতে বোঝা যায় সম্ভবত ছ'হাজার লোক এখানে খুন বা অঙ্গহীন হয়েছে। আদতে নিহতদের সংখ্যা ছ'হাজারেরও বেশি। কারণ স্থানীয় লোকেরা অভিযোগ করেছে—সেনারা গুলি ব্যবহার না করে বন্দুকের বাট দিয়েই অল্পবয়সী বাচ্চাদের পিটিয়ে মারে।"

হৃদয়হীন কঙ্গো-বিসর্জন যখন এই নিয়মে চলছে রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড তখন কখনও ব্রুসলস্, কখনও লণ্ডন, কখনও বা প্যারীতে। কঙ্গোর অরণ্যে সভ্যতার রোশনাই গোটা আফ্রিকায় আলো বিতরণ করবে—এই কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। প্রহরে প্রহরে তাঁর পানীয়ের রঙ বদলায়। প্রতিরাত্রেই তাঁর শয্যাসঙ্গিনী পাল্টায়। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান শহরে লাম্পট্যে তিনি অদ্বিতীয়। খোদ প্যারীতেই তাঁর নাম ছিল পহেলা নম্বর।

ক্যাপ্টেন লোথ্যার রাজা লিওপোল্ডের ছিলেন সুযোগ্য প্রতিনিধি। রাজার আঁভারসোয়াশ ট্রাস্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ নিয়ে আসেন কঙ্গোতে। মন্‌গোলা তাঁর সদর দপ্তর। কর্মভার নিয়ে তিনি কর্মপদ্ধতি ও শাসন-প্রণালীর কী রদবদল করেন তার বিস্তারিত বর্ণনা অর্থহীন। নিরীহ মানুষকে জঙ্গল থেকে তাড়া করে হত্যা করবার সে ভীতিপ্রদ কাহিনী আমি আদৌ তুলতে চাই না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কর্মভার গ্রহণ করে মাত্র ছ'বছরে স্টেটের আয় তিনি তিনগুণ বাড়িয়েছিলেন।

ক্যাপ্টেন লোথ্যারের মত আর একটি চরিত্র এই মুহূর্তে আমি সামনে পাই না। ধূসর বর্ণের কোটপরা নাজি জার্মানীর অতিবড় নরখাদকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর তুলনা মেলে। শুধু নিগ্রো নিধন নয়, রবারের লোভে একমাত্র কালো কালো মানুষই তিনি হত্যা করেননি, রাজস্ব বৃদ্ধি ও স্টেটের নিরাপদ ব্যবসা অব্যাহত রাখবার জন্যে তিনি প্রয়োজনে শ্বেতাঙ্গ খুন করতেও দ্বিধা করেননি।

মিঃ স্ট্রোকস ছিলেন ব্রিটিশ প্রজা। পূর্ব-আফ্রিকায় তিনি জার্মান সরকারের এক কর্মচারী। ক্যাপ্টেন লোথ্যারের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করছেন। গোপনে কঙ্গো থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করছেন।

ক্যাপ্টেন লোথ্যার ছিলেন ধীর স্বভাবের মানুষ। ডিনার টেবিলে কাঁটা-চামচের মত ধারালো ছুরির ব্যবহার তিনি স্থির মস্তিষ্কেই করতে জানতেন। দূতের হাতে সামান্য ক'লাইনের চিঠি পাঠান। মিঃ স্ট্রোকস্‌কে নিজের ক্যাম্পে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। মিঃ স্ট্রোকস্‌ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। নিমন্ত্রিত অতিথি আপ্যায়নে ক্যাপ্টেন লোথ্যারের প্রস্তুতি কী ছিল জানা নেই, তবে ক্যাম্প থেকে তিনি আর ফিরতে পারেননি। হতভাগ্য মানুষটি আত্মরক্ষার সুযোগও পাননি এতটুকু। ক্যাপ্টেন লোথ্যার নির্দয়ভাবে হত্যা করেন মিঃ স্ট্রোকসকে। অতিথিকে ঘিরে কুর্নিশ করতে করতে যে কালো কালো মানুষগুলো সঙ্গে আসে তাদের একজনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেনি।

কঙ্গোর জঙ্গলে ক্যাপ্টেন লোথ্যারের অবিরাম এই রুধিরোৎসব হয়তো অন্ধকারেই ঢাকা থাকতো। মুক্ত-পৃথিবীর আঙিনায় বোবা মানুষের কান্নার সুর হয়তো এসে পৌঁছোতো না, যদি না অধস্তন কর্মচারীদের কেউ কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করতো।

মিঃ ল্যাক্রো ছিলেন স্টেটেরই কর্মচারী। মনে হয় শেষ পর্যন্ত তার মাথার গোলমাল শুরু হয়েছিল। এন্টিওয়ার্প-এর 'নিত্র গাজতে'-এ তিনি পত্র লিখেছিলেন। মোন্‌গোলাতে ক্যাপ্টেন লোথ্যার যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন চিঠিতে ল্যাক্রো সমস্ত কিছুই প্রকাশ করেন। মুম্‌মুম্‌-বুলায় রবার সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে তিনি নিজে যে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে মিঃ ল্যাক্রো লিখছেন ঃ

"I am going to be tried for having murdered one hundred and fifty men, for having crucified women and children and for having mutilated many men and hung the remains on the village fence."

ক্যাপ্টেন লোথ্যারের সময় আর একজন বিদ্রোহী কর্মচারী ছিলেন মিঃ মোরে। 'পেতি ব্লে'-তে তিনি তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

লণ্ডনে কানাকানি শুরু হয়েছিল আগেই। এবার খোদ ব্রুসলসে

জোরালো প্রতিবাদ উঠলো। প্রতিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ালো। অধস্তন কর্মচারীদের কারো কারো শাস্তি হ'ল। প্রধান প্রধান নায়কেরা আশ্চর্যরকমে রক্ষা পেলেন। ল্যাক্রোর জেল হ'ল।

আর ক্যাপ্টেন লোথ্যার? তিনি স্বয়ং রাজা লিওপোল্ডের স্নেহভাজন। আত্মগোপন করে সোজা ইয়োরোপে পাড়ি জমালেন। এদিকে মোরে-কে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। কম্যাণ্ডেন্ট ডোমস্ যিনি ইয়োরোপে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি নিতান্ত রহস্যজনকভাবে এক জলহস্তীর পেটে গেলেন। ইতালীয়ন প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ব্যাকারিকে কে বা কারা তাঁর কঙ্গো অভিজ্ঞতা প্রেসে যাবার আগেই মদের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে। সে রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

কঙ্গোতে রাজা লিওপোল্ডের সাধারণ বেলজিয়ান কর্মচারীরা ছিলেন বেশির ভাগই নিরুপায়—হতভাগ্য। লোভনীয় বিজ্ঞাপন তাঁদের আকর্ষণ করতো। বছরে পঁচাত্তর পাউণ্ড মাইনে। তারপর বোনাস। চাকরী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একশো পাউণ্ড নগদ অগ্রিম। প্রচুর ক্ষমতা, প্রচুরতর স্ফূর্তি।

কঙ্গোর জঙ্গলে এসে সাধারণ এই শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অনেকের মনুষ্যত্ব থমকে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা তারা চায় সত্য। স্ফূর্তিও তাদের কামনা কিন্তু তাই বলে নিয়মিত মানুষ খুন করতে হবে? হত্যা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠনই তাদের একমাত্র কাজ!

চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু অগ্রিম একশো পাউণ্ডের সমস্তটাই যে নিঃশেষিত। স্টেট্-এর কাছে শেষ পাই পয়সার হিসেব-নিকেশ করে দিতে হবেই। উপায় সামনে একমাত্র পালানো। কিন্তু কোথায় পালাবে? ফেরার হওয়া অসম্ভব। সমস্ত জাহাজ, প্রতিটি জলযানই স্টেটের। ধরা পড়লে সদর দপ্তর বোমার অন্ধকার কারাগারে সারা জীবন পচতে হবে।

মনুষ্যত্ব যার কিছুতেই মরতে চায় না সে শেষ পর্যন্ত একটি পথই বেছে নিয়ে আত্মহত্যা করে। বন্দুকের নল কপালে লাগিয়ে যন্ত্রণা-

কাতর মস্তিষ্ক চূর্ণবিচূর্ণ করে। রক্তাপ্লুত দেহটি স্টেট থেকেই ঘটা করে কবর দেওয়া হয়। পুরোহিত ও বাইবেল হাতের কাছেই থাকে। নজির আছে বহু। এমন ঘটনা ঘটেছে অনেক। কঙ্গো-বিসর্জন নাটকে স্টেট-এর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী মোট কত আত্মহত্যা করেছেন তার হিসেব কেউ রাখেনি। তবে পৃথিবীর অন্য কোথাও কোন সংস্থায়, এ-ধরনের স্টেটে বা কোন বিশেষ কোম্পানীতে আত্মহত্যার এমন হিড়িক আর লক্ষ্য করা যায় না।

ব্রিটিশ নাগরিক মিঃ স্ট্রোকস্-এর হত্যাকাণ্ড বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ব্রুসলস্-র বুদ্ধিজীবী মহল ফ্রি স্টেটের কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। স্ট্যানলির সঙ্গে আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ী টিপো টিপ-এর নিবিড় সম্পর্কে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন সবাই। দাস-ব্যবসা বন্ধ করবার শপথ নিয়ে যে সমিতি কঙ্গোতে কাজ করবে সেই সংস্থার সভাপতি টিপো টিপ কিভাবে হতে পারেন তাঁদের কিছুতেই বোঝানো সম্ভব হ'ল না। স্টানলি যুক্তি দেখালেন, দুর্ধর্ষ আরব-নেতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তি কঙ্গো ফ্রি স্টেটের এখনো হয়নি।

রাজা লিওপোল্ডের কাঙ্গো-নীতি সম্পর্কে পৃথিবীর দিকে দিকে প্রতিবাদ দেখা দিল। 'কঙ্গো রিফর্ম এসোসিয়েশন' লিভারপুলে গঠিত হ'ল। হাউস অব কমন্স-এ বার্লিন এ্যাক্টকে ধিক্কার দিয়ে প্রচার করা হ'ল,

"To the system of forced labour, to the failure to effect anything for the moral welfare of the natives, to the fact that natives avoided contact with Belgian posts and to the neglect by the State of the commercial clauses of the Berlin Act."

রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের নিবিড় সম্পর্ক। দুনিয়ার প্রায় সমস্ত ক্যাথলিক বড় বড় পুরোহিত রাজাকে সমর্থন করেছেন।

রাজা লিওপোল্ড লিভাপুলের কঙ্গো রিফর্ম এসোসিয়েশন সম্পর্কে চটুল মন্তব্য করলেন—নাইজেরিয়া ও সিয়েরা লিয়ন-এ তোমরা কী করছো সে সংবাদ আমারও জানা আছে। নিজের ঘর সামলানোর দায়িত্বটুকু ব্রিটেনের আগে গ্রহণ করা উচিত।

প্রতিবাদ প্রথম দিকে খুব একটা জোরদার হয়ে উঠলো না। ঔপনিবেশিক লুটের হাটে ইয়োরোপের ছোট-বড় প্রত্যেকটি দেশ তখন দিশেহারা। আমেরিকা তার ঘরের নিগ্রো-সঙ্কট সামলাতে ব্যস্ত। তবু রাজার পক্ষ নিয়ে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহল লিভারপুল আন্দোলনকে খাটো করবার প্রচারে নামে। রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়—"The smug men of the study, untravelled in regions wilder than Westminister, St. Albans or Liverpool, are as incompetent to judge of Civilisation in Cangoland as are the Manyema of the lack of it on Park Lane in London."

আমেরিকান প্রেসকে রাজা লিওপোল্ড এরকম হাতে রেখেছেন। সবাই নীরব। আমেরিকান প্রেসের আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ততার অবশ্য কারণ ছিল। গোপনে আমেরিকান ডলার তখন কঙ্গোর জঙ্গলে নুলো বাড়িয়েছে। রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে জে. পি. মর্গান. জন ডি. রকফেলার, টমাস ফরচুন রেন্ ও ড্যানিয়েল গুজেনহাইমের তখন গভীর প্রেম।

রাজা লিওপোল্ড শুধু মার্ক টয়েন-এর সঙ্গে পেরে ওঠেননি। মার্ক টয়েনকে লক্ষ ডলার কবুল করেও 'King Leopold's Soliloquy' প্রকাশ বন্ধ করা যায়নি। কোডাক ক্যামেরার বেরসিক ছবিও তিনি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ব্রিটেন কিন্তু সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। মরেল সাহেবের "রেড রবার" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবী মহলকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিল। 'কঙ্গো রিফর্ম এসোসিয়েশন' ফ্রি স্টেটের অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের দাবী

তোলে। স্যার রোজার কেশমেন্ট ইতিমধ্যেই তার অনুসন্ধান শেষ করেছেন। রাজা লিওপোল্ডের 'কঙ্গো-বিসর্জন' নাটক তিনি প্রমাণসহ দুনিয়ার সামনে মেলে ধরলেন।

প্রতিবাদ উঠেছিল আগেই। রাজা লিওপোল্ডের বিরুদ্ধে এবার ব্রুসলসে আন্দোলন আরও সংহত ও সক্রিয় হতে দেখা গেল। গোটা বেলজিয়ামে রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ পার্লিয়ামেণ্টের দরজায় নতুন এক রাজনৈতিক সঙ্কট টেনে আনে। পার্লিয়ামেণ্টের সঙ্গে রাজার শুরু হয় কঙ্গো কেনা-বেচার দ্বন্দ্ব। বেশ কয়েক মাস পর রাজা লিওপোল্ড তাঁর কঙ্গো-জমিদারী বেলজিয়ান পার্লিয়ামেণ্টের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। রাজার জমিদারী বা ব্যক্তিগত তালুক এখন বেলজিয়ান সরকারের উপনিবেশ হয়ে দেখা দিল।

সময় অতিবাহিত হয়। কাতাঙ্গার অন্ধকার ভূমিগর্ভের অফুরন্ত খনিজের মুঠো মুঠো ঐশ্বর্য তখন আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। 'সোসিয়েতে জেনেরেল দ্য বেলজিক্' লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেছে। সোসাইটির অন্যতম দুই প্রত্যঙ্গ 'কঁপানী দ্য কঙ্গো লুরে লে কমের্স এ লঁ্যান্দস্ত্রি' ও 'কমিতে স্পেশিয়াল দ্য কাতাঙ্গা'। জঙ্গলে রবারের অনুসন্ধানের প্রয়োজন মিটেছে। রোডেশিয়ার রেল লাইন কাতাঙ্গা পর্যন্ত টেনে আনতে 'শঁম্যা দ্য ফের দ্যু বা কঙ্গো ও কাতাঙ্গা' শ্রমিক সংগ্রহ করে চলেছে দৃক্পাতহীন। বিদ্যুৎ উৎপাদনে 'সোসিয়েতে দ্য ত্রাক্সিয়ঁ এ দে লেকত্রিসিতে' বিভিন্ন খনি অঞ্চলে তার টেনে নিয়ে চলেছে।

ক্রীতদাস সরে যায়। নতুন পরিবেশে যন্ত্রের চাহিদায় সৃষ্টি হয় শ্রমিক। রাজার মধ্যযুগীয় আভিজাত্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে অন্তহীন লুট ও ডাকাতির নির্দয় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নতুন নিয়মে কঙ্গো-বিসর্জন শুরু হয়।

গোটা কঙ্গোকে ভাগ করা হ'ল ছয়টি প্রদেশে। লিওপোল্ডভিল কিভু, কাসাই, ইকোয়েটর, কাতাঙ্গা আর ওরিয়েন্টাল। কঙ্গোর

সর্বময় শাসক গভর্নর জেনারেল। তিনি বেলজিয়ান সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি। প্রাদেশিক শাসনকর্তা এক একটি প্রদেশের ভার পেয়েছেন। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ বেলজিয়ান শ্বেতাঙ্গদের অধীন। রাজনৈতিক দল গঠন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিতান্তই বেআইনী। গুলি করে নিয়মিত হত্যা করা বন্ধ হলেও তিলে তিলে খুন করবার নানা কৌশল আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। একই কাজে, সমান দক্ষতার একজন কালা আদমীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর মাইনের ফারাক থাকে চল্লিশ গুণ।

কালা আদমীর দেশ আফ্রিকা। কিন্তু শতবর্ষ ধরে কঙ্গোর ইতিহাসে যে অবিশ্রান্ত কান্না, মহাদেশের অন্য কোথাও তেমন আর কোন নজির নেই। সভ্য মানুষ অন্ধকারের দেশে এসে হয়েছে অরণ্য-আদিম। ধারালো থাবায় হিংস্র জানোয়ারের মত গোটা দেশটাকে শুধু ছিন্নভিন্ন করেছে।

এই কঙ্গো। এই কঙ্গোর পূর্বপরিচয়। আজকের পটভূমির পেছনে মুঠো মুঠো শুধু জমাট অন্ধকার।

আপনি এখানে! কোথায় চলেছেন এদিকে?

পরিচিত কণ্ঠ। মুখোমুখি দেখা। লীনা গুপ্তা একটুকরো হেসে প্রশ্ন করলেন।

—ঝাড়া চার ঘণ্টা চেষ্টা করেও একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারলাম না। স্ট্যানলিভিলের যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে। এখানকার টেলিগ্রাফ অফিস সঠিক কোন জবাবই দিচ্ছে না। আমার না হয় টেলিগ্রাম বিভ্রাট—আপনি এদিকে কেন! আপনি হেঁটে চলেছেন, সাহস তো আপনার কম নয়। গাড়ি কোথায়?

—কী আশ্চর্য যোগাযোগ। আপনি টেলিগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত, আর আমি পড়েছি টেলিফোন বিভ্রাটে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমি লাইন পেয়েছি। পাবলিক টেলিফোনেও মিলিটারীদের এত কি প্রয়োজন
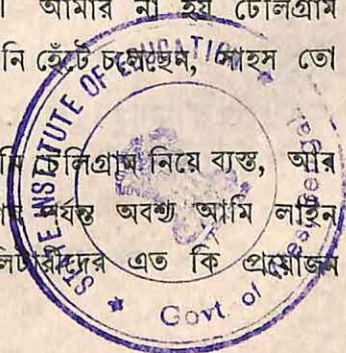
বলতে পারেন? ঐ তো আমার গাড়ি, আপনি যাবেন কোন্ দিকে?

—এক পাত্র কফি না খেলে আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে এক পাত্র গরম কফি আপনারও বড় প্রয়োজন।

—আপনার আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি। চলুন আমরা কফি খাই।

লীনা গুপ্তা তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। বললাম,

—সামনেই তো ভাল রেস্তোঁরা দেখছি। কফি আমরা এখানেই খেয়ে নিতে পারি।

—আপনি লেয়োতে নতুন, কফি খেতে হলে আপনি আমার সঙ্গে আসুন। তা'ছাড়া বসবার মত পরিবেশ না হলে গোটা কফিটাই মাটি হয়।

লীনা গুপ্তার গাড়িতে এসে বসলাম। বিরাট আমেরিকান ঝলমলে গাড়ি। ম্যানিকিওর করা নরম আঙ্গুলে অল্প নাড়া খেয়েই গাড়ি নড়েচড়ে ওঠে। একটা মেয়েলী গন্ধ সারা সিট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

লীনা গুপ্তাকে আমি দেখেছি কয়েকবার। মিসেস সাহানীর বাড়তে ক'বার, অন্যত্রও কয়েক জায়গায় দেখা হয়েছে। প্রচুর অর্থ, প্রচুরতর সাহেবিয়ানা ছাড়া ভদ্রমহিলার পুঁজি সামান্যই। বেশির ভাগ সময়ে তিনি আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন, কঙ্গো পরিস্থিতি সম্পর্কে আশ্চর্যরকম নিরাশক্তি দেখে মনে হয়েছে রাজনীতি আদৌ তাঁর পছন্দ নয়।

লীনা গুপ্তার প্রথম দিকটা কেটেছে নাইরোবিতে। কনভেন্টের আড়ও ধোলাই তাঁর মনে যখন পাকা হয়ে বসেছে তখন তিনি কিশোরী। গেছেন লণ্ডন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন সবে ইয়োরোপের প্রধান প্রধান শহরে ধ্বংসস্তূপ রেখে গেছে। লেখাপড়া শেষ করে ও না করে বিস্তর ঘুরেছেন। কিছু না করার আনন্দ নিয়েই প্যারীতে কাটিয়েছেন কয়েক মাস। তারপর আসেন বার্লিন। কুরফুস্টেনডামের কাফে-টেরস-এ হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গির নরম একটা আখ্যান নাকি আছে।

তারপর লীনাকে লিওপোল্ডভিলে পিতার আশ্রয়ে ফিরে আসতে দেখা যায়।

পিতা সি. বি. গুপ্তা একজন দাপুটে ব্যবসায়ী। কপর্দকহীন অবস্থায় এদেশে আসেন। জন্মস্থান কানপুরে। ভারত ত্যাগ করেছেন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। একজন ক্ষমতাশালী ইংরেজের সাহায্যে তিনি অল্পদিনেই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করেন। মদ স্পর্শ করেন না। সকাল-বিকেল পূজো করেন নিয়মিত। স্ত্রী বিয়োগের পর এদেশেরই একজন কালো মহিলাকে সংসার দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেন। শোনা যায় ঐ কালো মহিলার দাপটেই লীনাকে লণ্ডন পাঠাতে মিঃ গুপ্তা বাধ্য হন। আমার সঙ্গে একদিনই দেখা। মিসেস সাহানী মেদবহুল বিরাট মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। গিনিপিগের মত ছোট্ট কুকুরের পশমে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে হেসে বলেছিলেন,—হোয়াট এ লাভলি ডিম্পল্।

হাসলে আমার গালে নাকি টোল খায়।

এ সমস্ত আমার শোনা কথা। মিসেস সাহানীর কাছে শোনা। মিসেস সাহানী খবরও রাখেন বিস্তর। ভারতীয় দূতাবাসের কোন্ অফিসারের স্ত্রীকে জাতিসংঘের এক জাদরেল মিলিটারী অফিসারের জীপে দেখা গেছে, রেডক্রশের অন্যতমা কর্মী মিসেস পাওয়েল একজন আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও ইদানীং একটা নিগ্রো যুবাকে নিয়ে কী রকম যাচ্ছেতাই করছেন। এমন কী কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট যোশেফ কাসাভুবুর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কোন্ মহিলা বিশেষরকম প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, এমন—মুখরোচক সংবাদ মিসেস সাহানীর কাছে বিস্তর পাওয়া যায়।

অল্প একটু পথ। বড় সড়কের মাথায় মিস লীনা গুপ্তা গাড়ি রাখলেন। চাবি খুলে নিয়ে একটুকরো হেসে বললেন,

—আপনি কিছু চিন্তা করছেন মনে হচ্ছে।

—দুশ্চিন্তা।

—আপনার আবার কী হ'ল ? দুশ্চিন্তা তো আমি জানি একমাত্র

আমার বাবার। ব্যবসার টাকা কোথায় গুটিয়ে কোথায় ঢালবেন এই তাঁর একমাত্র চিন্তা।

গাড়ি থেকে নেমে লীনার সঙ্গে এক রেঁস্তোরায় এসে ঢুকি।

—শুধু কফি?

—হ্যাঁ, শুধু গরম কফি।

নিগ্রো ওয়েটার কান থেকে পেন্সিল নিয়ে স্লিপে নোট করে নিয়ে গেল।

—আপনার দুশ্চিন্তার কথা শোনা হ'ল না। কী হয়েছে আপনার?

—আমার এক সহকর্মীকে পাওয়া যাচ্ছে না। একজন ইংরেজ সাংবাদিক পালাতে পেরেছেন, তিনজন ধরা পড়বার পর তাঁদের লিওপোল্ডভিলে ফেরত আনা হয়েছে। তাঁরা এখন জেলে আছেন। কিন্তু আমার সহকর্মী স্মিথের কোন হদিস নেই।

—কোথায় ছিলেন তিনি?

—ব্যাকঙ্গো।

—ব্যাকঙ্গো তো কাসাই-এর এখন সবচেয়ে গোলমেলে জায়গা। শুনেছি লুমুম্বা গোটা বালুবা উপজাতি ধ্বংস করবার জন্য তৈরি হয়েছেন।

—Crime of genocide, the destruction of an entire race—কাতাঙ্গা রেডিও শুনে বলছেন নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, রেডিওতে আজ সকালে এইরকম শুনলাম।

—ওটা শোম্বের বাড়াবাড়ি। কলন্জিকে পৃথক কাসাই লুমুম্বা কিছুতেই গড়তে দেবেন না—আসল বিরোধটা সেখানেই। অবশ্য স্মিথ গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে জিন বলিকঙ্গো ধরা পড়ার একটা যোগসূত্র পাওয়া গেছে। বলিকঙ্গোকে গ্রেপ্তার করে লুমুম্বা লিওপোল্ডভিলের জেলে আটক রেখেছেন কিন্তু স্মিথের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। জাতিসংঘের সদর দপ্তর হয়েছে পুরোপুরি বাজার। একটা খবর দিতে পারে না। আমি নিজে আজ সকালে রাজ্যেশ্বর দয়ালের সঙ্গে দেখা করেছি। আমার ভয়, বোধ হয় স্মিথের গুরুতর কিছু ঘটেছে।

—জিন বলিকঙ্গোকে গ্রেপ্তার করে লুমুম্বা মোটেই ভাল করেননি।

—ব্যাপারটা আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। তবে গ্রেপ্তার করে বলিকঙ্গোকে লিওপোল্ডভিলের জেলে আটক রাখা লুমুম্বার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। 'পুনা পার্টি' ইকোয়েটর ও লিওপোল্ডভিলে যথেষ্ট শক্তিশালী। পঁচিশটা খুদে পার্টি এক হয়ে তৈরি করেছে পুনা পার্টি। তা'ছাড়া জিন বলিকঙ্গো একজন প্রাচীন লোক—লুমুম্বার সংগে গোলমাল শুরু হয়েছে সম্প্রতি। এখন শুনছি কাসাভুবুর সংগে তাঁর একটা গোপন চুক্তি হয়েছে।

—রাজনীতি আমি বুঝি না। গোলমাল কবে মিটবে বলতে পারেন ?

—সহজে মিটবে বলে মনে হয় না।

কফি এলো। কফির পটটি হাতে নিয়ে লীনা গুপ্তা বলেন,

—মিলিটারীদের জ্বালায় কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। রেঁস্তোরাতেই এই অবস্থা, বারে কী রকম ভিড় তাই ভাবছি।

—একমাত্র ইউ. এন. সেনাই এখানে আছে আট হাজারের মত। রেঁস্তোরা আর বারই এদের একমাত্র রণাঙ্গন।

লীনা গুপ্তা আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে বললেন,

—আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো, কিছু মনে করবেন না ?

—কী বলবেন আপনি ?

—মিসেস সাহানী যদি এখন এই রেঁস্তোরায় এসে হাজির হন ?

—কফি পান করতে অনুরোধ করবো।

—কিন্তু তিনি আপনার সংগে আমাকে দেখলে অসম্ভব চটে যাবেন ?

—কেন ?

—তিনি আদৌ পছন্দ করবেন না।

—বুঝলাম না।

—আপনি মিসেস সাহানীকে জানেন না, তাই আমার কথাগুলো আপনার কাছে একটু বেখাপ্পা লাগছে। ভদ্রমহিলার মনটি বড় ছোট।

যদিও মিসেস সাহানীর মাধ্যমেই আপনার সংগে আমার পরিচয় কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হোক তিনি মোটেই চান না।

—নতুন কথা শুনলাম। আমি অবশ্য ভদ্রমহিলা সম্পর্কে খুব একটা ভেবে দেখিনি—মিঃ সাহানীর খাতিরেই তাঁর সংগে আমার পরিচয়। আপনার অনুমান ভুলও তো হতে পারে।

কফির পেয়ালা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে মিস লীনা গুপ্তা একটুকরো হাসলেন। চিত্রার্পিতের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নত করে বললেন,

—মিসেস সাহানীর সব সহ্য হয়, কিন্তু পরনিন্দার বহর ইদানীং আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমার মনে হয় ইতিমধ্যে আমার সম্পর্কেও আপনাকে নিশ্চয়ই কিছু লাগিয়েছে। আপনি সে-সব কথা বিশ্বাস করেন ?

বার্লিনে হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গির কী যেন একটা আভাস দিয়েছিলেন মিসেস সাহানী। কী বলেছিলেন সঠিক আমার স্মরণেও নেই। একদিন গোটা ব্যাপারটা খুলে বলবেন এইরকম মিসেস সাহানী যেন বলেছিলেন। লীনা গুপ্তার কথায় একটু সতর্ক হবার চেষ্টা করি। হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বললাম,

—মিসেস সাহানী আমাকে কিছু বলেননি। আর অপরের কথায় আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেবো, পাকাপাকি একটা বিশ্বাস তৈরি করবো—এমন মন ও বুদ্ধি নিয়ে আমি চলি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারি মিসেস সাহানীর ব্যবহারে আপনি আহত হয়েছেন। নিন, কফি আপনার ঠাণ্ডা হচ্ছে।

লীনাকে আজ একটু অন্যরকম দেখলাম। প্রাচুর্যের শেষ নেই তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। হয়তো কোথাও বড় একাকী। বার্লিনের হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গি পর্ব আমার জানা নেই, কিন্তু সে আখ্যান জুড়ে মিসেস সাহানী যে লীনাকে খাটো করবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাই। ঘড়ি দেখে বললাম,

—রাত ন'টার আগে আমার হাতে কোন কাজ নেই, আপনার প্রোগ্রাম কী?

—আজ আমার ঠাসা প্রোগ্রাম। সকাল থেকেই তাই আনন্দ করছি। আজ আমার জন্মদিন, মিঃ সেন।

—কী কাণ্ড! আপনি এখানে আমার সঙ্গে। বাড়ির উৎসব ওদিকে মাটি হতে বসেছে।

—আজ আমিই একমাত্র এই তারিখটা মনে রেখেছি। এই কফির টেবিলেই উৎসবটুকু সেরে নিলাম।

লীনার কথায় একটা চাপা অভিমানের সুর লক্ষ্য করি। আবহাওয়া সহজ করে নিয়ে বলি,

—আপনাকে আমি যদি কিছু উপহার দিতে চাই আপনি কী পছন্দ করবেন?

—রাত ন'টায় এমন কী কাজ!

—যে তিনজন ইংরেজ সাংবাদিক ব্যাকঙ্গোতে ধরা পড়ে লিওপোল্ড-ভিল জেলে আটক আছেন, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে যাবো। আর্মি-জেনারেল আমাকে রাত ন'টায় সময় দিয়েছেন দেখা করবার।

—রাত ন'টার এখনও বেশ দেরি। চলুন আমরা গাড়িতে একটু বেড়াই। আপনার অমূল্য সময় একটু উপহার দিন।

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। রেঁস্তোরার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কর্মচারীর দল এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি শুরু করে। খাবার সুমুখ করে যাঁরা চেয়ার দখল করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছেন। যে লোকটা টাকা-পয়সার হিসেব রাখেন তাঁকে দেখি ড্রয়ার থেকে গোছা গোছা নোট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যাগে পুরছেন। আর চীৎকার করছেন একটানা—বন্ধ কর। গেট বন্ধ কর। কাঁচের শার্সিগুলো বন্ধ করে দাও!

লীনার ভয়ার্ত কণ্ঠ,

—কী ব্যাপার মিঃ সেন?

—বাইরে হয়তো আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিছুই বোধগম্য হয় না। থ' হয়ে এত মানুষের আনাগোনা, ছুটোছুটি লক্ষ্য করলাম। রেঁস্তোরায় শ্বেতাঙ্গ কয়েকজনকে একত্রিত হয়ে জটলা পাকাতে দেখি। ইউ. এন. আর্মির নিগ্রো সেনারা রেঁস্তোরা ত্যাগ করে যেতে শুরু করলো।

—মাপ করবেন, রেঁস্তোরার পেছনে একটা চোরা রাস্তা আছে, ইচ্ছে করলে আপনার ঐ পথে বেরুতে পারেন। আপনার সঙ্গে মহিলা আছেন। রেঁস্তোরার মধ্যে কিছু ঘটলে আমরা কোন দায়িত্ব নেবো না।

তাকিয়ে দেখি পাশে এক নিগ্রো কর্মচারী। নিতান্তই ভীত ও উত্তেজিত। তাড়াহুড়ো করে কথাগুলো বলে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

—ব্যাপার কী? সামনের গেট বন্ধ করা হ'ল কেন?

—মিছিল। বেওয়ারিশ জনতা হঠাৎ প্রধান সড়ক আক্রমণ করেছে। যদিও সেনাদের গাড়ি সমানে টহল দিচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই।

—আধ ঘণ্টা আগেও আমরা কিছুমাত্র উপদ্রব দেখিনি। এ মিছিল কাদের?

—বলতে পারবো না। আমাদের প্রেসিডেন্টের রেডিও বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে এই মিছিল রাস্তায় নেমেছে। এইমাত্র প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তিনি প্যাট্রিস লুমুম্বাকে বরখাস্ত করেছেন। এই গুণ্ডার দল হয়তো বক্তৃতার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঐ ওরা আসছে। চীৎকার শুনতে পাচ্ছেন?

আমি নিজে সাংবাদিক কিন্তু নিগ্রো কর্মচারীর সংবাদ আমাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিল। লীনা আমার কোটের প্রান্ত স্পর্শ করে বলেন,

—আসুন আমরা চোরা পথেই পালাই। আমার জন্যে ভাববেন না, আমার সঙ্গে রিভলভার আছে। গাড়িতে একবার উঠে বসলে আমরা নিরাপদ।

লীনা আমার মতের অপেক্ষা করলেন না। সামনে এগিয়ে চললেন। মাথায় আমার কোন কথাই নিচ্ছিল না। যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করি। আমাদের তবু থামতে হ'ল। যাঁরা ঐ পথে পালাতে চেষ্টা করছিলেন তাঁদেরও দেখলাম ফিরে আসতে। ওদিকটাও নাকি নিরাপদ নয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা দৌড়োচ্ছে।

ফিরে এলাম পূর্বের টেবিলে। ইউ. এন. সেনাদের পাহারায় শ্বেতাঙ্গ কয়েকজনকে দেখলাম কী আশ্চর্যরকম অসহায়। ট্রানজিস্টার রেডিওকে ঘিরে ওদিকের টেবিলে একটা ছোটখাটো জনতা তৈরি হয়েছে। বন্ধ দরজা-জানালা ভেদ করে রাস্তার মিছিলের চীৎকার নিকটবর্তী হতে থাকে ঃ

—লুমুম্বা নিপাত যাক! লুমুম্বাকে হত্যা কর! দেশদ্রোহী লুমুম্বাকে ধ্বংস কর! যোশেফ কাসাভুবু জিন্দাবাদ!!

বাইরের অশান্ত আবহাওয়া রেঁস্তোরার ভেতরেও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অসামরিক কঙ্গোলিদের মধ্যে ছুটো দল ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। অল্পবয়সী এক তরুণ ছোকরাকে দেখলাম টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলো। জঙ্গী চেহারা। বক্তৃতার ঢঙ শুনে মনে হয় জমায়েতে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে জানে ঃ

বন্ধুগণ! আমি সংক্ষেপে ছু'চার কথা আপনাদের সামনে রাখবো। কঙ্গো-প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্যে আমাদের প্রিয় নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা যখন প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছেন তখন দেশদ্রোহীদের চক্রান্ত বেলজিয়ান প্রধানমন্ত্রী গ্যাস্টন আইস-কেনস্-এর ষড়যন্ত্রকেও হার মানিয়েছে। লুমুম্বা-বিরোধী এই চক্রান্ত ঔপনিবেশিকতাবাদীদের সুবিধে করে দিচ্ছে। কঙ্গোর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করাই এদের কাজ। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে প্রধান-মন্ত্রীর পদ থেকে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু একটি রেডিও-ভাষণের

মাধ্যমে বরখাস্ত করতে পারেন না। প্যাট্রিস লুমুম্বা কঙ্গোর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। কঙ্গো সরকার, কঙ্গো পার্লিয়ামেন্টকে পরামর্শ না করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিশ্বাসঘাতক কাসাভুবু…

যুবার বক্তৃতা বাধা পায়। যমদূতের মত এক নিগ্রো হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে যুবাকে এক ঝট্‌কায় টেবিল থেকে নামিয়ে নিজে বক্তৃতা শুরু করে। হট্টগোল ও চেঁচামেচির মধ্যে কিছুই শোনা যায় না। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাবার আগেই ছু'টি দলের মধ্যে উপস্থিত ইউ. এন. সেনারা ব্যবধান রচনা করে।

—বেকায়দায় পড়ে আটকে গেলাম। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ন'টার প্রোগ্রাম আমি রাখতে পারবো না।

লীনা গুপ্তা বললেন,

—হয়তো আমি সঙ্গে থাকায় আপনাকে আরও বিব্রত হতে হচ্ছে।

—সে কিছু নয়—বাইরে বেরুনোই তো একটা সমস্যা।

আরও কিছুক্ষণ গেল। বাইরের হুড়োহুড়ি খানিকটা প্রশমিত হয়। মিছিল এবার অন্য পথ ধরেছে। উপস্থিত ইউ. এন. সেনাদের সক্রিয় হতে দেখা যায়। মেন গেট খুলতে আরও কিছু সময় গেল। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে দেখি বিক্ষিপ্ত মানুষের দ্রুত আনাগোনা অব্যাহত আছে। মিলিটারী ভ্যান রাস্তা টহল দিচ্ছে।

লীনা গুপ্তাকে আমার ভাল লাগছিল। বেশ শক্ত মেয়ে। সাহস ও বুদ্ধি তারিফ করবার। লীনা বলেন,

—আমরা বড় সড়কটা বাঁচাবো—ডান দিকের রাস্তা ধরে উপদ্রুত অঞ্চলটা এড়াতে চেষ্টা করবো।

—সুন্দর প্রস্তাব। এ জায়গাটা এখনই আমাদের ত্যাগ করা দরকার।

—আজকের জন্মদিন আমার অনেকদিন মনে থাকবে। অনেক ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ কাকে? আমাকে, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে, না কাসাভুবুকে?

লীনার হাসি হঠাৎ থমকে গেল। গিয়ার পাল্টে সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন,

—লক্ষ্য করুন তো মিঃ সেন, দুটো নিগ্রো রাস্তা আটকে আমাদের গাড়ি থামাতে বলছে।

সিগারেট ধরাচ্ছিলাম তাই নজর করিনি। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি দু'জন নয়—তিনজন। গাড়ির গতিরোধ করবারই চেষ্টা করছে। লীনা প্রায় মুখোমুখি এসে গাড়ি থামালেন।

রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। আলোও ছিল অপ্রচুর। গাড়ি থামাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটে কালো মুখ সামনে এগিয়ে এলো। একজন গাড়ির দরজা খুলে প্রথমে আমাদের দেখে একটু অবাক হ'ল। তারপর বললো,

—আপনারা কারা? ইউ. এন. স্টাফ?

—না। আমি সাংবাদিক, ভারতীয়।

—জরুরী প্রয়োজন, আমাদের রেডিও স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। ট্যাক্সি নেই—তাই অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি।

—মাপ করবেন, আমাদের অন্য জরুরী কাজ আছে।

—আমাদের অনুরোধ রাখুন। আপনাদের সময় নষ্ট হবে সামান্য। কিন্তু রেডিও স্টেশনে আমাদের এখনই পৌঁছোতে হবে।

আমাদের জবাবের কোনো প্রয়োজনই যেন নেই। তিনজনই ঝটপট পিছনের সিটে উঠে বসলো।

লীনা ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান,—আপনারা আমাকে বাধ্য করছেন?

প্রথম যুবা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে বলে,—আমাদের প্রয়োজন এত জরুরী যে জোর করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। দয়া করে আমাদের পৌঁছে দিন। একদম সময় নেই। প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার।

ভেবেছিলাম মতলববাজ তিন জোচ্চর। বিশৃঙ্খল শহরে গাড়ি আটকে চুরি-রাহাজানির মতলবে মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে গাড়ি আটকানো এদের কাজ। কিন্তু নিগ্রো যুবার কথা ও ভাবভঙ্গী কিছুটা অন্যরকম। রেডিও স্টেশনের পথটিও চুরি-বাটপাড়ির পক্ষে প্রশস্ত নয়। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাতেই লীনাকে ইশারায় গাড়ি চালাতে বলি। পেছনে এক নজর তাকিয়ে প্রশ্ন করি,

—প্যাট্রিস লুমুম্বার রেডিও বক্তৃতার কথা তো শুনিনি। রেডিও স্টেশনে তিনি আসছেন নিশ্চয়ই বক্তৃতা দিতে?

—আপনার অনুমান সত্যি। আমরাও কিছু জানতাম না। এইমাত্র ফোনে খবর পেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আপনি সাংবাদিক সেখানে আপনার উপস্থিত থাকাও দরকার। জানান দিয়ে প্যাট্রিস সেখানে আসছেন না নিশ্চয়ই। প্যাট্রিস লুমুম্বার সব খেয়াল থাকে, শুধু তিনি যে বিপদাপন্ন হতে পারেন সে বোধ তার কোন দিনই নেই।

—আপনি কি এম এন সি পার্টির সভ্য?

—হ্যাঁ, আমরা সবাই ঐ পার্টির কর্মী।

—রেডিও স্টেশন, পোস্ট-অফিস, তা'ছাড়া সরকারী ভবনে সর্বত্রই ইউ. এন. গার্ড আছে। রেডিও স্টেশনে কোন গণ্ডগোলই হবে না।

—ইউ. এন. সেনারা এখন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আবাকো পার্টির ভাড়াটে গুণ্ডাদের লুটপাটের মিছিল তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

রেডিও স্টেশন বেশি দূরের পথ নয়। সারা রাস্তা লোকটা কথা বলে গেল। অন্য দুই নিগ্রো আরোহী চুপচাপ বসে রইলো। গাড়ি কিছুটা দূরেই থামাতে হ'ল। রেডিও স্টেশনের মুখটায় অসম্ভব ভীড়। সামরিক ভ্যান, কঙ্গোলি ও ইউ. এন. আর্মি গোটা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে।

গাড়ি থামানোর সঙ্গে সঙ্গে তিন নিগ্রো আরোহী দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়। কৃতজ্ঞতা জানালো মিষ্টি হেসে। তারপর ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে ফিরে তাকিয়ে লীনা বলেন,

—একদম রাজনীতির মধ্যে এসে গেছি।

—তিনটে নিগ্রোর সুবিধে হয়েছে কিন্তু আমার হয়েছে লাভ। একটাও প্রেসের গাড়ি দেখছি না। আপনি একটু বসুন। আমি একটু নেমে দেখি।

গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগিয়ে যাই। একটা থমথমে ভাব। সামরিক অসামরিক বিস্তর মানুষ। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। কঙ্গোলি সেনারা একদিকে, ইউ. এন. সেনা উল্টোদিকে পাহারায় নিযুক্ত।

হঠাৎ নজরে পড়লো। একটা খাকি জীপকে কেন্দ্র করে বেশ খানিকটা ভিড়। হঠাৎ থমথমে গুমোট ভাব প্রচণ্ড জয়ধ্বনিতে চমকে উঠলো। জনতা চীৎকার শুরু করে ঃ

প্যাট্রিস লুমুম্বা জিন্দাবাদ! ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো জিন্দাবাদ!!

আমি জীপটার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করি। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল। একে-তাকে পাশ কাটিয়ে গাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

একটা ট্রানজিস্টার রেডিওকে ঘিরে এই জনতা। প্যাট্রিস লুমুম্বা পৌঁছে গেছেন অনেকক্ষণ। তিনি তাঁর বক্তৃতা হয়তো শেষ করছেন ঃ

কঙ্গোর মাটি থেকে শেষ বেলজিয়ান সেনা ও শ্বেতাঙ্গ ইউ. এন. ফৌজ তুলে নিলেই শান্তি ফিরে আসবে। ইউ. এন. ও. কঙ্গোর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা যে ব্যবস্থা উপেক্ষা করেছে সেই ঔপনিবেশিক শাসনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই আমি সংগ্রাম করি। এদেশের বিলাসী পুঁজিবাদী দেশদ্রোহীদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না, বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী গ্যাস্টন আইসকেনস্-এর সঙ্গে আমি গোপন চুক্তিতে বসতে পারি না, তাই আমি দেশদ্রোহী রুশ প্রেমিক। প্রেসি-ডেন্ট কাসাভুবু ও বিশ্বাসঘাতক শোম্বে আমাকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে

বরখাস্ত করেছেন। আমি জোর করে অধিকার হাতে রাখতে চাই না। কঙ্গোর জনসাধারণ একমাত্র বিচারক। তবে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি ঘোষণা করি, যে আইন ও ন্যায়-নীতি মেনে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু ঘন্টা দেড়েক আগে আমাকে এই রেডিও স্টেশন থেকে বরখাস্ত করেছেন, সেই অনুশাসন ও আইন মেনে আমি যোশেফ কাসাভুবুকে কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বরখাস্ত করলাম।

রেডিও আর শোনা গেল না। বিপুল হর্ষধ্বনি ও চীৎকার চেঁচমেচি শুরু হ'ল। জনতা ইউ. এন. রক্ষীদের বেষ্টনী ভাঙবার চেষ্টা শুরু করে।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। দ্রুত গাড়ির দিকে ফিরে চললাম। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম, শহরের অবস্থা এই মুহূর্তে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৌছে যাবে। একদিকে ইউ. এন. ও. বাহিনী ও কঙ্গোলি সেনা, অন্যদিকে এম এন সি পার্টি ও লুমুম্বাপন্থী জনতার সঙ্গে কসাভুবুর আবাকো পার্টির দাঙ্গা যে কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে।

—শুনলাম প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছেন। রেডিও স্টেশনে পৌছে গেছেন লুমুম্বা।

—বক্তৃতা এতক্ষণে হয়তো শেষ হয়েছে। অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাবে বলে ভয় হয়। ঘন্টা দেড়েক আগে প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু এই রেডিও স্টেশন থেকে বরখাস্ত করে গেছেন। এখন প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুকে বরখাস্ত করলেন।

—প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুকে লুমুম্বা বরখাস্ত করলেন?

—রেডিওতে প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার বক্তৃতা শুনলাম।

—মিঃ সেন!

পাশ থেকে আমার নাম ধরে ডাকতে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাইকেল কোকোলো।

—হ্যালো? আপনি কতক্ষণ?

—প্যাট্রিসকে অনুসরণ করে আমি এখানে এসেছি। অন্য পাঁচজনের মতই রেডিও বক্তৃতা শুনলাম। আগের থেকে কিছুই জানতে পারিনি। ইউ. এন. হেড কোয়ার্টার্স-এ এখনই একবার আমাদের যাওয়া দরকার। শুনলাম রাজ্যেশ্বর দয়ালের সঙ্গে যোশেফ কাসাভুবুর একটা বৈঠক আছে রাত এগারোটায়।

মাইকেল কোকোলোর সঙ্গে লীনার আলাপ করিয়ে দিলাম। রেডিও স্টেশনে পৌঁছে যাবার পেছনের ঘটনা খুলে বললাম। সব শুনে বললেন,

—কিন্তু সময় নষ্ট না করে এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনা।

পেছনের গণ্ডগোল চলছিলই। চীৎকার যেন এবার আরও বাড়তে থাকে। ইউ. এন. সেনারা ভিড় সরিয়ে রাস্তা পরিস্কার করতে ব্যস্ত। একজন ইউ. এন. সার্জেণ্ট আমাদের কথার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। আমরা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। লীন ছিলেন গাড়িতে। আমাদের পরিচয় শুনে লীনার গাড়িটির দিকে কয়েকবার লক্ষ্য করে বললেন,

—আপনাদের গাড়িতে প্রেস-চিহ্ন নেই। সঙ্গে আপনাদের পরিচয়পত্র আছে?

—হ্যাঁ।

মাইকেল কোকোলো পকেটে হাত দিতেই সার্জেণ্ট হেসে বললেন,

—পরিচয়পত্র আমি দেখতে চাই না। আমি সন্দেহ করিনি, তবে 'প্রেস-চিহ্ন' আপনাদের গাড়িতে থাকা উচিত ছিল। গতকাল চেক-রাষ্ট্রদূতকে আমি ভুল করে আটকে ফেলেছিলাম। সঙ্গের যে ভদ্রলোককে আমি একজন দুষ্কৃতকারী বলে ঠাউরেছিলাম, তিনি ছিলেন আসলে লিওপোল্ডভিল আইনসভার চেয়ারম্যান।

ইউ. এন. সার্জেণ্ট বেশ রসিক লোক। ভদ্রলোক ইউ. এন.

সেনাবাহিনীর ঘানা ফৌজের একজন। আমাদের আর একবার সতক করে ভিড় হটাতে শুরু করলেন।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা, জিন্দাবাদ! ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো, জিন্দাবাদ !!

মাইকেল কোকোলো বলেন,

—প্রধানমন্ত্রী হয়তো রেডিও স্টেশন ত্যাগ করেছেন। আপনি গাড়িতে উঠে পড়ুন। আমি অন্য গাড়িতে যাবো। ইউ. এন. হেড কোয়াটার্স-এ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। রাত এগারোটায় রাজ্যেশ্বর দয়ালের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর বৈঠক হবে কিনা সেটা ওখানেই জেনে নিতে হবে।

লীনার কাছে বিদায় নিয়ে কোকোলো চলে গেলেন। আমি গাড়িতে এসে বসি। একটার পর একটা সামরিক ভ্যান নড়েচড়ে ওঠে।

লীনা বলেন,

—প্রধানমন্ত্রীকে একটু দেখে যাই। আমরা পেছনে অনুসরণ করবো।

হেসে বললাম,

—সেই ভাল! আমরা সামরিক কনভয়ের পেছনে থাকবো।

প্রায় দশখানা সামরিক ভ্যানকে সামনে রেখে অতি সাধারণ হুড-খোলা কালো গাড়িতে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে দেখতে পেলাম। ক্লান্ত মুখশ্রী, দীর্ঘ একহারা মানুষটি দুপাশের জনতা ও সেনাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। একদিকে কঙ্গোলি বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অন্য পাশে অপরিচিত আর একটি মুখ। কিন্তু ইউ. এন. বাহিনীর কাউকে নজরে পড়লো না।

পেছনেও আরও খানকয়েক সামরিক ভ্যান। লীনা যেন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। মিছিলের, শেষে নিজের গাড়িটির পথ করে নিলেন।

—আপনি এখন যাবেন কোথায়?

—আপনার বাড়িতে।

—কেন, আপনি ইউ. এন. হেড-কোয়ার্টার্স-এ যাবেন না।

—তার আগে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার।

—সে কি, গাড়ি তো আমি চালাচ্ছি। আমি একাই পৌঁছোবো বাড়িতে।

—সে হয় না।

—আপনি ফিরবেন কেমন করে?

—আপনার বাড়ি থেকে ইউ. এন. কোয়ার্টার্স পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ। ব্যুলেভার আলব্যার-এ সামরিক পাহারাও থাকে রাত্রিদিন।

হোটেলের গেট ও দু'দিকের রাস্তাতেও সেনাবাহিনীর বেষ্টনী আমাকে অবাক করলো। অসামরিক জনতার চিহ্ন ছিল না পথে, তবু আমার হোটেলের সামনে এই সেনাবাহিনীর পাহারার কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

হোটেল সাবেনা লিওপোল্ডভিলের অন্যতম অভিজাত হোটেল। এখনও এই হোটেলে বহু শ্বেতাঙ্গ বাস করছেন। আমার মত বিদেশী রিপোর্টার ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি আছেন কিছু। জাতি-সংঘের সদর দপ্তর পাল্টানোর আগে সুইডিশ অফিসার ও ভারতীয় কয়েকজন প্রতিনিধি এখানে থেকে গেছেন। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অনেকেই কঙ্গোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে ব্রাজাভিলের ফেরী সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়ায় শেষের দিকে অনেকেই পালাতে পারেননি। যাঁরা একটু বেশি আশাবাদী, অল্পদিনেই সব হাঙ্গামা চুকে যাবে বলে মনে করেন, তাঁরাও এইসব অভিজাত হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন।

হোটেলের সামনে পাহারা অবশ্য এ ক'দিন ছিলই। একটা জীপ ও চারজন সেনাকেই আমি লক্ষ্য করেছি। আজকের আয়োজন সে তুলনায় বিপুল বলা যেতে পারে।

লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফ্‌টের দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। যান্ত্রিক গোঙানী নিয়ে ওপর থেকে লিফ্‌ট নিচে নামলো। এক গাল হেসে লিফ্‌টম্যান দরজার ভাঁজ খুলে অভিবাদন করে।

ওপরে এসে আমার ঘরের দিকে চলেছি, বাঁকের মুখে নজরে পড়লো সামরিক পোষাকে মজবুত চেহারার দুই সেনা আমাকে থামতে বলে। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাতেই একজন আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলো। আমি কোটের পকেট হাতড়ে আমার প্রেস-কার্ডটি শুধু হাতে তুলে দিলাম।

—আপনি রিপোর্টার?

—হ্যাঁ।

—এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন?

—আমার গতিবিধি সম্পর্কে আপনাকে সব খুলে বলতে হবে নাকি?

—আপনার গতিবিধি সম্পর্কে আমি জানতে চাই না, শুধু এটুকু জানালেই খুশী হবো। কাল রাত থেকে আপনি হোটেলে ফেরেননি, আজ দুপুরের পরেও আপনি অনুপস্থিত। হোটেলের প্রতিটি মানুষের পরিচয় ও খোঁজখবর করার কাজে আমি নিযুক্ত। এই হোটেলে আমরা একজন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই হোটেলের প্রতিটি ঘর তালাশ করবার অধিকার আমার আছে।

একটু চেষ্টাকৃত হাসি টেনে বললাম,

—দেখুন, এইমাত্র আমি হোটেলে ফিরলাম। কতক্ষণ ঘরে থাকতে পারবো জানি না। জরুরী কোন ফোন এলে হয়তো এখনই আমাকে ছুটতে হবে। কাল সারারাত ছিলাম জাতিসংঘের প্রধান দপ্তরে। সকাল থেকে এতক্ষণ কেটেছে আপনাদের প্রেসিডেন্ট যোশেফ কাসাভুবুর প্রাসাদে। আপনি অবশ্যই আপনার কর্তব্য করবেন। আমি সানন্দে আপনাকে আমার ঘরে অনুসন্ধান চালাতে আমন্ত্রণ করছি। আসুন।

—না, আপনাকে আমি বিরক্ত করবো না। আপনার দেখা নেই

কাল রাত থেকে, তাই নানা কথা ভাবছিলাম। আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমি লজ্জিত।

পথ ছেড়ে দিয়ে দুই সেনাই সরে দাঁড়ালো। বুঝতে অসুবিধে হয় না এই সেনারা প্রকৃত কার প্রতিনিধি। গত কয়েক দিনে কঙ্গোলি সেনারা লেয়ো শহরে পরিষ্কার দু'টি শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। একটি প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে অনুসরণ করে, অপরটি যোশেফ কাসাভুবুর অনুগত। জাতিসংঘ বাহিনী শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলে ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত পাহারা থাকায় কঙ্গোলি সেনাবাহিনীর মধ্যে বড় রকমের সংঘর্ষ এখনও হয়নি।

দরজা খুলে ব্রিফ-কেসটি টেবিলে রেখে টাইয়ের গিঁটে আঙুল চালিয়ে যেই খুলতে যাবো, শব্দটি ঠিক সেই সময় আমার কানে এলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি এক নিগ্রো যুবা। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি।

ঘর আমার বন্ধ ছিল। চাবিও ছিল আমার কাছেই। কি ভাবে দ্বিতীয় এই মানুষটি ঘরে প্রবেশ করেছে ভেবে পেলাম না। আমি আরও অবাক হ'লাম, যখন এই আগন্তুক নিগ্রোটিকে চিনতে পারলাম।

নিগ্রো ভদ্রলোক আর কেউ নন—লিওপোল্ডভিল বিমান-ঘাঁটির পথে এই নিগ্রো যুবাকে আমি অবাধ্য জনতার নেতৃত্ব করতে দেখেছি। যেখানে আমাকে এক ঝট্‌কায় গাড়ি থেকে টেনে নামানো হয়েছিল। এঁকেই আমি সেদিন আমার পাশের ঘরের শ্বেতাঙ্গ তরুণীর সঙ্গে গভীর রাত্রে গল্প করতে শুনেছি। বিদ্রোহী, বেপরোয়া এই নিগ্রো যুবাকে চিনতে আমি এতটুকু ভুল করিনি।

আমি সম্পূর্ণ নির্বাক। নিগ্রো যুবা তখনও নীরব। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। ঘরে ঢোকার পথে দুই সেনার কথা আমার মনে এলো।

—আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আপনার ঘরে আশ্রয় নিতে আমি বাধ্য হয়েছি।

—আমার ঘরে আপনি ঢুকলেন কী ভাবে?

—কার্নিশ দিয়ে। এই হোটেলেই আমি কাজে এসেছিলাম। সেনারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসে। আমি পালাই, একমাত্র আপনার ঘরটিতে দেখলাম আলো নেভানো। দরজাটাও বাইরে থেকে বন্ধ।

—আপনাকে সেনারা গ্রেপ্তার করতে চায় কেন?

—সে অনেক কথা, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কী সাহায্য?

—গ্রেপ্তার এড়াতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—আপনার অপরাধ আমার জানা নেই। এদেশে আমি একজন বিদেশী। আমাকে কতগুলো নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। আপনাকে সেনারা গ্রেপ্তার করতে চায় কেন?

—শুধু গ্রেপ্তার নয়, আমাকে গুলি করে হত্যা করতেও ওরা দ্বিধা করবে না।

—আপনাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যেই কি হোটেলে আজ এত পাহারা?

—জানি না।

—আমার ঘরে আলো নেভানো ছিল তাই আপনি আমার ঘরে আশ্রয় নেন, বলছেন কার্নিশ টপকে ঘরে ঢুকেছেন, কিন্তু এ হোটেলে আপনি কোথায় উঠেছিলেন?

—তাঁর ঘর অনুসন্ধান করবার আগেই আমি জানলা দিয়ে কার্নিশে লাফিয়ে নামি। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আপনার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। এ হোটেলের একজনের সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছিলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরি হচ্ছিল না। যুবাকে আমি যে চিনতে পেরেছি তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। আমার পাশের কামরার শ্বেতাঙ্গ তরুণীর ঘরেই যে ইনি কাজে এসেছিলেন তাতে আমার সংশয়ও ছিল না কণামাত্র। তবু মনের সে ভাব গোপন করে

যুবাকে বসতে বলি। তাঁর সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা জানতে চাইলে অর্থপূর্ণ একটু হাসলেন।

পোষাক পরিবর্তন করে যুবার মুখোমুখি এসে বসলাম। হাজারো চিন্তা মাথায় ভিড় করে আছে। আমি জানি এই নিগ্রো যুবা আমার ঘরে একজন মূর্তিমান বিপদ। মোটামুটি যুক্তি একটা হাতে থাকলেও উচ্ছৃঙ্খল সেনারা আমাকে কখনোই নিষ্কৃতি দেবে না। এদের কাছে যুক্তি নেই। এরা কোন শৃঙ্খলা মেনে চলে না। অবাধ্য এই সেনারা নিজেদের পছন্দমত আইন সৃষ্টি করে চলে।

—আপনাকে আমি রাত্রের মত আশ্রয় দিলেও কাল সকালে আপনাকে এ স্থান ত্যাগ করতেই হবে। সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু ভেবে দেখেছেন ?

—আশা করি রাত্রের মধ্যেই আমি সুযোগ করে নেবো। এই ঘরে আত্মগোপন করবার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

—আপনার পেশা কি রাজনীতি ? আপনার পরিচয় আমার জানতে ইচ্ছে করে।

—রাজনীতিতে আমি একরকম জড়িয়ে পড়েছি বলা যেতে পারে। দেশের বাইরেই আমার গত পাঁচ বছর কেটেছে। লিওপোল্ডভিলে ফিরে এসেছি সম্প্রতি।

—কোথায় ছিলেন আপনি ?

—ব্রাজাভিলে। আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে দেশ ছেড়ে আমি ব্রাজাভিল পালিয়ে যাই। বেলজিয়ান কঙ্গো ছেড়ে ফরাসী কঙ্গোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। সবচেয়ে অবাক লাগে বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের আমলেও আমি ছিলাম বিপজ্জনক, আজ স্বাধীন কঙ্গোতেও আমি আদৌ নিরাপদ নই। পাঁচ বছর আগে শ্বেতাঙ্গ সেনারা আমাকে খুঁজেছে, আর আজ আমার মত কালা আদমীই আমার তালাশে নেমেছে।

—পাঁচ বছর আগে আপনি ফেরার হন ?

—সে অনেক কথা। আমাদের পরিবারটি কোন দিনই সরকারের

সুনজরে ছিল না। লিওপোল্ডভিলে রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়তো ছিল না, কিন্তু পাঁচ বছর আগে অবাধ্য কালো জানোয়ারের তালিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আমার নাম তুলেছিলেন।

নিগ্রো যুবার কথাবার্তায় একটি আকর্ষণ আছে। ধীরে ধীরে নিজের পরিচয় মেলে ধরেন। সাধারণ নয় আমি জানতাম, কিন্তু অসম্ভব এই মানুষটি আমাকে আশাতীত চমক দিয়েছেন।

নাম মোনানো। জন্মস্থান লুলুয়াবোর্গ। বেয়েকী উপজাতির অতি সাধারণ কুটিরে শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। ক্যাথলিক স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে এক পাদ্রীর সুপারিশে যখন উচ্চশিক্ষার চেষ্টায় লিওপোল্ডভিলে আসেন, পিতা রাজদ্রোহিতার অপরাধে ধৃত হন ও পরে রহস্যজনকভাবে জেলের মধ্যে নিহত হন। বড় ভাই ছিলেন জাতীয় ফৌজের সিপাই। মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে ক্যাম্প-হার্ডির শ্বেতাঙ্গ অফিসারদেরও তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র। কিন্তু পরে সিপাইদের বেতন বৃদ্ধি আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ও সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তোলবার অপরাধে কর্মচ্যুত হন। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে তিনি আত্মগোপন করেন। হঠাৎ একদিন পলাতক এই মানুষটির দেহ কঙ্গো নদীতে ভাসতে দেখা গেল। সরকারী অভিমত—নৌকোডুবি—নিতান্তই দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। পিঠে দুটি গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল—শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারও নাকি সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই কবরের মাটির সঙ্গে চাপা পড়ে যায়।

মোনানো তখন লিভার কোম্পানীর সামান্য কর্মচারী। কোম্পানীর জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন এক অসাধারণ পুরুষ। গোপনে তিনি কালো আদমীদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। দুনিয়ার মুক্তিসংগ্রামের নানা খবর তিনি সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করতেন। পরে হাতেনাতে ধরা পড়ে বহিষ্কৃত হন। অজ্ঞাত আশ্চর্য এই মানুষটি মোনানোর মত নব্য যুবাদের মনে একটা ঝলকানি রেখে যান। শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ পুরোপুরি সংঘাতে পৌঁছানোর আগেই দৃক্‌পাতহীন গ্রেপ্তার শুরু হয়। মোনানো পালিয়ে

আসেন ব্রাজাভিল। জাহাজী শ্রমিকের বৃত্তি অবলম্বন করে বহু দেশ পর্যটন করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন। আক্রায় তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধি।

আক্রা কনফারেন্সের পর দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি রচিত হয়। ফরাসী কঙ্গোর স্বাধীনতা উৎসবের রোশনাই কঙ্গো নদীকে অতিক্রম করে লিওপোল্ডভিলে এসে পৌঁছোয়। ব্রুসলস্ গোলটেবিল বৈঠক ও বেলজিয়ান কঙ্গোর স্বাধীনতা উৎসবে মোনানো অনুপস্থিত থাকলেও প্যাট্রিস লুমুম্বা এই সাহসী যুবাকে চিনতেন। স্বাধীনতার পর প্রবাসী কঙ্গোলিদের দেশে ফিরে আসবার অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী নিজে। পলাতক ও অন্তরীণ কর্মীদের নতুন প্রেরণা নিয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার আহ্বান জানান লুমুম্বা।

মোনানো ফিরে আসেন। স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে তিনি যোগ দিতে পারে নি। কিন্তু লিওপোল্ডভিলে তিনি যখন ফিরে আসেন কঙ্গোলি সেনাদের বিদ্রোহ তখন শুরু হয়েছে। অশান্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে তিনি এসে পড়েন। এম এন সি পার্টিতে তাঁর বিশেষ নামডাক নেই সত্যি। দায়িত্বপূর্ণ কোন পদেও তিনি নিযুক্ত নন। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হয় এই মানুষটি প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার অতি বিশ্বাসভাজন অনুচর। প্যাট্রিস লুমুম্বা এখন কি নিয়মে ভাবছেন, রাজ্যেশ্বর দয়াল মারফত জাতিসংঘের কাছে তাঁর কি সর্বশেষ অনুরোধ, মনে হয় এই মানুষটি সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ ওয়াকিবহাল।

আগন্তুক যুবাকে আমার বেশ লাগছিল। কথাবার্তায় বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বর্তমান কঙ্গো পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা আদৌ যুক্তিহীন একরোখা নয়—সুশৃঙ্খল যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় ছিল।

কথার মাঝখানে একটা ফোন এলো। রিসিভার তুলতেই অপরিচিত একটা কণ্ঠ মোনানোর সঙ্গে কথা বলতে চাইলো। ইঙ্গিতে যুবাকে রিসিভারে ডেকে দিয়ে আমি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

যুবার কথা ভাল করে শুনতে পেলাম না। রিসিভার নামিয়ে রেখে পরমুহূর্তেই তাঁকে ফিরে আসতে দেখলাম।

—ওরা খবর পেয়েছে।

যুবার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ।

—কারা?

—সেনারা। ওরা আমাকে ধরতে আসছে। কিন্তু কি ভাবে ওরা খবর পেল।

যুবার কথা প্রথমটা আমি ধরতে পারিনি। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে উঠতে একটু বিলম্ব হয়েছে। শিরদাঁড়ার মধ্যে একটু শীতল স্পর্শ অনুভব করি।

—ওরা কি আমার ঘরে আসছে?

—টেলিফোনে আমাকে এইমাত্র খবর দিল।

—কে খবর দিল?

—এই হোটেলেরই এক কর্মচারী। আমার বিশেষ বিশ্বাসভাজন। আমাকে এখনই পালাতে হবে।

—কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবে এই ঘর থেকে পালাবেন?

—আপনার এখানে থাকলেও আমি ধরা পড়বো। আত্মগোপন করবার চেষ্টাতেও যথেষ্ট ঝুঁকি আছে সন্দেহ নেই, তবু হয়তো পথ করে নিতে পারবো। তা'ছাড়া আপনার ঘরে আমাকে আবিষ্কার করলে আপনাকেও বিপদাপন্ন হতে হবে।

যুবা অস্থির। আমি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। কঙ্গোলি সেনাদের আমি চিনি। এই সশস্ত্র মানুষগুলো পুরোপুরি অবাধ্য। শৃঙ্খলার নামে এরা চরম উচ্ছৃঙ্খলতা বেছে নেয়।

যুবা আর অপেক্ষা করলেন না। একটুকরো হেসে করমর্দন করে বললেন,

—আপনাকে ধন্যবাদ। আমি যে পথে এই ঘরে প্রবেশ করেছিলাম, সেই পথই কিছুটা নিরাপদ মনে হয়। সামনের করিডোর বা হোটেলের সোজা পথ ব্যবহার করলে আমি নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবো।

যুবা খোলা জানলার দিকে এগিয়ে যান। একলাফে পরমুহূর্তেই কার্নিশের উপর নেমে গেলেন। আমি হতবাক। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে জানালার দিকে এগিয়ে আসি। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও এই আশ্চর্য মানুষটির চিহ্ন নজরে আসে না।

আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে হয়তো নিষ্কৃতি পেয়েছি, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে সামরিক হানা শুরু হতে পারে তাতে আর আমার সন্দেহ থাকে না। মনের উত্তেজনা সংযত করতে চেষ্টা করছি। পোষাক পরিবর্তন করে একপাত্র বীয়ার নিয়ে বসলাম। সম্ভব-অসম্ভব নানা চিন্তায় আমাকে পেয়ে বসে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পর একসঙ্গে অনেকগুলো পদধ্বনি, তারপর দরজায় একটানা বেল বাজবার আওয়াজ। আসামী পলাতক, আমি সম্পূর্ণ নিরাপরাধ, তবু মনের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারি না।

দরজা খুলতেই একসঙ্গে কয়েকজন হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। কালো কালো বলিষ্ঠ চেহারার সশস্ত্র সেনা। অল্পপরিসর জায়গায় ওরা চোখ বুলিয়ে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দাঁড়িয়ে গেল। একজন শুধু ডান দিকের একমুখো পাল্লা খুলে বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করলো।

হোটেলে ফেরার পথে যে দু'জন সেনার সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কথা হয়েছে তারা আমার নজরে পড়লো না। ঘরের মধ্যে ছ'জন সেনা। পোষাক দেখে একজনকে মনে হল গ্রুপ ক্যাপ্টেন।

—আপনারা কাকে খুঁজছেন? আমার ঘরে আপনারা কেন এসেছেন জানতে পারি কি?

গ্রুপ ক্যাপ্টেন কয়েক মুহূর্ত আমাকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। তারপর ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসে বলে—আপনার নাম?

—পরিমল সেন। ভারতীয়।

—লেয়োতে আপনি কেন আছেন?

—আমি সাংবাদিক, প্রেসের সঙ্গে যুক্ত।

—কতদিন থাকবেন এখানে?

—জানি না।

—এই হোটেলে কতদিন আছেন?

—আড়াই মাস।

—আপনি ঘরে একাই ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই ঘরটা আমি ভাড়া নিয়েছি।

—সে কথা নয়, আমরা এখানে আসবার আগে এখানে কেউ ছিল?

—না।

—আমরা এইমাত্র খবর পেলাম আপনার ঘরে একজন আসামী আশ্রয় নিয়েছে।

—ভুল সংবাদ।

—আপনি সত্য বলছেন?

—আপনি আমার ঘর তালাশ করতে পারেন। একটা মানুষকে আমি আশ্রয় দিয়েছি কিনা অনুসন্ধান করতে পারেন।

—সে ছিল, পালিয়েছে।

—আপনার খবরে ভুল আছে, এখানে কেউ আসেনি।

বাথরুম থেকে সেনাটি বেরিয়ে এলো। লোকটার কাঁধের সঙ্গে একটা সাব মেসিনগান। একটু যেন বেশি মাত্রায় সক্রিয়।

ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে সারা ঘরটিতে চোখ বুলিয়ে খোলা জানলার দিকে এগিয়ে যায়। উঁচু হয়ে দু'পাশের কার্নিশে দৃষ্টি বুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর কি একটা যেন কার্পেট থেকে তুলে নিল। লক্ষ্য করলাম একটা সিগারেট কেস। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল ওটা আমার নয়। তাব কী মোনানো জানলা টপকানোর সময় সিগারেট কেসটি আমার ঘরে ফেলে গেছেন। অব্যক্ত এক বিস্ময়োক্তি ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে।

—কার্নিশ! কার্নিশ দিয়ে পালিয়েছে। জানোয়ারটা যেন কিছুতেই পালাতে না পারে।

বিকারগ্রস্ত রোগীর মত আচমকা চীৎকার করে ওঠে ক্যাপ্টেন। খোলা জানালার ওপর ঝুঁকে পড়ে আর একবার দু'পাশে দৃষ্টি বুলিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে উঠে। সেনারা নির্দেশ পেয়েই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমার অবস্থা কল্পনাতীত। শুধু বুঝতে পারি ক্যাপ্টেন কিছু একটা কিনারা করেছে।

—আপনি এতক্ষণ আমাকে প্রতারণা করেছেন।

ক্যাপ্টেন এতটুকু উত্তেজিত নন। সিগারেট কেসটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

—আপনি এখনও বলতে চান জেরাল্ড মোনানো আপনার ঘরে ছিল না?

দামী সোনালী সিগারেট কেস। একপাশে গোটা গোটা অক্ষরে খোদাই করা—জি. এম.।

—জেরাল্ড মোনানোকে আমি জানি না। তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে।

—সিগারেট কেসটি মিথ্যে! এখনও আপনি বলতে চান এটি জেরাল্ড মোনানোর নয়? সে এখানে আসেনি?

—ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব অদ্ভুত লাগছে। আমি অল্পক্ষণ আগে হোটেলে ফিরেছি। কাল রাত্রে আমি ঘরে ছিলাম না। কেউ যদি আমার অবর্তমানে ঘরে প্রবেশ করে সে অপরাধ আমার নয়।

—আপনি একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে একটার পর একটা মিথ্যে বলছেন।

—আমি মিথ্যে বলছি না। আমি মোনানোকে জানি না।

—কতক্ষণ আগে মোনানো পালিয়েছে বলুন?

—অবান্তর প্রশ্ন।

—মোনানো কতক্ষণ আগে এখান থেকে পালিয়েছে বলুন ?

—জানি না। আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন।

ক্যাপ্টেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় অসম্ভব চীৎকার জুড়ে দিল। এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারি আমি নিশ্চিত এক বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। মোনানো ধরা পড়লেও আমার নিষ্কৃতি নেই।

আমি একরকম আটক রইলাম। নিজের ঘরে বসেই আন্দাজ করতে পারি গোটা হোটেলে একটা তোলপাড় চলেছে। ভারী বুটের আনাগোনা। লিফ্‌টের একটানা শব্দ ও সেনাদের চীৎকার চলেছে বিরামবিহীন।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেনকে আবার ফিরে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে আরও দু'জন সামরিক অফিসার।

—আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

—কোথায় ?

—আমাদের সামরিক ঘাঁটিতে।

—আপনাদের নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য নই।

—আদেশ অমান্য করলে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আমরা বাধ্য হবো।

—আপনাদের সঙ্গে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে ?

—আমাদের কথাই আদেশ। আমাদের নির্দেশই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। স্বয়ং কম্যাণ্ডার আপনাকে ডেকেছেন। আপনাকে এখনই আমাদের সঙ্গে সদর দপ্তরে যেতে হবে।

—আমার স্বাধীনতায় আপনারা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছেন। আপনারা জোর করছেন।

—আপনি আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় না এলে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

পুরোপুরি গ্রেপ্তার না হলেও সামরিক পাহারায় ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত চলতে হ'ল। ঘরের বাইরে এসে দেখি সেনাদের অনুসন্ধান তখনও

শেষ হয়নি। প্রতি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অসামরিক একটি মুখও আমার চোখে পড়লো না।

লিফ্‌ট বেয়ে নিচে এলাম। সামরিক ভ্যানে উঠতে হ'ল তারপর।

—আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি এ সংবাদটা একটা জায়গায় পৌঁছোনো দরকার।

—কোথায় সংবাদ দিতে চান?

—ভারতীয় দূতাবাসে এ খবরটা পৌঁছোলে আমি খুশি হবো।

—প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই এ সংবাদ আমরা পৌঁছে দেবো।

সারা পথ কোন কথা নয়। মোনানোর সোনালী কেস থেকে একটি সিগারেট আমার হাতে তুলে দিয়ে একটু অর্থপূর্ণ হেসে বললেন,

—এই সিগারেট নিশ্চই আপনি পছন্দ করবেন।

ঠেসে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার সামনে-পিছনে সশস্ত্র সেনা। ক্যাপ্টেনের রিভলভার আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। অর্থপূর্ণ হাসিটুকু আমি আদৌ বুঝতে চাইলাম না। বললাম,

—ধন্যবাদ। খোলা বাজারে শহরে আজকাল সিগারেট দুষ্প্রাপ্য।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো পৌঁছোতে। জায়গাটা শহরের অন্য পারে। প্রায় শহরতলীর কাছাকাছি। ভ্যান থেকে নেমে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সামরিক দপ্তরের ভিতরে এলাম। অনেক রাত। তবু সেনাদের ব্যস্ত আনাগোনা লক্ষ্য করা গেল। পথে মোটামুটি আমার বক্তব্য সাজিয়ে নিয়েছিলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলো ভেবে দেখছি। পূর্বের কথার সঙ্গে আমার জবানবন্দীতে এতটুকু যাতে অসঙ্গতি না থাকে সে দিকে আমার খেয়াল রাখতেই হবে।

সবাই সেনা। আমার মত অপরাধী কেউ নজরে এলো না। ক্যাপ্টেন সামরিক পাহারায় আমাকে রেখে ভেতরে প্রবেশ করে। ঘরটি নাতিদীর্ঘ। নিচু ছাদ। দরজা-জানলা ছোট ছোট।

ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। ক্যাপ্টেনের আর দেখা নেই। যমদূতের মত সেনাগুলো প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছিল। নিজেদের মধ্যে হয়তো

আমাকে নিয়েই রসিকতা করছিল। তবু আমার সান্ত্বনা যে লেয়ো শহরেই আছি। চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে কোথাও যেন একটা শৃঙ্খলা আছে এখানে। আমি যদি ধরা পড়তাম উত্তর কাসাইতে, এতক্ষণ আমার অবস্থা হতো নিতান্তই শোচনীয়। বালুবা সেনারা নিশ্চয়ই আমাকে রেহাই দিত না।

প্রায় ঘণ্টা দুই আমাকে বসে থাকতে হ'ল। নিতান্তই সৈন্যশিবির। সেনাদের আনাগোনা ও সামরিক যানের কর্কশ আওয়াজ চললো একটানা।

ক্যাপ্টেনের আর দেখা নেই। ঘরে সেনাদের ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। দরজায় একজন সেনা একটা সাব-মেসিনগান কাঁধে ঝুলিয়ে অপেক্ষারত। মাঝে মাঝে লোকটা ট্রিগারের ওপর অসতর্কভাবে এমন আঙুল রাখছিল, দেখলেও গা শিরশির করে।

এলোমেলো নানা চিন্তা ভিড় করে আসে। জেরাল্ড মোনানো ঘটিত বেরসিক নাটকে নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে আমি জড়িয়ে পড়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানে সাংবাদিকদের খুব একটা সুযোগ-সুবিধে নেই। সামরিক শিবিরে আমাকে ধরে আনবার পেছনেই বা কী রহস্য বোঝা মুস্কিল।

আমার ডাক এলো। ক্যাপ্টেন নিজে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। বেশ চওড়া ঘর। বিরাট টেবিলের সামনে একজন সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসার। বয়স চল্লিশের বেশি নয়।

—আপনি জেরাল্ড মোনানোকে আশ্রয় দিয়েছেন?

—জেরাল্ড মোনানোকে আমি জানি না। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি যদি আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েও থাকেন সে দোষ আমার নয়।

—দোষগুণের প্রশ্ন নয়। কঙ্গোর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এখন যোশেফ ইলিয়ো—প্যাট্রিস লুমুম্বা এখন প্রধানমন্ত্রী নন আপনি জানেন?

—কাসাভুবু লুমুম্বাকে পদচ্যুত করেছেন সে সংবাদ আমার জানা।

—জেরাল্ড মোনানোর মত কিছু অবাধ্য দেশদ্রোহী এখন আমাদের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আপনি সাংবাদিক, কঙ্গোর দৈনন্দিন রাজনীতির খবর নিশ্চই রাখেন।

—দেখুন আমার সময় কম। জেরাল্ড মোনানোর কোন ব্যাপারেই আমার কোন যোগ নেই। আপনি যদি দয়া করে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমাকে জানান, তবে আমি হয়তো আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবো।

ফিরে তাকিয়ে লক্ষ করলাম ক্যাপ্টেন ঘরে নেই।

—অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ আগেও ছিল খুব জটিল। কিছুক্ষণ আগে জেরাল্ড মোনানোর আরও সংবাদ আমাদের হাতে এসেছে। তাতে মনে হয় আপনার যুক্তি হয়তো মিথ্যে নয়। আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হোটেলে তাড়া খেয়ে মোনানো আপনার ঘরে আশ্রয় নেয়। তারপর আপনি ঘরে প্রবেশ করার আগেই সেখান থেকে জানলা দিয়ে পালায়। আপনার পাশের কামরায় একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা থাকেন—মোনানো তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। রিভলভার দেখিয়ে তাঁকে চুপচাপ থাকতে বলে। এই সময় ডিনারের বাসনপত্র ফিরিয়ে নিতে হোটেলের যে বয় ঐ ঘরে ঢোকে, মোনানো তাকেও রিভলভার দেখিয়ে তার হোটেলের সাদা পোষাক হস্তগত করে। তারপর সেনাদের সামনে দিয়ে ঐ পোষাক পরে ডিনারের বাসনপত্র হাতে নিয়ে সেখান থেকে পালায়। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলার ফোন পেয়ে সেনারা তাঁর ঘরে ঢোকে। ঘরে হোটেল-বয়কে হাত-পা বাঁধা অবস্থার পাওয়া যায়। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলাকে ভীত ও অসম্ভব বিচলিত দেখা যায়।

—জেরাল্ড মোনানো ?

—মোনানোকে হাজার অনুসন্ধান করেও ধরা যায়নি। মনে হয় হোটল-বয়ের ছদ্মবেশে সে হোটেল ছেড়ে পালাতে পেরেছে। সবটা মিলিয়ে এখন মনে হচ্ছে আপনার ঘরে মোনানো আশ্রয় নিলেও তাতে আপনার আদৌ হাত ছিল না।

—কিন্তু আমি তো হোটেলেই ছিলাম।

—ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আপনি যখন এখানে আসছিলেন সেই সময় পরের ব্যাপারটা ঘটেছে। ক্যাপ্টেনকে আমি জানিয়েছি। ব্যাপারটা এমন রোমাঞ্চকর—আপনাকে কি করা হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের একটু সময় লাগলো। আপনাকে বসে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ।

রোমাঞ্চকর না হলেও ব্যাপারটা পুরোপুরি গোলমেলে। বিশেষ করে জেরাল্ড মোনানোর শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলার ঘরে আশ্রয় নেওয়া ও হোটেল-বয়ের ছদ্মবেশে হোটেল ছেড়ে পালানোর মধ্যে বিরাট একটা ফাঁকি আছে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

সামরিক অধিনায়ক কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ কি দেখে যেন চমকে উঠলেন। অব্যক্ত এক বিস্ময়োক্তি ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি আর একজন উচ্চপদস্থ সামরিক নেতা ছ'পাশে ছ'জন সশস্ত্র সেনাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছেন।

—আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

আমি স্থির। নির্বাক। সম্পূর্ণ অচঞ্চল। সমস্তটাই ধোঁয়াটে, বিভ্রান্তিকর।

—এই সামরিক শিবিরের দায়িত্বভার আমি এইমাত্র গ্রহণ করেছি। আপনি বন্দী।

—আপনি একজন উন্মাদ।

—হাত তুলুন!

—এই ক্যাম্পের কম্যাণ্ডার আমি আপনি ভুলে যাবেন না।

—ক্যাম্পের ভার আমি গ্রহণ করেছি। আপনি এখন বন্দী।

—আমার অপরাধ?

—আমি বিচারক নই—এই শিবির দখল করবার আদেশ আছে। আপনাকে ক্যাম্প-লিওপোল্ডে আমার সঙ্গে আসতে হবে। আমার কাছে কর্নেল মাবুতুর আদেশ আছে।

—প্রধানমন্ত্রী ইলিয়োর সঙ্গে আমি একবার ফোনে কথা বলতে চাই।

—ইলিয়ো এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী নন।

—আপনি ক্ষেপে গেছেন।

—যোশেফ ইলিয়ো বা প্যাট্রিস লুমুম্বা কাউকেই কর্নেল মাবুতু স্বীকার করেন না। কঙ্গো সরকার এখন সামরিক বাহিনীর হাতে। কর্নেল মাবুতু কিছুক্ষণ আগে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। কর্নেল মাবুতু স্বয়ং কাসাভুবুকেও স্বীকার করেন না।

আমার অবস্থা বর্ণনাতীত। পূর্বের সামরিক নেতার প্রাণশক্তি লুপ্তপ্রায়।

—আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন ?

—হ্যাঁ। ক্যাম্প-লিওপোল্ডভিলে কর্নেল আপনাদের সংগে কথা বলবেন। এই বিদেশী ভদ্রলোকটি কে ?

—সাংবাদিক।

—সাংবাদিকদের আমি ঘৃণা করি। আপান এ স্থান ত্যাগ করতে পারেন।

—ধন্যবাদ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তারপর। চারদিক অন্ধকার। পথ জনশূন্য। শুধু বিশ্রাম নেই সেনাদের।

হোটেলে আমি ফিরিনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহরের ও কঙ্গোর রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার।

একবার ভাবলাম ইউ. এন. দপ্তর, পরমুহূর্তেই মনে হ'ল সর্বশেষ সংবাদের পক্ষে কেব্‌ল অফিসে খোঁজখবর করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু দীর্ঘপথ ও অনিশ্চয়তার ঝুঁকি না নিয়ে আমি সোজা এলাম মিঃ সাহানীর ফ্ল্যাটে।

অনেক রাত, তবু বাইরের ঘরে আলো জ্বলছিল। আমাকে দেখে একরকম চমকে উঠলেন মিঃ সাহানী।

—কী কাণ্ড। আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনাকে গ্রেপ্তার করার খবর পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। সেই সব কথাই আলোচনা হচ্ছিল।

—আপনাকে কে সংবাদ দিল ?

—আমি দূতাবাসের অফিস থেকে ফোনে সংবাদ পেয়েছি। কী ব্যাপার বলুন তো ?

—তুচ্ছ অজুহাতে হোটেল থেকেই সেনারা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। বিচারক ছিলেন সামরিক নেতা কিন্তু আমার সামনেই সেই সেনাধ্যক্ষকে মাবুতু-গ্রুপ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

—কর্নেল মাবুতু আর্মি-অফিসারদের পটাপট ধরছেন। ব্যাপারটা অসম্ভব রকম অপরিষ্কার। মাবুতু-র ক্যু-ডে-টা কাদের সমর্থন করবে বুঝে উঠতে অসুবিধে হচ্ছে।

—তবে এটুকু বুঝেছি ইতিমধ্যে কঙ্গোলি জনসাধারণকে মাবুতু সমর্থন করবে না। আর্মির ওপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। থাক সে কথা, আপনি এতরাত্রেও জেগে আছেন ?

—এইমাত্র একটা কনফারেন্স শেষ হ'ল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যাচ্ছেন নিউইয়র্ক। কঙ্গো পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যেশ্বর দয়ালের হাতে পৌঁছানোর জন্যে একটা রিপোর্ট তৈরী করে রাষ্ট্রদূতের কাছে কালই হাজির করতে হবে। ভারত থেকে আরও কিছু ডাক্তার, ঔষধপত্র এখানে আমদানী করবার প্রয়োজন। জাতিসংঘের মাধ্যমে এই ভারতীয় দল এখানে এলে বর্তমান অবস্থায় যথেষ্ট কাজ হবে।

—ছাই হবে। আত্মসান্ত্বনা ও প্রচারের আনন্দ পেতে পারেন, কিন্তু কঙ্গোর কোন উপকারে লাগবে না।

—আপনি কী বলছেন ? ক্ষেপে গেছেন দেখছি।

—জাতিসংঘ এখানে মজা দেখছে ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারি না। লুমুম্বা সরকারের পাশাপাশি কাসাভুবুর শিখণ্ডী ইলিয়ো সরকার। আজ আবার মাবুতু ক্যু-ডে-টা—জাতিসংঘের এই বিরাট বাহিনী আদৌ কিছু করছে না। আমি তো পরিস্থিতি ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে দেখছি। লুমুম্বাকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে জাতিসংঘ-বাহিনী কী সব ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো না ? উল্টে কাসাভুবুকে সমর্থন না করলেও প্রচ্ছন্ন সাহস দিচ্ছেন আপনাদের দয়াল। রেডিও

স্টেশন দখল করেছে সেনারা—মাবুতু কী ভাবে এই আশ্চর্য ক্যু-ডে-টা করতে পারে বুঝি না।

—আপনি দেখছি একদম চেক-রাষ্ট্রদূতের মত কথা বলছেন।

—হয়তো বলছি, কিন্তু খুব ভুল বলছি না। আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। হোটেলে আজ আর ফিরছি না। এখানেই থাকবো। আমি চার পাঁচ ঘণ্টা একরকম আটকে ছিলাম। কর্নেল মাবুতুর ক্যু-ডে-টা সম্পর্কে আপনি কী শুনেছেন?

মিঃ সাহানী বললেন,

—আমার স্ত্রী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি এসেছেন সংবাদটি দিয়ে আসি। বেচারা কিছুক্ষণ আগেও আপনার কথা বলছিল।

—এতরাত্রে আর ঘুম ভাঙ্গাবেন না।

—সে কিছু নয়, সে কিছু নয়। শকুন্তলা খুশি হবে।

মিঃ সাহানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পর ঘুম-ঘুম চোখে মিসেস সাহানী এলেন। বললেন,

—আপনার জন্যে আমাদের এতক্ষণ কী উৎকণ্ঠাতে কেটেছে। বেচারা লীনা দু'বার ফোন করেছে।

—সামান্য সময়ে আমার গ্রেপ্তার হবার খবর দেখছি সর্বত্র পৌঁছে গেছে। মিস গুপ্তা কোথা থেকে শুনলেন?

—আমার কাছেই। বেচারাকে একটা ফোন করে দি। আপনার খাবার ব্যবস্থা করছি। লীনার সঙ্গে কথা বলবেন?

—না। অনেক রাত। এখন আর বিরক্ত করবেন না। কাল ফোন করবেন।

—তাই কি কখনও হয়। মিসেস সাহানীর রসিকতা আমার অসম্ভব খারাপ লাগছিল।

মিঃ সাহানী বললেন,

—মাবুতু আমাকেও অবাক করেছেন। ভেবেছিলাম প্যাট্রিস লুমুম্বাকে তিনি সমর্থন করবেন। একটা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে

তিনি কঙ্গো-রাজনীতির মোড় ঘোরাবেন, কিন্তু প্রথমেই সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, যেভাবে গ্রেপ্তার করছেন তাতে দস্তুরমত হতাশ হতে হয়েছে। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিগতভাবে আপনার মত আমিও প্যাট্রিস লুমুম্বাকে সমর্থন করি। ধর্মীয় গোঁড়ামী আর উপজাতীয় কলহকে আদৌ রাজনীতি বলা যায় না। মাবুতু তো দেখছি কাসাভুবুকে প্রচ্ছন্ন সমর্থনই করছেন। যদিও ইলিয়ো সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে তবু তাতে সান্ত্বনা পাবার উপায় নেই। লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে মাবুতুর আর্মি আজ লিওপোল্ডভিলে দস্যুর মত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।

—লুমুম্বা এখন কোথায়?

—মাবুতু খ্যাপা কুকুরে মত সারা শহরে লুমুম্বার তালাশ শুরু করেছেন ক্ষমতা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে। লুমুম্বা এখন কোথায় জানি না—তবে জাতিসংঘ বাহিনীর কাছে তিনি যদি আশ্রয় না নেন তবে হয়তো তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ আছে। ক্ষমতা হাতে নিয়ে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে মাবুতু ইতিমধ্যে মারাত্মক রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছেন। সোভিয়েত ও চেক দূতাবাস আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছেন কর্নেল মাবুতু।

—বলেন কী। গুজব নয় তো!

কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যেশ্বর দয়াল পাকিস্তানে হয়তো নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, কিন্তু জাতিসংঘের কর্মভার নিয়ে তাঁকে বর্তমানে এক অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে চলতে হচ্ছে।

—আমেরিকান দূতাবাসের খবর আপনি রাখেন?

—মাবুতু আজ সকালে দু'বার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত টিম্বারলেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কিন্তু ক্যু-ডে-টা সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত আদৌ সন্দেহ করতে পারেননি।

—বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে একটা রাজনীতি কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে—জাতিসংঘবাহিনী এখন কঙ্গোতে প্রতিক্রিয়াশীল

শক্তিকে সমর্থন করেছে। আমেরিকা একা চাপ সৃষ্টি করেছে। রাজ্যেশ্বর দয়াল মাবুতুকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

মিঃ সাহানী বললেন,

—এ সম্পর্কে আমি কোন মতামত দেবো না। তবে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে মাবুতু কূপ সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে না।

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, মিসেস সাহানী দ্রুত ঘরে ঢুকলেন। বললেন,

—শীঘ্রই বারান্দায় আসুন। এ আগুনটা কিসের বলতে পারেন?

মিসেস সাহানীকে আমরা অনুসরণ করে পাশের ঘর-সংলগ্ন বারান্দায় এসে দাঁড়াই। আগুনই। ধোয়ার সঙ্গে আগুন উঠছে কুণ্ডলি পাকিয়ে।

—ওখানে আগুন লাগালো কারা?

মিঃ সাহানী বললেন,

—দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝতে দাও। মিঃ সেন, চেক-দূতাবাসের সামনের বাগানে আগুনটা কেন বলতে পারেন?

—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কর্মচারীরা তাই হয়তো কাজে নেমেছে। গোপন দলিল ও কূটনৈতিক কাগজপত্তর পোড়ানো শুরু হয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। অনেক রাত। চারিদিকে অফুরন্ত অন্ধকার। নির্জন পথ মাঝে মাঝে সামরিক যানের যান্ত্রিক আওয়াজে চমকে চমকে উঠছে। চেক-দূতাবাসের আগুনের আলো বাতাসে বাড়ছে-কমছে।

রয়টার থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, গোটা ইন্টারন্যাশনাল প্রেস সংবাদের লোভে মাত্র একটি মানুষের পেছনে ছুটে চলেছে। অশ্রুত একটি নাম, অজ্ঞাত এক ব্যক্তি। ব্রুসলস্

গোলটেবিল বৈঠকে যদিও শেষের বেঞ্চে এই চতুর যুবাকে চলতে-ফিরতে দেখা গেছে কিন্তু কঙ্গোর রাজনৈতিক পটভূমিতে এই অপরিচিত যুবার বিশেষ কোন ভূমিকাই ছিল না। লিওপোল্ডভিল বা স্ট্যান্লি-ভিলের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী, যাঁরা মহার্ঘ হোটেল ও বারে সন্ধ্যার পর এক কপি 'আকতুয়ালিতে আফ্রিক্যেন' টেবিলে মেলে ধরে গদ গদ কণ্ঠে সম্পাদকীয় পাঠ করে সৌখীন রাজনীতি ও সাহিত্য-চর্চা করেছেন একমাত্র তাঁরাই এই মানুষটিকে জানতেন। সাধারণ কঙ্গোলিদের কাছে এই মানুষটি এই সেদিনও ছিলেন সম্পূর্ণ আগন্তুক।

সপ্তাহখানেক আগে এই মানুষটিকে আমি জাতিসংঘের সদর দপ্তরে দেখেছি। জাতিসংঘের মরোক্কো সেনাদের অবাধ্যতার অভিযোগ নিয়ে এক সুইডিশ সেনানায়কের দরজার সামনে অপেক্ষা করতে দেখেছি অনেকক্ষণ। একজন সাংবাদিকও এই মানুষটিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। একটি মানুষকেও সেদিন সেলাম ঠুকতে দেখিনি।

সামান্য কয়েক দিনে অবস্থার আশ্চর্যরকম পরিবর্তন হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকদের অনেককেই ক্যাম্প-লিওপোল্ড সামরিক শিবিরে স্থায়ী আস্তানা করে নিতে দেখি। অবিশ্রান্ত গাড়ির মিছিল। ফোনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু বা রাজ্যেশ্বর দয়াল স্বয়ং। শ্বেতাঙ্গ ঝানু ক্যামেরাম্যান শুধু একটিমাত্র ছবির আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাউঞ্জে প্রতীক্ষারত। পাঁচ মিনিটের জন্যেও সাক্ষাতের সুযোগ করে দিলে, বহু বনেদী কাগজওয়ালা মোটা অঙ্কের বকশিস কবুল করতে প্রস্তুত!

এই আশ্চর্য মানুষটি আর কেউ নন—কর্নেল মাবুতু। কর্নেল সোশেফ ডিজাইরি মাবুতু এই মুহূর্তে কঙ্গোর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। নিঃসন্দেহে পহেলা নম্বর নায়ক।

অভ্যুত্থানের মজাই এই। সামরিক দুশমনের বেপরোয়া হঠাৎ আবির্ভাব এই নিয়মেই ঘটে। প্রচলিত আইন ও শৃঙ্খলা, সংবিধান ও ন্যায়নীতিকে শৃঙ্খলিত করে অতর্কিতে ভয়াবহ এই মানুষেরা দুনিয়ার বহু জায়গায় মর্মান্তিক রসভঙ্গের ভূমিকা নিয়ে দেখা দেন।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা অচলাবস্থা একটা চলছিলই কিন্তু কঙ্গো যে এত দ্রুত সামরিক চক্রের হাতে চলে যাবে এতটা অনেকেই ভাবেনি। বিশেষত লুমুম্বা-কাসাভুবু বিরোধ ও যোশেফ ইলিয়োকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রচার করা সত্বেও লুমুম্বা-অনুগত সেনাবাহিনী যেভাবে কাসাই ও উত্তর কাতাঙ্গায় প্রবেশ করছিল তাতে অনেকে মনে করেছে জাতিসংঘ বাহিনী ও রাজ্যেশ্বর দয়ালের প্রচেষ্টায় কঙ্গোর দুর্দিনের হয়তো অবসান হবে। কিন্তু সমস্তই যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে-গেল। রিপোর্টারদের জরুরী তার অপ্রত্যাশিত সংবাদ বহন করে নিয়ে গেছে। দুনিয়ার টেলিপ্রিণ্টারে জরুরী ফ্ল্যাশ চমকে চমকে উঠেছে ঃ

—Congo's political situation in suspense.

—Bloodless military coup of a young Congolese Army officer, Joseph Mobutu.

—Colonel Mobutu seized command of the Army and dissolved the Parliament.

যোশেফ মাবুতুর বয়স ত্রিশের বেশি কখনও নয়। ইকোয়েটর প্রদেশের লিসালার অতি দরিদ্র কুটীরেই জন্ম। মিশনারী স্কুলে বিদ্যারম্ভ। ফোর্স পিউবলিক সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু সেনাবিভাগের কোন অফিসারের পদে নিগ্রো নিয়োগ নিষিদ্ধ থাকায় মাবুতু সেনা বিভাগ থেকে ইস্তফা দেন। ঠিক সেই সময় পাট্রিস লুমুম্বা স্ট্যানলিভিলে ডাক বিভাগে থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করছেন। মাবুতু লিওপোল্ডভিলে 'কমিশারিয়া' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। প্যাট্রিস মাবুতুকে 'লা-ভেনি'র সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করেন। এই সৈনিক সাংবাদিক প্যাট্রিস লুমুম্বার বিশেষ প্রিয়পাত্র—এম এন সি পার্টিতে নিয়মিত যোগাযোগ। পার্টি মুখপত্র 'আকতুয়ালিতে আফ্রিক্যেন' যখন প্রকাশিত হয় প্যাট্রিস এই যুবাকেই সামনে রেখেছিলেন। মাবুতুকে নিযুক্ত করেছেন প্রধান সম্পাদক। তারপর ব্রুসলস্ গোলটেবিল বৈঠকে সংবাদপত্র ও আধারাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে মাবুতুকে চলতে-ফিরতে দেখা গেছে। স্বাধীনতার

পর লুমুম্বা প্রথমে মাবুতুকে 'স্টেট সেক্রেটারী ফর ডিফেন্স' পদে বহাল করেন। ফোর্স পিউবলিক বিদ্রোহের শুরুতে, থিসভিলের ক্যাম্প হার্ডি থেকে ফিরে এসে লুমুম্বা মাবুতুকে নিযুক্ত করলেন সামরিক বিভাগের চীফ অব স্টাফ। কিন্তু আশ্চর্য রাজনীতি, আরও অত্যাশ্চর্য এই সৈনিক সাংবাদিক মাবুতু। রাতারাতি ক্ষমতা দখল করলেন। পার্লিয়ামেণ্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেখানে স্বয়ং কাসাভুবু ও শোম্বেকে এই সামরিক অভ্যুত্থানে কিছুটা ভীত ও শঙ্কিত হতে দেখা গেছে—ঠিক সেই সময় মাবুতু নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর রেডিও ঘোষণা পশ্চিমী বড় বড় কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে স্তম্ভিত করে—লুমুম্বা দেশদ্রোহী। লুমুম্বা বিশ্বাসঘাতক !! লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে আমি আদেশ দিলাম !!!

প্রেস কনফারেন্স ছিল ক্যাম্প-লিওপোল্ড-এ। কর্নেল মাবুতু সময় দিয়েছেন রাত আটটা। এতদিন শহরের অবস্থা যত খারাপই থাকুক পরিস্থিতির এত অবনতি আর কখনও হয়নি। আহত শিকার খুঁজে না পেলে জঙ্গলে শিকারীর যে অবস্থা হয়, সাধারণ পথচারীরও মনে আজ সেই শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিপদ যে কোথা থেকে কীভাবে কখন এসে পড়বে বলা অসম্ভব।

মাইকেল কোকোলো বললেন,

—প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার সরকারী বাসভবনে আজ মাবুতু সেনারা তাল্লাশি চালায়। এম এন সি পার্টির জনা বিশেক আজ ধরা পড়েছেন। কিন্তু প্যাট্রিস লুমুম্বাকে সেনারা গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাসভবনে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

মাইকেল কোকোলোর সঙ্গে আমি বিমানঘাঁটিতে অপেক্ষা করছিলাম। জাতিসংঘের সেনাবাহিনী গোটা বিমানঘাঁটি একরকম অবরোধ করে আছে। উপস্থিত সাংবাদিকদের ভিড় আজ অপেক্ষাকৃত বেশি। ঘড়ি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সোভিয়েত ও চেক-রাষ্ট্রদূত যদি লিওপোল্ডভিল ত্যাগ না করেন তবে মাবুতুর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের গ্রেপ্তার করার কথা।

মাইকেল কোকোলো মন্তব্য করেন,

—এমন নজির একটা দেখিনি। প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সেনারা ছুটছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন সেনারা আবার তাঁকে আশ্রয় দিচ্ছেন।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা কোথায় আশ্রয় নিতে পারেন বলে আপনার মনে হয়?

—বলা শক্ত।

—জাতিসংঘের সদর দপ্তরে তিনি যদি আশ্রয় নেন মাবুতু তা'হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না।

—আমার সবচেয়ে ভয় হয়, প্যাট্রিস নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা করেন না। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে তিনি আদৌ আশ্রয় চাইবেন কিনা সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লিওপোল্ডভিল প্রতিদিনই প্যাট্রিসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

বিমানঘাঁটিতে একটা নতুন দৃশ্য চোখে পড়লো। উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিক, কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও ইউ. এন. কর্মচারীরা অনেক বেশি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছেন।

কোকোলো বললেন,

—আমি আশঙ্কা করছি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত হয়তো মাবুতুর চরমপত্র উপেক্ষা করবেন। লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করবার আদেশ তিনি হয়তো প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

—আমার ধারণা অবশ্য অন্যরকম। রাষ্ট্রদূত মাবুতুর আদেশ অমান্য করবেন না। কূটনৈতিক শিষ্টাচার তিনি লঙ্ঘন করবেন বলে মনে হয় না। তা'ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে সোভিয়েত বা চেক-কূটনৈতিক প্রতিনিধি যদি মাবুতুর আদেশ অমান্য করেন, তবে পশ্চিমী কাগজ ও খোদ হ্যাটো শক্তি লুমুম্বার পেছনে লাগবার আরও বেশি সুযোগ পাবে। সোভিয়েত থেকে যে সাহায্য লুমুম্বা পেয়েছেন তা নিয়ে স্বয়ং কেনেডী প্রশ্ন তুলেছেন, এথেন্সে সোভিয়েত বিমান কী যুক্তিতে পেট্রল নিতে পারে?

—গ্রীক বৈমানিক খাদ্যবাহী বিমান চালনা করেছে। সোভিয়েত বৈমানিক সে-সব বিমানে ছিল না।

—সে খবর আমি জানি। স্বয়ং কেনেডীকেও সে সংবাদ জানানো হয়েছে। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন, প্যাট্রিস লুমুম্বা একটু বেশি মাত্রায় কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে প্রথমেই মিতালী শুরু করায় স্বার্থান্বেষী কাসাভুবু-শোম্বের মত নেতাদের লুমুম্বা-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে সুবিধে হয়েছে,—দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। রেডিও স্টেশন বন্ধ করে জাতিসংঘ বাহিনী লুমুম্বাকে প্রতারিত করেছে। অন্যদিকে কাসাভুবুর অন্যায় দাবীর ঘোষণা ব্রাজাভিল থেকে প্রচারিত হচ্ছে।

একটা বিমান আকাশ আবর্তন করে নিচে নামলো। ভেবেছিলাম ইউ. এন. বিমান। ট্রুপস্ মুভমেণ্ট এখনও চলেছে। গিনি বা নাইজিরিয়া থেকে হয়তো আসছে নতুন ফৌজ।

প্রথমে নজরে পড়েছে মাইকেল কোকোলোর। আমার কনুই স্পর্শ করে একরকম বিস্ময়োক্তি করেন,

—এ কী, টমাস কাঞ্জার!

—মিঃ কাঞ্জার তো নিউ ইয়র্ক যাত্রা করেছেন।

—ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছি না।

—জাতিসংঘ বাহিনী হয়তো খবর পেয়েছিল। তাঁদের সতর্কতা দেখে তাই মনে হ'ল। দস্তুরমত বেষ্টনী রচনা করে ফেলে মুহূর্তে। বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের বিশেষ সংবাদদাতা সবার আগেভাগে রানওয়ের দিকে দৌড়োতে শুরু করেন। ঝিমিয়ে-পড়া আবহাওয়া হঠাৎ জেগে উঠলো।

মাইকেল কোকোলো আমাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললেন। বললেন,

—নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল হয়েছে।

—যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে হয়তো আবার ফিরে আসতে হ'ল।

—শীঘ্রই চলুন। ইউ. এন. গার্ড হয়তো টমাস কাঞ্জারকে কিছু

বলতেও বাধা দেবে। শুধু কাঞ্জার নন, গোটা প্রতিনিধি দলই দেখছি ফিরে এসেছেন।

মোট সাতজনকে বিমান থেকে নেমে আসতে দেখা গেল। টমাস কাঞ্জার উপস্থিত প্রেসের দিকে হাত নেড়ে একটু হাসলেন।

—আপনি ফিরে এলেন কেন?

—আপনার তো কাল নিউ ইয়র্কে পৌঁছোনোর কথা।

—বিমানের যান্ত্রিক কোন গোলযোগ!

টমাস কাঞ্জার প্রতিনিধি দলের দিকে এক নজর তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। খোলাখুলি খুব স্বাভাবিক সুরেই বললেন,

—আমরা ফিরে এলাম। ফিরে আসতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

—আপনারা কি নিউ ইয়র্ক যাওয়া স্থগিত রাখলেন?

টমাস কাঞ্জার জবাব দিলেন না প্রশ্নের। উপস্থিত ইউ. এন. সেনাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে হেসে বললেন,—এত সেনা কেন, এত কাছেই বা সেনারা আমাদের অবরোধ করলো কেন?

শ্বেতাঙ্গ এক ইউ. এন. অফিসার চীৎকার করে বলে উঠলেন,

—মিঃ কাঞ্জার, আপনাকে আমি পাঁচ মিনিট সময় দেবো। সাংবাদিকদের কাছে আপনার কিছু বলবার থাকলে আপনি ঐ সময়ের মধ্যে শেষ করুন। পাঁচ মিনিট পর আপনাকে বিমানঘাঁটি ত্যাগ করতে হবে।

শুধু কণ্ঠস্বর নয়, গোটা মানুষটি যেন জ্বলে উঠলেন মুহূর্তে। বেশ একটু চড়া পর্দায় শুরু করলেন টমাস কাঞ্জার—

—কঙ্গো পার্লিয়ামেণ্টের উভয় পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান-মন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা, আমার নেতৃত্বাধীনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কঙ্গো সম্পর্কিত বিতর্কে যোগদান করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। কঙ্গো পরিস্থিতি দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করে দেবার জন্যে আমরা যাত্রা করেছিলাম। রাজনৈতিক গুণ্ডা যোশেফ কাসাভুবু ও শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক শোম্বে ও কলন্‌জির ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রকাশ করে দেবার জন্যে আমরা

যাত্রা করি। কিন্তু আমাদের বাধা দেওয়া হয়। ব্রাজাভিলে আমাদের বিমান আটক করা হয়। প্রাক্তন ফরাসী কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী আবে ফুলবার্ট ইয়ুলু আমাদের ফিরিয়ে দিলেন। আমি সংবাদ পেয়েছি প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর মনোনীত অন্য একটি প্রতিনিধিদল কঙ্গোর প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের দাবী নিয়ে ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক যাত্রা করেছেন। ব্রাজাভিলে কোন বাধা দেওয়া হয়নি। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুকে কঙ্গোর জনসাধারণ কখনই ক্ষমা করবে না। জাতিসংঘে কাসাভুবু মনোনীত প্রতিনিধি দলের কঙ্গো সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ গ্রহণ করবার কোন অধিকার নেই। এই অন্যায় অধিকার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থান পেলে বুঝতে হবে ন্যাটো শক্তির চাপে দাগ হ্যামারশল্ড আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একজন করিতকর্মা দালাল ভিন্ন আর কিছু নন। আমার সন্দেহ হয়, পেছনে যথেষ্ট প্ররোচনা ও শক্তিশালী শক্তির গোপন সমর্থন ছাড়া আবে ফুলবার্ট ইয়ুলুর এত বড় রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য সম্ভব নয়। জানি না আমাদের প্রিয় নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা এখন কোথায় আছেন, জানি না বিমানঘাঁটি থেকে শহরে প্রবেশ করলে মাবুতুর দস্যুদল আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবে কিনা। হয়তো আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে। মাপ করবেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের জন্যে বিশেষ হেডলাইন সঙ্গে করে আনতে পারিনি, তার জন্য আমি দুঃখিত।

টমাস কাঞ্জার তাঁর প্রতিনিধি দল নিয়ে বিমানঘাঁটি ত্যাগ করে গেলেন।

ইউ. এন. অফিসারকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি,

—সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আজ লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করবেন জানি। কখন বিমানঘাঁটিতে আসবেন বলতে পারেন?

—এতক্ষণ তাঁর আসা উচিত ছিল। তাঁদের নিরাপদে বিদায় দেবার জন্যে আমি সকাল থেকেই অপেক্ষা করছি। তবে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাংবাদিকদের দেখা হবার সুযোগ হবে কিনা বলতে পারি না।

ইউ. এন. প্রেস ব্যুরো সংবাদ অস্বীকার করে। চতুর এক সুইডিশ অফিসার বললেন,

—প্যাট্রিস লুমুম্বা আমাদের কাছে তাঁর নিরপত্তার জন্যে সাহায্য চাইলে আমরা সব সময়ই প্রস্তুত। কিন্তু মাবুতুর ক্যু-ডে-টা সম্পর্কে আমাদের কোন কিছুই করবার নাই। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ইউ. এন. সেনা পাহারায় নিযুক্ত আছে।

ইউ. এন. প্রেসের খবর নিতান্তই পরস্পর-বিরোধী। আমি জানতে চাইলাম,

—প্যাট্রিস লুমুম্বা এখন কোথায় ?

—জানি না।

—সোভিয়েত ও চেক-রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করা হ'ল—এ সম্পর্কে আপনি কোন খবর রাখেন ?

—বহিষ্কৃত হয়েছেন এটুকু খবরই জানি।

প্রেস ব্যুরো থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। ক্যাম্প-লিওপোল্ড ঘাঁটিতে মাবুতু প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং-এর এক আমেরিকান রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় দুর্যোগের মধ্যে ট্যাক্সি খুঁজতে আমাকে আর কষ্ট করতে হ'ল না। গাড়ির দরজা খুলে বললেন,

—মাবুতুকে আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। চলুন, একটু আগেই পৌঁছোনো যাক।

ছিপছিপে একহারা গড়নের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। উল্টোপাল্টা প্রশ্নের সামনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। হাত-পা নেড়ে চীৎকার করে কথা বলেন। মাথা নেড়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

—সামরিক অভ্যুত্থান বলতে যা বোঝায় আমি সে নিয়মে ক্ষমতা হাতে রাখতে চাই না।

—আপনি কি মনে করেন কঙ্গো পরিস্থিতির উন্নতি একমাত্র সামরিক নেতৃত্বাধীনেই সম্ভব ?

—আমি তাই মনে করি।

—আফ্রিকার বহু দেশ এই সামরিক চক্রকে অপ্রয়োজনীয় বলে আক্রায় এক অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়েছে।

—অন্তের দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামতের ওপর আমাদের হাত নেই। কাজ করতে গেলেই সমালোচনা সহ্য করতে হয়। আমি এটুকু বলতে পারি কঙ্গোর স্বার্থ যে-কোন নেতা ও দলের চেয়ে বড়। সামরিক অভ্যুত্থান বলতে যা বোঝায়, ক্যু-ডে-টা সম্পর্কে আপনাদের যা ধারণা, বর্তমান কঙ্গোর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আমার এই সামরিক অভিযান ঠিক সে নিয়মে দেখলে ভুল হবে। হস্তক্ষেপ করবার আগে আমি বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করেছি। নেতাদের যথেষ্ট সময়-সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু দেখলাম প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু ও প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা একত্রে কাজ করতে পারবেন না। পৃথকভাবে কোন দলই সরকার গঠন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। পার্লিয়ামেণ্ট ভেঙ্গে দিতে হল—কারণ জুয়াচোরদের আড্ডাখানার ভোটাভুটিতে কঙ্গোর কোন স্বার্থ নেই। আমি ঠিক করেছি, একটি ছাত্র-সংসদ—চব্বিশজন শিক্ষিত কলেজের ছাত্র নিয়ে গঠিত হবে, 'কলেজ অব হাই কমিশনার্স'—তারাই বর্তমান কঙ্গোর শাসনভার গ্রহণ করবে। এই জরুরী অবস্থা আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে।

—আপনি বেলজিয়ানদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

—আপনার প্রশ্ন যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

—যে সমস্ত বেলজিয়াম কঙ্গো ছেড়ে পালিয়েছেন তাঁদের কী আপনি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন?

—সামান্য কথায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বিদেশীদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বেলজিয়ানদের সম্পর্কে আমরা যে প্রস্তাব মেনে নিয়েছি সেই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কঙ্গোর বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষিত বেলজিয়ান যন্ত্রবিদ্‌দের অপসারণের প্রশ্নই ওঠে না। গতকাল ব্রুসলসে

বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ের উইনীকে আমি এ সম্পর্কে অনুরোধ জানিয়েছি। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে অতি বড় জাতীয় নেতা হওয়ার বাহাদুরী থাকতে পারে কিন্তু কঙ্গোর তাতে মঙ্গল নেই। শ্বেতাঙ্গদের কাছে আমরা অনেকদিন শিখতে পারি এই ধারণা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করলে আমি নিরুপায়।

—কঙ্গো সত্তর-আশি বছর শ্বেতাঙ্গ অধীনে ছিল। এই সময়ে কঙ্গো কতটুকু পেয়েছে?

—এটা তর্কের কথা, যুক্তির কথা নয়। হয়তো বিরোধের যুক্তি—সমাধানের ইচ্ছে নয়।

—আপনি আপনার স্ত্রী ও পুত্রদের ব্রুসলস্ পাঠিয়েছেন এ কথা কী সত্যি?

বেরসিক প্রশ্নটি ঠিক আমার পাশ থেকে করে বসলেন ফরাসী এক তরুণ রিপোর্টার। দপ্ করে জ্বলে ওঠা হয়তো একেই বলে। কর্নেল মাবুতু একরকম রুখে দাঁড়ালেন উত্তেজনায়। সিগারেট লাইটার টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন,

—আপনি কী বলতে চাইছেন?

—আপনি আপনার স্ত্রী ও পুত্রদের ব্রুসলস্ পাঠিয়েছেন—এ কথা কী সত্য?

—হ্যাঁ।

—আপনি আপনার স্ত্রী ও পুত্রদের জীবন কী নিজের দেশে নিরাপদ বলে মনে করেন না।

—এ প্রশ্ন অর্থহীন।

—আজ শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী এই প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আপনার এই ধরনের কাজ দেশের জনসাধারণের কাছে খুবই বিভ্রান্তিকর। আপনি শোম্বে বা কলন্জির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কিন্তু প্যাট্রিস লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করতে চাইছেন। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ইলিয়োর বর্তমান কার্যকলাপ যথেষ্ট সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। তিনি কিন্তু যথেষ্ট নিরাপদ। স্বস্তি-পরিষদে টমাস কাঞ্জারের

নেতৃত্বে লুমুম্বা মনোনাত প্রতিনিধি দলকে ব্রাজাভিল থেকে ফেরৎ পাঠানো হ'ল কিন্তু প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর মনোনীত প্রতিনিধি দলকে আপনারা নিউ ইয়র্কে যেতে সাহায্য করেছেন।

—ব্রাজাভিল থেকে লুমুম্বা প্রতিনিধি দলকে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব আমার নয়—ব্রাজাভিলের শাসন ও শাসক আমার মতামতের অপেক্ষা রাখে না। আপনি কী আমাকে অভিযুক্ত করছেন?

—আদৌ নয়—আপনি কঙ্গোর এখন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আপনাকে অভিযুক্ত করবার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু এটুকু জানতে চাই, আপনি একদিকে এম এন সি পার্টি ও প্যাট্রিস লুমুম্বাকে নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছেন অথচ নিতান্তই গোঁড়া উপজাতীয় দল আবাকো পার্টি ও কাসাভুবুকে আশ্চর্যরকম প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

কর্নেল মাবুতু উপস্থিত রিপোর্টারদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত সংযত কণ্ঠে বললেন,

—আমি নিজে সাংবাদিক ছিলাম। রিপোর্টারের দায়িত্ব নিয়ে বিদেশেও আমাকে যেতে হয়েছে। আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। আপনার অধিকার সংবাদ আহরণ করা। সে সংবাদের সমালোচনা করবারও অন্যত্র সুযোগ আছে—কিন্তু আমাকে আপনি অন্যায় প্রশ্ন করতে পারেন না।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাইছি। তাঁকে আপনি গ্রেপ্তার করতে চাইছেন কেন?

—এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। প্যাট্রিস লুমুম্বা দেশটি সোভিয়েতের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছিলেন আপনি তার খবর রাখেন?

—না।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা কাসাই প্রদেশে নিরীহ জনসাধারণের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না। প্যাট্রিস লুমুম্বা আমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এ সংবাদও আপনাদের জানা নেই। কাসাইতে লুমুম্বা ফৌজের নেতৃত্ব

করছিলেন ছ'জন চেক-কমিউনিস্ট—সে সংবাদও আপনারা নিশ্চয়ই রাখেন না।

কর্নেল মাবুতু চারপাশে একবার ঘুরে দেখলেন। নিজের বক্তব্য এবার উঁচু পর্দায় বক্তৃতার ঢঙ-এ শুরু করলেন,

—প্যাট্রিস লুমুম্বাকে আমি জানি। হয়তো অনেকের চেয়ে কিছু বেশি জানি। পূর্বে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা কী ছিল আজ এই মুহূর্তে সে প্রসঙ্গ তোলা অর্থহীন। কঙ্গো-প্রজাতন্ত্র বা ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ কঙ্গো গড়বার ডাক তাঁর ষোল আনাই ফাঁকি। তিনি একজন লোভী পুরুষ—রাজনৈতিক প্রভুত্বাকাঙ্খায় উন্মত্ত। নিজের ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্যে তিনি গোটা কঙ্গোর স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কঙ্গোকে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি পিকিং-এর সঙ্গে গোপন সামরিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

কর্নেল মাবুতু বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করছিলেন। হাত-পা নেড়ে ও মাঝে মাঝে টেবিল চাপড়ে নিজের বক্তব্য রাখছিলেন।

—গোপন সামরিক ষড়যন্ত্রে পিকিং-এর কী স্বার্থ?

—অনগ্রসর আফ্রিকার দেশে দেশে নানাভাবে সাহায্য করে সেই সব দেশে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা—কঙ্গোতে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে তারা কব্জা করতে চেয়েছিল। সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমাদের সেনাবাহিনী সুশিক্ষিত নয়—আজ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ লুমুম্বার অনুগত। এই সত্যটি আরও উদ্বেগজনক।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা কী কমিউনিস্ট?

—তাঁর পূর্বের রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে যদিও তাঁকে কমিউনিস্ট আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু শ্রমিক ও ডাক বিভাগের কর্মচারীদের আন্দোলনে তিনি চিরদিনই নেতৃত্ব করেছেন। আক্রা কনফারেন্সে লুমুম্বাকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। আক্রা কনফারেন্সের বক্তৃতায় ও সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত 'জর্গন' ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁকে একজন পাকা বলশেভিক মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কর্নেল মাবুতু উপস্থিত প্রেসকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কঙ্গোর অচলাবস্থায় আশু কর্তব্য ও সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় বললেন,

ব্রুসলস্-এর সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। শ্বেতাঙ্গদের মেরে তাড়ালেই আমাদের মঙ্গল হবে এ মতে আমি বিশ্বাসী নই। অতিবড় উৎকট দেশপ্রেমিকের হয়তো এ কথা শুনতে ভাল লাগবে না, কিন্তু কঙ্গোর প্রকৃত মঙ্গল ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে হলে আজ আমাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বড়ই প্রয়োজন।

প্রশস্ত হলঘরের ডান দিকে হঠাৎ একটা সোরগোল উঠলো। লক্ষ্য করলাম, তিনজন সেনা উপস্থিত সাংবাদিকদের দু'হাতে সরিয়ে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের পথ করে দিচ্ছে। সামরিক অফিসারকে ভিড় ঠেলে আসতে দেখে কর্নেল মাবুতু একটু ভ্রুকুটি করলেন। বক্তৃতাও তিনি বন্ধ করলেন।

আমি ছিলাম প্রথম সারিতেই। কর্নেল মাবুতুর সঙ্গে আমার হাত-সাতেকের ব্যবধান।

মৃদু হেসে কর্নেল মাবুতু বললেন,—আপনাদের সঙ্গে একটু খোলা-মনে কথা বলবো তারও সময় নেই। আমার এই অফিসারটি হয়তো খুব জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছেন। একান্ত গোপনীয় না হলে আমি সে সংবাদ নিশ্চয়ই প্রকাশ করবো।

সশব্দে মিলিটারী সেলাম ঠুকে সামরিক অফিসার কর্নেল মাবুতুকে নিচু গলায় কী যেন বললেন। লক্ষ্য করলাম কর্নেলের চোখ দু'টি মুহূর্তে চমকে উঠলো। কঠোর এক প্রস্তুতি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

—জরুরী প্রয়োজনে এ স্থান ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আমার কাছে খবর এসেছে প্যাট্রিস লুমুম্বা কিছুক্ষণ আগে শহরে প্রকাশ্যে দেখা দিয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করায় ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয়েছে কয়েক মিনিট আগে। দুঃখের কথা কঙ্গোলি সেনাদের একটা অংশ লুমুম্বাকে সমর্থন করায় আমাদের

সেনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি এখনই রেডিও স্টেশনে চললাম। যেভাবেই হোক এই বিশ্বাসঘাতককে আজ রাত্রের মধ্যে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

দস্তুরমত বিস্ফোরণ। উপস্থিত রিপোর্টারদের মধ্যে দারুন-ব্যস্ততা দেখা যায়। কেউ কেউ ঝড়ের বেগে হলঘর ত্যাগ করলেন। এপাশ-ওপাশ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠতে থাকে,

প্যাট্রিস লুমুম্বাকে কোথায় দেখা গেছে?

—তিনি কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন?

—জাতিসংঘের সেনাবাহিনী কী আপনাকে সাহায্য করবে?

—সংঘর্ষ কোথায় হয়েছে?

তু'হাতে প্রশ্নগুলি সরিয়ে দিয়ে কর্নেল মাবুতু বললেন,

—আমি এই মুহূর্তে আপনাদের আর কিছু জানাতে অক্ষম। রেডিও স্টেশনে না পৌঁছে আমি আর কিছু বলতে পারবো না।

তু'জন সেনা পথ করে দিল। কর্নেল মাবুতু সামরিক অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়ে হলঘর ত্যাগ করলেন।

ক্যাম্প-লিওপোল্ড থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, দেখলাম বেতার-প্রেরক একখানা সামরিক ভ্যান সাইরেন বাজিয়ে কর্নেল মাবুতুর খাকি রঙের বিশাল গাড়িটি ও আরও কয়েকটি সৈন্য বোঝাই ট্রাক পিছনে নিয়ে ক্যাম্পের গেট অতিক্রম করে গেল। একই সঙ্গে আগে বেরুনোর চেষ্টা করায় বিশৃঙ্খল গাড়ির মিছিল গেটের মুখে আটকে গেল।

—শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে, কিন্তু কোথায় গেলে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কিছু জানা গেল না।

প্রশ্নকর্তা একজন রিপোর্টার সন্দেহ নেই। প্রায় শ'তিনেক রিপোর্টার আজ এখানে তুনিয়ার নানা জায়গা থেকে এসেছেন। ভদ্রলোককে চিনতাম না। বললাম,

—কর্নেল মাবুতু ব্যাপারটা প্রেসকে হয়তো জানাতে চাইলেন না।

—হের জেন্!

পরিচিত কণ্ঠস্বর। জর্মন উচ্চারণে 'সেন' হয়েছে 'জেন'। তাকিয়ে দেখি পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হের টলার।

—আমার ধারণা ছিল আপনি এখনও এলিজাবেথভিলে আছেন। এখানে এসেছেন কবে?

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে হের টলার বললেন,

—কাল।

—আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে 'লেয়ো'-র এয়ারপোর্টে দিন পনের আগে। এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতে পারিনি।

—লিওপোল্ডভিল এখন গরম—কাতাঙ্গায় আর যাই থাক এখন আর সেই চটক নেই—কঙ্গোর রাজনৈতিক নাটক আজ লিওপোল্ডভিলে সবচেয়ে জটিল ও জোরালো।

—রিপোর্টারদের গাড়ির ব্যস্ততা লক্ষ্য করুন, অথচ দুঃখের কথা, কেউ জানেন না প্যাট্রিস লুমুম্বাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে।

—আমি জানি।

—বলেন কি? কোথা থেকে শুনলেন?

হের টলার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো। বেশি দূরে নয়—নিকটেই।

—অনুমান করছি। এখানে জাহাজী-শ্রমিক-বস্তি কোন্ দিকে জানেন?

—এখান থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। দক্ষিণে—প্রায় শহরতলীর কাছাকাছি। কিন্তু প্যাট্রিস লুমুম্বা জাহাজী শ্রমিকদের মধ্যে সুবিধে করতে পারবেন না। ওটা প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর এলাকা। আবাকো পার্টি ওখানে শক্তিশালী। লুমুম্বা ওদিকে নিশ্চয়ই যাবেন না।

—কোন্ পার্টি যে কঙ্গোতে শক্তিশালী আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তবে নেতা হিসাবে প্যাট্রিস লুমুম্বা এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে অনেক প্রিয় ও কাছের মানুষ বলতে পারেন।

কথা বলতে বলতে ঝলমলে একটা ওপেল গাড়ির সামনে এসে হের টলার বলেন,

—প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা তাঁর বাসভবনে ঘানা, গিনি ও মোরক্কো সেনাদের পাহারায় ছিলেন। এত সতর্ক পাহারা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে মানুষটি নিজের বাসভবন থেকে উধাও হলেন বোঝা দুষ্কর।

রাত বাড়ছে। এদিকটা নির্জন। সাধারণ পথচারী বড় নজরে আসে না। শুধু সামরিক ভ্যান, ট্রাক আর জীপের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়।

—ক্যু-ডে-টা দিন সাতেক পরে হলে কাতাঙ্গা আর কাসাই প্রদেশের অনেকটা প্যাট্রিসের হাতে চলে যেতো সন্দেহ নেই। আমি নিজে দেখে এসেছি, ঝানু বেলজিয়ান সেনাদের হাতে পেয়েও উত্তর কাতাঙ্গায় শোম্বে লুমুম্বার সেনাদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। টমাস কাঞ্জারকে ব্রাজাভিল থেকে ফিরে আসতে হলেও পরে তিনি ত্রিপলি দিয়ে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করেছেন জানেন?

—বিমানঘাঁটিতে টমাস কাঞ্জারের ফিরে আসা লক্ষ্য করেছি। তাঁর ভাষণও আমি শুনেছি কিন্তু তিনি যে ত্রিপলি দিয়ে নিউ ইয়র্কে যাত্রা করেছেন আপনার কাছেই শুনলাম।

—পি. টি. আই. এই সংবাদ দিচ্ছে।

কথায় কথায় অনেকটা পথ এলাম। অভিজাত এলাকা পেছনে ফেলে এসেছি। সুন্দর চওড়া রাস্তার দু'পাশে নিয়মিত ব্যবধানে লম্বা লম্বা নিয়ন আলো আর চোখে পড়ে না। রাস্তা ক্রমশঃ সরু হচ্ছে। বাঁক আর স্যাঁতসেঁতে ভিজে পথ। গাড়ির গতি বাড়াতে কমাতে হয়

অল্পক্ষণ পর একটা চৌমাথার সামনে গাড়ি রাখতে হ'ল। অন্ধকার পথে কিছু মানুষের অনোগোনা লক্ষ্য করা গেল। আরও নজরে পড়লো প্রায় খান-সাতেক বিরাট মিলিটারী ভ্যান রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তবে সেনাদের নজরে পড়লো না।

হের টলার বললেন,

—প্যাট্রিস কোন প্রকাশ্য জমায়েতে এখন বক্তৃতা দেবেন বলে মনে হয় না। এই সরু রাস্তায় আর ভেতরে ঢোকা হয়তো ঠিক হবে না।

—ডকশ্রমিক-বস্তিতে কর্নেল মাবুতুর সেনাবাহিনী হয়তো প্যাট্রিসের সন্ধানে প্রবেশ করেছে। যে-কোন সময় একটা সংঘর্ষ বাধতে পারে।

—অবশ্য আমার মনে হয় না, প্যাট্রিস বোকার মত কোন কাজ করবেন।

—হের টেলার, আপনি ফিরে চলুন। ডক এলাকায় প্রবেশ করা এই রাত্রে আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি না।

হের টলার কোন কথা বললেন না। গাড়ি ঘুরিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুকে পড়ে বলেন,

—কর্নেল মাবুতু যদি ইতিমধ্যে প্যাট্রিসকে গ্রেপ্তার করে থাকে?

—তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি থাকলেও অসম্ভব নয়।

পাইপে তামাক পুরতে পুরতে হের টলার বলেন,

—আপনাদের রাজ্যেশ্বর দয়াল মানুষটি কেমন?

—জানি না।

মৃদু হেসে রেডিও খুলে দিলেন টলার। একটা যন্ত্রসঙ্গীত বাজে। একের পর এক বাঁক নিয়ে গাড়ি চলতে থাকে। রেডিওতে শেষ সংবাদ শুরু হয়:

A massacre, described as the 'most brutal yet to have taken place' in the Congo, has occurred in Katanga, according to U. N. sources here today.

The sources said gendarmes of President Tshombe, had killed Baluba tribesmen loyal to Mr. Lumumba in villages in the Northern part of Katanga....

দুম করে রেডিও বন্ধ করে একটু উত্তেজিত হয়ে হের টলার বললেন,

—মাত্র একটা সপ্তাহ হাতে পেলে কাতাঙ্গা রাজনীতির অন্য অবস্থা হতো আপনি জানেন?

—কাল জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মনে হয়।

—যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক, কঙ্গোর রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। গৃহযুদ্ধ ব্যাপকভাবে শুরু হবে—এ কথা আপনি জেনে রাখুন।

প্যাট্রিস লুমুম্বা কয়েকদিনের জন্যে আত্মগোপন করায় যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, বহু তরফের যে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল ; স্বগৃহে ফিরে আসবার পর সে অবস্থার পরিবর্তন হলেও গুমোট ভাবের কোন হেরফের হ'ল না। কেউ নিশ্চিত নন, তবে বিভিন্ন মহলের কানাঘুষা থেকে বোঝা যায় প্যাট্রিস লুমুম্বা হয়তো প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর সঙ্গে কোন বৈঠকে বসতে ইচ্ছুক। কর্নেল মাবুতু নাকি মিঃ লুমুম্বার সঙ্গে আজ প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। প্রস্তাবটা কী জানা যায়নি। মিঃ লুমুম্বার মতামতও বাইরে প্রকাশিত হয়নি।

হের টলার হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বললেন,

—সমস্তটাই ধোঁকা—বৈঠকের কথা পুরোপুরি মিথ্যে। অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। হলেও সে খারাপের দিকেই গেছে। কর্নেল মাবুতু আজ সকালে মিঃ লুমুম্বার সঙ্গে দেখা করেছেন সন্দেহ নেই। আলোচনা কি হয়েছে আমি জানি না—তবে তুপুরের দিকে মিঃ লুমুম্বা ঘানা দূতাবাসের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধির কাছে বলেছেন কর্নেল মাবুতু তাঁর ব্রিফ-কেসটি চুরি করে নিয়ে গেছেন। মিঃ লুমুম্বার এই অভিযোগ কোন ইয়াঙ্কী সংবাদদাতার কল্পনাপ্রসূত নয়। আমি সেই সময় ঘানা দূতাবাসে ছিলাম। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় কর্নেল মাবুতুর সঙ্গে প্যাট্রিস লুমুম্বার বৈঠক কতটা সফল হয়েছে।

—ব্রিফ-কেস চুরির ব্যাপারটা আমি ইউ. এন. দপ্তরেও শুনেছি। আরও খবর শুনলাম, মাবুতু লুমুম্বা-বিরোধী ভয়াবহ ব্যাঙ্গালা উপজাতীয় কঙ্গোলি সেনাদলকে লিওপোল্ডভিলে নিয়ে এসেছেন।

—কর্নেল মাবুতু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা বিদ্রোহের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। লিওপোল্ডভিল লুমুম্বা-বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দ্রুত এখানে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন।

হোটেলের পথে বাঁক নিতেই খেয়াল হ'ল। হের টলারকে বললাম গাড়ি থামাতে।

—কেন, আপনি হোটেলে ফিরবেন না?

—আমার একটু সওদা আছে, সামান্য পথ, এটুকু রাস্তা হাঁটতেই ভাল লাগবে।

হের টলার গাড়ি রাখলেন। ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—এদিকটা বেশ স্বাভাবিক। দোকানপাট বেশ খোলা। সন্ধ্যের পর মানুষের চলাফেরা আগের চেয়ে দেখছি বেড়েছে।

—বদ্ধ উন্মাদও অনেক সময় আশ্চর্যরকম সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবহার করে। এ শহরের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। সকাল থেকে আজ কলের জল বন্ধ। পোস্ট-অফিসের দরজা খোলা পাওয়া এক ভাগ্যের কথা।

পোস্ট-অফিসের অচলাবস্থা অবশ্য যথেষ্ট বিরক্তির কারণ, কিন্তু আমি কখনই কলের জল ব্যবহার করি না। আমার দস্তুরমত ভয় করে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াই। একপ্রস্থ জর্মন দিব্যি গেলে হের টলার গাড়ির মিছিলের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। একটু এগিয়ে এসেছিলাম, তাই আমাকে পেছনে হাঁটতে হ'ল।

আমার সওদা ছিল সখের। কয়েক পা যেতেই দোকানটা পাওয়া গেল। এতরকমের প্রচুর সংগ্রহ এ তল্লাটে অন্য কোন দোকানে আমি দেখিনি। মুখোশ, ড্রাম, তীর, হাজারো রকমের হাতির পায়ে তৈরি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, কাঠ খোদাই, জন্তুর চামড়া ও হাতির দাঁতে তৈরি অপূর্ব সংগ্রহ। সেই সংগে ট্যুরিস্ট আকর্ষণ করবার বিচিত্র টুকিটাকি। বালুবা উপজাতির রাজনৈতিক বিদ্যেবুদ্ধি হয়তো নেই কিন্তু তাদের হাতের কাজ আমাকে বিস্মিত করেছে। নিখুঁত কাঠখোদাই ও পুতুল যে-কোন বিদেশীকে থ' হয়ে দেখতে হয়।

আমার অর্ডার ছিল ছুটো কাঠবিড়াল ও ঠোঁটের সংগে থালার মত গহনাযুক্ত পুতুল। বিচিত্র বর্ণের কাঠবিড়ালের চামড়ায় তুলোর পুর

ভরতে দিয়েছিলাম। বালুবাদের হাতে 'ডাক বিল্ড্ উইমেন' আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। লুপ্তপ্রায় এই উপজাতি এলিজাবেথভিলের কাছাকাছি বুনিয়া অঞ্চলের জংলা জায়গায় আজও দেখতে পাওয়া যায়। বালুবাদের হাতে তৈরি নিখুঁত এই পুতুলের চাহিদা বিদেশীদের কাছে সবচেয়ে বেশি।

পুরোনো দোকান। এক ফরাসী ভদ্রমহিলা এখন দোকানের মালিক। ঢুকতেই দেখলাম চিনতে পারলেন। প্রবেশ-দ্বারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। কাউণ্টারের সামনে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, দোকানে আরও তিনজন অল্পবয়সী সেনা শো-কেস ঘুরে দেখছেন। আমাকে দেখে সবাই একসঙ্গে ঘুরে তাকালো। সশস্ত্র কঙ্গোলি সেনা চিনতে ভুল হয় না।

ফরাসী ভদ্রমহিলার সেলস্‌ম্যানাশপ তারিফ করবার। ইংরেজীও হুড়হুড় করে বলতে পারেন। আমি ভারতীয় বুঝতে পেরেই হাতির দাঁতের কাজ দেখানো বন্ধ করেছিলেন সেদিন। অসম্ভব তড়িঘড়ি, দেখলেই বুঝতে পারেন কোন্ লোকটাকে কী গছানো সম্ভব।

হাতে অর্ডার শ্লিপটি তুলে দিয়ে একটুকরো চটুল হেসে মন্তব্য করলেন,

—আমি নিতান্তই দুঃখিত—আপনার কাঠবিড়াল আজও তৈরি হয়নি। আমার সমস্ত কর্মচারী আজ অনুপস্থিত। একাই আমাকে সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। আপনি দু'দিন সময় দিন। জিনিস আমি আপনার হোটেলেই পাঠিয়ে দেবো। সেদিন আপনি 'ডিউটি ফ্রি' আরও কিছু কাজ দেখতে চেয়েছিলেন—আপনার জন্যে ভাল জিনিস সংগ্রহ করেছি। আশা করি আপনার পছন্দ হবে।

—কী দেখাবেন?

ভদ্রমহিলা আমাকে ভেজানো টেবিলের পাল্লা তুলে ভেতরে আহ্বান করলেন। সাজানো কাউণ্টারের আড়ালে পেছনের দিকের বিরাট হল-এ প্রচুর মালপত্রে ঠাসা। দেওয়ালে, মেঝেতে ও আলমারীতে কোথাও আর জায়গা নেই।

কাউন্টারের আড়ালে আসতেই ভদ্রমহিলা দ্রুত আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একেবারে মুখোমুখি হয়ে নিচু গলায় বললেন,

—আপনাকে ভেতরে ডেকেছি কিছু দেখাবার জন্যে নয়, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

একটু হকচকিয়ে গেলাম। অপরিচিত এই মহিলার নিভৃতে আমার সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে ভেবে পেলাম না।

—কথা আছে! আমার সঙ্গে!

—দোকানে আপনি হয়তো তিনজন কঙ্গোলি সেনাকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, এখনও তো আছে দোকানে।

—অনেকক্ষণ ধরে আছে। আমি যে ওদের ভাষা বুঝতে পারি হয়তো ভেবে দেখেনি। ওরা ক্রেতা নয়।

—দোকান লুট করতে এসেছে?

—না। প্রায় মিনিট পনের অপেক্ষা করছে। শো-কেস ঘুরে দেখছে। ওরা অন্য একজনের অপেক্ষায় আছে। পুরোপুরি আমি শুনিনি তবে একটা ষড়যন্ত্র এদের পিছনে আছে। পুলিশে খবর দিতে চেয়েছি কিন্তু টেলিফোন কাজ করছে না। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভরসা পাই না। এত টাকার দোকানই হয়তো ছারখার করে দেবে। অনেকদিন পর দোকান খুলছি ক'দিন—

—ষড়যন্ত্র বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?

—কাউকে বোধহয় এরা খুন করার জন্যে তৈরি হয়েছে।

—ব্যাপারটা রাজনৈতিক?

—মনে হচ্ছে।

—অপনি আমাকে এসব বলছেন কেন?

—অন্য কেউ এইমুহূর্তে দোকানে এলেও আমি তাঁকে একথা বলতাম।

—এদের আলোচনা আপনি শুনেছেন—কী বলছিল?

—আলোচনা নয়—ঢেঙা চেহারার সেনাটি দু'জনকে নির্দেশ দিচ্ছিল—গাড়ি কোথায় হাজির থাকবে, কে কোথায় অপেক্ষা করবে

ইত্যাদি। সবটা না শুনলেও আমি নিশ্চিত, এরা একটা কাজে লিপ্ত আছে।

—এদের লক্ষ্যবস্তু কে বা কারা আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

—না। এখনও এরা এখানে আছে, হয়তো কোন খবরের আশায় অপেক্ষা করছে।

—আপনার দোকানে ঢুকেছে, আপনি নিশ্চয়ই কথা বলেছেন ?

—সেনারা কী চান প্রশ্ন করতে একজন হেসে জানালো—উল্লুক দেখতে এসেছি। আমি একে মেয়ে তারপর রঙটাও আমার সাদা—আপনি দোকানে না আসা পর্যন্ত দারুণ উৎকণ্ঠায় ছিলাম।

বাইরে একটা আওয়াজ হতেই দ্রুত সামনে এগিয়ে এলাম। দোকানের কাঠখোদাই যে দস্তুরমতো বিস্ময়—একথা উচ্চকণ্ঠে জানান দিতে দিতে কাউন্টারের অপর পারে এসে দাঁড়াই।

সেনারা দেখলাম সংখ্যায় এখন চারজন। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় বিশেষ কিছু আলোচনা চলেছে। সওদার পরামর্শ বলে ভুল করবার কোন কারণ নেই। সবাই এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর পরস্পর ঘড়ি মিলিয়ে প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেল। আমি একটা বানর-জাতীয় চতুষ্পদ দেখতে অতিশয় মনোযোগী হয়ে পড়ি।

ভদ্রমহিলার অনুমান যাই হোক তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, একটা বিশেষ কিছু মতলব নিয়ে এরা অতিশয় ব্যস্ত। যেন কিছু করতে চলেছে এরকম মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষ করে পরস্পরে ঘড়ি মেলানো দস্তুরমতো সন্দেহজনক।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই নজরে পড়লো। কালো একটা গাড়িতে চার জন সেনা উঠে বসেছে। ধোঁয়া আর কিছু যান্ত্রিক আওয়াজ পেছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

অবিমিশ্র কৌতুহল আমার চরিত্রের এক মস্ত দোষ আমি জানি। তবে হাতের কাছেই ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হবার সুযোগ আমার হতো না। গাড়িটা নতুন, চালকও বশ মজবুত।

—ড্রাইভার, আমার খুব তাড়া, একটু জোরে চল।

সামনে পেছনে অনেক গাড়ি। তা'ছাড়া আইন শৃঙ্খলাও আছে হিসেব করলাম, কালো গাড়িটা এগিয়ে গেলেও নাগাল পাওয়া অসম্ভব নয়। গন্তব্যস্থল যেখানেই হোক অন্তত তুই ফার্লং এই রাস্তায় তাকে যেতেই হবে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলছে-নিভছে। কিলবিল-করা গাড়ির মিছিলের গায়ে প্রতিফলিত নিয়ন সাইন বাড়ছে-কমছে আবার পরক্ষণেই সরে যাচ্ছে। আমার সামনের পথ আটকে রেখে ছিল বিরাট এটা ভ্যান। সাধারণত এ ধরনের গাড়ি তুধ, চা, মাংস বহন করে। দোকানে দোকানে মাল পৌঁছানো যদি শেষ হয় তবে বুঝতে হবে চলেকের খুব একটা তাড়া নেই।

আমার হোটেল আমি অতিক্রম করে এলাম। বড় পোস্ট অফিসকে ডান হাতে রেখে ভ্যানটা উল্টোপথ ধরলে কালো গাড়িটা মুহূর্তের জন্যে আমার নজরে এলো। চৌমাথায় গাড়ির মিছিল ভাগ হয়ে গেল। পোস্ট-অফিস অতিক্রম করার পর লক্ষ্য করলাম প্রধান সড়ক থেকে বাঁক নেয়নি কালো গাড়িটা। তু' পাশে গাড়ি থাকায় গতিবেগ বাড়াতে হয়তো অসুবিধে হচ্ছে।

বেশ কিছুটা পথ আরও আসা গেল। পথে গাড়ির ভিড় ক্রমশঃ কমে আসছে। অবিরাম এই পিছু নেওয়া তুষ্কর। মনে হ'ল আমার ড্রাইভার যেন বুঝতে পেরেছে আমি কালো গাড়িটাকে অনুসরণ করে চলেছি। সামনের দিকে চোখ রেখে সময় সময় গাড়ির গতিবেগ বাড়াতে কমাতে বলেছি। হয়তো ড্রাইভারের তাতেই সন্দেহ হতে পারে।

আমার নিজের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাঙ্গাগড়া চলছিল। সম্ভব-অসম্ভব নানা কিছু ভাবছিলাম। অল্প সময়ে পর পর কয়েকটা সিগারেট শেষ করেছি।

হঠাৎ নজরে পড়লো। প্রায় সত্তর-আশি গজ দূরের ব্যবধান। কালো গাড়িটার গতি হ্রাস হ'ল। রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতের ধারে

এসে গাড়িটা থেমে গেল। পরমুহূর্তেই দু'জন সেনাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে দেখলাম।

উপস্থিত বুদ্ধি আমার কী দরের জানি না। আমি সেই মুহূর্তে কী অনুমান করেছিলাম স্মরণে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম,

—ড্রাইভার জোরে! রাস্তা এদিকে বেশ ফাঁকা।

আমি যে অসম্ভব দোটানায় পড়েছি ড্রাইভারের দৃষ্টি তা এড়ায়নি। একটু ইতস্তত করে গাড়ির গতি মুহূর্তে বাড়িয়ে দিল। কালো গাড়িটাকে অতিক্রম করে গেলাম পরক্ষণেই। এক ঝিলিক নজরে এলো। সামনের সিটে দু'জন। আলো-আঁধারির মধ্যে অন্য দু'জনকে আর দেখা গেল না।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পর বেশ কিছু পথ আরও অতিক্রম করে এসে আমি ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। নিজেকে অসম্ভব বোকা বোকা মনে হতে লাগলো। সময়ের শুধু অপচয়ই হ'ল। গাড়ির রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

এক রেঁস্তোরা থেকে একটা ফোন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'লাম। টেলিফোন এদিকটাও কাজ করছে না। তিন ডবল দাম কবুল করে এক প্যাকেট সিগারেট যদিও পাওয়া গেল কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও একটা ট্যাক্সি নজরে এলো না।

নিজের ওপরই আমার রাগ হ'ল। খুব ব্যস্তভাবে খানিকটা হেঁটে শুধু পরিশ্রান্ত হয়েই পড়লাম। কবে কোথায় এই অবিমিশ্র কৌতুহল আমাকে কী ভাবে নাকাল করেছে, সেই কথা ভাবছিলাম।

ট্যাক্সি পেতে আমাকে আরও কিছুটা হাঁটতে হ'ল। দুই ভীমদর্শনা মহিলাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি আমার সামনে এসে থামলো।

বিরাট দুই আরোহী নেমে যেতেই আমি গাড়িতে চেপে বসলাম। ব্রিফ-কেসটি ছুঁড়ে দিয়ে সিটের মধ্যে ডুবে গিয়ে বলি,

—সোজা!

বিদেশী আরোহী দৃষ্টি আকর্ষণ করেই। ড্রাইভার একনজর তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বলে, হোটেল?

—হোটেল সাবেনা।

ফাঁকা রাস্তা। গাড়ির গতিকে ইচ্ছেমত বাড়ানো চলে। রাত হচ্ছে। দু'পাশে মানুষের ভিড় কমে এসেছে। সময় হয়েছে দোকান বন্ধ হবার।

একটার পর একটা চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কঙ্গো রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কিছু আশা করা যায়। জাতিসংঘে পরস্পর-বিরোধী দুটি দলের কোন্‌টি কঙ্গোর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে মনোনীত হবে তার ওপর অবশ্যই অনেক কিছু নির্ভর করে। কেয়মে নক্রুমা এখন নিউ ইয়র্ক। শ্রীনেহেরু ও নিকিতা ক্রুশ্চেভও জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন। কঙ্গো পরিস্থিতি নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ চাপ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। জোরিন ও কৃষ্ণ মেনন দাগ হ্যামারশল্ডের ওপর হয়তো নতুন করে কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। জাতিসংঘে সিংহল, ঘানা, গিনি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয় মরক্কো ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র যদিও প্রথম থেকে লুমুম্বাকে সমর্থন করে চলেছে কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আশ্চর্যরকম নিরপেক্ষ। কেউ কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতায় নেমেছে।

গাড়ির গতি হ্রাস পেতে বাইরে তাকিয়ে দেখি, সামনেটায় বহু মানুষের জটলা। সামনের পথ জুড়ে পর পর কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

—কী ব্যাপার? পথে ভিড় কেন?

—বুঝতে পারছি না।

গাড়ি থামতেই পথে নেমে দাঁড়ালাম। কোন মিছিল নয়। কোন শ্লোগান ধ্বনিও কানে এলো না। শুধু লক্ষ করলাম দু'চার জন পুলিশ রাস্তা ফাঁকা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছে। এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশের এক গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একজনের নির্দেশ কানে এলো,

—সামনে যাবেন না। গাড়িতেই থাকুন।

—কী ব্যাপার জানেন?

—এখানে অল্পক্ষণ আগে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি চলেছে।

অনুরোধ আমি শুনিনি। ছ'হাতে ভিড় সরিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। সাধারণ মানুষের ভিড় অতিক্রম করে সামরিক বেষ্টনীর মুখে এসে দাঁড়াই। চওড়া রাস্তার খানিকটা বন্ধ; গাড়ি চলাচলে বাধা নেই। কিন্তু কৌতুহলী সাধারণ মানুষের ভিড় ছ'পাশের যানবাহন বন্ধ করে দিয়েছে।

বেতার-প্রেরক যন্ত্র বসানো একটা জীপে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে লক্ষ্য করলাম। একজন সংবাদ প্রেরণ করছেন। কী ভেবে সামনে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বেষ্টনীর মুখে থামতে হ'ল। সবচেয়ে অবাক লাগলো উপস্থিত জনতা সঠিক কিছু বলতেই পারে না। সামরিক বেষ্টনী অতিক্রম করে সেনাটিকে বললাম,

—অফিসারের সঙ্গে আমার জরুরী প্রয়োজন। আমাকে ছেড়ে দিন।

মতামতের অপেক্ষা আমি করিনি। সোজা সামরিক জীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করায় জীপ থেকে নেমে দাঁড়ালেন একজন।

অপ্রত্যাশিত রোমহর্ষক ঘটনা বর্ণনা করলেন সামরিক অফিসার। প্রায় আধ ঘণ্টা আগে কর্নেল মাবুতু নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এক বাড়িতে এসেছিলেন। তবু নিয়মিত সামরিক পাহারা ও দেহরক্ষী তাঁর সঙ্গে ছিল। কাজ শেষ করে তিনি যখন লিফ্‌টে নিচে নেমে এসেছেন তখন অতর্কিতে করিডোরের অন্য প্রান্ত থেকে তাঁর প্রতি পর পর ছ'বার গুলি বর্ষণ করা হয়। অল্পের জন্যে কর্নেল রক্ষা পান কিন্তু একজন দেহরক্ষী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আততায়ীকে ধরা যায়নি। আততায়ী একজন সামরিক কর্মচারী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে একটা গাড়ি অপেক্ষায় ছিল। সন্দেহজনক গাড়িটি আটক করবার চেষ্টা

করলে সেনাদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ বাধে। দুই পক্ষেই গুলি বিনিময় হয়। সেনাদের দু'জন গুলিতে আহত হয়। গাড়িতে দুষ্কৃতকারী ক'জন ছিল জানা নেই, তবে একজনকে গাড়ির মধ্যেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

—কর্নেল মাবুতু অক্ষত আছেন?

—আমাদের সৌভাগ্য কর্নেল সুস্থ শরীরেই মিনিট দশেক আগে এখান থেকে চলে গেছেন।

শিরদাঁড়ার মধ্যে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করি।

—আপনি রিপোর্টার, প্রমাণ নিশ্চয়ই আপনার দরকার হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

সামরিক অফিসার আমাকে অনুসরণ করতে বলেন। যন্ত্র-চালিতের মতো পা চালিয়ে যাই। অপেক্ষাকৃত একটু তফাতে সামরিক পাহারায় রাস্তার ধারে অ-সামরিক একটা গাড়ি।

চিনতে আমার ভুল হয়নি। যে গাড়িটাকে ঘণ্টাখানেক আগে আমি পিছু নিয়েছিলাম সেই কালো গাড়িটাই। সামনে-পেছনের সমস্ত কাঁচ চুরচুর হয়ে গেছে। গুলির আঘাতে আঘাতে বেশ কিছু গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। চালকের আসনে রক্তাপ্লুত একটা দেহ স্টিয়ারিং হুইলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা কাৎ হয়ে আছে একদিকে। ঘণ্টাখানেক আগের একটা চেনা মুখ।

আমেরিকান প্রেস মাবুতু-কে পছন্দ করেছে। সামরিক এই দুশমনের বিভিন্ন ভঙ্গীমার কলার ফটোগ্রাফসহ জীবনী ছেপে 'অদ্বিতীয় বীর সন্তান' ও 'কঙ্গোর মজবুত লোক' হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। ব্রুসলস্ গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর চলাফেরা এক মার্কিন সাংবাদিকের মনে যে কী গভীর রেখাপাত করে, তার ফলাও সংবাদও আমি পাঠ করেছি।

লিওপোল্ডভিল শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলে বসে বোঝা যায় না গ্রামাঞ্চলে কী ভয়াবহ অন্নাভাব। রেডক্রশের একজন দায়িত্বশীল

কর্মচারী স্বীকার করেছেন—একমাত্র সোভিয়েত ও চেক সাহায্য শহরের সঙ্গীন অবস্থাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। লোক মারা যাচ্ছে রোগে। তার প্রধান কারণ অনাহার।

মাবুতু-সেনাদের কাছে কিছু আশা করা অর্থহীন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে জাতিসংঘ বাহিনীর প্রায় বিশ হাজার সেনা গোটা কঙ্গোতে নামানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঝানু কূটনৈতিক উপদেষ্টা ও সামরিক বিশারদ তাঁদের পেছনে আছেন—তবু চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতি নেই। রাজ্যেশ্বর দয়াল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার ইন্দ্রজিৎ রিখে নিরুপায়। একদিকে কাসাভুবুর ষড়যন্ত্রে কর্নেল মাবুতু বীভৎস ও দুর্দম, অন্যদিকে প্যাট্রিস লুমুম্বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অনমনীয়।

রাজনৈতিক দুর্যোগ ও ঘনঘটা পূর্বেও আমি কয়েকটি দেশে দেখেছি। কিন্তু কঙ্গো-পরিস্থিতির তুলনা নেই। প্রতারণার পর প্রতারণার শেষ নেই। সময়ের পরিবর্তনে আর কালের বিবর্তনে প্রতারকের চেহারাই শুধু বদল হয়েছে। আরব দস্যু, রাজা লিওপোল্ড, ব্রুসলসের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পিয়ের উইনী ও জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ড যেন একে অন্যের উত্তরসূরী। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ মেনন, ও সোভিয়েত প্রতিনিধি জোরিন স্বস্তি-পরিষদে যতই প্রতিবাদ তুলুন, ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের হাত থেকে কঙ্গোর নিস্তার নেই। জাতিসংঘের প্রতিপত্তি নাশ ও স্বস্তি-পরিষদে নৈতিক সংকট আজ তাঁরা ঠেকাতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ মেনন কর্নেল মাবুতু সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—জাতিসংঘের কর্তব্য দুষ্কৃত ও হত্যাকারীর দলকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করা। এই ব্যক্তিটির ক্রিয়া-কলাপে সমগ্র কঙ্গো জনগণের লজ্জা বোধ করা উচিত। রাষ্ট্রসংঘ হয় শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করুক, না হয় সর্বস্ব ত্যাগ করুক। কাসাভুবু ও কর্নেল মাবুতুর শাসন অমার্জিত ও নির্লজ্জ একনায়কত্ব ছাড়া কিছু নয়।

শ্রীমেননের এই স্পষ্টোক্তি অনেকেই পছন্দ করেননি। নিজের দেশেই বা তিনি কতটা সমর্থন পাবেন জানি না।

স্বস্তি-পরিষদের নির্দেশ সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ড কার্যকরী করবার জন্যে প্রথমে যে ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছিলেন তাতে মোটামুটি সবাই খুশী হয়েছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছেন চমৎকার। স্বস্তি-পরিষদের প্রস্তাব পাস হবার মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে তিউনিশয়ার সেনাবাহিনী লিওপোল্ডভিলে পৌঁছে গেছে। জাতিসংঘ-বাহিনী ও সেক্রেটারী জেনারেলের হস্তক্ষেপে প্রারম্ভে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কঙ্গোর অচলাবস্থার দ্রুত সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘ অল্পদিনেই কঙ্গো-নেতাদের হতাশ করেছে। সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে অবিশ্বাসের তুফান উঠে আসে। আজ এই মুহূর্তে কঙ্গোর সবচেয়ে বড় শত্রু জাতিসংঘ ও সেক্রেটারী জেনারেল। কঙ্গো আশা করেছিলেন দাগ হ্যামারশল্ড প্রথমে দুটো কাজে হাত দেবেন। একটি হল বেলজিয়ান সেনাদের কঙ্গো থেকে বহিষ্কার করা। অপরটি বিযুক্ত কাতাঙ্গায় প্রবেশ করে শোম্বের পৃথক সরকারের ধ্বংস সাধন। দাগ হ্যামারশল্ড এ দু'টি ব্যাপারেই আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত রইলেন। কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর মতভেদ দেখা দিল। জাতিসংঘের নির্লিপ্ততা ও কোথাও কোথাও প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলানোতে ক্ষুব্ধ লুমুম্বা দাগ হ্যামারশল্ডের সঙ্গে যে পত্রালাপ করেছিলেন তার একটির তর্জমা সামনে রাখছি :

মহাশয়,

ঘণ্টাখানেক আগের চিঠির জবাবে আপনার লেখা পত্র এইমাত্র আমার হাতে এলো। ১৪ই ও ১৫ই আগস্টের আমার পত্রের সম্পর্কে আপনি কিছু বলেননি। সত্য আমি গোপন করতে চাই না। আমি সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছি সুইডিশ সেনা আপনি কাতাঙ্গায় পাঠিয়েছেন—বেলজিয়ান রাজকীয় পরিবারের সঙ্গে সুইডেনের গভীর প্রীতির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এ কথা আমি বলেছি। স্বস্তি-পরিষদ পর্দার আড়ালে আপনি কী নিয়মে চলাফেরা করছেন নিশ্চয়ই অবহিত

নন। এ কথা সবাই জানেন, চরম সঙ্কটের সময় আপনি লিওপোল্ডভিলে না এসে বেলজিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ পিয়ের উইনী ও কোটিপতি বেলজিয়ান খনি মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। নিউইয়র্ক ত্যাগ করবার আগে অ্যানচয়েন গিজেঙ্গা আপনাকে কাতাঙ্গা সম্পর্কে কঙ্গো সরকারকে যোগাযোগ করবার অনুরোধ জানান। আমি আপনার কঙ্গো-প্রতিনিধি রালফ্ বুঞ্চ মারফত পৃথকভাবেও আপনাকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু আপনি কঙ্গো সরকারকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে নিউ-ইয়র্ক থেকে দেশদ্রোহী মিঃ শোম্বের কাছে জরুরী তার প্রেরণ করলেন। সাংবাদিক-বৈঠকে মিঃ শোম্বে যে বিবৃতি দেন তাতে স্পষ্টই দেখা যায় আপনি বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রুসলসের খনি মালিকদের প্রতিনিধি মিঃ শোম্বের ধমকানি হজম করেছেন।

কঙ্গো সরকারকে জাতিসংঘ হতাশ করেছে। সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি আমাদের এতটুকু বিশ্বাসও আজ অবশিষ্ট নেই। আমরা তাই অনুরোধ করি, স্বস্তি-পরিষদ বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের একটি পর্যবেক্ষক দল যেন অবিলম্বেই প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দলে মরোক্কো, তিউনিশিয়া, ঘানা, গিনি, সংযুক্ত আরব, সুদান, সিংহল, লাইবেরিয়া, মালী, বার্মা, ভারত, আফগানিস্থান ও লেবানন প্রতিনিধি যেন মনোনীত হন। স্বস্তি-পরিষদের নির্দেশ কঙ্গোতে কি ভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত করাই এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য।

আশা করি আইনসঙ্গত আমাদের এই অনুরোধ স্বস্তি-পরিষদ নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। আমাদের এক প্রতিনিধি দল স্বস্তি-পরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনায় যোগ দিতে যাবেন। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি লিওপোল্ডভিলে আরও চব্বিশ ঘণ্টা দয়া করে অপেক্ষা করুন। আপনার বিমানে আমাদের প্রতিনিধি দলকে যাত্রা করবার অনুমতি দিলে বাধিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত
প্যাট্রিস লুমুম্বা।

ব্যস্ত মিঃ হ্যামারশল্ডের কিন্তু সময় নেই। তিনি প্যাট্রিস লুমুম্বার সামান্য অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই দিনিই তিনি লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করলেন।

অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে তারপর। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। পশ্চিমী বণিক-স্বার্থের হাতে কঙ্গো-পরিস্থিতি আজ চরমে পৌঁছেছে। কঙ্গোর স্বাভাবিক অবস্থা কার নেতৃত্বে ফিরে আসে সবাই লক্ষ্য করছেন। মার্কিন কোটিপতি এডগার ডিট্উইলার সাতশো মিলিয়ন ডলার হাতে নিয়ে কঙ্গোয় ঢালবেন না আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবেন তার জন্যে ঘন ঘন ওয়াল স্ট্রীটের নির্দেশ নিচ্ছেন। ব্রুসলস্ খনি-মালিকদের স্বার্থ আজ সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। বেলজিয়ান ছত্রীসেনা আরও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করে কাতাঙ্গা নিজেদের দখলে রাখবার চেষ্টা করছেন শোম্বেকে সামনে রেখে।

গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থ ব্যাপক। তাই ডানকান সাণ্ডিস প্যাট্রিস লুমুম্বার চেয়ে কেয়মে নক্রুমাকে খুশি করতে চেয়েছেন: The world owes President Nkrumah a considerable debt for the statesman like way he has approached the crisis in the Congo.

আফ্রিকার বহু দেশের সমর্থন লুমুম্বা পেয়েছেন। ঘানা, গিনি ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র অনেক বেশি সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছেন। কেয়মে নক্রুমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন লুমুম্বা। সাম্প্রতিক এক পত্রে নক্রুমা লুমুম্বাকে যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে লুমুম্বার সঙ্গে গভীর সম্পর্কের আভাসই পাওয়া যায়। ঘানা দূতাবাস থেকে নক্রুমার এই পত্রের কথা আমি জানতে পারি। নক্রুমা লিখেছেন—চরম শত্রুকেও এখন তুমি ব্যবহার করো। কাসাভুবুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করো। দরকার হলে শোম্বেকেও হাতে আনতে হবে। বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারী শক্তিকে উপেক্ষা করো না। জাতিসংঘকে যতটা পারো কাজে লাগাতে চেষ্টা করো। যতদিন চক্রান্তকারী দেশদ্রোহীদের নির্মূল করবার শক্তি অর্জন না করবে ততদিন এই মিথ্যে মিলনকে

সামনে রাখতে হবে। শক্তি সংহত করো। তারপর কাসাভুবু ও শোম্বেকে চূর্ণ করো। প্যাট্রিস, তুমি যদি হেরে যাও কঙ্গোর আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। প্যাট্রিস, তুমি যদি পরাজিত হও গোটা আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রাম প্রচণ্ড এক আঘাত পাবে।

প্যাট্রিস, তুমি হেরে যেতে পারো না!

ঘরেই ছিলাম। ফোন এলো। সুরেলা বামাকণ্ঠ। পাশের কামরার মিসেস মার্গারেট কোঁমি।

জেরাল্ড মোনানো-ঘটিত ব্যাপারটার পর মার্গারেট কোঁমিকে একটু আলাদা নিয়মে দেখেছি। গভীর একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইনি লিপ্ত এরূপ মনে করবার হয়তো কারণ নেই, কিন্তু মিসেস কোঁমিকে সাধারণ এক বিদেশী মনে করবারও কোন যুক্তি নেই। কয়েকবার দেখা হয়েছে তারপর। দু'চার টুকরো কথা হয়েছে। সে নিতান্তই বাজে কথা।

—আপনি কাজের মানুষ জানি। দয়া করে আমার এখানে একবার কিছুক্ষণের জন্যে আসবেন? খুব কী আপনার অসুবিধে হবে?

—অসুবিধে খুব একটা হবে না। আপনার কী বিশেষ প্রয়োজন?

আমার তোলা কয়েকটা স্পুল আপনাকে দেখাতাম। অবশ্য জঙ্গলের ছবি কী আপনার ভাল লাগবে?

—খুব ভাল লাগবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আপনার ঘরে আসছি।

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমি অপেক্ষা করবো।

রিসিভার নামিয়ে রেখে শ্রীমতি কোঁমির ঘরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলাম।

আমার জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন। দরজার একমুখো পাল্লা সরিয়ে মিষ্টি হেসে ভেতরে আহ্বান করে বললেন,

—আপনাকে যে ফোনে পাবো ভাবিনি। আজকাল আপনি সারাদিনই বাইরে থাকেন। রাত্রেও বোধ হয় ফেরেন দেরি করে।

—ইদানীং গভীর রাতেও দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। নেতারা প্রেস-কনফারেন্স ডাকছেন। উড়ো খবর শুনে ছুটতে হয় মাঝে মাঝে।

—আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হ'ল।

—কিছু না, আমি আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। তা'ছাড়া আপনার ছবি দেখবো—সৌভাগ্যের কথা। আপনার স্বামী এখন কেমন আছেন? মিঃ জুলিয়াস কোঁমি আশা করি ভালই আছেন।

—ভালই আছেন, তিনি সামনের সপ্তাহে আসবেন, তাই তাঁর সর্বশেষ চিঠির উত্তর আমি পাঠাইনি।

সোফায় এসে বসলাম। মার্গারেট কোঁমিকে অসম্ভব খুশি মনে হ'ল। সাজপোষাক করেছেনও সুন্দর করে।

—আজ সকাল থেকে আমার প্রজেক্টরটা নিয়ে পড়েছিলাম। সারাতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। আপনাকে পেয়ে এখন মনে হচ্ছে পরিশ্রম সার্থক।

দু'পাত্র পানীয় নিয়ে একটি আমার হাতে তুলে দিয়ে মিসেস কোঁমি বলেন,

—জানি না এ ধরনের ছবি আপনার ভাল লাগবে কিনা—আপনি রিপোর্টার, আপনাদের খুশি করা মুশকিল।

—আপনার ছবি জঙ্গলের। নিশ্চয়ই বন্য-প্রাণীর?

—হ্যাঁ! কিছুটা খাপছাড়া মনে হবে আপনার কাছে। যখন যা পেয়েছি, তুলেছি।

—জীবজন্তুর ছবি দেখতে আমার অসম্ভব ভাল লাগে। আপনার তোলা ছবি নিশ্চয়ই আমার আরও ভাল লাগবে। আর দিবারাত্র রাজনীতির মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। বাইরের জীবন বলতে এ শহরে এখন কিছুই নেই। অবসর পেলে শুধু একা একা বসে মদ খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই।

—মাবুতুর নতুন অভিযোগ শুনেছেন? লোকটা শুধু সামরিক দুশমন নয়—একজন প্রথম শ্রেণীর চক্রান্তকারী। খবর পরিবেশন করবার ক্ষমতাও আশ্চর্য।

—মাবুতু একজন সাংবাদিক। প্যাট্রিস লুমুম্বাই লোকটিকে একটার পর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল করেছিলেন। সংবাদ পরিবেশন তিনি ভালোভাবেই করতে জানেন। আমার মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সেদিন রাত্রে যখন যাই—প্যাট্রিস লুমুম্বা অভিযোগ করেছিলেন—মাবুতু তাঁর ব্রিফ-কেসটি চুরি করে নিয়ে গেছেন। আপনার কী মনে হয় এ অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে?

—সুন্দর বানানো কথা নিয়ে কর্নেল মাবুতু প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার ওপর নিদারুণ আঘাত হেনেছেন। চীন ও সোভিয়েত রাশিয়াকে লেখা চিঠিগুলো যে জাল সে সম্পর্কে আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই। প্যাট্রিস ও-ধরণের কোন চিঠি আদৌ লিখতে পারেন না।

—আপনি দেখছি বিস্তর খবর রাখেন।

—আমি কঙ্গোকে ভালোবাসি। এই অসহায় ভালো মানুষটাকে পছন্দ করি।

পানীয় শেষ করে একটু হেসে বললাম,—আপনি যদি অনুমতি করেন তবে রাজনীতি আলোচনা এখন বন্ধ থাক। জরুরী ফোনের ভয় আমার সব সময়। আপনার ছবি এখন দেখতেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগবে। তার আগে একটা কাজ সেরে নি। অপারেটরকে বলি কেউ যদি লাইন চায়, তাহলে যেন আপনার কামরায় আমাকে ডাকে।

মিসেস কোঁমি স্ফটিকের পাত্রাধারটি টেবিলে নামিয়ে রেখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

—হ্যাঁ, কিছুক্ষণ তো আপনাকে আমার ঘরে থাকতেই হবে। আপনার টেলিফোন-কল আমার ঘরে দিতে বলুন। আমি এখনই শুরু করবো।

মিসেস কোঁমি পাশের ঘরে চলে গেলেন। সাজানো ঘর। প্রতিটি দ্রব্যে, সমস্ত কিছুতেই প্রাচুর্যের ছাপ সুস্পষ্ট। স্বামী জুলিয়াস কোঁমি

কঙ্গোর সমস্ত 'ন্যাশনাল পার্ক' ও 'গেম সেঙচুয়ারী'র অধিকর্তা ছিলেন এই সেদিন। এতবড় উচ্চপদ শ্বেতাঙ্গদের পক্ষেও তুর্লভ তাতে সন্দেহ নেই। প্রচুর অভিজ্ঞতা, প্রচুরতর সুযোগ। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই প্রাণীবিদ্যায় একজন প্রথমশ্রেণীর পণ্ডিত।

অপারেটরের সঙ্গে কথা শেষ করে ফিরে তাকাতেই দেখি মুখোমুখি সেই ওরাং ওটাং। হাতে একগাদা যোল মিলি-র স্পুল। মিসেস কোঁমি ঘরের উল্টোদিকে গোটানো স্ক্রীনটি দেওয়ালের দিকে লাগাতে ব্যস্ত। সে কাজ শেষ করে ঘরের প্রবেশ-পথের কাছে টেবিলটা টেনে নিয়ে প্রজেক্টর মেলে ধরলেন। ওরাং-ওটাং স্পুলগুলো এগিয়ে দেয়। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

ভদ্রমহিলা অসম্ভব তড়িঘড়ি। কয়েক মুহূর্তে সমস্ত কিছুই তৈরি করে নিলেন। বসবার আসনটির কথাও তিনি মনে রেখেছেন। ভারী লম্বা সোফাটা নিজেই টেনে নিয়ে চললেন।

—পাহাড়ের গরিলা আজ আমি দেখাতে পারবো না। আর একদিন ছবি দেখবার আমি নিমন্ত্রণ করবো। আজকে বিভিন্ন 'ন্যাশনাল পার্ক-'এর বন্য ছবি দেখাবো। বন্য অবস্থায় প্রাণীদের চলতে-ফিরতে দেখবেন।

—বন্য অবস্থায় গরিলার ছবি, সে নাকি শুনেছি তোলা অসম্ভব। বিপদের ঝুঁকি তাতে নাকি সবচেয়ে বেশি।

—বিপদ অতটা নয়—কিন্তু গরিলার ছবি তোলবার সবচেয়ে অসুবিধে কী জানেন মিঃ সেন—সবচেয়ে মুশকিল হয় আলো নিয়ে। কারণ দল বেঁধে এরা সাধারণতঃ এমন জায়গায় বিচরণ করে যেখানে তিলমাত্র আলো প্রবেশ করে না। দিন-তুপুরেও সেখানে রাত্রের অন্ধকার। ক্যামেরা নিয়ে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে হয়। দৈবাৎ কখনও কারো সুযোগ আসে।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ছবি শুরু হ'ল তারপর। মিসেস কোঁমি ছবির দৃশ্যের সঙ্গে মুখে বলে যেতে লাগলেন। উপেম্বা 'ন্যাশনাল পার্ক'-এর জেব্রা, জিরাফ ও নানা রকমের হরিণ দেখলাম

একটাতে। অপরটিতে জলহস্তী ও শেষের দিকে গণ্ডার দেখানো হ'ল। ছবি দেখতে দেখতে বার বার মনে হচ্ছিল মিসেস কোঁমিকে ছবি তুলতে দস্তুরমত যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। টেলিফটো লেন্স ও যান্ত্রিক সুবিধে থাকা সত্বেও এসব ছবি তুলতে যথেষ্ট সাহসের দরকার।

স্পুল ফুরিয়ে যেতে আলো জেলে অন্য একটি স্পুল পরিয়ে সোফায় ফিরে এলেন মিসেস কোঁমি। বললেন—এটাতে শুধু হাতি পাবেন। ভাবছি এটাতে আমি শব্দ ও আবহ-সঙ্গীত জুড়বো।

বন্য অবস্থায় হাতির পাল। জংলা দৃশ্য ও তাদের বিচরণ এবং স্নানের দৃশ্য পূর্বেও আমি দেখেছি। অবাক হবার মত কিছু থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি মিসেস কোঁমির মত একজন সৌখিন অপেশাদার মহিলা কী ভাবে এত সুন্দর ছবি তুলতে পারেন। চুপচাপ বসে দেখলাম। মিসেস কোঁমি আমার পাশে এসে বসেছিলেন। একবার মাত্র উঠে গিয়ে দু'পাত্র পানীয় ঢেলে নিয়ে এসেছেন।

ঘরে আলো জ্বালতেই একরকম হেঁকে জানান দিলাম,

—অপূর্ব।

সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে পানীয়ের পাত্র কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

—ভাল লাগলো?

—অসাধারণ। হাজার হলেও আপনি সৌখিন ক্যামেরাম্যান, আপনি শুধু ভাল ছবি তোলেন না, ভাল গল্প লিখবার হাত আপনার। ফিল্ম কী আপনি কেটে কেটে জুড়েছেন? আমি আপনার কাছে এত ভাল জিনিস দেখবো ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে হাতীর স্নানের দৃশ্য—এ কী শুধু টেলিফটো লেন্স থাকলেই সম্ভব? অপূর্ব।

—স্নানের দৃশ্যের কথা তুললেন তাই মনে এলো। হাতির মত বুদ্ধিমান ও সতর্ক জানোয়ার আমার বড় জানা নেই। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, হাওয়া আমার প্রতিকূলে থাকায় সাটারের

কটকট আওয়াজ ওদের কানে পৌঁছেছিল। জুলিয়াস বিশ্বাস করে না—কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি উল্টো দিকে হাওয়া থাকলে বেশ কিছু দূর থেকেও ছবি তুলতে গেলে সার্টারের শব্দ হাতির কানে পৌঁছোবেই। অসম্ভব শ্রবণশক্তি।

—হাতি আমাদের দেশেও বিস্তর আছে। শ্রবণশক্তি সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, তবে চতুর ও অসম্ভব বুদ্ধিমান জানোয়ার তাতে সন্দেহ নেই।

—আমার নিজের ধারণা হাতির স্মরণশক্তিও প্রবল।

—ওরা মনে রাখতে পারে।

মিসেস কোঁমি একটুকরো হেসে বললেন,—হাতীর স্মরণশক্তির কথা যখন তুললেন আপনাকে তা'হলে একটা ঘটনা বলি। বন্য-প্রাণীদের রসালো শিকার-কাহিনী নয়—এমন আর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা আমার জানা নেই।

—শিকার-কাহিনীর কথা বলছেন ?

—না, আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছি।

মিসেস কোঁমি উঠে গিয়ে দু'পাত্র পানীয় ঢেলে নিয়ে এলেন। ওরাং ওটাংটিকে দেখলাম একটা মাছি তাড়া করে পাশের ঘরে চলে গেল। সিগারেট ধরিয়ে জুত হয়ে বসে বললাম,

—আপনি দেখছি গল্প শুরু করলেন।

—গল্প নয়, আমার আর জুলিয়াসের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

মিসেস কোঁমি শুরু করলেন ঃ

জুলিয়াসের সঙ্গে আমি তখন 'এ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক'-এ। জরুরী একটা সংবাদ এলো, একটা পাগলা হাতি একজন ইয়োরোপীয়নকে হত্যা করেছে। জঙ্গল-সংলগ্ন ফলের আবাদের ম্যানেজার জুলিয়াসকে অনুরোধ জানিয়েছে হাতিকে নষ্ট করবার জন্য। আরও শুনলাম হাতিটি জংলী নয়—পোষা। হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গোটা অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। আমি ও জুলিয়াস সেই দিনই রেস্ট হাউস থেকে রওনা হয়ে গেলাম !

কথা বলতে বলতে মিসেস কোঁমি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মনে হ'ল কী যেন একটা শুনতে চেষ্টা করছেন কান পেতে। সিগারেট ছাইদানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ফিরে তাকাতেই মিসেস কোঁমি ঠোঁটে হেসে বললেন,

—মাপ করবেন, এখনই আসছি। প্রজেক্টরের প্লাগটা খুলে আসি।

মিসেস কোঁমি পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটা অহেতুক ব্যস্ততা আমার চোখে পড়লো। যান্ত্রিক একটা বিপ্ বিপ্ শব্দ ঠিক সেই সময় আমার কানে এলো। একটানা কয়েকবার। মিসেস কোঁমি ও-ঘরের দরজার একমুখো পাল্লাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন। শুধু চোখে পড়লো এপাশের নব্‌টা ওপরের দিকে উঠে গেল।

গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলো। কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিল। সামান্য একটা প্লাগ খোলবার সঙ্গে দু-এক-টুকরো এই বিক্ষিপ্ত ঘটনার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। মেন লাইনের প্লাগ খোলবার এত কী তাড়া—প্রজেক্টরের বোতাম তো বন্ধই আছে। কথার মাঝখানে মিসেস কোঁমির আসন ছেড়ে উঠে যাবার আদৌ কোন সকারণ যুক্তি নেই। ঐ বিপ্ বিপ্ আওয়াজটা কিসের? মিসেস কোঁমি কথার মাঝখানে অন্যমনস্ক হয়ে ঐ আওয়াজটাই কী শুনছিলেন কান পেতে? দরজার পাল্লাটা বন্ধ করে দেবার কী যুক্তি থাকতে পারে?

কতগুলো বিক্ষিপ্ত দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভিড় করে আসে। এয়ারপোর্টের পথে গাড়ি থেকে এক ঝটকায় নামিয়ে নিয়েছিল যেখানে—উচ্ছৃঙ্খল জনতার সামনে সেই অবিসংবাদিত নেতা, মিসেস কোঁমির ঘরে গভীর রাত্রের সেই দৃশ্য। আমার ঘরের কার্নিশ দিয়ে নিগ্রো যুবার পলায়ন—সামরিক শিবিরে মিসেস কোঁমির ঘরের নাটকীয় আখ্যান আমার মনে এলো।

অবিমিশ্র কৌতূহল আমার চরিত্রের এক ব্যসন। কেমন যেন নেশায় পেলো। মিসেস কোঁমিকে জানবার ও পুরোপুরি বোঝবার

অত্যুগ্র বাসনা কিছুতেই সংযত করতে পারি না। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। চট্ করে আমার মাথায় আসে। ডবল-রুম স্যুট্। দুই ঘর-সংলগ্ন কোণের দিকে কমন বাথরুম। নিদারুণ একটা কৌতূহল নিয়ে আমি বাথরুমে এসে ঢুকলাম। বিশেষ কিছুই নজরে পড়েনি। শুধু সাদা ধবধবে সিস্টার্নের ওপর একখানা ইংরেজী ক্রাইম-ফিক্‌শন। অন্য ঘরের প্রবেশ-পথের দিকে এগিয়ে যাই। কিন্তু বৃথা। ঘরের ভিতরের কোন কিছুই দেখবার উপায় নেই।

সম্পূর্ণ নিরুপায়। কৌতূহল দমন করে ফিরে আসছিলাম—হঠাৎ বাথ-টাবের ওপাশে পর্দার ঝালর সরাতেই ফ্রস্টেড্ গ্লাসের অল্প একটু ভাঙা জায়গা নজরে পড়লো। একফালি অল্প একটু জায়গা, ওখানে দাঁড়ানো মুশকিল। পূর্বের সেই বিপ্ বিপ্ আওয়াজ মুহূর্তের জন্যে একবার কানে এলো। জলের পাইপের ওপর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিচু হয়ে ভাঙা জায়গাটার সামনে অতি কষ্টে পৌঁছোলাম। একবার মুহূর্তের জন্যে ওরাং ওটাং-টার কথা মনে হ'ল। আরও মনে এলো, আমি চূড়ান্ত অভদ্র একটা কিছু করছি।

মিসেস কোঁমিকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেওয়াল-সংলগ্ন তুলোর পুর-ভরা একটা মৃত ভালুকের সামনে কী যেন একটা করছেন। বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম তারপর। বিপ্ বিপ্ আওয়াজটা আবার কানে এলো। মিসেস কোঁমি ভালুকের দাঁতে চাপ দিতেই মুখটা চওড়া হাঁ হয়ে খুলে গেল। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মিসেস কোঁমির বাঁ-হাতটা মুখগহ্বরে প্রবেশ করলো। পরক্ষণেই ভেতর থেকে সরু তার লাগানো ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন টেনে বার করতে দেখলাম।

ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। চকচকে ছোট্ট একটা যন্ত্র কানে লাগালেন। মাইক্রোফোনটি হাতে ধরে আধশোয়া হয়ে পা তুলে সামনের সোফায় ডুবে গেলেন। প্রথমটা কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন শুনলেন। তারপর মিসেস কোঁমিকে বলতে শোনা গেল,

—আগে যা বলেছি তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। জায়গাটা লুসো

হোটেল। সময় রাত আটটা। এখনও একঘন্টার বেশি সময় হাতে আছে। পোষাক যাই হোক তবে একটা লাল গোলাপ যেন কোটে লাগানো থাকে। আর হাতে থাকবে সিগার। জেরাল্ড মোনানো নইলে চিনতে পারবে না। লাল গোলাপ আর সিগার-চিহ্ন মোনানোরও সঙ্গে থাকবে। তেরো নম্বর টেবিলে অন্য লোকও তো থাকতে পারে। জেরাল্ড মোনানোকে জানাবেন আপনার নম্বর একুশ। সে আপনার সঙ্গে আসবে। বাইরে ৭২২৯ ডজ অপেক্ষায় থাকবে। সোজা গাড়ি যাবে 'জু'-র দিকে। পশ্চিম গেট আর ফায়ার ব্রিগেডের মাঝখানের গলিতে মোনানোকে গাড়ি থেকে ফেলে দিতে হবে। তারপর আপনি সোজা আসবেন বুলেভার্ড এলব্যার-এর পেট্রল পাম্প স্টেশনে। পনের লিটার পেট্রল কিনবেন। টাক মাথার এক নিগ্রো ক্যাশিয়ারকে দাম দেবার সময় জিজ্ঞেস করবেন—ইউ. এন. হেড কোয়ার্টার্স কতদূর? লোকটা ফেরৎ পয়সার সঙ্গে যে একটা কাগজের মোড়ক দেবে সেটা আপনার পাওনা টাকা। রাত সাড়ে দশটায় আমার হোটেলে ফোন করবেন। সব ঠিক মত সমাধা হলে বলবেন—এক্সরে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রেডিওলজিস্টের রিপোর্ট কাল সকালে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেবেন।

মার্গারেট কোঁমি একটু থামলেন। তারপর বললেন,

—আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে? ···হয়তো থাকবে, জেরাল্ড মোনানোর সঙ্গে অন্য কেউ থাকতে পারে। কিন্তু মোনানো তাকে সঙ্গে নেবে না। সে একাই গাড়িতে আসবে। তবে ভুলে যাবেন না লুসো হোটেল থেকে 'জু' খুব একটা দূর পথ নয়—বড় জোর আপনি দশ মিনিট সময় পাবেন। আসল কাজটা তার মধ্যেই সারতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

সোফা, ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কোঁমি।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না।

বাথরুম থেকে সোজা পূর্বের ঘরের আগের জায়গায় ফিরে সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকি।

মিসেস কোঁমি এলেন পরক্ষণেই। বিনয়ে নত। অপ্রস্তুতের একশেষ,

—আপনাকে একা বসিয়ে রেখেছি। মানুষেরই ডাক্তার নেই জন্তু-জানোয়ার পোষাও এদেশে এক সমস্যা।

—কী হলো ?

—কিছু খেতে চাইছে না ক'দিন—জুলিয়াস না আসা পর্যন্ত এ এক সমস্যা হয়েছে।

স্ফটিকের পাত্রাধার আবার পূর্ণ হল। আমার মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা তোলপাড় করতে থাকে।

—কী বলছিলাম, হাতীর স্মরণশক্তি—

ঘড়িতে দেখলাম কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। আমার কপালে ঘাম জমেছে।

মিসেস কোঁমির কথা আবার বাধা পেল। ফোন এলো। তর্জনী তুলে অল্প একটু সময় চেয়ে নিলেন মার্গারেট। সোফা ছেড়ে সুন্দর ভঙ্গীমায় একটা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—হ্যালো, হ্যাঁ আছেন। দয়া করে একটু ধরুন।

টেলিফোনের মুখ চেপে ধরে রিসিভারটি আমার দিকে এগিয়ে দেন মিসেস কোঁমি,

—আপনার ফোন।

ফোনে মিঃ সাহানীকে পাওয়া গেল। ভারতীয় দূতাবাসে তিনি জরুরী প্রয়োজনে ডেকে পাঠালেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই মিসেস কোঁমি হেসে বললেন,

—দূতাবাস থেকে ডাক এসেছে ! সত্যি অপনি কাজের মানুষ।

—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু এখন নিউইয়র্ক। অনবরত কঙ্গো-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানানো হচ্ছে। দূতাবাস তাই খুব সরগরম। কিন্তু আমাদের চমৎকার আসর নষ্ট করে দিল। আপনি দয়া করে যদি অনুমতি দেন।

—আপনার জরুরী কাজ, আপনাকে আমি আটকাতে পারি না। সময়-সুযোগ হলেই আবার বসবো।

—আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্প করার সুযোগ পেলে আমি নিতান্তই খুশী হবো। আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন। আমরা আবার কবে বসছি ?

—সে তো আপনি ঠিক করবেন।

—শনিবার সন্ধ্যে, সপ্তাহের সবচেয়ে লোভনীয় সন্ধ্যেটায় আমি কাজ রাখবো না। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু ব্যাক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করলেও না।

—কথা আপনিও বড় সুন্দর বলেন।

হোটেল থেকে পথে নেমে দেখি ঘড়িতে সাতটা নয়। ট্যাক্সী পেতে আরও কয়েক মিনিট লাগলো। মিঃ সাহানীর কথা ভুলে গেলাম। ভারতীয় দূতাবাসের কথা মনেই পড়লো না আমার। ড্রাইভারকে বললাম সোজা রাস্তা ধরতে। লুসো হোটেলে আমাকে এখনই পৌঁছোতে হবে। উত্তেজনায় বার বার ঘড়ি দেখতে থাকি।

মিসেস কোঁমিকে স্বাভাবিক ও পরিষ্কার আমার কোন সময়ই মনে হয়নি। তবে ভয়াবহ কোন রাজনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে যে ইনি জড়িত থাকতে পারেন সে কথাও পূর্বে আমি ভাবিনি। আমার অনুমান যদি আংশিকও সত্যি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে মিসেস কোঁমিকে এক দুর্ধর্ষ গুপ্তদলের কর্মী বলা যেতে পারে। কত গভীরে যে এঁর হাত পৌঁছোয়, কী বিস্তৃত ও ব্যাপক সে চক্রান্তজাল তা কল্পনা করাও অসম্ভব। স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় হোক জেরাল্ড মোনানো আজ এমন এক চক্রের মধ্যে পড়ে গেছে যে সেখান থেকে সে ফিরতে পারছে না। মিসেস কোঁমির সঙ্গে জেরাল্ড মোনানোর সম্পর্ক কী ছিল, সংঘর্ষের কারণই বা কী হতে পারে তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমার নিজের কোন স্থির পরিকল্পনা ছিল না। কোন ঝুঁকি নেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে জেরাল্ড মোনানোকে গোটা ব্যাপারটা জানানোর নৈতিক একটা দায়িত্ববোধ অনুভব করছি। তাঁর

সংগে আমার আদৌ যোগাযোগ হবে কিনা, তাঁর প্রয়োজনে আমি কী ভাবে লাগতে পারি সেই কথাই ভাবছিলাম।

লুসো হোটেলের সামনে যখন এসে পৌঁছোই তখন ঘড়িতে সাতটা বত্রিশ। বিলিয়ার্ড-টেবিলের সামনে কয়েকজন। মদের গ্লাস সুমুখ করে টেবিলে টেবিলে অল্প কিছু মানুষ। তেরো নম্বর টেবিল ফাঁকা। ছাইদান থেকে বাদামী পোড়া সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। কেউ নিশ্চয়ই এইমাত্র টেবিল ছেড়ে গেছেন।

স্টুয়ার্ডকে বলতেই এক বোতল বীয়ার দিয়ে গেল। আমি বসলাম একুশ নম্বর টেবিলে।

বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে শুধু ভাবছি। একটা কিছু ঠিক করেই আবার পর মুহূর্তে সেটা নাকচ করে দিচ্ছি। নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যে রেখে জেরাল্ড মোনানোর সঙ্গে কথাবার্তার সুযোগ অনুসন্ধান করি। সন্দেহ হলো হোটেল থেকে আমাকে কী কেউ অনুসরণ করতে পারে! মিসেস কোঁমি দৈবাৎ যদি আমাকে সন্দেহ করেন! বাথরুমে জুতোর ছাপ নিশ্চয়ই আমি রেখে এসেছি। পরক্ষণেই মনে হয় নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই তো বাথরুমে যাবার আমার প্রয়োজন হতে পারে। কেমন সব গুলিয়ে যেতে লাগলো।

বীয়ার আমার শেষ হলো। ঘড়িতে আটটা বাজতে পনের। আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা গোল থাম। তেরো নম্বর টেবিল থেকে এদিকটা নজর করা মুশকিল। চেয়ার ছেড়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হোটেলের সামনে কয়েকটা গাড়ি কিন্তু ৭২২৯ নম্বরের ডজ আমার চোখে পড়লো না। পোর্টিকোর এক পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম।

—আপনি এখানে?

ফিরে তাকাতেই দেখি জেরাল্ড মোনানো। আমি বিস্ময়াবিষ্ট। এঁকেই তো আমি খুঁজছি।

—জরুরী প্রয়োজন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

পোর্টিকো থেকে কয়েকটা সিড়ি লাফিয়ে নামলেন মোনানো। চোখে-মুখে কয়েকটা বিস্ময়রেখা ফুটে ওঠে। আমার কথায় যেন চমকে উঠলেন মুহূর্তে,

—জরুরী প্রয়োজন আমার সঙ্গে! আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন ?

—এখানে দাঁড়াতে চাই না। চলুন কিছুটা এগিয়ে যাই।

—কিন্তু আমারও জরুরী একটা তাড়া—

—এখনও সময় আছে দশ মিনিট। তেরো নম্বর টেবিলে আপনাকে আটটায় হাজির থাকবার কথা।

বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যান মোনানো। থমকে দাঁড়ান,

—এসব আপনি কী বলছেন ?

—জেরাল্ড মোনানো, আপনাকে একটা বিশেষ খবর দেবার আছে। কিন্তু আপনার কোটে গোলাপ কই ? চুরুটও তো হাতে দেখছি না।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—আপনি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি।

লুসো হোটেল থেকে কিছুটা তফাতে এসে দাঁড়াই। সংক্ষেপে মিসেস কোঁমির ঘরের অভিজ্ঞতা আমি বর্ণনা করলাম। ধীরে ধীরে চোখ-মুখের চেহারার আশ্চর্যরকম পরিবর্তন হয়। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন জেরাল্ড মোনানো।

— আটটা বাজতে আট।

আমার কথায় সম্বিৎ যেন ফিরে এলো। হাত চেপে ধরে চাপা উত্তেজনায় বলেন,

—আপনার কথায় এতটুকু মিথ্যে নেই। আপনি সতর্ক না করলে আজ হয়তো আমি প্রাণ হারাতাম।

—আপনি কী আটটায় ওখানে যাবেন ?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি বিপদাপন্ন হবেন।

—হবো না। গোটা ব্যাপারটা আমার মাথায় এসে গেছে। আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। আমার ওপর এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আমি এখন পলাতক। আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

—কবে?

—আজই, ঘণ্টা দুই পর।

—আমি এখন ভারতীয় দূতাবাসে থাকবো আপনি রাত দশটায় প্রেস ব্যুরোতে আসুন।

—আমি প্রেস ব্যুরোতেই আসবো। আটটা বাজতে চার!

—আপনার গোলাপ আর চুরুট কই?

জেরাল্ড মোনানো একটু হাসলেন। পকেট থেকে সযত্নে রাখা মোড়ক থেকে লাল গোলাপ বার করলেন। তারপর বটম্-হোলে গুঁজে নিলেন। চুরুটও ছিল সংগে। কেস থেকে একটি আমার হাতে দিয়ে হেসে বললেন,

—ঘণ্টা দুই পর প্রেস ব্যুরোতে আসছি।

—আটটা বাজতে দুই।

চুরুটে মুখাগ্নি করে অর্থপূর্ণ একটু হাসলেন। তারপর লুসো হোটেলের দিকে দ্রুতক্ষেপে এগিয়ে চললেন জেরাল্ড মোনানো।

ভারতীয় দূতাবাস অনেকটা পথ। হাতের কাছে ট্যাক্সী পাওয়া গেল না। স্ট্যাণ্ড অন্য পারে। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে উঠতেই পাশ থেকে বাঁক নিয়ে একটা গাড়ি আমাকে অতিক্রম করে গেল। ৭২২৯—একটা কালো ডজ। আলো-আঁধারির মধ্যে ড্রাইভারের মুখটা যেন কেমন চেনা মনে হলো, কিন্তু চিনতে পারলাম না। বার বার শুধু মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি!

ঘণ্টা দুই আমার নিদারুণ উৎকণ্ঠায় কেটেছে। প্রয়োজনেই ডেকে-ছিলেন মিঃ সাহানী। কিন্তু ভালো করে কথাই বলতে পারলাম না। একটা চাপা উত্তেজনা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

প্রেস ব্যুরোতে এক নতুন গুজব শোনা গেল। গুজবই—কারণ সংবাদের উৎস সম্পর্কে সঠিক কেউ কিছু বলতে পারেন না। প্রেসি-ডেন্ট কাসাভুবুর সংগে কর্নেল মাবুতু নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তিনিও নাকি যোগদান করবেন।

দু'ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গেল। জেরাল্ড মোনানো প্রেস ব্যুরোতে এলেন প্রায় আরও আধঘণ্টা পর।

—সময় একটু বেশি লাগলো। আমি কিছু দেরি করে ফেলেছি।

—চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।

বাইরে প্রকাশ ছিল না, তবে বুঝলাম মানুষটি ভেতরে ভেতরে বেশ অস্থির—উত্তেজিত।

—কোথায় যাব?

—আসুন, কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

নতুন একটা পীক্-আপ-ভ্যান-এর দরজা খুলে বললেন,

—এই গাড়িটা যোগাড় করতেই কিছু সময় নষ্ট হলো। আজই লিওপোল্ডভিল ছেড়ে যাচ্ছি।

—আজ রাত্রেই?

—আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব। কিছুদিন আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে। আপনার দিকটা একটু নজর রাখবেন তো মিঃ সেন। জরুরী একটা ফোন করা বাকি।

ধোঁয়াটে লাগছিলো। সহজ কথাগুলোর মধ্যেও একটা অস্বাভাবিক সুর। বেশ জোরে চলছিল গাড়ি। কী দেখে আস্তে করে ব্রেক কসলেন। চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি বন্ধ করে এক নজর তাকিয়ে হেসে বললেন,

—এই ওষুধের দোকানেই ফোন আছে। এখনই আসবো।

সবে সিগারেট ধরিয়েছি, জেরাল্ড মোনানো পরক্ষণেই ফিরে এলেন,

—এক্স-রে রিপোর্ট সম্পর্কে মিসেস কোঁমিকে খবরটা দিতে পারলাম না।

আমি বিস্ময়োক্তি করি,

—আপনি কী ওখানে ফোন করেছিলেন নাকি ?

—হ্যাঁ, তিনি সময় দিয়েছিলেন সাড়ে দশটা। হোটেলে ফোন করে জানলাম প্রায় এক ঘণ্টা আগে তিনি হোটেল ছেড়ে গেছেন।

—মিসেস কোঁমি হোটেল ছেড়ে গেছেন।

—আমার অনুমান, তাঁর সঙ্গে হয়তো আপনার আর দেখা হবে না।

—আমি সেই ৭২২৯ নম্বর ডজ গাড়িটা দেখেছি।

—আপনার কাছে আমি ঋণী থাকবো। আপনি যেমন খবর দিয়েছেন, আমি সেই নিয়মে কাজ করেছি। 'জু' আর ফায়ার ব্রিগেডের মাঝখানের গলিতে হেনরী ওবোটোর রক্তাক্ত মৃতদেহটা লাথি মেরে ফেলে দিয়েছি। পনের লিটার পেট্রলের সঙ্গে টাক-মাথার ক্যাশিয়ারের থেকে টাকার বাণ্ডিলটাও সঙ্গে নিয়েছি। শুধু এক্স-রে-র খবরটা দিতে পারি নি। মনে হয় সমস্ত খবর আগেই পৌঁছে গেছে।

—হেনরী ওবোটো কে ?

—মিসেস মার্গারেট কোঁমির একুশ নম্বর কুকুর। কঙ্গোতে সি. আই. এ-র পহেলা নম্বর চর।

—আপনার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল ?

আমি সি. আই. এ-র হয়ে কাজ করবার ভাণ করে গোটা দলটাকে উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিলাম।

—সি. আই. এ. কী চায় ?

—ঘুষ দিয়ে কিনতে চায়, প্রয়োজন হলে তুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এম এন সি পার্টির মধ্যে আর একটা উপদল সৃষ্টি করে স্ট্যানলিভিলের ঐক্য চুরমার করে দিতে চায়।

—আপনাকে সন্দেহ করলো কেন ?

—বলা কঠিন। একমাত্র মিসেস মার্গারেট কোঁমি ছাড়া কাউকে আমি চিনি না। সি. আই. এ-র মজাই এই। কেউ কাউকে চেনে না। এরা সর্বত্র অথচ কোথাও নেই। হয়তো কেউ আমার ওপর নজর রাখছিল। মিসেস কোঁমি শেষ পর্যন্ত আমাকে সরিয়ে দেওয়াই ঠিক করেছিলেন। আমার প্রকৃত রূপ চিনেছিলেন।

—মিসেস কোঁমির সঠিক পরিচয় কি? বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ দপ্তরের জুলিয়াস কোঁমি কী তাঁর স্বামী?

—সবটা বানানো। আমি খবর নিয়েছি। জুলিয়াস কোঁমি সস্ত্রীক পালিয়ে গেছেন ব্রুসলস্। আমরা যাঁকে মিসেস কোঁমি বলে জানি তিনি আদৌ বিবাহিতা কিনা আমার সন্দেহ হয়।

হোটেল থেকে বেশ কিছুটা তফাতে গাড়ি রাখলেন জেরাল্ড মোনানো। বললেন,

—হোটেল পর্যন্ত আর যাব না। আপনাকে একটু হাঁটতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে বললাম,

—এখন আপনি কোথায় চলেছেন?

—জানি না! তবে লিওপোল্ডভিল শহর আমি রাত্রেই ত্যাগ করবো। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার বিপ্লবী অভিবাদন রইলো।

—আপনার যাত্রা শুভ হোক।

পরদিন দুটো খবর জানতে পেলাম। জেরাল্ড মোনানোর কথাই ঠিক মার্গারেট কোঁমি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। 'জু' গার্ডেনের পশ্চিম দিকের নিরালা অঞ্চল থেকে যে মৃতদেহটা পাওয়া যায় পুলিশ তাঁকে লুবার্ট ওয়াম্বা বলে সনাক্ত করেছে। লোকটার

নাম হেনরী ওবোটো নয়। আমি ঠিকই দেখেছি। ৭২২৯ নম্বর ডজের ড্রাইভারকে কাল আলো-আঁধারির মধ্যেও তাই আমার চেনা-চেনা মনে হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় লা-রোটাণ্ডিতে আমি লুবার্ট ওয়াম্বাকে প্রথম দেখি। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এগারো নম্বর কেবিনে আমার শেষ দেখা। সাদা চাদরের তলায় সাব-মেশিনগান পাশে নিয়ে সারাক্ষণ প্যাট্রিস লুমুম্বার জন্যে তাঁর উৎকণ্ঠা আমার আজো মনে পড়ে।

দু-চার কথার সামান্য একটা ফোন আমাকে বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিল। মিসেস সাহানী বিস্তারিত কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু জানালেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লীনা গুপ্তার কঙ্গো ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ এসেছে সামরিক দপ্তর থেকে।

—ব্যাপারটা কী রাজনীতি ঘটিত?

—বলতে পারবো না।

—লীনার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

—না।

মিসেস সাহানী একটু চিন্তিত ও বিচলিত। রিসিভার নামিয়ে রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি। লীনা গুপ্তা কোটিপতি পিতার একমাত্র তনয়া। ইয়োরোপের নানা দেশে ঘুরেছেন। বিলিতি কায়দা-কানুনে অভ্যস্ত। বার্লিনে হৃদয় ভাঙাভাঙির একটা পর্ব নাকি আছে। তাছাড়া আমার কিছুই জানা নেই। আমাকে পছন্দ করেন। তার মধ্যে অবশ্য আমি কখনও মেয়েলী 'বাই' লক্ষ্য করিনি। মিসেস সাহানী অবশ্য এসব নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে থাকেন আমি জানি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করবার নির্দেশের পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে, আমি ভেবে পেলাম না।

হাতে যদিও আমার কাজ ছিল তবু লীনা গুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার একটা নৈতিক তাগিদ অনুভব করি।

বার বার শুধু মনে হয় রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আজ সামরিক দপ্তরের এ ধরনের নির্দেশের কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

লীনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বহুবার, কথা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আদৌ কোন আগ্রহ আছে এমন কোন দিনই মনে হয়নি। বরং বহুদিন বহু চা ও কফির আসরে রাজনীতি টেনে এনে গোটা পরিবেশের রসভঙ্গ আমিই করেছি। তাই মিসেস সাহানীর টেলিফোন আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি, হতবাক করেছে।

লীনাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। একটুকরো খুশির হাসি। বললেন,

—আমি জানতাম আপনি আসবেন।

—মিসেস সাহানী আমাকে কিছুক্ষণ আগে ফোনে জানালেন। আমি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?

মুখোমুখি এসে বসলেন লীনা গুপ্তা। এতটুকু বিচলিত নন। শুধু লক্ষ্য করি এত সাধারণ পোষাকে লীনাকে পূর্বে কখনও দেখিনি।

—অজুহাত একটা দেওয়া যায় কিন্তু আপনার কাছে নয়—তাই ভাবছি কী বলবো।

মিটিমিটি হাসতে থাকেন লীনা গুপ্তা।

—খবরটা আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করেছে। আপত্তি থাকলে আমি অবশ্য শুনতে চাইবো না। আমি শুধু আপনার জন্যেই ব্যস্ত হয়েছি। ৪৮ ঘণ্টার মেয়াদ শুরু হয়েছে কখন থেকে?

—রাত দুটোর সময় সামরিক দপ্তরের নির্দেশ আমার হাতে আসে। লিওপোল্ডভিল আমি কাল দুপুরে ছেড়ে যাব ঠিক করেছি। আমি প্রথমে ব্রাজাভিল যাব, সেখানে থাকতে না দিলে আক্রায়।

—আপনার সঙ্গে মিসেস সাহানীর দেখা হয়েছে?

—ফোনে কথা হয়েছে। আশ্চর্য মিসেস সাহানী। খবরটা পাবার পর থেকে আমাকে এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছেন। হয়তো ভয় পেয়েছেন। আমি কিন্তু জানতাম খবর পেয়ে নিশ্চয়ই আপনি আসবেন।

—খবরটা আপনার কাছ থেকে পেলে আমি খুশি হতাম।

—ভেবেছিলাম, তারপর মনে হল আপনি কাজের মানুষ, হয়তো বিরক্ত করা হবে। অথচ সমস্ত কাজ ফেলে খবর পেয়েই আপনি এসেছেন—আমি খুব লজ্জিত বোধ করছি।

—আমার একটা গর্ব ছিল আমি লোক চিনি। আপনাকে কিন্তু আমি এতটুকু বুঝতে পারিনি।

—সে দোষ আপনার নয়, আমারই। মিসেস সাহানীর মাধ্যমে আপনার সঙ্গে পরিচয়। মিসেস পাওয়েলের নারী সমিতিতে যাতায়াত করি, আমার বাবা একজন দাপুটে বড়লোক, মিসেস সাহানীর মুখে হয়তো ইয়োরোপের কয়েক জায়গায় আমার মিথ্যে রঙচঙে গল্প শুনে থাকবেন। আমিও তো আপনার সঙ্গে সহজভাবে মিশিনি। বুঝতে আপনাকে আমি সময় ও সুযোগ দিয়েছি কই! আমার কিন্তু ভালো লাগছে, তার কারণ আমি যে শপথ নিয়ে এখানে কাজ করেছি তার থেকে আমি বিচ্যুত হয়নি। এটুকু আমার বিরাট সাফল্য বলে মনে করি।

—আপনি রাজনীতি করেন আমি কোন দিনও সন্দেহ করতে পারিনি!

লীনার কথাবার্তায়, চাল-চলনে কোন দিন এত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিনি। যেন একটা অন্য মানুষ, পৃথক এক ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আমার পরিচয় হচ্ছে।

কোঁচকানো শাড়ি পাট করে লীনা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

—আপনি নিশ্চয়ই দয়া করে কিছুক্ষণ বসবেন ? আপনার হাতে কাজ আছে ?

—বিস্তর কাজ। কিন্তু আজ আমাকে না তাড়ানো পর্যন্ত আমি বসে থাকতে রাজি আছি।

আঙুলের ডগায় অল্প একটু সময় চেয়ে নিয়ে লীনা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। পরক্ষণেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,

—কাল গিনির স্বাধীনতা দিবস। গিনি দূতাবাস একটা উৎসবের আয়োজন করেছে। শুনছি প্যাট্রিস লুমুম্বা সেই উৎসবে যোগদান করতে আসবেন। আমার ভয় হচ্ছে কর্নেল মাবুতু এই সময় একটা গণ্ডগোল না বাধান।

—এতবড় মূর্খের কাজ কর্নেল মাবুতু করবেন বলে মনে হয় না।

—কর্নেল মাবুতু সব পারেন। গুণ্ডাটাকে আমি শোম্বের চেয়েও ঘৃণা করি।

অল্পবয়সী কৃষ্ণকায় এক কিশোর সামনের নিচু টেবিলে সাজানো ট্রেতে পানীয় রেখে গেল। লীনা গুপ্তা বিনা বাক্যব্যয়ে দু' পাত্র ভরে একটি এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—আপনি তো উঁচু মহলে ঘোরাফেরা করেন, আপনার কী মনে হয় অবস্থার উন্নতি হবে ?

—স্বস্তি-পরিষদে সেক্রেটারী জেনারেল লুমুম্বার প্রতিনিধি দলকে কী ভাবে গ্রহণ করেন তার ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশের সমর্থন পাচ্ছেন না। শুধু ইঙ্গমার্কিন শক্তিকে দোষ দিয়ে আর ন্যাটো গোষ্ঠীকে অপরাধী করলেই চলবে না। বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে বিচার করে—

—আপনি কী নিয়মে ভাবছেন আমি জানি না। কিন্তু আমার ধারণা জাতিসংঘ কাসাভুবু দলকেই গ্রহণ করবে। সোভিয়েত প্রতিবাদ করবে, কৃষ্ণমেনন কিছু ভালো ভালো কথা বলবেন। আমি তো সামনে অন্ধকার দেখছি। কঙ্গো হবে সাম্রাজ্যবাদী

ব্যভিচারের এক নিরাপদ দীর্ঘস্থায়ী ক্রীড়াঙ্গন। প্যাট্রিস লুমুম্বার মারাত্মক ভুল কোথায় হয়েছে আপনি জানেন ?

—সোভিয়েত সাহায্য চাওয়া।

—আমি আরও গোড়ায় পৌঁছোতে চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় কঙ্গোর জনসাধারণের প্রতি লুমুম্বা বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। নিজের প্রচুর শক্তি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। সেই কারণেই জাতিসংঘের সাহায্য প্রার্থনা করে আজ চরম সঙ্কট ডেকে এনেছেন। রাজা লিওপোল্ডের অত্যাচার ছিল একরকম। এত-দিনের বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ছিল অন্যরকম। কিন্তু আজ সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে তার শোষণ পদ্ধতি অন্য নিয়মে সাজিয়েছে। আক্রা কনফারেন্সের বক্তৃতা আজই দেখছিলাম। লুমুম্বাকে মনে হয় পুরোপুরি স্বপ্নবিলাসী। কেয়মে নক্রুমাকে আদর্শ নেতা মনে করেন—আমার কাছে অদ্ভুত লাগে।

—কেয়মে নক্রুমা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় ?

—নাসের বা সুকর্ণ সম্পর্কে আমার যা ধারণা।

—আপনি কমিউনিস্টদের মতো কথা বলছেন।

পানীয়ের পাত্রটি নিঃশেষ করে লীনা অল্প একটু হেসে বলেন,

—মার্ক্সবাদে আমি বিশ্বাসী মিঃ সেন।

লীনা গুপ্তা আমাকে অবাক করেছেন আগেই। তবু সোজা ও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আমাকে একটু চমক দিল। শূন্য পাত্রাধার আবার দুর্মূল্য পানীয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চুপচাপ মুখোমুখি বসে রইলাম কিছুক্ষণ। সিগারেট ধরিয়ে নীরবতাটুকু ভেঙে দিয়ে বললাম,

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন, রাজনীতিতে আপনি কী ভাবে এলেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। স্বীকার করতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ নেই, আপনার কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

লীনার টসটসে মুখশ্রীতে একটা ভাবগর্ভ চাউনি ফুটে উঠে। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে বললেন,

—৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করবার আদেশের কথা শুনে আপনি হয়তো আমাকে একজন অতিবড় বিপ্লবী মনে করেছেন। কিন্তু ও সব কিছু নয়। জরুরী পরিস্থিতিতে নিয়মিত 'স্টাডি সার্কেল' চালানো হয়তো আমাদের ভুল হয়েছে।

—লিওপোল্ডভিলে স্টাডি সার্কেল বা 'কমিউনিস্ট সেল' আছে নাকি ?

—কর্নেল মাবুতু কালরাত্রে সব চুরমার করে দিয়েছেন।

—এখানে আদৌ কোনো কমিউনিস্ট সেল থাকতে পারে আমি ভাবতে পারিনি।

—খুবই প্রাথমিক অবস্থায় বলতে পারেন। কেনিয়া বা গিনিতে, এমন কী রোডেশিয়াতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের যে সুযোগ, এখানে তার চেয়ে অনেক অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এতটুকু সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। ডক-শ্রমিক ইউনিয়ন অবশ্য একটা আছে কিন্তু সে নিতান্তই আবাকো পার্টির অধীনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে।

—সবই বুঝলাম মিস গুপ্তা, কিন্তু আপনার এত থাকতে শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসে ঢুকলেন কেন ?

অল্পক্ষণের বিরতি। হুইস্কীর ঝাঁজালো আরক চোখের পাতায় বেশ তির-তির আমেজ সৃষ্টি করেছে। লীনা গুপ্তাকে পূর্বে হয়তো এত গভীরভাবে লক্ষ্যই করিনি কখনও। বোঝবার কোন আবশ্যক হয়নি কোন দিন। লীনার সুরেলা কণ্ঠ নিস্তব্ধ পরিবেশটুকু ভেঙে দিল। পূর্বের কথার খেই ধরে আপন মনে বলে চললেন,

—আজকের দিনটি আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। আজ আমি বড় একা। আপনাকে পেয়ে আজ আমার অসম্ভব ভালো লাগছে।

—আপনার জীবনের এমন স্মরণীয় দিনে আপনি একা কেন ? আমার মত বাইরের একজনকে পেয়ে আপনার ভালো লাগছে ?

—আমার খুব ভালো লাগছে মিঃ সেন। আমার জীবনে

নভেম্বরের প্রথম দিনটা আদৌ শুভ নয়। বাবা আমাকে নাইরোবিতে পাঠিয়েছিলেন ১লা নভেম্বর, এক ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলাম ঐদিন। মিউনিকে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় ১লা নভেম্বর। এইদিনই আমাকে ইস্তাভানের মৃতদেহ দেখতে হয়। কর্নেল মাবুতু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছেন ১লা নভেম্বর।

—অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী হলে হয়তো বেরসিক এই ১লা নভেম্বরের একটা যুক্তি খুঁজে পেতেন, কিন্তু কার মৃতদেহের কথা আপনি বললেন? ইস্তাভান কে?

—ইস্তাভান রোনাই। আমরা দু'জনে বিয়ে করবো ঠিক করেছিলাম।

অদৃশ্য আচমকা একটা ধাক্কা খেলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখে কোন কথাই এলো না।

—প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে সেই অসম্ভব মুহূর্তটি পার হয়ে গেছে মিঃ সেন। চার বছর আগে বাড়ির গেটের সামনে ইস্তাভানের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি জানোয়ারেরা ফেলে দিয়ে যায়। মুখের মধ্যে তাঁর পার্টি-কার্ডটি গোঁজা। রক্তাপ্লুত দেহটি সোভিয়েত সংবাদপত্র 'কমিউনিস্ট' ও একটা তারকা চিহ্ন দিয়ে চাপা। ইজাবেলা আর লাজলোরুভাস রাস্তা দুটোর মাঝখানে স্তূপীকৃত পুশকিন মার্ক্স ও লেনিনের রচনা—সেই সঙ্গে বাক্ স্থবার্ট চাইকোভস্কির রেকর্ড জ্বালানোর আগুন ও ধোঁয়ায় আমার চোখ আজও ঝাপসা হয়ে আসে মিঃ সেন।

হুইস্কীর নেশা যেন আমার ছুটে যায়। কণ্ঠস্বরটি আমার কাতরোক্তির মতো শোনালো,

—আপনি কী তখন বুডাপেস্টে ছিলেন?

—অক্টোবরের মাঝামাঝি প্রাগ থেকে ইস্তাভানের সঙ্গে আমি বুডাপেস্টে যাই। ইস্তাভান তার মা-বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করাতে চেয়েছিল। বুডাপেস্ট তখন বড় সুন্দর। ইস্তাভানের

পরিবারের মতোই শান্ত ও স্নিগ্ধ। হর্থি ও নাইলাস ফ্যাসিষ্ট চক্রান্তের এতটুকু আভাস ছিল না, আইজেনহাওয়ার-ডালেস ষড়-যন্ত্রের চিহ্ন ছিল না তখন। সপ্তাহখানেক পর পূর্ব পরিকল্পিত এক ছাত্র-বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে প্রতিবিপ্লবীরা হঠাৎ ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। সামান্য কয়েক দিনে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ইস্তাভানের সঙ্গে যেদিন আমার পার্লিয়ামেণ্ট ভবন ও ড্যানিয়ুব ব্রীজ দেখবার কথা সেদিনই ইম্‌রে নাগি সোভিয়েত ফৌজকে আহ্বান জানালেন চাপে পড়ে। কিন্তু নাগি গোপনে গোপনে প্রতিবিপ্লবীদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিক্রী করে দিয়েছেন। ওয়ারশ চুক্তি বাতিল ও হ্যামারশল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ চললো জাতিসংঘের সাহায্যের প্রত্যাশায়। আমার বেশ মনে পড়ে, ঘটনার আগের দিন রাত্রে ইস্তাভানের সঙ্গে তার বাবার ঝগড়া শুরু হ'ল খাওয়ার টেবিলে। ইস্তাভান আমেরিকার 'মিউচুয়্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট'-এর ব্যাখ্যা করে দাবী করে বসল শত মিলিয়ন ডলার ব্যয়-বরাদ্দের এই নির্লজ্জ আইন সোভিয়েত ও সাম্যবাদ-বিরোধী চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। মনে হয় নাগি আজ এই চক্রান্তের মধ্যে জড়িত। নাগি-বিরোধী ইস্তাভানের এই কথায় ডিনার টেবিলে ঝগড়া হ'ল প্রচণ্ড। আমিও ইস্তাভানের সঙ্গে সেদিন একমত হতে পারিনি। ইস্তাভান লেনিনের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলো—ধনবাদী ব্যবস্থা কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে অনেকদিন, একটা ঐতিহাসিক যুগ লাগে। সে যুগ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত শোষক-শ্রেণী নিজেদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাবে। নিদারুণ পরা-জয়ের পর শোষক-শ্রেণী আবার দশগুণ উৎসাহে, শতগুণ ঘৃণা ও জিঘাংসা নিয়ে নিজেদের শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করে। সেই ডিনার-টেবিলেই ইস্তাভানের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। পরদিন সকাল থেকে তাকে আর পাওয়া গেল না। বাড়ীর সামনে সন্ধ্যের সময় ইস্তাভানের দেহটি শুধু আবিষ্কার করা গেল। পরে

শোনা যায়, সশস্ত্র গুণ্ডার দল 'জাবাদ নেপের' সংবাদপত্র অফিস আক্রমণ করে। ইস্তাভানের মত আরও কয়েকজন কর্মীকে হত্যা করা হয়।

—ইস্তাভান কী সাংবাদিক ছিলেন ?

—ইস্তাভান হাঙ্গেরী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী—বিশ্ব যুব-উৎসবে ইস্তাভানের সঙ্গে আমার প্রাগে আলাপ হয়।

—প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের পরাজয় হয়েছে হাঙ্গেরীতে। ইম্‌রে নাগি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু আপনার জীবনে এত নিষ্ঠুর অধ্যায় যে বুডাপেস্টে ফেলে এসেছেন তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন লীনা গুপ্তা। সুন্দর মুখশ্রীতে সুখ ও দুঃখের আশ্চর্য ঝিলিমিলি প্রত্যক্ষ করলাম। চেষ্টাকৃত হাসি টেনে বললেন,

—মাপ করবেন মিঃ সেন, আমি শুধু নিজের কথাই বলে চলেছি।

—নভেম্বরের বুডাপেস্ট—আমার রিপোর্টার বন্ধুদের কাছে গল্প শুনেছি। ইস্তাভান রোনাই শুধু আপনার নয়—সকলের। আপনাকে শুধু সহানুভূতি জানাই, শ্রদ্ধাও জানাতে পারি। ইস্তাভানের কথা নিশ্চয়ই হাঙ্গেরীর জনসাধারণ মনে রাখবে। আপনি বলছিলেন, ১লা নভেম্বর দিনটা আপনার পক্ষে শুভ নয়, কিন্তু ক'জন মেয়ের জীবনে এরকম মহান ১লা নভেম্বর আসে বলতে পারেন ?

চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল। আলগোছে সেটুকু সরিয়ে নিয়ে লীনা সহজ হবার চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেও বিষাদের স্তূপ কিন্তু সরিয়ে ফেলা যায় না। বার বার কেমন আনমনা হয়ে যান। ঘরের নীরবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অফুরন্ত শূন্যতা যেন ভরে উঠতে শুরু করে। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলাম। শূন্য পাত্রাধার সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াই। চোখের পাতায় ক্লান্তির ছাপ। চেষ্টাকৃত হাসি।

পরিবারের মতোই শান্ত ও স্নিগ্ধ। হর্থি ও নাইলাস ফ্যাসিষ্ট চক্রান্তের এতটুকু আভাস ছিল না, আইজেনহাওয়ার-ডালেস ষড়-যন্ত্রের চিহ্ন ছিল না তখন। সপ্তাহখানেক পর পূর্ব পরিকল্পিত এক ছাত্র-বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে প্রতিবিপ্লবীরা হঠাৎ ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। সামান্য কয়েক দিনে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ইস্তাভানের সঙ্গে যেদিন আমার পার্লিয়ামেণ্ট ভবন ও ড্যানিয়ুব ব্রীজ দেখবার কথা সেদিনই ইম্‌রে নাগি সোভিয়েত ফৌজকে আহ্বান জানালেন চাপে পড়ে। কিন্তু নাগি গোপনে গোপনে প্রতিবিপ্লবীদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিক্রী করে দিয়েছেন। ওয়ারশ চুক্তি বাতিল ও হ্যামারশল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ চললো জাতিসংঘের সাহায্যের প্রত্যাশায়। আমার বেশ মনে পড়ে, ঘটনার আগের দিন রাত্রে ইস্তাভানের সঙ্গে তার বাবার ঝগড়া শুরু হ'ল খাওয়ার টেবিলে। ইস্তাভান আমেরিকার 'মিউচুয়্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট'-এর ব্যাখ্যা করে দাবী করে বসল শত মিলিয়ন ডলার ব্যয়-বরাদ্দের এই নির্লজ্জ আইন সোভিয়েত ও সাম্যবাদ-বিরোধী চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। মনে হয় নাগি আজ এই চক্রান্তের মধ্যে জড়িত। নাগি-বিরোধী ইস্তাভানের এই কথায় ডিনার টেবিলে ঝগড়া হ'ল প্রচণ্ড। আমিও ইস্তাভানের সঙ্গে সেদিন একমত হতে পারিনি। ইস্তাভান লেনিনের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলো—ধনবাদী ব্যবস্থা কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে অনেকদিন, একটা ঐতিহাসিক যুগ লাগে। সে যুগ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত শোষক-শ্রেণী নিজেদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাবে। নিদারুণ পরা-জয়ের পর শোষক-শ্রেণী আবার দশগুণ উৎসাহে, শতগুণ ঘৃণা ও জিঘাংসা নিয়ে নিজেদের শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করে। সেই ডিনার-টেবিলেই ইস্তাভানের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। পরদিন সকাল থেকে তাকে আর পাওয়া গেল না। বাড়ীর সামনে সন্ধ্যের সময় ইস্তাভানের দেহটি শুধু আবিষ্কার করা গেল। পরে

শোনা যায়, সশস্ত্র গুণ্ডার দল 'জাবাদ নেপের' সংবাদপত্র অফিস আক্রমণ করে। ইস্তাভানের মত আরও কয়েকজন কর্মীকে হত্যা করা হয়।

—ইস্তাভান কী সাংবাদিক ছিলেন ?

—ইস্তাভান হাঙ্গেরী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী—বিশ্ব যুব-উৎসবে ইস্তাভানের সঙ্গে আমার প্রাগে আলাপ হয়।

—প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের পরাজয় হয়েছে হাঙ্গেরীতে। ইম্‌রে নাগি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু আপনার জীবনে এত নিষ্ঠুর অধ্যায় যে বুডাপেস্টে ফেলে এসেছেন তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন লীনা গুপ্তা। সুন্দর মুখশ্রীতে সুখ ও দুঃখের আশ্চর্য ঝিলিমিলি প্রত্যক্ষ করলাম। চেষ্টাকৃত হাসি টেনে বললেন,

—মাপ করবেন মিঃ সেন, আমি শুধু নিজের কথাই বলে চলেছি।

—নভেম্বরের বুডাপেস্ট—আমার রিপোর্টার বন্ধুদের কাছে গল্প শুনেছি। ইস্তাভান রোনাই শুধু আপনার নয়—সকলের। আপনাকে শুধু সহানুভূতি জানাই, শ্রদ্ধাও জানাতে পারি। ইস্তাভানের কথা নিশ্চয়ই হাঙ্গেরীর জনসাধারণ মনে রাখবে। আপনি বলছিলেন, ১লা নভেম্বর দিনটা আপনার পক্ষে শুভ নয়, কিন্তু ক'জন মেয়ের জীবনে এরকম মহান ১লা নভেম্বর আসে বলতে পারেন ?

চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল। আলগোছে সেটুকু সরিয়ে নিয়ে লীনা সহজ হবার চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেও বিষাদের স্তূপ কিন্তু সরিয়ে ফেলা যায় না। বার বার কেমন আনমনা হয়ে যান। ঘরের নীরবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অফুরন্ত শূন্যতা যেন ভরে উঠতে শুরু করে। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলাম। শূন্য পাত্রাধার সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াই। চোখের পাতায় ক্লান্তির ছাপ। চেষ্টাকৃত হাসি।

—কাল যাচ্ছি।

—বিমানঘাঁটিতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবো। আপনার সঙ্গে হয়তো আবার কোন দিন কোথাও দেখা হবে।

—নিশ্চয়ই দেখা হবে।

ফেরবার পথে লীনা গুপ্তার শেষ কথাটা বার বার কানে বাজে, 'নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

হয়তো হবে। কবে কোথায় সে সাক্ষাৎ হবে জানি না। তবে স্থির ও শান্ত পরিবেশে কখনও নয়! কালো কালো বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে হয়তো আফ্রিকার অন্য কোথাও একদিন দেখা মিলবে। কেনিয়া বা রোডেশিয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পটভূমিতে হয়তো দেখতে পাবো। লাওস বা সাইগনের মুক্তি-যোদ্ধাদের মধ্যেও আগামী দিনে নির্ভীক লীনা গুপ্তাকে খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়। ইস্তাভান রোনাই ও লীনা গুপ্তার কোন জাত নেই। এরা ঠিকানা রাখে না। আগুন ও ফুল এরা একই সঙ্গে ভালবাসে।

নিউ ইয়র্কের পথে যাত্রা করবার আগে প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। চোখেমুখে একটা উৎকণ্ঠা। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। রুমালে মুখ ও কপাল ঘষতে থাকেন ঘন ঘন। শ্বেতাঙ্গ এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,

—কঙ্গোলিদের নিজস্ব পদ্ধতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন—ভারত ও আরব রিপাবলিকের এই সুপারিশ আমি পাঠ করেছি। কিন্তু জাতিসংঘে কঙ্গোর নিজস্ব প্রতিনিধিদল যে মিঃ লুমুম্বার প্রেরিত দলটি নন, একথা তাঁদের আজ বোঝবার সময় হয়েছে। গিনি,

ঘানা ও মরোক্কো যদিও আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তবু আজও আমি তাঁদের খোলামনে গ্রহণ করি। কর্নেল মাবুতু যাতে কঙ্গোর পদচ্যুত বিশ্বাসঘাতক প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন তার জন্যে জাতিসংঘের রক্ষীদলকে সরিয়ে নিতে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। খুবই দুঃখের কথা, আমাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে একদিকে আমাদের অপমান করা হয়েছে, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকদের আরও চক্রান্তের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মিঃ লুমুম্বার বাসগৃহের চতুর্দিকে যে মাবুতুর সেনা মোতায়েন ছিল মিঃ হ্যামারশল্ডের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ইন্দ্র রিখি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। শহরের মহল্লায় মহল্লায় মিঃ লুমুম্বা আজও সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন—জাতিসংঘ বাহিনী তাঁকে সর্বসময়ই ঘিরে রেখেছে। মিঃ লুমুম্বার দৈহিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে রক্ষীদল নিয়োগ করলে হয়তো আমার খারাপ লাগতো না, কিন্তু মিঃ লুমুম্বার রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও চক্রান্তকে সাহায্য করবার জন্যে জাতিসংঘ বাহিনী নিয়োগ করা হবে এ নিতান্তই বেদনাদায়ক। আমি তাই আজ নিউ ইয়র্ক যাত্রা করছি। আমি সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশল্ডের সঙ্গে বর্তমান সঙ্কট সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করবো। আরও জেনে রাখুন, মিঃ লুমুম্বার চক্রান্তকারী দলটিকে আমি নিউ ইয়র্ক থেকে তাড়াতে চেষ্টা করবো। মিঃ লুমুম্বার প্রতিনিধি দলকে যদি জাতিসংঘ স্বীকার করে নেয় তা'হলে ভ্যাশোরিন জোরিন, মস্কো হয়তো খুশি হবে, কিন্তু কঙ্গোতে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ কিছুতেই আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না।

—প্রাদেশিক গভর্নর ব্লিঙকাস কামিতাতু কর্নেল মাবুতু ও ছাত্র-সংসদকে যে কড়া নোট পাঠিয়েছেন, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু মৃদু হাসলেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—মিঃ কামিতাতু নিজেকে একজন জনপ্রিয় নেতা বলে মনে

করছেন। নেতা হবার ও ক্ষমতা অন্যায়ভাবে দখলে রাখবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।

—সশস্ত্র সেনারা শহরে দস্তুরমত সন্ত্রাস শুরু করেছে। কর্নেল মাবুতু সেনাবাহিনীকে সংযত করতে পারছেন না?

—বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ইতর স্বভাবের এই সেনারা লুটতরাজ ও নারীধর্ষণ করছে আমি জানি। কিন্তু এঁদেরকে একমাত্র মিঃ লুমুম্বাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই পশুগুলো মিঃ লুমুম্বার অনুগত—কর্নেল মাবুতুকে এরা মেনে চলে না।

প্যাট্রিস লুমুম্বা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর এত ঘৃণা আর কখনও লক্ষ্য করিনি। পুরু ঠোঁটের মধ্যে সাদা দাঁতগুলোতে যেন উল্লাসের হাসি। নেতা হবার চেষ্টা হয়তো তিনি ঘৃণা করেন কিন্তু প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গীতে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, তিনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় নেতা।

প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু প্রাসাদ ছেড়ে বিমানঘাঁটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। গাড়িতে ওঠবার সময় টুপি খুলে নায়কের ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ালেন। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে হাসি টেনে হাতের ব্রিফ-কেস দেখিয়ে বললেন,

—আমার শূন্য থলি ভরে আনতে চলেছি। আশা করি জাতি-সংঘের কাছে আমি কঙ্গোর অবস্থা তুলে ধরতে পারবো।

কালো আমেরিকান গাড়ি একটা পাক খেয়ে নুড়ি বিছানো পথ ধরে গেট অতিক্রম করে গেল। সামনে-পিছনে গাড়ি। সশস্ত্র সামরিক পাহারা পথে অপেক্ষা করছিল। গোটা চারেক লাল মোটর-সাইকেল তীব্র গর্জন ছিটিয়ে পেছনের গাড়ির মিছিলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

রিপোর্টারের দল বিভিন্ন গাড়িতে বিমানঘাঁটির দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আমি উল্টোমুখো পথ ধরলাম। গাড়িতে উঠে বার বার প্যাট্রিস লুমুম্বার কথা মনে হয়। স্বগৃহে অন্তরীণ, নিরস্ত্র কঙ্গোর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা আজ কী অসম্ভব একাকী।

প্যাট্রিসের স্বপ্ন ও সাধনা—অখণ্ড কঙ্গো। তার জন্যে নিজের জীবন যদি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়, এই মানুষটির ভ্রূক্ষেপও নেই তাতে।

সামান্য কয়েক সপ্তাহে কঙ্গো-পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। কর্নেল মাবুতু অবাধ্য সেনাবাহিনীকে এতটুকু শাসনে আনতে পারেননি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আখতার রহমানের পত্নীর প্রতিও তারা দুর্ব্যবহার করে। একাকী পথচলা দস্তুরমত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ করায় প্রদেশিক গবর্নর ক্লিওকাস কামিতাতুকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। ওদিকে কাতাঙ্গায় বালুবা উপজাতীয় বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন শোম্বে। জাতিসংঘের হাতে দু'টি অঞ্চল তিনি তুলে দিয়েছেন। কাসাই প্রদেশে ঘানা বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক দু'টি বড় খবর লিওপোল্ড-ভিলের হোটেলে-বারে বেশ আলোচনা হতে দেখা যায়। জন ফিটজারেল্ড কেনেডী প্রথম রোম্যান ক্যাথলিক হোয়াইট হাউসে নির্বাচিত। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট নাগো দিন দিয়েমের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানে প্রাসাদ আক্রান্ত।

হোটেল থেকেই বেরিয়েছিলাম। তবে পথে বিশেষ কিছু নজরে পড়েনি। ঘরে ঢুকতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন মিঃ সাহানী,

—কোন পথে এলেন? পথে গোলমাল দেখলেন কেমন?

অবাক হয়েছি প্রথমে। বললাম,

—গোলমাল! কই নতুন কিছু গোলমাল তো চোখে পড়লো না।

—স্বরাষ্ট্র বিভাগের কমিশনার কেসে লাসবাউমা কর্নেল মাবুতুর নির্দেশ মত ঘানার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ঘানা দূতাবাস নাকি মিঃ লুমুম্বার হয়ে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করছিল।

—পি. টি. আই-এর একটা প্রেস হ্যাণ্ড-আউট দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে শহরের গোলমালের কী সম্পর্ক আছে।

—ঘানা রক্ষীদের সঙ্গে মাবুতুর সেনাদের শহরের কয়েক জায়গায় নাকি ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে।

—আমার তো কিছু নজরে পড়েনি। ঘানা-দূতাবাস এখন তিউনিশিয়ান বাহিনীর পাহারায় আছে বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, গোলমাল আশঙ্কা করে পুরো দূতাবাস ওরা ঘিরে রেখেছে। রাষ্ট্রদূত অবশ্য এখানে নেই।

—দূতাবাসের সঙ্গে কোন কথা হ'ল ?

শুনলাম নাথনিয়েল ওয়েলবেক কর্নেল মাবুতুর হুমকী নাকি হেসে উড়িয়েই দিয়েছেন। বলেছেন, ঘানা-দূতাবাস গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার নাকি কর্নেল মাবুতুর নেই।

পর্দা সরিয়ে মিসেস সাহানী এসে ঘরে ঢুকলেন। মিষ্টি হেসে আলতো করে সোফায় এসে বসলেন।

—প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন কিছু ঘটবে না।

—কিন্তু আপনি না আসাতে অনেক কিছু ঘটে গেছে, আপনি জানেন ?

মিসেস সাহানীর দিকে ফিরে তাকাতে হয়। বললাম,

—অঘটন কিছু ঘটেছে ?

—ঘটা উচিত ছিল। আপনি একদম এদিকে আসতে চান না আজকাল। আমাদের বয়কট করলেন কেন ?

—আপনি খুব অবলা বলে মনে হয় না। খোঁজ তো আপনিও করতে পারেন। ফোনে অন্তত জিজ্ঞেস করতে পারেন, বেঁচে আছি কি না। মাবুতু গায়ের চামড়া-টামড়া তুলে নিয়েছে কি না ?

—তা পারেন। কর্নেল মাবুতু সব পারেন। আচ্ছা, লীনাকে এরা বার করে দিল কেন, সে সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ?

আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম,

—না। আপনি কী শুনেছেন ?

—লীনার সঙ্গে আমার কথা হয়নি। লীনার বাবার কাছে শুনেছি লীনার জন্ম কেনিয়াতে—তারপর বিলেতেই থেকেছে।

লীনার ছাড়পত্রের কাগজে কী সব গোলমাল আছে। তাই চলে যেতে হ'ল। তবে শীঘ্রই আবার ফিসে আসবে। গোটা ব্যাপারটা বুঝলাম না। অন্য সূত্রে অবশ্য শুনলাম রন্যরকম—

—কী শুনলেন ?

—লীনা নাকি পুরোপুরি এখানকার সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের নজরে পড়ে। আপনার কী মনে হয় লীনার কোন রাজনৈতিক জীবন থাকতে পারে ?

—থাকলে খুশি হতাম, কিন্তু সে-সব আছে বলে মনে হয় না।

—আপনি তো অনেক মিশেছেন, নানা কথা হয়েছে। আপনার কিছু জানা উচিত।

—আপনার চেয়ে বেশি পরিচয় নিশ্চয়ই ছিল না।

—লীনা কিন্তু আপনার একজন গুণগ্রাহী ছিল।

—গুণ থাকলেই গুণগ্রাহীর আবির্ভাব হয়। এ আর এমন বড় কথা কী ?

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে যাবার আগে ?

—হ্যাঁ, আমি নিজে গিয়ে দেখা করেছি।

—কী কথা হ'ল ?

—ড্রিঙ্ক করলাম, গল্প করলাম।

—ওয়ারেন্ট সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না ?

—না।

—অবাক করলেন দেখছি।

মিসেস সাহানী আমাকে ইশারায় ডেকে একটু মিষ্টি হেসে পোর্টিকোতে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনে যেতেই একরকম উত্তেজিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন,

—আমি সেদিন চেপে ধরেছিলাম লীনাকে। বললাম, মিঃ সেনের সঙ্গে তুমি কথা বলো। কেন এভাবে কষ্ট পাচ্ছো ? লীনা কিন্তু আপনাকে অসম্ভব ভালবেসেছিল মিঃ সেন। আপনার সব আছে, শুধু মন নেই।

—আপনার কাছে ক'বার নাম শুনেছি। আমার সঙ্গে পরিচয় নেই।

—আসুন আমার সঙ্গে, ভিক্টর লুণ্ডুলার সংবাদ হয়তো তাঁর কাছে পাওয়া যাবে। প্যাট্রিস লুমুম্বা সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা সক্রিয় প্রতিরোধ-বাহিনী গড়ে তুলেছেন বলে শোনা যায়। অ্যান-চয়েন গিজাঙ্গা এ সম্পর্কে নাকি ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

রিমি ওয়াম্বার বাড়ি প্রায় মিনিট দশেকের পথ।

জানান দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর একমুখো পাল্লা খুলে রিমি ওয়াম্বা যেন থমকে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখে একটা সন্দেহের ছাপ। একটা চাপা উত্তেজনাও লক্ষ্য করা গেল। মুহূর্তে সে মনোভাবটুকু কাটিয়ে উঠে হেসে বললেন,

—আরে কোকোলো তুমি! আমি ভাবলাম—এস, ভেতরে এস।

পরিচয় হ'ল। বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল কঙ্গোলির মত রিমি ওয়াম্বাও নিদারুণ এক নৈরাশ্যের মধ্যে বাস করছেন। একটু অনুতাপের সুরে বললেন,

—আর কিছু বলার নেই। আমাদের প্রিয় নেতা প্যাট্রিস আজ ঘরে বন্দী। কর্নেল মাবুতু বন্দুক উঁচিয়ে সত্য, ন্যায়ধর্মকে ভয় দেখাচ্ছে। দাগ হ্যামারশল্ড পুরোপুরি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন। অবস্থা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, আপনারা যখন বেল বাজালেন আমি মনে করেছি হয়তো সেনারা আমার ঘরে হানা দিতে এসেছে। উন্মাদের মত মাবুতু এখন এম এন সি পার্টির সভ্যদের গ্রেপ্তার করছে। ঘানা-দূতাবাসের ব্যাপারটা নির্লজ্জ বেহায়াপনা ছাড়া কিছু নয়।

—আমি আপনার কাছে এসেছি ভিক্টর লুণ্ডুলা সম্পর্কে জানবার জন্যে। তিনি এখন কোথায় আছেন বলতে পারেন?

রিমি ওয়াম্বা প্রশ্নটি শুনে একটু চিন্তা করলেন। তারপর একটু যেন জবাবদিহির সুরে বলেন,

—লুণ্ডুলাকে আমি প্রায় দু' সপ্তাহ দেখি না। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে আমার এখানে ক'দিন রাত্রে তিনি থেকেছেন। তারপর থেকে আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। সে প্রায় দু' সপ্তাহ হবে।

আশা করেছিলাম আপনার কাছে হয়তো খবর পাবো। আপনার কী মনে হয় তিনি শহর ত্যাগ করে গেছেন? এম এন সি পার্টির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নতুন কোন সংবাদ আছে নাকি?

—মাবুতু যে-ভাবে পার্টির ওপর আঘাত হেনেছে তাতে অন্তত এই শহরে আদৌ কোন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অ্যানচয়েন গিজাঙ্গা এখন স্ট্যানলিভিলে। সেখান থেকে একটা কিছু আমরা আশা করছি। কিন্তু জাতিসংঘ যদি গোপনে গোপনে মাবুতু কাসাভুবুকে সাহায্য করে চলে তবে সে চরম বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হবার শক্তি আজ আমাদের নেই। কিছুক্ষণ আগে আমি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে ফিরেছি। চোখের সামনে জাতিসংঘের সেনাবাহিনীর ব্যবহার দেখলাম। সুইস নার্সিং হোমে প্যাট্রিসের শিশুপুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম আগেই। আজ যখন ছোট কফিনটা নিয়ে প্যাট্রিসের বাসভবনের দিকে যাত্রা করা হয় তখন মাবুতু-সেনারা বাধা দেয়। মানুষ যে কী রকম জানোয়ার হয়ে যেতে পারে কল্পনা করা যায় না। মাবুতুর সেনারা বলে, কফিনের মৃত শিশু না দেখালে তারা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবে না। জাতিসংঘ-বাহিনীকে আমি নির্লিপ্ত থাকতে দেখলাম। কফিন খুলে দেখাতে হ'ল। প্যাট্রিসের চোখের জল আমি পূর্বে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

প্যাট্রিসের শিশুপুত্রের কথা জানতাম কিন্তু মৃত শিশুটিকে লিওপোল্ডভিলে আনা হয়েছে এ সংবাদ আমার জানা ছিল না।

—জন্মভূমিতে যাতে কবর দেওয়া যায় তার জন্যে জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছেন প্যাট্রিস। বাস্তব কী অসম্ভব নিষ্ঠুর—

প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের মৃতদেহ বহন করবার জন্যে বিমানে অল্প একটু জায়গা চাই—প্যাট্রিসকে আবেদন করতে হচ্ছে! এতবড় শোকাবহ ঘটনা, এই অপমান সহ্য করা অসম্ভব। আবেদন যদি মঞ্জুর হয় তবে আজই শিশুপুত্রের কফিন নিয়ে প্যাট্রিসের স্ত্রী ওরিয়েণ্টালের পথে যাত্রা করবেন। বাড়ির সামনে মাবুতু-সেনাদের পশুর মত ব্যবহার ও জাতিসংঘ-বাহিনীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখা যে-কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে অসহ্য। আমার সবচেয়ে অবাক লাগে, কর্নেল মাবুতুকে প্যাট্রিস একরকম নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন। একটার পর একটা উঁচু পদে নিয়োগ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সামরিক দপ্তরটি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন।

রিমি ওয়াম্বার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হ'ল। নিজের হাতে কফি তৈরি করে খাওয়ালেন। পথে নেমে এসে মাইকেল কোকোলো বললেন,

—রিমি ওয়াম্বা এক আদর্শ দেশপ্রেমিক। এম এন সি পার্টির সঙ্গে কোন যোগ নেই কিন্তু এই মানুষটি প্যাট্রিসের অতিশয় প্রিয়। মন্ত্রীসভায় সহজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এদিকে কাসাভুবু এই মানুষটিকে আবাকো পার্টিতে টানতে চেষ্টা করেছেন বরাবর।

বেশ কিছুটা পথ এসেছিলাম। 'আবাকো পার্টি'-অফিস ডান দিকে রেখে যে পথটা সোজা আমার হোটেলের দিকে গিয়েছে সেখানে দেখলাম পুরো যানবাহন থমকে দাঁড়িয়েছে।

—একটা মিছিল হয়তো পথে নেমেছে।

—কাদের মিছিল?

—বুঝতে পারছি না।

মাইকেল কোকোলো গাড়ি রাখলেন। আমরা দু'জনেই নেমে দাঁড়ালাম গাড়ি থেকে। মিছিলের ভয়ে সামনের দোকানগুলোর ঝাপ বন্ধ হতে থাকে। কৌতূহলী মানুষের ভিড় দু'দিক থেকে এসে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। মিছিল ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে।

—প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু জিন্দাবাদ।

—কর্নেল মাবুতু জিন্দাবাদ।

—আবাকো পার্টি জিন্দাবাদ।

—দেশদ্রোহী লুমুম্বা নিপাত যাক।

—বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা কর।

মাইকেল কোকোলো আমার কনুই স্পর্শ করে বললেন,

—বিশ্বাসঘাতকের দল শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বেহায়াপনা শুরু করেছে। মনে হচ্ছে প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রতিনিধি দলের পরাজয় হয়েছে। এখনই একবার জাতিসংঘের প্রেস-ব্যুরোতে যাওয়া দরকার।

উচ্ছৃঙ্খল মিছিল রাস্তা বন্ধ করবার আগেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হ'ল।

—আবাকো পার্টি-অফিস নিশ্চয়ই খবর রাখে, তবু পুরো খবরটা প্রেস-ব্যুরোতেই পাওয়া সম্ভব। তবে এত তাড়াতাড়ি খবর এখানে এসে পৌঁছবে ভাবতে পারিনি।

জাতিসংঘের প্রেস-ব্যুরো পর্যন্ত যেতে হ'ল না। পথে ইউ. এন. করস্‌পণ্ডেণ্ট আর্থার রোপার তাঁর খোলা জীপ গাড়ি থেকে হাত নেড়ে থামতে বললেন। প্রশ্নের উত্তরে একটু হেসে সাইক্লো-স্টাইল করা এক কপি কাগজ হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

—খবরটা পাঁচ মিনিটের পুরোনো।

ধন্যবাদ দেবার অবকাশ পাইনি। দেখলাম আর্থার রোপারের জীপ আমাদের পেছনে রেখে দ্রুত বাঁক নিচ্ছে।

প্রেস হ্যাণ্ড-আউট বহন করে এনেছে :

জাতিসংঘে প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর জয়।

"জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কঙ্গো প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু প্রতিনিধিদলকে আসন গ্রহণ করিবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ৫৩ ভোট বিপক্ষে ২৪ ভোট গৃহীত হয়। ভোট গ্রহণের পূর্বে ঘানা অভিজ্ঞান কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে এক

সংশোধন প্রস্তাব আনেন। উহা ৪৯-৩২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। ১৪টি সদস্যরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকেন। ভোট গ্রহণের পরই মালী সরকার জাতিসংঘের কঙ্গো মীমাংসা কমিটি হইতে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিতেছেন বলিয়া জানান। এই ভোটাভুটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রাক্তন ফরাসী কঙ্গো ও ক্যামারুনের জয় হইয়াছে। ঘানা, গিনি, মালী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয় ঘটিয়াছে।"

প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর কঙ্গো প্রতিনিধি দলের স্যামুয়েল বাদিবাকা সাধারণ পরিষদের প্রধান রাজনীতিক কমিটির অধিবেশনে কঙ্গোর প্রতিনিধিত্ব করেন।

মাইকেল কোকোলোর সঙ্গে প্রেস-ব্যুরোতে এলাম। এখানেও ঐ একই সংবাদ ঘটা করে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু লিওপোল্ডভিলে ঘানা-দূতাবাসের সামনে যে অবাঞ্ছিত সংঘর্ষ ঘটেছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কর্নেল মাবুতুকে জরুরী তার প্রেরণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করবেন বলে পি. টি. আই. সংবাদ দিচ্ছে।

আজ পরাজয়ের দিন। শুধু অন্ধকার আর হতাশার দিন। কঙ্গোতে মানবতা আজ মুমূর্ষু—অন্তহীন অবিচারের হাহাকার।

বীয়ার খেতে বারে ঢুকেছিলাম। শহরের একশ্রেণীর মানুষের আজ আনন্দের দিন। দ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে নানা বর্ণের পানীয় হাতে হাতে ফেরে। স্টুয়ার্ড লোকের গা বাঁচিয়ে ট্রে হাতে নিয়ে হাসিমুখে যাচ্ছে—আসছে। অপেক্ষাকৃত কিছুটা দূরে বীয়ারের মগ সুমুখ করে বসেছিলেন টাস প্রতিনিধি ভ্যাসেরিন ইয়ারলোভ। পরিচয় আমার সঙ্গে অল্পদিনের। শুনেছি ভদ্রলোক দেহাতী কঙ্গোলিদের সঙ্গেও হড় হড় করে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারেন। সকল অবস্থাতেই জমিয়ে তুলতে অভ্যস্ত। অবিমিশ্র হাসি ঠোঁটে সর্বসময়ই

উপস্থিত। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। ব্রিফ-কেস, দু'টো স্টীল ও মুভি ক্যামেরা মিলিয়ে প্রায় দশ-বারো কিলো ওজন ভদ্রলোকের সঙ্গেই থাকে।

চোখে চোখ পড়তেই হাত নেড়ে পাশের শূন্য চেয়ার দেখিয়ে কাছে ডাকলেন। হৈ-হৈ করে বীয়ারের অর্ডার দিলেন। সিগারেটের টিন খুলে লাইটার এগিয়ে দিলেন।

—মস্কোর স্টক আপনার দেখছি এখনও ফুরোয়নি। বাজারে কোন টোব্যাকোই নেই।

—আমার স্টক বহুদিন ফুরিয়েছে। দূতাবাস গুটিয়ে নেবার সময় আমার এক বন্ধু কিছু সিগারেট দিয়ে গেছে। সে স্টকও ফুরিয়ে এলো। স্যামুয়েল বাদিবাকা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

—তিনি তো এখন নিউ ইয়র্কে, কাসাভুবুর সঙ্গে।

—এম এন সি পার্টির সঙ্গে কোন দিন যোগাযোগ ছিল?

—মনে হয় না।

—আমেরিকান প্রেস লোকটিকে হঠাৎ প্রাধান্য দিচ্ছে। হেড লাইন ব্যবহার করছে।

—কাসাভুবুর খামটি হয়তো বাদিবাকাকে দিয়ে পুরণ করবার চেষ্টা। যাই বলুন, কাসাভুবুর সফর কঙ্গো-রাজনীতিতে একটা নতুন মোড় নেবে। কর্নেল মাবুতুকে হয়তো সরে দাঁড়াতে হবে। লিওপোল্ডভিলের বাইরে তিনি খুব সুবিধে করতে পারছেন না।

—আপনি কি দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছেন জানি না। তবে জাতিসংঘ আর ন্যাটো গোষ্ঠীর এখন প্রধান সমস্যা প্যাট্রিস লুমুম্বা। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে চূর্ণ করবার জন্যে তারা যে-কোন শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবে। সে ক্যু-ডে-টা-র মাবুতুই হোন, লোয়ার কঙ্গোর দাবীদার কাসাভুবুই হোক। দরকার হলে ব্রুসলস্ প্রতিনিধি শোম্বেকেও তারা কাজে লাগাবে। অবাক হবেন না যদি আগামী দিনে আপনি লিওপোল্ডভিলে এসে শোম্বেকে পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রের জন্যে

ব্যাকুল হতে দেখেন। আমার তো মনে হয় এখন কঙ্গোতে একমাত্র শোম্বেই এ্যাংলো-আমেরিকান স্বার্থকে ধরে রাখতে পারে। এই লোকটাকেই দেখেছি র‍ালফ্ বুঞ্চকে এলিজাবেথভিল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরিয়ে দিতে। আমেরিকার বিরুদ্ধে গালাগাল করতে। আবার দাগ হ্যামারশল্ডকে ক'দিন পর কাতাঙ্গা সফরে আমন্ত্রণ করেছেন। কাল শোম্বেকে কঙ্গো-প্রজাতন্ত্রের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখলে আমি অবাক হবো না। সবার মধ্যে, আবার কিছুতেই নেই। দ্য-গল এর রাজনীতি শোম্বে চমৎকার রপ্ত করেছেন।

বীয়ার দিয়ে গেল। মগের গায়ে বোতল লাগিয়ে সবে বীয়ার ঢালছি, হঠাৎ ভারী বুটের আওয়াজে সচকিত হই। লক্ষ্য করলাম সামরিক এক অফিসার সোজা আমাদের দিকই এগিয়ে আসছেন। পেছনে দু'জন সেনা। ইয়ারলোভকে দেখি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

—আপনার নাম?

সামরিক অফিসার মুখোমুখি এসে হাজির। বাঁ-দিকের কপাল থেকে ভ্রূ পর্যন্ত একটা কাটা দাগ। দানবের মত চেহারা। পিঠের দিকটা ঘামে ভিজে উঠেছে। প্রশ্নটি ইয়ারলোভকে করা।

—আমার নাম দিয়ে আপনি কী করবেন? কী চাই আপনার? ইয়ারলোভ অফিসারকে পাত্তাই দিতে চান না।

—আমি অনুসন্ধানে এসেছি। আপনার নাম জানতে চাই। সঙ্গের এক সেনা একসঙ্গে বলে উঠলো,

—চিনেছি, ইনিই সেই লোক। ক্যামেরাও দেখছি সঙ্গে আছে।

—ব্যাপারটা কী। বিরক্ত করছেন কেন! আমি ভ্যাসোরিন ইয়ারলোভ—রিপোর্টার।

—অপনি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন?

—এয়ারপোর্টে আমি রোজই যাই।

—আজ সকালে গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম।

—ছবি তুলেছিলেন ?

—তুলেছিলাম।

—ছবি তোলা আপত্তিজনক।

—ছবি তোলা আপত্তিজনক! এয়ারপোর্টে ছবি তোলা বারণ

—আপনি ঠিক বলছেন ?

—আজ এয়ারপোর্টে আপনি যে-সব ছবি তুলেছেন সে-সব আপত্তিজনক।

—কই, সেখানে তো কেউ আপত্তি করেন নি।

—সমস্ত স্পুল আটক করবার নির্দেশ আছে। আপনি আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছেন।

—আমি পালাই নি।

—ফিল্ম রোলগুলো না দিলে আমি ক্যামেরা আটক করতে বাধ্য হব। বে-আইনী ছবি তুলে···

—আপত্তিজনক বা বে-আইনি ছবি আমি কিছু তুলেছি বলে মনে হয় না।

—আপনি প্যাট্রিস লুমুম্বার স্ত্রীর ছবি তুলেছেন।

—কিন্তু মিসেস লুমুম্বা ছবি তোলাতে তো আপত্তি করেন নি।

—আপত্তি তাঁর তরফ থেকে আসে নি। সামরিক দপ্তর মনে করে আপনার ছবিগুলো আপত্তিজনক। সমস্ত ছবি বাজেয়াপ্ত করবার নির্দেশ আছে। আমার সময় কম—স্পুলগুলো আপনি আমাকে দিন।

—সামরিক আদেশ আমি মেনে চলতে বাধ্য। বর্তমান সামরিক শাসন যদি মনে করে মিসেস লুমুম্বার ছবি তোলা আপত্তিজনক—আমার তাতে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। ফিল্ম আপনি চাইলে আমি দিতে বাধ্য।

ইয়ারলোভ পাশ থেকে একটি ষ্টিল ক্যামেরা টেনে নেন। মুহূর্তে ক্যামেরা খুলে দেখালেন তাতে কোনো ফিল্ম নেই। দ্বিতীয় ক্যামেরটা খুলে ফিল্মভর্তি একটা ক্যাসেট টেনে বার করেন।

ক্যাসেট্ থেকে একটানে গোটানো ফিল্মটি খুলে নিয়ে অফিসারের দিকে এগিয়ে দেন।

—এয়ারপোর্টে তোলা ত্রিশটি ছবি এই রোলে আছে।

—ব্রিফ-কেসটাও আমি দেখতে চাই।

বিরক্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ইয়ারলোভ। ব্রিফ-কেসটি খুলে সোজা টেবিলের ওপর উল্টে দিলেন। অনেক কিছু ছড়িয়ে গেল। কাগজপত্তর ছিটিয়ে পড়লো। দু'একটা জিনিস গড়িয়েও গেল। টেবিল থেকে। কিন্তু কোনো ফিল্ম রোল বা ক্যাসেট্ লক্ষ্য করা গেল না।

—মুভি ক্যামেরাটা দেখবেন?

মতামতের অপেক্ষা না করে ইয়ারলোভ ষোল মিলির ভারী ক্যামেরার জিপ-ফাসনার একটানে খুলে ফেললেন। খুলে দেখালেন তাতে আদৌ কোনো ফিল্ম ভরা নেই। জিনিসপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে ট্রাউজারস্ ও কোটের পকেটের সমস্ত কিছু টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন। অফিসারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,

—আপনি আমাকে সার্চ করতে পারেন।

দু'হাত পিছিয়ে গেলেন সামরিক অফিসার। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

—আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি নি।

ইয়ারলোভ ফিরে এলেন চেয়ারে,

—ছবি তোলবার সময়ই আপনাদের আপত্তি করা উচিত ছিল। সামরিক নির্দেশ অমান্য করবো, এ কথা কী করে ভাবলেন।

—আপনাদের বিরক্ত করেছি, তার জন্যে আমি দুঃখিত।

—ধন্যবাদ।

দুই সাগরেদকে পেছনে নিয়ে অফিসার বিদায় নিলেন। ফিল্ম-রোলটি যত্ন করে পকেটে পুরতে দেখলাম।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে একগাল হেসে ইয়ারলোভ বলেন,

—বীয়ারটা আমাদের মাটি করে দিল।

—এয়ারপোর্টে সকালে মিসেস লুমুম্বা গিয়েছিলেন নাকি?

তিনি কী লিওপোল্ডভিল ছেড়ে গেছেন? আপত্তিজনক কী তুলেছেন আপনি?

ইয়ারলোভের আশ্চর্যরকম ভাবান্তর হলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালেন। এক-টুকরো ঠোঁটে হেসে বললেন,

—আজ যে দৃশ্য আমি দেখেছি মিঃ দত্ত, জীবনেও তা ভুলতে পারবো না। যে-কোনো মানুষের বিবেক সে দৃশ্য দেখলে বিদ্রোহ করবে। আজ নতুন করে, বহুদিন পর যেন নাজী অত্যাচার দেখলাম।

বীয়ার আমার হাতেই ধরা রইলো। সকালের অত্যাশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন ভ্যাসোরিন ইয়ারলোভ:

সকালে কাছাকাছি কোথাও হয়তো এসেছিলেন, ফেরার পথে এয়ারপোর্ট ঘুরে যাচ্ছিলেন ইয়ারলোভ। অতিরিক্ত সামরিক পাহারা থাকায় বিশেষ কোনো ভি. আই. পি-র আগমন-নির্গমণের সম্ভাবনা মনে করে তিনি গাড়ি থেকে নামেন। খোঁজ নিয়ে জানেন, সমস্ত কমার্শিয়াল লাইনস্ অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিস লুমুম্বার অনুরোধ জাতিসংঘ-বাহিনীর সমর দপ্তর রক্ষা করেছে। প্যাট্রিসের শিশুপুত্রের শবাধার একটা বিশেষ বিমানে ওরিয়েণ্টাল পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে। বিমানে মিসেস লুমুম্বা ও এক আত্মীয় শবাধারের সঙ্গে থাকবেন। প্যাট্রিসের জন্মস্থানে তাঁর শিশুপুত্রের কবর দেওয়া হবে।

ছাইদানে সিগারেট ডুবিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে ইয়ারলোভ বলেন,

—ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটলো। বিমানের সামনেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। মিসেস লুমুম্বা কফিনের সঙ্গে এলেন। ছবি তুলতে কোনো অসুবিধে হয় নি। পুত্রহারা মায়ের ছবি তুলতে অবশ্য আমার ভালো লাগছিলো না। চোখে-মুখে একটা রিক্ততা—গভীর নৈরাশ্য। সঙ্গের আত্মীয় ভদ্রলোক মিসেস লুমুম্বাকে বোধ

হয় চলতে সাহায্য করছিলেন। কফিনটা আগে তোলা হলো। ক'জন ইউ. এন. গার্ড বিমানে উঠলো তারপর। আত্মীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে মিসেস লুমুম্বাকে বিমানে উঠতে দেখলাম। বিমান ছাড়বার প্রায় সময় হলো। চলে আসছিলাম। এমন সময় একটা সোরগোল। কঙ্গোলি সেনাতে ঠাসা একটা সাঁজোয়া গাড়ি আমাদের সামনে তীব্র বাঁক নিয়ে এসে থামলো। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে চারজন সেনা বিমানের সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। আমার ক্যামেরার ফ্রেমে কী এলো জানেন মিঃ দত্ত! ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখলাম মিসেস লুমুম্বাকে টানতে টানতে দু'জন সেনা বিমানের বাইরে নিয়ে আসছে। মিসেস লুমুম্বা প্রতিবাদ করছেন। বাধা দিচ্ছেন। হিংস্র পশুর মতো একজন সেনাকে পরক্ষণেই দেখলাম লাথি মারতে মারতে মিসেস লুমুম্বাকে বিমান থেকে নিচে নামাচ্ছে। আমি পাগলের মতো ছবি তুলে চলেছি। মাবুতুর বাছাই করা বিশ্বস্ত সেনারা তখন রাণওয়ের লোক হটাতে শুরু করেছে।

একজন আমার ক্যামেরা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে আর একজন আমাকে দৌড় করালো।

ইয়ারলোভ থামলেন। একটু হেসে বললেন,

—হঠাৎ আমার মনে হলো সেনারা আমাকে আটকাতে পারে। দ্বিতীয় একটা ক্যামেরা এয়ারপোর্টে আমার নজরে পড়ে নি। সোজা গাড়িতে ফিরে এলাম। আর কিছু আমি দেখি নি। এয়ারপোর্টের গেট যখন পেরিয়েছি তখন লক্ষ্য করলাম বিমানটা রাণওয়ে থেকে শূন্যে উঠছে। আশঙ্কা আমার হয়েছিল কিন্তু এই বার পর্যন্ত ব্যাটারা যে আমাকে তাড়া করবে ভাবি নি।

আমি স্তব্ধ। ইয়ারলোভ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বীয়ার আমি পছন্দ করি। যথেষ্ট ঠাণ্ডাও ছিল। তবু পানীয়টি আজ যেন বিস্বাদ এনে দিল।

—মিসেস লুমুম্বাকে যখন লাথি মেরে মেরে বিমান থেকে নামানো হচ্ছে তখন নিরপেক্ষ জাতিসংঘ-বাহিনীকে দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে চুইং গাম চিবতে যদি দেখতেন মিঃ দত্ত।

মাথা নেড়ে আমি ইয়ারলোভকে বললাম,

—আপনি ভুল করলেন। এত সহজেই ফিল্ম রোলটা ছেড়ে দেওয়া আপনার উচিত হয় নি। শেষ পর্যন্ত তদ্বির করে হয়তো ওটা ফেরত পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। ক্যাসেট্‌টাও আপনি খুলে ফেলেছেন। আলো লাগিয়ে পুরো রোলটাই নষ্ট করে দিলেন।

ক'টা ক্যামেরাম্যানের ভাগ্যে এই ধরনের ছবি তোলবার সুযোগ আসে!

—ক্যাসেট্ সুদ্ধ ফিল্মটা দিলে আমি মারা পড়তাম। হাইপো থেকে তুলে যদি নেগেটিভ্-এ কোনো কিছু না পেতো, মিসেস লুমুম্বাকে যদি না দেখা যেতো, ওরা আমাকে রেহাই দিত না মিঃ দত্ত। আবার আসতো। তাই রোলটা ইচ্ছে করে নষ্ট করে দিলাম। বারে ঢুকে কিছুক্ষণ আগে ঐ রোলটা আমি নতুন লাগিয়েছিলাম।

আমি নির্বাক! সম্পূর্ণ বিমূঢ়!!

কোটের পকেট থেকে একটা ফিল্ম ভর্তি ক্যাসেট্ বার করে ভ্যাসোরিন ইয়ারলোভ আমার হাতে তুলে দিয়ে অর্থপূর্ণ হেসে বললেন,

—আর একটু বীয়ার নিন!

প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু আজ নিউইয়র্ক থেকে লিওপোল্ডভিলে ফিরে এসেছেন। যেন মৃগয়া শেষ করে সম্রাটের সপারিষদ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন। রাষ্ট্রসংঘে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি আসন গ্রহণ

করবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রতিনিধি দলের পরাজয় হয়েছে।

মিঃ কাসাভুবুর পেছনে এত ক্যামেরা ও উৎসাহী জনতা ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি, আবাকো পার্টি ও লুমুম্বা-বিরোধী নেতারা সবাই বিমানঘাঁটিতে অনেক আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। জাতিসংঘ-বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সামরিক উপদেষ্টা একটা খোলা জীপে শেষ মুহূর্তে হাজির হলেন।

মিঃ কাসাভুবুর ঠোঁটে বিনয়ের হাসি। দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল চরিত্রটির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কর্ণেল মাবুতুকে পাশে নিয়ে জনতার দিকে অল্প একটু তাকিয়ে উপস্থিত ভি. আই. পি-দের সঙ্গে করমর্দন করলেন। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু কঙ্গোর যেন অদ্বিতীয় নেতা।

—আপনি কিছু বলুন। দীর্ঘ পরিশ্রমের এতটুকু ক্লান্তি আপনার চোখে-মুখে লক্ষ্য করছি না?

শ্বেতাঙ্গ এক সাংবাদিকের কথায় ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ কাসাভুবু। উদ্যত একটি ক্যামেরাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন,

—ক্লান্ত কথাটা খারাপ। ক্লান্তিকে আমি ঘৃণা করি। আমি ফিরে এসেছি অনেক কাজ হাতে নিয়ে। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে আমার চলবে কেন!

—জাতিসংঘে আপনার জয়লাভ অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে।

—জাতিসংঘে আমার প্রতিনিধিদল স্থান পাওয়ায় জাতিসংঘের মর্যাদাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ড এখন কঙ্গোর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। কঙ্গোর রাজনীতি নিয়ে বিদেশী সাংবাদিকদের অনেকেই বাইরে ভুল সংবাদ পরিবেশন, কোথাও কোথাও পুরোপুরি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় আমাদের একটু অসুবিধেয়ও পড়তে হয়েছে। সাংবাদিকদের কাজ খবর পরিবেশন করা—মিথ্যা রটনা আর যাই হোক সাংবাদিকের কাজ

নয়। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে আমি সময় দিয়েছি অনেক, সুযোগ দিয়েছি বিস্তর। কিন্তু আর নয়, কঙ্গোর বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে একমাত্র এই লোকটিকে দায়ী করা চলে। কঙ্গোর ভবিষ্যত, কঙ্গোর স্বাধীনতা, কঙ্গোর জনসাধারণ তাঁর লক্ষ্য নয়—তিনি একজন সোভিয়েত চর হিসাবে কাজ করছিলেন। দু'একটি প্রমাণ আমি তাই প্রকাশ করবো ঠিক করেছি। লিওপোল্ডভিলে তিনি কোনো দিনও সমর্থন পান নি, আজও পান না—তাই তাঁর অত্যাচারের নজির এ শহরে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তিনি স্ট্যানলি-ভিলে, কাসাই প্রদেশে ভয়াবহ অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্ষমতা ও নিজের প্রধানমন্ত্রীত্ব দখলে রাখবার জন্যে তিনি যে নারকীয় অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছেন তার বিচার কঙ্গোলি জনসাধারণ করবে। আমি দাবী করি—প্যাট্রিস লুমুম্বাকে কর্ণেল মাবুতুর হাতে তুলে দেওয়া হোক। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে জতিসংঘ-বাহিনী অন্যায় করে একদিক দিয়ে সমর্থনই করছেন। তিনি কঙ্গোরই প্রধানমন্ত্রী বলে দাবী করেন অথচ নিজের দৈহিক নিরাপত্তার জন্যে জাতিসংঘ-বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এমন নজির আমি অন্য কোথাও দেখে নি।

—আপনি কী কাতাঙ্গায় মিঃ শোম্বেকে মেনে নেবেন?

—দেখুন, আমি প্যাট্রিস লুমুম্বা নই, প্রতারণা করবার মতো ভালো ভালো কথা তিনি বলতে পারেন কিন্তু আমি সে পথে যেতে পারি না। কাতাঙ্গা-সমস্যা একটা গুরুতর সমস্যা। এই মুহূর্তে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমি মিঃ শোম্বের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবো। পঁচাত্তর বছর আগে বার্লিন কনফারেন্সে যে ভুলের শুরু, একদিনে সে সমস্যার সমাধান করবার জাদু আমার জানা নেই।

দ্বিগ্বিজয়ী বীরের মতো প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু উপস্থিত প্রেসকে এক হাত নিয়ে ঝলমলে আমেরিকান গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ঠিক তাঁর পাশে বসলেন বর্তমান কঙ্গো-নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র-পরিষদের

সভাপতি জষ্টিন বোম্বোকা। আর একজনকে আমি চিনতে পারলাম না।

কর্ণেল মাবুতু উপস্থিত প্রেসের কাছে কোনো কথাই বলতে চাইলেন না ভদ্রলোক অতিরিক্ত অস্থির, হাত পা নেড়ে কথা বলেন। পাতলা গড়ন, চোয়াড়ে মুখ। উত্তেজিত হলেই ক্রমাগত চশমা ঠিক করেন।

প্যাট্রিস লুমুম্বার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর প্রথম তুরুপের তাস প্রকাশিত হয়েছে। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হৈ-চৈ পড়ে যায়। প্রেস-ব্যুরোতে নানা রকম জল্পনা চলতে থাকে। সর্বশেষ সংবাদ হিসাবে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর অভিযোগ রেডিওতে প্রচার হতে থাকে। ইতিপূর্বে জোর গুজব শোনা গিয়েছে কর্ণেল মাবুতু প্যাট্রিস লুমুম্বার ব্রিফ-কেস থেকে এক গোপন নথি নাকি উদ্ধার করেছেন। তাতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে প্যাট্রিসের গোপন চক্রান্তের হদিশ পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই নাকি প্রচুর অর্থ ও খাদ্যশস্য অবিলম্বেই কঙ্গোতে প্রেরণ করবেন কথা দিয়েছেন, কিন্তু সামরিক সাহায্য সম্পর্কে তিনি আদৌ ভরসা দেন নি। ভেবেছিলাম তুরুপের তাস হিসাবে প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর পহেলা কিস্তি হিসাবে ঐ নথিই আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু প্রকাশিত সংবাদ অন্য তথ্য বহন করে এনেছে।

ক্ষমতা দখলের পর বিরোধী দল ও লুমুম্বা বিরোধীদের কী ভাবে ধ্বংস করতে হবে সেই প্রসঙ্গে প্যাট্রিস লুমুম্বার লিখিত এক চাঞ্চল্যকর নথি প্রেসিডেণ্ড কাসাভুবু প্রকাশ করেছেন। একমাত্র কাতাঙ্গা প্রদেশ ব্যতীত প্রতিটি প্রদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে প্যাট্রিস লুমুম্বা এই গোপন নির্দেশ পাঠিয়েছেন। বিদেশী রিপোর্টারদের মধ্যে এই গোপন নথির প্রতিলিপি সরাসরি বাইরে প্রেরণ করবার ধূম পড়ে গেল। অনূদিত নথির কিছু অংশ দাঁড়ালো এইরকম ঃ

চূড়ান্ত একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গোপন ঝটিকা-বাহিনীর নির্মম সন্ত্রাসবাদ অপরিহার্য। সুষ্ঠু পরিকল্পনা সামনে রেখে বিরোধীপক্ষ ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করতে হবে···মন্ত্রী, ডেপুটি, সিনেটর ও আমাদের পার্টি-বিরোধী জানোয়ারগুলোকে গ্রেপ্তার কর। কোনো ক্ষমা নেই···সাধারণের চেয়ে এঁদের দশগুণ নিগৃহীত হতে দেখলে আমি খুশী হবো। বেত্রাঘাতের পরিত্যক্ত কানুন আবার চালু করা হোক···বিরোধীদের সকালে ও বিকালে দশ ঘা বেত্রাঘাত উপর্যুপরি সাতদিন বহাল থাকবে। মন্ত্রী, ডেপুটি ও সিনেটরদের বেলায় এই নিয়ম দ্বিগুণ হলে ক্ষতি নেই। গ্রেপ্তারের পর চূড়ান্ত অবমাননা ও লাঞ্ছনা···স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সামনে এই অত্যাচার চালানো হোক। গ্রেপ্তারের পর কম করেও ছ'মাস অন্ধকার ছোট্ট ঘরে আটকে রাখতে হবে। আলো ও হাওয়ার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কেউ কেউ হয়তো মারা পড়বেন—সেটা খুবই স্বাভাবিক··· বাইরে সে খবর প্রকাশ করা হবে না। তবে প্রচার করতে হবে যে শ্রী অমুক জেল ভেঙে পালিয়েছেন, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কঙ্গোর আগামী শাসন-পদ্ধতির প্রাথমিক স্তর বা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উপরোক্ত নির্দেশাবলী চালু করতে হবে।

ভয়াবহ এই গোপন নথি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে মাইকেল কোকোলো এক চোট হাসলেন। উল্‌টে আমাকেই প্রশ্ন করলেন,

—আপনার কি মনে হয়?

—ব্যাপারটা সাংঘাতিক।

—বটেই তো! তবে একটু ভেবে দেখুন—শ্বেতাঙ্গ রিপোর্টারদের মতো আপনিও উত্তেজিত হচ্ছেন যেন!

—আপনি কী বলতে চাইছেন?

—বলতে চাইছি এই জালিয়াতী খুব সেকেলে কায়দা। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু একজন অশিক্ষিত লোক, কর্ণেল মাবুতু একজন

বদরাগী ডাকাত। আপনি আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? বলতে পারেন একমাত্র কাতাঙ্গা প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র সব প্রদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে প্যাট্রিস লুমুম্বা এ ধরনের চিঠি পাঠাবেন কেন? অন্য সবাই কী প্যাট্রিসকে সমর্থন করেছে কোনো দিন? কাসাই, বা কিভু প্রদেশের প্রেসিডেন্ট কী লুমুম্বার অনুগত? দ্বিতীয়, সইটা জাল আমি বলতে চাই না। ধরে নিলাম সইটা প্যাট্রিসেরই, কিন্তু আপনার ডায়েরী বই খুলে দেখবেন চিঠিতে যে তারিখ লেখা আছে সেদিন প্যাট্রিস কোথায় ছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর লুমুম্বাকে বালুবা সেনারা তাড়া করেছিলো নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়ছে? সেদিন তিনি সামরিক শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সারাটা দিন তিনি একরকম আটক ছিলেন অতএব ঐদিন ও-চিঠি লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এসব অনেক পুরোনো কায়দা। হিটলার এইসব কায়দা দিয়েই মাৎ করে দিয়েছিলেন প্রথমে। তবে হাসির ব্যাপার হলো গোয়েবলসের মাথায় শয়তানীর সঙ্গে বুদ্ধিও ছিল প্রখর। মাবুতুর মাথায় শয়তানী ছাড়া কিছু নেই। এই নথির ব্যাপার নিয়ে আমি বহু জায়গায় আজ আলোচনা শুনেছি। অন্যদের কথা থাক, একমাত্র আবাকো পার্টিতেই গুরুতর অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছে। ক্যাম্প হার্ডির কমাণ্ডার-ইন-চীফ ক্লিওফাস কামিতাতু বললেন—ও-চিঠি যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত, কারণ ঐদিন আমি প্যাট্রিসের সঙ্গে সবসময়ই ছিলাম। বেলজিয়ান এক অফিসার সইটি জাল বলায় তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—এই নথি সম্পর্কে প্যাট্রিস লুমুম্বা কিছু বলেছেন?

—শুনি নি। আজ কাকে যেন ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন রাত্রে একদম ঘুম হয় না। সারারাত বই পড়ে কাটাতে হয়েছে।

—লুমুম্বা চৌ-এন-লাই ব্যাপারটা কী?

—কর্নেল মাবুতু দাবী করছেন, চৌ-এন-লাই নাকি প্রচুর

খাদ্যশস্য ও ওষুধপত্র ও দক্ষ কারিগর বিনা সর্তে কঙ্গোতে পাঠাতে চেয়েছেন।

—চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রটা তবে কী?

—কঠিন প্রশ্ন, একমাত্র আমেরিকান প্রেস হয়তো বলতে পারবে।

—প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু আজ বিরাট ভোজ দিয়েছেন প্রাসাদে, আপনি জানেন?

—আপনি যাচ্ছেন নাকি?

—না।

—নিমন্ত্রিত অতিথি বেলজিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ের উইনীর দালাল, হ্যামারশল্ডের প্রতিনিধি আর আমেরিকান ধড়িবাজগুলো। শ্বেতাঙ্গ রিপোর্টার থাকবেই। তবে আমাদের মত কালা আদমী-দের কোনো জায়গা নেই।

বড় বড় হোটেলগুলো আজ যেন একটু চঞ্চল। মাইকেল কোকোলোর সঙ্গে বারে ঢুকেছিলাম। এখানেও দেখলাম এত-দিনের ঝিমিয়ে পড়া অর্কেষ্ট্রা নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। কোণের দিকে ঢিমে তালে একটা সুরের তোতলামী একটানা বেজে চলেছে। মদ গেলবার মানুষের ভিড়ও কম নয়।

—প্রতিটি বার এখনও বেলজিয়ানদের হাতে। কাউন্টারে কালো সাহেবের টাকা নাড়াচাড়া দেখে হয়তো অন্য রকম মনে হবে। কিন্তু মালিক সব এখনও বেলজিয়ান। একটা ব্যবসাও ওরা ছাড়ে নি। আপনি জানেন কিনা জানি না, জাতিসংঘ এ পর্যন্ত কঙ্গোতে এক বেলজিয়াম কোম্পানীর কাছে এক মিলিয়ন ডলারের কেনাকাটা করেছে। খবরটা লণ্ডন টাইমস্-এর।

—আপনার কী মনে হয় জাতিসংঘ কঙ্গোতে কিছু করতে পারবে?

—সবটাই স্বার্থের ব্যাপার মিঃ দত্ত। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের জন্যে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে লীগ

অব নেশনস কী কিছু করতে পেরেছিল? জাতিসংঘ নিতান্তই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে। আসলে ন্যাটো শক্তির এক রাজনৈতিক গুঁড়িখানা ছাড়া আমার আর কিছু মনে হয় না। অন্তত কঙ্গোর পটভূমিতে জাতিসংঘকে এই ভূমিকাতে পেলাম।

—কঙ্গোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

—বলতে পারবো না। তবে খুব দুর্দিন সন্দেহ নেই। জাতিসংঘ বাহিনী যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয় হয়তো এই আচলাবস্থার একটা সমাধান হবে। প্যাট্রিস সরে গেলেও প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু কোনো একটা সুস্থ পরিকল্পনা সামনে রাখতে পারবেন না। তার কারণ একমাত্র লিওপোল্ডভিল ছাড়া অন্য পাঁচটি প্রদেশে তাঁর পার্টি দুর্বল। তাছাড়া তিনি লুণ্ডা, বেয়েকীদের মধ্যে এতটুকু সমর্থন পেতে পারেন না। ব্যাকাঙ্গো উপজাতি তাঁর একমাত্র ভরসা।

কয়েক পাত্র পানীয়ের পর উঠতে হলো। মাইকেল কোকোলো আমাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিলেন। লিফ্‌টম্যান একটু থেমে ভাঁজকরা লোহার দরজা মেলে ধরে অভিবাদন করে।

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। টেলিফোনের যান্ত্রিক আওয়াজে উঠে বসি। রিসিভার কানে তুলে বুঝলাম মাইকেল কোকোলোরই গলা।

—হ্যাঁ, আমি কথা বলছি।

—আপনাকে আমি তুলে নেব। মিনিট দশেক লাগবে—আপনি হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন। দশ মিনিটের মধ্যেই আপনাকে আমি তুলে নেব।

—কী ব্যাপার! কোনো বিশেষ সংবাদ আছে নাকি?

—কেন আপনি জানেন না? রেডিও প্রচার শুরু হয়েছে। ঘুমচ্ছিলেন নাকি?

—কী সংবাদ?

—প্যাট্রিস লুমুম্বা নেই! তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্যাট্রিস লুমুম্বাকে আর পাওয়া গেল না।

বিপুল সামরিক পাহারা ও উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর পলায়ন দস্তুরমতো অবিশ্বাস্য এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

জাতিসংঘের এক সেনাই প্রথমে ঘটনাটি জানতে পারে। রাষ্ট্রসংঘে নিজের মনোনীত প্রতিনিধিদলের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করবার পর প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু বিজয় গৌরবে ফিরে এসেছেন। বিজয়োৎসব ডেকেছিলেন তাঁর প্রাসাদে। বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী, আবাকো নেতা ও জাতিসংঘের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদলকে ভোজসভায় আপ্যায়ন করেছিলেন প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু। দুর্মূল্য পানীয়ের প্রবাহে তখন গোটা আসর জমজমাট। স্ফটিকের পাত্রাধার হাতে নিয়ে কর্ণেল মাবুতু সুইডিস এক জেনারেলের সঙ্গে ফরাসী এক বিশেষ পানীয়ের তারিক করছিলেন, আর প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু মার্কিন দূতাবাসের এক বিশেষ প্রতিনিধির গ্লাসে বরফের টুকরো তুলে দিচ্ছিলেন। এমন সময় মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো এই সেনার আবির্ভাব হয়।

বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল প্রথমে। অবিশ্বাস্য সংবাদটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। পাত্রাধার টেবিলের উপর সশব্দে আছড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠেছিলেন কর্ণেল মাবুতু।

—তুমি কোথা থেকে এ সংবাদ পেলে?

—আমি রক্ষী, প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা বাসভবন ছেড়ে পালিয়েছেন।

সমস্ত হাসি, সমস্ত আলো যেন মুহূর্তে নিভে গেল।

উচ্চপদস্থ এক সামরিক অফিসার সেনাটির সঙ্গে ছিলেন। দু-পা সামনে এগিয়ে এসে সামরিক অভিবাদন করে বললেন,

—সংবাদ সত্য। বাসভবন থেকে প্যাট্রিস লুমুম্বা পালিয়েছেন।

—কখন?

—অল্পক্ষণ আগে। এই সেনাই প্রথম আমাকে সংবাদ দেয়।

আমি নিজে অনুসন্ধান চালাই। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে বাসভবনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমন কী বাড়ির অন্য একটি প্রাণীরও সাক্ষাৎ মেলে নি।

ছাত্র-পরিষদের সভাপতি জাষ্টিন বোম্বোকো চেয়ার ছেড়ে দ্রুত কর্ণেল মাবুতুর দিকে অগ্রসর হন। বিচলিত প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু বিকারগ্রস্থ উন্মাদের মতো চীৎকার করে ওঠেন,

—গ্রেপ্তার কর। লিওপোল্ডভিল থেকে একটা গাড়িও যেন বাইরে যেতে না পারে।

নায়কের ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্ণেল মাবুতু। উপস্থিত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বিপদ আমি আশঙ্কা করেছিলাম। তাই প্যাট্রিস লুমুম্বার ভার আমাদের হাতে তুলে দেবার অনুরোধ আমি বারবার জাতিসংঘের কাছে করেছি। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে যদি গ্রেপ্তার করতে না পারি ভয়াবহ ভবিষ্যৎ আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারবো না। উপস্থিত জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলকে আমি সহযোগিতা করবার অনুরোধ জানাই।

ঝড়ের বেগে জাষ্টিন বোম্বোকোকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল মাবুতু প্রেসিডেণ্ট-ভবন ছেড়ে চলে গেলেন। সামরিক অধিনায়কদের সঙ্গে এখনই জরুরী বৈঠকে তিনি মিলিত হবেন।

অনুষ্ঠান আর জমেনি। দ্রুত প্রাসাদ ত্যাগ করবার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। ধীর পদক্ষেপে প্রেসিডেণ্ট প্রাসাদের অলিন্দে এসে দাঁড়ান। এখানে অশান্ত কঙ্গো নদীর ফুলে ফুলে ওঠা জলোচ্ছ্বাস নজরে আসে। জনশ্রুতি আছে এখানে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু শত্রুর মৃতদেহ ভেসে যাওয়া দেখতে পছন্দ করেন।

মাইকেল কোকোলোর সঙ্গে আমি প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে যখন এসে পৌঁছাই তখন রাত অনেক। সাধারণ মানুষ খবর পেয়ে

বাসভবনের কাছে ভিড় করেছে। সেনারা সে জনতা ঠেকাতে ব্যস্ত। নানারকম জল্পনা কল্পনা চলেছে। সাধারণের চোখে-মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা। কয়েক জায়গায় পরিচয়-পত্র দেখিয়ে ভেতরে ঢুকলাম অনেক কষ্টে। ভেতরেও জমজমাট। পুরো বাড়িটাই সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেছে।

—দস্তুরমতো রোমাঞ্চকর!

—এই বিপুল সামরিক পাহারার মধ্যে থেকে কী ভাবে যে পালানো সম্ভব বোঝা মুশকিল।

—মদ খেয়ে সব চুর হয়ে ছিল, কেউ কিছু দেখে নি।

—জলজ্যান্ত গাড়িটা চোখের সামনের উপর দিয়ে চলে গেল। কেউ খেয়াল করলো না।

—এরকম গাড়ি প্যাট্রিসের বাড়িতে রোজই আসে। তিনি যে পালাবেন এটা কেউ চিন্তাই করেন নি।

—ঘানা বাহিনীর সেনারা হয়তো সাহায্য করেছে।

—আমার সেরকম মনে হয়না। তাছাড়া জাতিসংঘের যে ঘানা-সেনারা এতদিন এই বাড়ীর পাহারায় ছিল তাদের সপ্তাহ-খানেক আগে তুলে নিয়ে মরোক্কো ফৌজে লাগানো হয়েছে। আরব ও গিনি সেনাদেরও এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ক'দিন আগে।

পরস্পর-বিরোধী বহু সংবাদ ও তথ্য থেকে শুধু এইটুক জানা যায় যে রাত প্রায় দশটা নাগাদ একটা কালো গাড়ীকে আসতে দেখা গেছে। গাড়িটি বেসামরিক। প্রায় মিনিট পঁচিশেক পর গাড়িটা আবার চলে যায়। একজন সেনার কেমন সন্দেহ হয়, মনে হয় পালানোর সময় প্যাট্রিস কোনো ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন নি। সেনা ভেতরে প্রবেশ করে। পরে উপরে যায় ও অনেক অনুসন্ধানের পরেও প্যাট্রিস লুমুম্বাকে দেখতে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে সে সামরিক ঘাঁটিতে সংবাদ দেয়। তারপর আবার নতুন করে অনুসন্ধান চলে কিন্তু প্যাট্রিসের কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে জটলা। সামরিক-বাহিনীর দ্রুত আনাগোনা। গোটা প্রেস যেন সংবাদ কভারের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে। মিঃ রোপার একটু হেসে সামনে এসে বললেন।

—আমার স্থির বিশ্বাস কর্ণেল মাবুতুর সেনাদের মধ্যেই প্যাট্রিস লুমুম্বার একটা শক্তিশালী দল আছে। তারাই তাঁর পালানোতে সাহায্য করেছে।

—অসম্ভব কিছু নয়।

—সেই কালো গাড়িটা পাওয়া গেছে।

চমকে উঠলেন মাইকেল কোকোলো,

—কোথায় ?

—পাঁচখানা মিলিটারী ভ্যান গাড়িটাকে এইমাত্র নিয়ে এসেছে। যাত্রীদের কারুরই পাত্তা করা যায়নি। মাইল দশেক দূরে একটা জংলা জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

মনে হয় প্যাট্রিস হুম করে কিছু করে বসেননি। এর পেছনে একটা শক্তিশালী চমৎকার পরিকল্পনা তিনি তৈরি করেছিলেন। তিনি আত্মগোপন করবেন বলে মনে হয় না। হয়তো লিওপোল্ডভিল ছেড়েই তিনি যাবেন ঠিক করেছেন। আজ রাত্রের মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে কর্নেল মাবুতু হয়তো তাঁর আর নাগালই পাবেন না।

—আমার ধারণা ছিল মিসেস লুমুম্বা এখানেই ছিলেন।

—মিসেস লুমুম্বা পরশু গেছেন। কোথায় গেছেন অবশ্য কেউ জানে না। আর একটা সংবাদ আপনারা পেয়েছেন কিনা জানি না—পার্লিয়ামেণ্টের দুটো সভার স্পীকার দু'জনকেও আজ বিকেলের পর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার সামরিক দপ্তর সন্দেহ করছে তাঁরা প্যাট্রিসের সঙ্গে পালিয়েছেন।

পাশেই একজনের কাঁধের ট্রানজিস্টার রেডিও বেজে উঠলো। সবাই নতুন খবরের জন্যে উৎকর্ণ।

মিঃ রোপার লাউঞ্জ পেরিয়ে দোতালার দিকে এগিয়ে যেতে

যেতে বললেন,—কর্নেল মাবুতুর বক্তৃতা এই বার নিয়ে চারবার প্রচার করা হচ্ছে।

রেডিওতে কর্নেল মাবুতুর কণ্ঠ শোনা যায়ঃ

জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ আমি দিলাম। কঙ্গো-পরিস্থিতির যখন উন্নতি দেখা দিয়েছে, জাতিসংঘে আমাদের প্রিয় নেতা কাসাভুবুর দল যখন বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে তখন বিশ্বাসঘাতক লুমুম্বা নতুন চক্রান্ত সৃষ্টি করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অতীতের কথা আমি তুলতে চাই না। জাতির এই সঙ্কটে সারা দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে চাই—দেশের স্বার্থে আজ আর চুপ করে থাকলে চলবে না। নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা নিলে ভুল হবে। দেশের শত্রুদের সঙ্গে নির্মমভাবে মোকাবিলা করবার সময় উপস্থিত। দেশবাসীর কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তারা যেন বিশ্বাসঘাতক লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে আমি সতর্ক করে দিতে চাই, যদি কেউএই দেশদ্রোহী পলাতক লুমুম্বাকে সাহায্য করেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্যে লিপ্ত থাকেন তা'হলে তাদেরকে আমি ক্ষমা করবো না। নির্মম শাস্তি, নির্দয় বিচার তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

সিঁড়িতে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম মিঃ রোপার নেমে আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। হাত নেড়ে কাছে ডেকে বললেন,

—প্যাট্রিসের শেষ বক্তৃতা শুনেছেন?

—কই না।

—আসুন আমার সঙ্গে। স্পুলটা সরানোর আগেই হয়তো তাঁর পালানোর খবর সেনারা পেয়ে গেছে।

মিঃ কোকোলোকে নিয়ে মিঃ রোপারের সঙ্গে দোতালায় এলাম। সামনের একটা দরজার সামনে দু'জন প্রহরী। মিঃ রোপার কী বলতেই রক্ষী পথ করে দিল। ঘরে জনকয়েক লোক। জাতিসংঘের সেনা ও কঙ্গো-বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে লক্ষ্য করলাম। মিঃ রোপার বলেন,

—দলিল হিসাবে এ বক্তৃতা নিশ্চয়ই কাজে আসবে।

টেবিলে রাখা একটা টেপ রেকর্ডার। একদিকের স্পুল অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। প্যাট্রিস লুমুম্বার কথা শোনা যায়ঃ

—আশা করি আমার বক্তব্য আমি সবার সামনে রাখতে পেরেছি। পার্টি-সভ্যদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। আমাদের কর্ম-পদ্ধতি সবার কাছে পৌঁছে দেন। পার্টি-নেতাদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন গ্রেপ্তার হবার কোন রকম ঝুঁকি না নেন। আত্মগোপনকারী কর্মীদের আমি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে অনুরোধ করবো। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই—জন-সাধারণকে আমরা তৈরী করতে পারিনি। প্রেসিডেন্ট কাসাবুভু ও কর্নেল মাবুতুর সঙ্গে আমি কোন রফায় আসতে চাই না। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমি আর আলোচনায় বসতে রাজি নই। আমি চললাম। তবে আমি কঙ্গোতেই আছি। কঙ্গো আমার স্বপ্ন। কঙ্গো আমার সাধনা। কঙ্গোতেই আমি সার্থক।

নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হয়। প্যাট্রিস লুমুম্বার চাঞ্চল্যকর পলায়ন কাহিনী কঙ্গোর রাজনৈতিক পটভূমিতে নতুন এক উত্তেজনা টেনে আনে। একদিকে কর্নেল মাবুতু দুর্মদ, প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু ভীত; অন্যদিকে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ঘন ঘন বৈঠক ও আমেরিকান দূতবাসের অপারসীম উৎকণ্ঠা।

আমি কিন্তু খুশি হয়েছি। দেখলাম খুশি অনেকেই। আমেরিকান প্রেসের ঝানু রিপোর্টারও হেসে হেসে কবুল করলেন,

—সিংহ এখন খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়েছে। মাবুতুর মত শৃগাল হয়তো এবার রেহাই পাবে না।

প্রবীন আমেরিকান রিপোর্টার ডেসপ্যাচ কী পাঠান বাইরে

জানি না, কিন্তু বেশ বোঝা গেল প্যাট্রিসের পলায়নে তিনি খুশি হয়েছেন।

লিওপোল্ডভিলের সাধারণ মানুষের মনোভাব থমথমে। গুরুতর অস্ত্রোপচারের রোগীর প্রিয়জন যে নিস্তব্ধতা ও শূন্যতা নিয়ে লাউঞ্জে অপেক্ষা করে, অনেকটা যেন সেই উৎকণ্ঠা এদের চোখে-মুখে আমি চলতে ফিরতে প্রত্যক্ষ করি।

বিশ্রাম নেই কর্নেল মাবুতুর। তাঁর রেডিও-ভাষণ এখন পুরোপুরি জেহাদে গিয়ে পৌঁছেছে। একই বক্তৃতা বারবার প্রচার হচ্ছে রাত্রিদিন। যেমন করে হোক প্যাট্রিস লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। বিশ্বাসভাজন সেনাবাহিনীর তালাশ সত্যিই বর্ণনাতীত। সামান্য সন্দেহে শুধু একজন নয়, তার গোটা সংসার সেনারা রাস্তায় এনে আছড়ে আছড়ে ভাঙছে। একটি গাড়িরও আর পালাবার উপায় নেই। কর্নেল মাবুতুর সেনাবাহিনী গোটা লিওপোল্ডভিলের সমস্ত সীমান্তে কড়া নজর রাখছে।

প্যাট্রিস লুমুম্বার পলায়ন হয়তো অসম্ভব ছিল না, তবে হাজার হাজার সশস্ত্র সেনা ও রেডিওর প্রচার সত্ত্বেও পলাতকের কোন হদিশ করিতে না পারায় বিভিন্ন কূটনৈতিক মহল খুবই বিস্মিত হয়েছে। মনে হয় অতি শক্তিশালী একটা চক্র লিওপোল্ডভিল থেকে প্যাট্রিসকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে বহু আগে থাকতেই তৈরী ছিল। ইতিমধ্যে কর্নেল মাবুতু জাতিসংঘের ঘানা ও গিনি সেনাবাহিনীকে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত বলে দাবী করছেন।

মাইকেল কোকোলোর বক্তব্য অনেক বেশি সুচিন্তিত ও যুক্তি-পূর্ণ। নিজে একজন কঙ্গোলি হওয়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ নেতা ও রাজনৈতিক দলের প্রতি তিনি খুব একটা আস্থাশীল নন। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে পছন্দ করেন কিন্তু এম এন সি পার্টির বিরুদ্ধে তাঁর অনেক কিছু বলবার আছে। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ—আন্তর্জাতিক রাজনীতির সুন্দর খবর রাখেন। ওয়াল্টার লিপম্যানের একজন

ভক্ত। কালো আফ্রিকাকে অসম্ভব ভালবাসেন কিন্তু নক্রুমাকে দেখতে পারেন না। বলেন,

—নক্রুমা একজন কালো নাসের। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যেমন এশিয়ার অদ্বিতীয় নেতা হতে চান, নক্রুমা সেই রকম আফ্রিকাতে প্রধান হবার চেষ্টা করছেন।

—প্যাট্রিস এখন কী করতে চান বলে আপনার মনে হয়?

—আপনার মতামত কী?

—আমি ভেবে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে হয়তো শক্তি সংগ্রহের জন্যে তিনি আত্মগোপন করেছেন। কঙ্গো ছেড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

মাইকেল কোকোলো আমার কথায় এতটুকু সায় দেননি। বললেন,

—প্রথমতঃ কঙ্গো ছেড়ে প্যাট্রিস লুমুম্বা এখন বাইরে যাবেন না। আত্মরক্ষার জন্যে কঙ্গো ছাড়ার একটা যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু প্যাট্রিস মানুষটি ঠিক সেই ধাতুতে গড়া নয়। কাল পর্যন্ত আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু আজ নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি প্যাট্রিস স্ট্যানলিভিলে থেকে আন্দোলন করতে চান। অ্যানচয়েন গিজাঙ্গা ও প্যাট্রিসের প্রধান সেনাপতি ভিক্টর লুণ্ডুলা স্ট্যানলিভিলে পৌঁছে ইতিমধ্যে ওখানে একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করেছেন এ সংবাদে আর সংশয়ের অবকাশ নেই। জেনারেল লুণ্ডুলা স্ট্যানলিভিল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করছেন এ খবরও সত্যি।

—স্ট্যানলিভিলে প্যাট্রিস কী খুবই জনপ্রিয়?

—লিওপোল্ডভিল থেকে আপনি সে জনপ্রিয়তা কল্পনা করতে পারবেন না। একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এ দেশের সমস্ত পার্টি উপজাতীয় কলহের মধ্যে দিয়ে তৈরী হয়েছে। প্যাট্রিসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর কর্মপদ্ধতি যে তাদের সমর্থন পেয়েছে একথা সত্যি নয়। লুমুম্বার সবচেয়ে বড় সুবিধে তিনি

নিতান্তই অখ্যাত এক উপজাতি থেকে এসেছেন। বেত্তিতেলী, মন্‌গো উপর্জাতির একটা উপশাখা। প্যাট্রিসের স্বদেশপ্রেম ও বক্তৃতার যাদু আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সত্যি মন্‌গো উপজাতির সমস্ত শাখা-উপশাখাকে তিনি সঙ্গে পেয়েছেন। কাসাই, ওরিয়েন্টাল আর ইকোয়েটার প্রদেশে তাঁর বিপুল সমর্থনের পেছনে এইটাই বড় কারণ। জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের ডাক তুলে তিনি দুর্বল ভিন্ন উপজাতিদের সঙ্গে পেয়েছেন। আবার শক্তিশালী উপজাতিদের বিরোধ—যেমন কাসাই বালুবা ও লুলুয়া কাতাঙ্গা বালুবা ও বুলাণ্ডা এবং বেয়েকী উপজাতি একদিক দিয়ে প্যাট্রিসকেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। ওরিয়েন্টাল প্রদেশে শক্তিশালী কোন উপজাতি না থাকায় এম এন সি পার্টি এতটা শক্তিশালী। এত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও প্যাট্রিসের এই পরিণতির পেছনে শুধু একটা যুক্তিই আমি খুঁজে পাই। তিনি জনতার নেতা, কিন্তু নেতাদের দলপতি হবার অযোগ্য। রাজনীতিতে যে ছলচাতুরীর দরকার হয়, নেতৃত্ব হাতে রাখতে গিয়ে অবাঞ্ছিত মানুষকেও যে কী ভাবে দলে টানতে হয় তা প্যাট্রিস লুমুম্বা জানেন না। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু সুযোগ পেলেই যে ছুরি মারবেন, আশঙ্কা করলেও তিনি বুঝতে চাননি। কর্নেল মাবুতু তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু এই মানুষটিকে তিনি এতটুকু চিনতে পারেননি—ভাবলে অবাক লাগে। দাগ হ্যামারশল্ড তাঁর নিজের নিয়মে চলবেনই। কিন্তু প্যাট্রিস জাতিসংঘকে শেষ পর্যন্ত হেয় করবার দিকে যতটা ঝুঁকেছেন ততটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেননি। কানাডার ডিফেনবেকারকে গোপনপত্র পাঠালে দোষ নেই, কিন্তু মন্ত্রিসভা ও প্রেসিডেন্টকে না জানিয়ে পিকিংয়ের সঙ্গে পত্রালাপের গুরুত্ব অনেক, একথা তাঁর মাথায় আসেনি।

আমার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। সন্ধ্যের পর হাতে কোন কাজ ছিল না। লিওপোল্ডভিল শহরের গত কয়েক সপ্তাহের রাজনৈতিক দলিলচিত্রের এক প্রদর্শনী দেখবার আমন্ত্রণ ছিল জাতিসংঘের সদর

দপ্তরে। কিন্তু মাইকেল কোকোলোর কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকায় আমার ইচ্ছেও নিভে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই মিঃ স্মিথ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন,

—প্যাট্রিস লুমুম্বা ধরা পড়েছেন।

আমরা দু'জনে একসঙ্গে বিস্ময়োক্তি করি,

—ধরা পড়েছেন!

—হ্যাঁ, পি. টি. আই খবর দিচ্ছে। প্যাট্রিস স্ট্যানলিভিলে যাবার চেষ্টা করছিলেন। কর্নেল মাবুতুর সেনারা প্যাট্রিসকে গ্রেপ্তার করেছে। এইমাত্র সামরিক সদর দপ্তরে খবর পৌঁছেছে।

উত্তেজিত মাইকেল কোকোলো বললেন,

—জায়গাটা কোথায় সে সম্পর্কে কিছু জানেন?

—না। তবে যেটুকু শুনলাম তাতে মনে হয় লুলুয়াবোর্গ-এর কোথাও তিনি ধরা পড়েছেন। আজ সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মবিল মোপোলোকে গ্রেপ্তার করে এখানে আনা হয়। তিনিও স্ট্যানলিভিলে পৌঁছোতে চেষ্টা করছিলেন।

—প্যাট্রিসের সঙ্গে আর কেউ ধরা পড়েছেন?

—জানি না।

আসর আর জমে নি। মিঃ স্মিথ চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই মাইকেল কোকোলো বিদায় নিলেন। বললাম,

—একবার সামরিক দপ্তর ও জাতিসংঘের সদর ঘাঁটিতে অনুসন্ধান করলে হয়তো কিছু খবর সংগ্রহ করা যেতো।

—সে সম্ভাবনা কম। কালকের আগে আপনি বেশি কিছু জানতে পাবেন না। কিন্তু আমি ভাবছি লুলুয়াবোর্গ পর্যন্ত প্যাট্রিস পৌঁছোলেন কী ভাবে!

মাইকেল কোকোলো চলে যাবার পর আমি রেডিও নিয়ে বসলাম। কোন খবর নেই। শুধু লক্ষ্য করলাম, কর্নেল মাবুতুর সেই বক্তৃতাটি আর প্রচারিত হচ্ছে না।

সকাল থেকে একটার পর একটা উড়ো খবর এসে পৌঁছোতে শুরু করে। স্ট্যানলিভিল থেকে একজন ফরাসী ধর্মযাজক লিয়োতে এসে যে বিবৃতি দেন তাতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, স্ট্যানলিভিলে এখন শ্বেতাঙ্গ ও ইয়োরোপীয়নদের নিগ্রহ চরমে পেঁাছেছে। প্যাট্রিস লুমুম্বার অনুগত সামরিক বাহিনী ভিক্টর লুণ্ডুলার নেতৃত্বে দৃক্পাতহীন গ্রেপ্তার শুরু করেছে। প্রায় হাজারখানেক শ্বেতাঙ্গ এখন লুণ্ডুলার হাতে বন্দী। জাতিসংঘ-বাহিনী যেন অবিলম্বেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন।

মিঃ স্মিথের সংবাদে ভুল ছিল না। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে কর্নেল মাবুতুর সেনারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। আর একটা দিন যদি হাতে পেতেন প্যাট্রিস তা'হলে হয়তো স্ট্যানলিভিলে প্রবেশ করতে পারতেন। ওরিয়েন্টাল প্রদেশের রাজধানী স্ট্যানলিভিল। লিওপোল্ডভিলের উত্তর-পূর্বে, প্রায় আটশো মাইল দূরে প্যাট্রিসকে যেখানে গ্রেপ্তার করা হয়—সেখান থেকে স্ট্যানলিভিলের নিরাপদ অঞ্চলের দূরত্ব সামান্যই।

একের পর এক ঘটনা ও সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্যাট্রিস লুমুম্বা গৃহত্যাগের পর মোটামুটি সাবধানতা অবলম্বন করলেও আত্মগোপন করেননি। যে পথে গেছেন, অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। ধরা পড়বার আগেও তিনি জনতার মধ্যে ভাষণ দিয়েছেন। এক কাফেতে যখন প্রবেশ করতে যান, সেই সময় কর্নেল মাবুতুর সেনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কর্নেল মাবুতু দুর্মদ। নিজের শিবিরে নয়, অনুগত নেতাদের মধ্যেই নয়—প্রকাশ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন,

—বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রুর সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় আমি জানি। প্যাট্রিসের জন্য নির্দয় শাস্তি অপেক্ষা করছে।

প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু উল্লসিত। কিন্তু কর্নেল মাবুতুর মত খোলা মনে কথা বলেন না। কর্নেল মাবুতুকে তিনিও কোথায় যেন ভয় পান। প্যাট্রিস সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন অবিলম্বেই শুরু করা সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছেন জানালেন।

দুপুরের পর থেকেই গোটা শহর একরকম সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেল। সাধারণ জীবনযাত্রা একরকম থেমে গেলই বলা যেতে পারে। এয়ারপোর্টে যে প্রধান সড়ক প্রবেশ করেছে সেখানে অসামরিক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। একমাত্র প্রেস ও জাতিসংঘের গাড়ি ছাড়া সে-পথের সমস্ত যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

বহু আগেই এয়ারপোর্ট পূর্ণ হয়ে গেল। জাতিসংঘ-বাহিনীর কোন ভূমিকা নেই তবু তাদের গাড়ির মিছিলের শেষ নেই। কঙ্গোলি-সেনা এয়ারপোর্ট পুরোপুরি দখল করেছে। একমাত্র শ্বেতাঙ্গ ছাড়া প্রেস রিপোর্টারদেরও যথেষ্ট অসুবিধে হতে থাকে।

সঠিক সময় জানা যায়নি, তবে এয়ারপোর্ট থেকে সংবাদ গ্রহণ করা গেল, একটা ডি-সি-৩ বিমানে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে আনা হচ্ছে। ঠিক কোন্ সময় বিমান লিওপোল্ডভিলে এসে পৌঁছোবে সে সম্পর্কে তাঁরা কোন ঘোষণা করেন নি।

প্যাট্রিস লুমুম্বাকে লুলুয়াবোর্গ-এর উত্তর-পশ্চিমে পোর্ট ফ্রান্সিতে গ্রেপ্তার করা হয়। কর্নেল মাবুতুর একান্ত বিশ্বাসভাজন পুলিশ অফিসার পঙ্গোকে দু'জন অফিসারসহ পোর্ট ফ্রান্সি থেকে প্যাট্রিসকে লিওপোল্ডভিলে ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রেরণ করা হয়।

এত সতর্কতা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। একজন ভি. আই. পি চোখে পড়ে না। কঙ্গোলি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যস্ত আনাগোনা ও জাতিসংঘের ভারী ভারী গাড়িগুলো প্রচুর সেনা বহন করে ইতস্ততঃ চলাফেরা করছে। কর্ডন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে রানওয়ের মধ্যে রিপোর্টারদের প্রবেশ করাও অসম্ভব হয়।

প্রায় ঘণ্টা দুই প্রেসকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। উল্টোপাল্টো

খবর শুনে এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে হয়েছে বহুবার। একটা অকেজো বিমান পরীক্ষায় ছিল। ভুল করে অতি উৎসাহী কয়েকজনকে সেদিকে ক্যামেরা নিয়ে ছুটতে দেখলাম।

ডি-সি-৩ বিমানটি রানওয়ের ভূমি স্পর্শ করতেই কর্ডন আরও কঠোর হয়। বিমান রানওয়ের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে থামে। কিন্তু উপস্থিত রিপোর্টারদের আর বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না। জাতিসংঘের প্রেস-ব্যুরোর গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রেস তাকে অনুসরণ করে। বিক্ষিপ্ত চীৎকার আর ক্রমাগত পেছনের চাপ সামলানো কঙ্গোলি সেনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। কর্ডন ভেঙ্গে যায়।

বিমানের দরজা খুলে প্রথম মুখ বাড়ালেন পুলিশ অফিসার পঙ্গো। বীরের মত মই বেয়ে নিচে নামলেন। তারপর প্যাট্রিসকে দেখা গেল। সে এক বর্ণনাতীত দৃশ্য। চোখে চশমা নেই। মাথার চুল অবিন্যস্ত। হাতে হাতকড়া। কোমরে বাঁধা দড়ি পেছনের অন্য এক পুলিশ অফিসারের হাতে। তারও পেছনে আরও কয়েকজন সশস্ত্র কর্মচারী।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা জিন্দাবাদ!

—ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো জিন্দাবাদ!

—প্যাট্রিস লুমুম্বা জিন্দাবাদ!

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাহিরের লোক ছিল না। হয়তো প্যাট্রিসের অনুগত কঙ্গোলি কোন সাংবাদিকের বেদনাহত চীৎকার-ধ্বনি। পরমুহূর্তেই দু'জন কঙ্গোলি সেনাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল। রিপোর্টারই। কাঁধের ক্যামেরা একজনকে ছিনিয়ে নিতে দেখা যায়। সশস্ত্র সেনা কঙ্গোলি রিপোর্টারকে টানতে টানতে নিয়ে চলে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্যাট্রিসের দেখা করবার সুযোগ মেলেনি। একটা কালো গাড়ি বাঁক নিয়ে বিমানের অতি নিকটেই এসে থামে। অবিশ্রান্ত ক্যামেরার আলো চমকাতে থাকে। পুলিশ অফিসার কঙ্গো

প্রথমে গাড়িতে উঠলেন। প্যাট্রিসকে তোলা হ'ল। শেষ সশস্ত্র দুই সেনা উঠলো।

আলোর ঝলকানরি মধ্যে প্যাট্রিস লুমুম্বার জামায় রক্তের দাগ লক্ষ্য করলাম। কপালেও কয়েকটুকরো ক্ষতচিহ্ন। মুখশ্রীর পরিবর্তন নেই। অল্প একটু ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অনমনীয় চরিত্রটি এতটুকু যেন ম্লান হয়নি।

সামরিক সশস্ত্র বাহিনীর পাহারায় কালো গাড়িটা এবার চলতে শুরু করে।

ফাঁকা রানওয়ের ওপর হু-হু করে বাতাস বইতে থাকে। উপস্থিত রিপোর্টারদের কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই যেন নির্বাক। সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন। এ যেন একটা মৌন মিছিল। যেন একটা কফিন চলেছে সামনে।

হঠাৎ সামনের সমস্ত মৌনতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ঢাকা ভ্যান থেকে বন্দী কঙ্গোলি রিপোর্টারের চীৎকার কানে ভেসে আসে।

—প্যাট্রিস লুমুম্বা জিন্দাবাদ!

—ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো জিন্দাবাদ!!

হাজার চেষ্টা করেও প্রেস প্যাট্রিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হ'ল। কর্নেল মাবুতু প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার চিহ্ন নেই। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার প্রকাশ ছিল কণ্ঠে।

—আপনারা জেনে রাখুন, প্যাট্রিস লুমুম্বা ভালই আছেন।

—পোর্ট ফ্রান্সি থেকে প্যাট্রিসকে আনবার পথে তাঁর উপর দৈহিক অত্যাচার হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

একজন শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল মাবুতু হেসে বললেন,

—আপনারা দেখছি আমার চেয়ে বেশি খবর রাখেন।

—তাঁর উপর কি অত্যাচার করা হয়নি?

—না। কঙ্গোলি সেনারা প্যাট্রিসের গায়ে হাত দেয়নি। তবে জনসাধারণ যদি আইন হাতে নেয়—তাঁর ওপর বলপ্রয়োগ করেও থাকে সে বিবরণ আমার জানবার কথা নয়।

—আপনি রিপোর্টারদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ না দেওয়ায় অবস্থার অবনতি হবে। গুজব ছড়াবে।

—তাতে আমি ভয় পাইনে। প্যাট্রিসকে পিনজা শিবিরের এক বাগান বাড়িতে রাখা হয়েছে। আজকাল সেখানে আমি থাকি। শুধু প্রেস নয়, বাইরের সমস্ত যোগাযোগই প্যাট্রিসের বন্ধ থাকবে। এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

বিভিন্ন সূত্রে যে খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় গ্রেপ্তারের পর প্যাট্রিসের ওপর প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে। এমন কী লিওপোল্ডভিলের বন্দী শিবিরে চরম লাঞ্ছনা চলছে। তাই হয়তো সত্য ঘটনা প্রকাশ পাবার ভয়ে কর্নেল মাবুতু বাইরের জগতের সঙ্গে প্যাট্রিসের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করতে চান।

লিওপোল্ডভিল থমথমে। অস্বস্তিকর একটা গুমোট ভাব সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমী কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ব্যস্ততা চোখে পড়ে না। জাতিসংঘের বিপুল সেনাবাহিনীর হাতে আদৌ কোন কাজ নেই। তাদের সদর দপ্তর নতুন কোন সংবাদ পরিবেশন করতে পারে না। একমাত্র পি. টি. আই সংবাদ দিচ্ছে প্যাট্রিস লুমুম্বার সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী কাসামুরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেনেটের প্রেসিডেণ্ট যোশেফ ওকিতো-কেও লিওপোল্ডভিলে আটক করা হয়েছে। গিজাঙ্গা-লুণ্ডুলার নেতৃত্বে লুমুম্বা-অনুগত কঙ্গোলি সেনা-বাহিনীর সাহায্যে সেখানে এক মুক্ত এলাকা তৈরি হয়েছে। সহস্রাধিক ইয়োরোপীয়নকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভিক্টর লুণ্ডুলা কর্নেল মাবুতুকে সতর্ক করে বলেছেন,—প্যাট্রিসকে যদি মুক্ত করা না হয় তবে বেলজিয়ানদের ওপর অত্যাচার করতে তিনি বাধ্য হবেন।

কর্নেল মাবুতু তার উত্তরে বলেছেন, স্ট্যানলিভিলে লুমুম্বা-

বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মুক্তি না দিলে তিনি লুমুম্বার বিচার সম্পর্কে কোন চিন্তাই করবেন না।

নিজের অনুগত সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা ভাঙন তিনি হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই প্রচুর সামরিক পাহারাও যেন তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়। ক্রমাগত তিনি বন্দীশিবিরের সেনাবাহিনীর রদবদল করেছেন। প্যাট্রিসকে পাহারা দেবার জন্যে নতুন নতুন সেনা আমদানী করেছেন। হয়তো সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করছিলেন।

খবর তবু আসে। লিওপোল্ডভিলের পিনজা শিবির আর যথেষ্ট নয়। আরও নিরাপদ কঠোর বন্দীশালার হয়তো প্রয়োজন ছিল। এতটুকু সংবাদ বাইরে প্রকাশিত হয়নি। কর্নেল মাবুতু নিজে উপস্থিত হয়ে পিনজা শিবির থেকে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে আইসভিল সামরিক ক্যাম্প হার্ডিতে স্থানান্তরিত করলেন। সাজোয়া গাড়ি ও ট্রাকভর্তি ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাহারায় নিরস্ত্র বন্দী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে নতুন নতুন অন্তরীণাবাসে পাঠানো হয়।

আইসভিল ক্যাম্প লিওপোল্ডভিল থেকে প্রায় দেড়শো কিলো-মিটার তফাতে। রাত্রের অন্ধকারে নিতান্ত বিশ্বাসভাজন সেনাদের নিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়।

ঘটনাটি পরদিনই অবশ্য বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিশদ কিছু জানা যায়নি। জাতিসংঘের প্রেস-ব্যুরো পর্যন্ত কোন খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। একমাত্র অবাধ্য এক কঙ্গোলি সেনা হঠাৎ নাকি বেপরোয়াভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্যাট্রিসকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল। তাকে সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশল্ডের প্রতিনিধি শ্রীরাজ্যেশ্বর দয়াল ও সামরিক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার ইন্দ্রজিৎ রিখে কর্নেল মাবুতুকে লুমুম্বার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। কর্নেল মাবুতু সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন না।

চাপা উত্তেজনা নিয়ে কয়েকটা দিন কেটে যায়। দাগ হ্যামারশল্ড আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটি টিম-কে প্যাট্রিস লুমুম্বার তত্ত্বাবাসে পাঠাতে চেয়েছেন। কর্নেল মাবুতু সে জরুরী প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন।

শ্রীদয়াল নাকি মিঃ হ্যামারশল্ডের কাছে এক গোপন নথিতে জানিয়েছেন—বন্দীশিবিরে প্যাট্রিস লুমুম্বা অসুস্থ। মুখ ও একটা পা গুরুতর জখম! একটা আঙুল নাকি কামড়ে ছিড়ে নেওয়া হয়েছে।

মাইকেল কোকোলোকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বললেন,

—প্যাট্রিস বন্দীশিবিরে অসুস্থ এ সম্পর্কে আমার এখন আর সংশয় নেই। মিঃ দয়ালের রিপোর্টের কথা শুনে মনে হয় তিনি বেশ অসুস্থ। জাতিসংঘ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মিঃ দয়াল এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সচেতন। চিঠি পাঠিয়ে তাই নৈতিক দায়িত্ব সারছেন। এখন আমি যে-কোন সংবাদের জন্যে তৈরী আছি। আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, কর্নেল মাবুতু শোম্বের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ায় আসবার জন্যে এলিজাবেথভিলে যাচ্ছেন। মার্কিন-দূতাবাসে নাকি গতরাত্রে এক দীর্ঘ বৈঠক হয়ে গেছে। গোটা ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যাতে সাধারণ মানুষের, কঙ্গো বা কঙ্গো-প্রজাতন্ত্রের কোন ভুমিকা নেই।

—আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু কর্নেল মাবুতুকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন না।

—কর্নেল মাবুতুর মত সরীসৃপ তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর সমর্থনেই এই নোংরা মানুষটা আজ বেপরোয়া—সম্পূর্ণ অবাধ্য। সমর্থন ঠিকই করেছেন, তবে যে আগুন প্রেসিডেন্ট কাবাভুবু মাবুতুর হাতে তুলে দিয়েছেন এখন হয়তো সেই আগুনে নিজেই পুড়ে মরবার ভয় পাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ আজ কর্নেল মাবুতু সার্চ করেছেন। মনে হয় ব্রুসলস্, শোম্বে ও কর্নেল মাবুতুর মধ্যে একটা গোপন রফা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুকে তারা চটাতে

চাইবে না। সঙ্গে রাখতেই চেষ্টা করবে। কারণ জাতিসংঘে প্রেসিডেন্ট কাসভুবু এখন সমর্থন পেয়েছেন।

—প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর প্রাসাদ সার্চ করবার কী অর্থ থাকতে পারে?

—ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব অস্পষ্ট। সামনের কয়েক সপ্তাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মাইকেল কোকোলোর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। সাজানো ঘর। বইয়ের সংগ্রহ সুন্দর। দেওয়ালে টাঙানো নানা ধরণের মুখোশ। আমার কাছে এই ঘরটির একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে।

বাইরে জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই যান্ত্রিক বেল বেজে ওঠে। সামনের সোফায় আমি বসেছিলাম। দরজা খুলে দিতেই চোখে পড়লো এক সামরিক অফিসার। পোষাক দেখে মনে হ'ল কঙ্গোলি সেনাবাহিনীর একজন মেজর।

মাইকেল কোকোলো আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনে লাফিয়ে ওঠেন,

—আরে সালামু! তুমি কোথা থেকে? তোমার সঙ্গে গত তিনদিন যোগাযোগ করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি।

মুখোমুখি সোফায় এসে বসলেন আগন্তুক ভদ্রলোক। মাইকেল কোকোলো আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম বার্নাড সালামু—কঙ্গোলি সেনাবাহিনীর একজন মেজর।

আমি নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে এসেছি। আমি ক্যাম্প হার্ডি থেকে আসছি।

—ক্যাম্প হার্ডি!!

আমরা দু'জনেই একসঙ্গে বিস্ময়োক্তি করেছি।

—হ্যাঁ, ওখানেই আমি আছি। আমি বাধ্য হয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি বন্ধু, এই মুহূর্তে তোমার চেয়ে বিশ্বস্ত কাউকে আমার মনে পড়ছে না। তাই প্রথমে তোমার কাছেই এলাম।

—প্যাট্রিস লুমুম্বার অবস্থা কি বল।

—তিনি এখনও বীরের মত বেঁচে আছেন।

—তাঁর উপরে দৈহিক অত্যাচার চলেছে ?

—অবর্ণনীয়।

বার্নাড সালামু আমার দিকে ফিরে তাকাতেই মাইকেল হেসে বললেন,

—তুমি নির্ভয়ে তোমার কথা বলতে পার। ইনি আমার বন্ধু।

—প্যাট্রিস লুমুম্বার মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা মুখ ক্ষতবিক্ষত। পায়ের একটা আঙুল জানোয়ারেরা ছিঁড়ে নিয়েছে। এত নিকৃষ্ট আহার হয়তো চোর-ডাকাতকে দিতেও লজ্জা হয়। কিন্তু মাইকেল, আমি অন্য কথা তোমাকে বলতে এসেছি। এসব কথা আলোচনা করতে আসিনি। তোমাকে একটা কাজের ভার নিতে হবে। তোমাকে একটা দায়িত্ব দেবো।

—কিসের দায়িত্ব!

—একটা চিঠি তোমাকে পেঁাছে দিতে হবে।

—কী চিঠি। কার চিঠি!!

প্যাট্রিস লুমুম্বার একখানি পত্র আমার সঙ্গে আছে, চিঠিটা মিসেস লুমুম্বার কাছে পেঁাছে দিতে হবে।

—সে চিঠি তোমার সঙ্গে আছে ?

—সঙ্গেই আছে। অবিলম্বেই চিঠিটা যাতে পেঁাছে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি এ অনুরোধ রাখবো কথা দিয়েছি।

—মিসেস লুমুম্বা তো এখন এখানে নেই। তিনি ঠিক কোথায় আছেন কেউ জানে না।

—সেইজন্যেই আমি তোমাকে কাজের ভারটি দিতে চাই। তোমার হয়তো কিছু দেরি হবে, তবে চিঠিটি নিশ্চয়ই ঠিক জায়গায় পেঁাছোবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্নাড পকেটের বোতাম খুলে ভাঁজ-করা অতি সাধারণ এক টুকরো কাগজ বার করেন। কোন খাম নেই। অতি কষ্টে সংগ্রহ করা কাগজে লেখা চিঠি। একান্তই ব্যক্তিগত পত্র। স্ত্রীর কাছে

লেখা চিঠি। আমি ইতস্ততঃ করেছি। মাইকেল কোকোলো বার্নাডের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। ম্লান হেসে বার্নাড বলেন,

—পড়ুন। প্যাট্রিসের সব কথাই আজ আমাদের জানা দরকার। কঙ্গোই সব, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এখন আর কিছু নেই।

প্রিয়তমা,

তোমাকে লিখছি অথচ জানি না এ চিঠি তোমার হাতে পোঁছোবে কি না। হয়তো পোঁছোবে—কিন্তু তুমি যখন আমার কথাগুলো পড়বে তখন হয়তো আমি এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকব না। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা জয়ী হবো এ বিশ্বাস আমাদের সংশয়াতীত।...জনগণের পবিত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন কঙ্গো, আমাদের মহান মাতৃভূমি নতুন ইতিহাস রচনা করবে। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমী স্বার্থান্বেষী দেশ ও জাতি-সংঘের প্রতিনিধিদের পছন্দমত স্বাধীনতা আমরা চাই না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রচুর উৎকোচ প্রচুরতর ক্ষমতার লোভ তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে।

আমি কী করবো?

আমার জীবন ও মৃত্যু, মুক্তি বা অনন্ত কারাবাস বড় কথা নয়, কঙ্গো ও কোটি কোটি কঙ্গোলি জনসাধারণের স্বাধীনতাই আজ একমাত্র প্রশ্ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে এই অন্ধকার কেটে যাবে। দেশের জনগণ ষড়যন্ত্রকারী শত্রুদের পরাস্ত করবে। নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে চুরমার করে কঙ্গো মুক্ত আকাশের নিচে সূর্যের অনেক আলোর মধ্যে নবরূপে উৎভাসিত হবে। আমরা একা নই। আফ্রিকা ও এশিয়া আমাদের সঙ্গে আছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঔপনিবেশিক লুঠের বিরুদ্ধে কোটি কোটি কঙ্গোলি জনগণের সংগ্রামের পাশে তারা থাকবে। আমার ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ছে। তাদের সঙ্গে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।

আমি চাই তাদেরকে যেন জানানো হয় পবিত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রতিটি কঙ্গোলির মত তাদেরও কর্তব্য রয়ে গেল।

শাস্তি যত নির্দয়ই হোক, অত্যাচার যত কঠোরই হোক না— ক্ষমাভিক্ষা বা কৃপাপ্রার্থী আমি নই। মাথা উঁচু রেখে মৃত্যুকেই আমি মেনে নেবো। সত্যধর্ম ও আগামী সুখী মহান দেশ আমার মনে পূজো পাবে।

ইতিহাস একদিন তার বক্তব্য নিয়ে আসবে। তবে, সে ইতিহাস ব্রুসলস্, প্যারী বা ওয়াশিংটনের ইতিহাস নয়। জাতিসংঘের সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই করা আঁটো ইতিহাসও নয় মোটেই। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও ঔপনিবেশিক লুঠকে পরাস্ত ও ছিন্নভিন্ন করে নিপীড়িত জনতা যে নতুন নতুন দেশকে মুক্ত করছে সেই পবিত্র ইতিহাসের পাতায় কঙ্গোর জায়গা হবে। নতুন ইতিহাস রচনা করবার সময় এসেছে। আফ্রিকার উজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হতে চলেছে।

তুমি অশ্রুপাত করো না। আমার জন্যে তুমি কষ্ট পেয়ো না লক্ষ্মীটি। আমি জানি মাতৃভূমি আজ চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্যে আছে। আমি বিশ্বাস করি পবিত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামে কীভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় দেশবাসী তা আজ উপলব্ধি করবেন।

কঙ্গো দীর্ঘজীবী হোক।

আফ্রিকা দীর্ঘজীবী হোক।

—প্যাট্রিস।

প্যাট্রিস লুমুম্বাকে ঘিরে কঙ্গোর রাজনৈতিক সঙ্কট কয়েক সপ্তাহ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন নেই। দুর্মদ কর্নেল মাবুতু এখন আরও অবাধ্য, সেক্রেটারী জেনারেলের জরুরী তার তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্যাট্রিসের সঙ্গে সাক্ষাতের সমস্ত সুযোগ তিনি রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এমন কি আন্তর্জাতিক রেডক্রশের প্রতিনিধিকেও তিনি থিসভিলে প্রবেশ করবার অনুমতি দেননি।

প্রেস কোন সংবাদ গ্রহণ করতে পারেনি। শ্বেতাঙ্গ রিপোর্টার

কিছুটা সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের সীমিত স্বাধীনতায় কাজ চালানো মুশকিল হয়ে উঠলো।

মাইকেল কোকোলো বললেন,—কর্নেল মাবুতু নিজে ছিলেন সাংবাদিক সেই কারণে হয়তো আমাদের একটু বেশী সুনজরে দেখেছেন।

—স্ট্যানলিভিলে আমাদের প্রবেশ বন্ধ করবার কোন যুক্তি খুজে পাইনে।—যথেষ্ট যুক্তি আছে! স্ট্যানলিভিল এখন লুমুম্বাপন্থীদের হাতে। এ্যানচয়েন গিজাঙ্গা সেখানে কল্পনাতীত শক্তি সংগ্রহ করেছেন। বিপ্লবী সরকার সেখানে গঠন হয়েছে। কর্নেল মাবুতু তাই প্রচার করছেন হাজার হাজার ইয়োরোপীয়ান সেখানে বন্দী ও চরম লাঞ্ছনা আর নির্যাতন ভোগ করছেন। নারী ও শিশু ভয়াবহ জীবন যাপন করছে। এশিয়ান ও আফ্রিকান রিপোর্টার স্ট্যানলিভিলের সত্যঘটনা প্রকাশ করে দিলে কর্নেল মাবুতুর নিশ্চয় ভাল লাগবে না।

—লিওপোল্ডভিল থেকে কঙ্গোর রাজনীতি এখন ধীরে ধীরে স্ট্যানলিভিলে সরে যাচ্ছে।

—আমার সন্দেহ হয় প্যাট্রিসকে ক্যাম্প-হার্ডি থেকে হয়তো সরিয়ে নেবে। কারণ ক্যাম্প-অধিকর্তা মিঃ কামিতাতু শুনলাম ভেতরে ভেতরে কর্নেল মাবুতুর বিরোধিতা করছেন। থিসভিল থেকে মিঃ কামিতাতুকে এখন অন্যত্র কোথাও সরানোও অসম্ভব। সেনাদের মধ্যে বালুবা ফৌজই নির্ভরযোগ্য। হিংস্র অশিক্ষিত এই সেনারা প্রায় সবই লুমুম্বা-বিরোধী। অথচ ক্যাম্প-হার্ডিতে একজনও বালুবা সেনা নেই। কর্নেল মাবুতু এক সামরিক গোপন-চক্রে এই কথা প্রকাশ করে ক্যাম্প-হার্ডি সম্পর্কে যথেষ্ট শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

—আপনি কি সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা করছেন?

—আমি নই, স্বয়ং কর্নেল মাবুতু একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের ভয় পাচ্ছেন। কাউকেই এখন আর বিশ্বাস করতে পারছেন না।

প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর বাড়িতে পর্যন্ত সেই কারণেই হয়তো খানাতল্লাসী করেছেন।

হোটেলের সামনে প্রশস্ত বারান্দার একদিকে আমরা বীয়ার নিয়ে বসেছিলাম। জাতিসংঘের সামরিক ও অসামরিক বিভিন্ন দেশের মানুষের মুখই চোখে পড়ে বেশি। একমাত্র এরাই এখন নিরাপদ। সমান দাপটে চলাফেরা এদের অব্যাহত। মোটা ডেপুটেশন এলাউন্সের অনেকটাই স্ফূর্তির সওদা সারতে যায়। কোঁচকানো দোমড়ানো মুঠো মুঠো নোট দেখে নিরন্ন কঙ্গোলিদের কথা একবারও মনে পড়ে না। প্যাট্রিস লুমুম্বা সম্পর্কে কোন খবর ক্যাম্প-হার্ডি থেকে শহরে আসতে পারেনি। কর্নেল মাবুতু শোম্বের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ায় আসবার চেষ্টা করছেন। বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি, তবে শোনা যায় আলোচনা মোটামুটি সফল হয়েছে। বড় রকমের গৃহযুদ্ধ ঠেকানোর চেষ্টা করছেন কর্নেল মাবুতু। শোম্বে নাকি বলছেন, উত্তর কাতাঙ্গার কিছু বিরোধী নেতা ও বিদ্রোহী উপজাতি ছাড়া কাতাঙ্গার কোন সমস্যাই নেই।

দিন কয়েক পরের কথা। তাড়াহুড়োতে সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। গরম একপাত্র কফি শেষ করে সেলুনে ঢুকেছিলাম দাড়ি কামাতে।

—সুপ্রভাত!

প্রচুর সাবানের ফেনার মধ্যে মুখটা একরকম হারিয়ে গেছে তবু খাড়াই নাকটা আমার চোখে পড়া উচিত ছিল। মিঃ রোপার জাতিসংঘের প্রেস-ব্যুরোর অন্যতম প্রতিনিধি।

ক্ষুরের ভয়ে দু'চার কথার পর চুপচাপ থাকতে হ'ল। আয়নার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। বললেন—সকালেই দারুণ খবর আছে, আপনাকে আমি জোর খবর দেবো।

মিঃ রোপারকে আমি জানি। করিত কর্মা পুরুষ সন্দেহ নেই। খবর সংগ্রহ করবার চমকপ্রদ কৌশলও তাঁর জানা। যদিও জাতি-সংঘের প্রেস-ব্যুরোর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেশি, তবু মিঃ রোপারের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

মিঃ রোপারের শেষ হয়েছিল আগেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—কী জোর খবর দেবেন বলুন ?

—খবরটা আমি ঘণ্টাখানেক আগে পেয়েছি। প্যাট্রিসকে ক্যাম্প-হার্ডি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

—কোথায় ?

—এখনও জানা যায়নি। প্যাট্রিস লুমুম্বার গতিবিধি সম্পর্কে কর্নেল মাবুতু যে অসম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করছেন তাতে মনে হয় গুরুতর কিছু একটা ঘটতে পারে।

—আপনি এ সংবাদ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ?

—সামরিক দপ্তরের একজন টেলিফোনে এ সংবাদ আমাকে জানিয়েছেন। তাঁর কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

—আর কে সঙ্গে আছেন ?

মন্ত্রী মবিল মোপোলো ও সিনেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওকিতোকে ক্যাম্প-হার্ডি থেকে মোয়াণ্ডায় ছোট একটা বিমানে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর একটা বড় বিমানে এই হতভাগ্য তিনজনকে তুলতে দেখা যায়। আমার বিশ্বস্ত এই সামরিক অফিসার আর কিছু বলতে পারেন না।

আমি নির্বাক হয়ে গেছি। মিঃ রোপারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। মিঃ রোপারের মেলে ধরা কেস থেকে সিগারেট নিতে ভুল হয়ে যায়। প্রচণ্ড একটা মানসিক উত্তেজনা আমাকে তছনছ করে ফেলে। পরিবেশ ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম কার সঙ্গে আমি কথা বলছি।

—ইউ. এন. আর্মি কী কঙ্গোতে মজা দেখতে এসেছে !

—আমি প্যাট্রিস লুমুম্বাকে পছন্দ করি। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমিও একজন ইউ. এন. কর্মচারী।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংবাদটা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। মাইকেল কোকোলোকে এত বিমর্ষ দেখিনি কোনদিন। এমন রিক্ত চাউনি পূর্বে আমার নজরে পড়েনি কখনও।

—প্যাট্রিসকে ওরা খুনই করবে। ব্যাকঙ্গোয় নিয়ে গিয়ে কর্নেল মাবুতু বালুবাদের দিয়ে এই ভয়াবহ কাজ করাবে বলে আমার সন্দেহ হয়।

সম্ভব অসম্ভব নানা জল্পনা চলতে থাকে। মিঃ রোপারের সংবাদটির আরও বিস্তৃত আখ্যান শোনা যায়। কিন্তু মোয়াণ্ডা থেকে একটা বড় বিমানে দু'জন সহযাত্রীর সঙ্গে প্যাট্রিসকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না।

কর্নেল মাবুতুর সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুকে প্রাসাদের বাইরে কখনও দেখা যায় না। একমাত্র জাতিসংঘের প্রতিনিধি ও আমেরিকান কুটনৈতিক উপদেষ্টা ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষাতের সুযোগ পান না।

কর্নেল মাবুতুর রেডিও ভাষণ কিন্তু বন্ধ হয়নি। লুমুম্বাপন্থী অবাধ্য জনতা স্ট্যানলিভিলে কী ভাবে হাজার হাজার ইয়োরোপী-য়ানকে বন্দী করছে, নারী ধর্ষণ করছে ও শিশুদের আছড়ে আছড়ে মারছে তারই বিবরণ তিনি নিজে দিতে শুরু করেছেন। অ্যানচয়েন গিজাঙ্গা যে প্যাট্রিস লুমুম্বার আদর্শকে সামনে রেখে স্ট্যানলিভিলে বিপ্লবী সরকার গঠন করেছেন এবং আশাতীত সাফল্যলাভ করেছেন কর্নেল মাবুতুর বক্তৃতায় তার কিছুমাত্র উল্লেখ নেই। তবু নানা পথে স্ট্যানলিভিলের খবর আসতে থাকে।

এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিবাদ কঙ্গো নদী অতিক্রম করে লিওপোল্ডেভিলে পৌঁছতে শুরু করে। পশ্চিমীরাষ্ট্রের মুহুর্মুহুঃ কেব্‌ল্ আর ট্রাঙ্ককল চলে অবিশ্রান্ত। দাগ হ্যামারশল্ডের উৎকণ্ঠা এখন ত্রাসে গিয়ে পৌঁছেছে। সভ্যতার আশ্চর্য সঙ্কট।

প্যাট্রিসকে শাস্তি দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু আইনের আশ্রয় নিতেই হবে। প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রতি আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করো। একই কেব্‌ল্‌ দাগ হ্যামারশল্ড প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু ও কর্নেল মাবুতুর কাছে পাঠাচ্ছেন।

প্রবল উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যে সন্ধ্যের পর একটুকরো খবর রেডিওতে প্রচার করা শুরু হ'ল। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে এলিজাবেথভিলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর এলিজাবেথভিল রেডিও এই একই সংবাদ প্রচার করলো, রাত ন'টার পর জাতি-সংঘের প্রেস-ব্যুরো থেকে অল্প কথায় প্রেস হ্যাণ্ড-আউট প্রকাশিত হয়। খবর পরিবেশন করছে কাতাঙ্গা সরকার ঃ

"প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর বিশেষ 'অনুরোধে দেশদ্রোহী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে কাতাঙ্গায় কোন জেলে আটক রাখতে বর্তমান কাতাঙ্গা সরকার রাজি হয়েছেন বলে প্রকাশ। থিসভিলের ক্যাম্প-হার্ডি প্যাট্রিস লুমুম্বার নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট নয় বলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।"

তারপর শুধু অন্ধকার।

প্যাট্রিস লুমুম্বা সম্পর্কে গোটা দুনিয়া খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে। কর্নেল মাবুতু ও কাতাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট শোম্বে এতটুকু সংবাদ বাইরে প্রকাশ হতে দেননি।

প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু একটু চটেই উঠেছেন,

—প্যাট্রিসকে নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমি প্যাট্রিস লুমুম্বার ভ্রমণ-তালিকা রাখি না। কোন কিছুই বলতে পারবো না।

খবর তবুও আসে। তবে অসমর্থিত সংবাদ প্রেসিডেণ্ট শোম্বে নাকি কিছুই জানতেন না। প্যাট্রিসকে নিয়ে বিমান যখন এলিজাবেথভিলে পৌঁছে গেছে তখনই তিনি খবর পান। বিমানের চালক ছিলেন বেলজিয়ান। প্যাট্রিসের সঙ্গে অন্য দু'জনও ছিলেন দড়িতে বাঁধা। বিমানে তিনজন বন্দীর ওপর কল্পনাতীত অত্যাচার করা হয়। বেলজিয়ান পাইলট চীৎকার করে প্রতিবাদ করেছিলেন।

এলিজাবেথভিল বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর প্যাট্রিস নাকি হাঁটতে পারছিলেন না।

অসমর্থিত সংবাদকে পেছনে রেখে সর্বত্র গুজব এবার প্রাধান্য পেল।

—প্যাট্রিস লুমুম্বাকে খুন করা হয়েছে।

ভয়াবহ এই সংবাদের কোন ভিত্তি নেই। তবু সারা দেশব্যাপী এই প্রচারের বিরুদ্ধে লিওপোল্ডভিল নীরব। এলিজাবেথভিল রেডিওতে প্রতিবাদ নেই।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের কোন ভূমিকাই নেই। দুই একজন অতি সৎসাহী রিপোর্টার কর্নেল মাবুতুর চোখে ধূলো হয়তো দিতে পেরেছেন, কিন্তু কাতাঙ্গায় প্রবেশ করা অসম্ভব। কাতাঙ্গায় বিদেশী সংবাদদাতারা এক টুকরো সংবাদও সংগ্রহ করতে পারেননি।

প্রায় তিন সপ্তাহ পর কাতাঙ্গা সরকার ঘোষণা করলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা মবিল মোপোলো ও যোশেফ ওকিতো জেল ভেঙে পালিয়েছেন।

কাতাঙ্গার অদ্বিতীয় নায়ক মিঃ শোম্বে আভেন্যু দ্য লোতোয়ালের বাঁকের মুখে বেমওকা একঝাঁক রিপোর্টারের সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। ঝলমলে ফোর্ড গাড়ি যদিও থরথর করে কাঁপছিল কিন্তু আশ্চর্য মানুষটির এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি। কাঁধ ঝেঁকে হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

—প্যাট্রিস লুমুম্বার ব্যাপার আমি কিছু জানি না। আপনারা মুনোন্-গো-কে জিজ্ঞেস করুন।

কাতাঙ্গার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুনোন্গো ঠিক তার দু'দিন পর ঘটা করে প্রেস-কনফারেন্স ডাকলেন। শুধু একটিমাত্র ঘোষণা অল্প একটু সময়।

প্যাট্রিস লুমুম্বা ব্যর্থ হয়েছেন। দুই বন্ধুকে নিয়ে জেল ভেঙ্গে পালিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। কোন একটা গাঁয়ে তাঁরা ধরা পড়েন। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বিশ্বাসঘাতক লুমুম্বাকে

চিনতে পারে। প্যাট্রিস লুমুম্বা ও তুই বন্ধুকে তারা সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেছে।

প্রেস-কনফারেন্স, তবু যেন কবরের নীরবতা।

—জায়গাটা কোথায়? গ্রামটার নাম জানেন?

বিদেশী একজন রিপোর্টারকে হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে দেখা গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুনোন্‌গোর হাসিতে উল্লাস,

—জানি।

—প্যাট্রিসকে কবে হত্যা করা হয়?

—সবই জানি, তবে বলবো না।

অরণ্য-আদিম আধা সরীসৃপের বিজয়ের আনন্দ যেন চোখে মুখে।

—আমি জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করবেন আমরাই প্যাট্রিসকে হত্যা করেছি। তাঁদের আমি অনুরোধ করি, তাঁরা যেন তাঁদের অভিযোগ প্রমাণ করেন।

—লুমুম্বার আদর্শকে আপনারা হত্যা করতে পারবেন না। ভবিষ্যৎ কঙ্গোর কাছে আপনাদের বিচার হবে।

রিপোর্টার একজন শ্বেতাঙ্গ। তাচ্ছিল্যের হাসিতে সবটুকু ঝেড়ে ফেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। এরকম ভয়াবহ নিষ্ঠুর প্রেস-কনফারেন্স ইতিহাসে বিরল।

—আপনারা চক্রান্ত করে প্যাট্রিসকে হত্যা করেছেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শাস্তি আপনাদের পেতে হবে। পৃথিবীর মানুষ এ অন্যায়ের বিচার চাইবে।

রিপোর্টারের কথায় ভাবোচ্ছাস ছিল, তবে বিশ্বজনমত সম্পর্কে তিনি ভুল করেননি।

ধূ ধূ করা বালির সমুদ্রের অনেক ওপরে ঈজিপ্ট। লুমুম্বার

হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ কায়রোর মানুষ পশ্চিমী দূতাবাসগুলো আক্রমণ করেছে। মার্কিন দূতাবাস পূর্বেই সামরিক সাহায্য চেয়ে নিয়েছিল। এয়ার-লাইন্‌স-এর কাঁচের শো-কেস চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। আগুন আর ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। টেলিপ্রিন্টারে খবর ছুটছে রয়টারের:

Africans strom Cairo's diplomatic quarter. West Embassies attack: Pall of smoke over Nile.

সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে লাগোস। ইয়োরোপীয়ানদের পথে বেরুনো অসম্ভব। লণ্ডন সংবাদপত্রের হেড লাইন: Commons in uproar over murder of Mr. Lumumba.

আক্রার প্রধান সড়কে পশ্চিমী দূতাবাসের সামনে ইঁট আর পাথরের স্তূপ। ইউ. এন. ও ন্যাটোর বিরুদ্ধে পিকিংয়ের রাজপথে জনসমুদ্র ভয়াল হয়েছে আজ। মস্কোর মিছিল অভূতপূর্ব—অবিশ্রান্ত বরফের টুকরো আর কালির দোয়াতের আঘাতে আঘাতে মার্কিন দূতাবাস কলঙ্কিত। প্রাভদা সংবাদ দিচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থেকে কেব্‌ল্‌ ছুটছে: Fighting at U. N. over Lumumba, 'Murderer' cries by Brawling Negroes.

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর জরুরী পত্র নিয়ে একটা বিশেষ বিমান পালাম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে যায়। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে লিখেছেন,

—"সত্যি কথা বলতে কী হ্যামারশল্ডের হাতেই লুমুম্বা নিহত হয়েছেন। কারণ ছুরি বা রিভলভার যিনি চালান তিনিই শুধু খুনী নন—যিনি অস্ত্রটি হাতে তুলে দেন তিনিই প্রকৃত হত্যাকারী।"

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর জরুরী পত্রটি সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু একটি প্রশ্ন বারবার আমার মনে বাজে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সোভিয়েত দূতাবাস গুটিয়ে নিয়ে লিওপোল্ডভিল থেকে সরে পড়বার কী যুক্তি তাঁর থাকতে পারে?

শান্তি ?

হয়তো তাই। কিন্তু আজকের এই কবরের শান্তির কী মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আছে ? আমার স্বল্প জ্ঞানের আঁটো অভিজ্ঞতা বারবার এই প্রশ্ন করে।

লিওপোল্ডভিল থমথমে। জনশূন্য রাজপথ। মানুষ অভিব্যক্তিহীন। এই থমথমে গুমোট ভাবটা মনে হয় যেন আমি চিনি। দুনিয়ার হাটে-হাটে খবর দেওয়া-নেওয়ার সওদার পথে রাজনৈতিক এই উৎকণ্ঠার সামনে আমি যেন পড়েছি। তাই আমার আনন্দ হয়। সেই সঙ্গে কেমন যেন ভয় করে।

প্লাবনের আগে তটভূমি ছেড়ে জল পিছু হটে যায় অনেক দূরে। বাতাস সরে যায়। সব কিছুই স্তব্ধ, স্থির আর অচঞ্চল। তারপর অতর্কিতে জোয়ারের দুর্ধর্ষ জলোচ্ছ্বাস ফুলে ফুলে আসে সব ভাসিয়ে নিতে। ঝড় আসে। সমস্ত কিছু একাকার করে যায়।

সময়ের হেরফের হয়তো হবে। আমি হয়তো থাকবো না। কঙ্গো থেকে আমি ফিরে যাবো। আমার ব্যাগে আগামী দিনের এই প্লাবনের পদধ্বনি ও দুন্দুভির আওয়াজটুকু সঙ্গে থাকবে। আমি বিশ্বাস করি লিওপোল্ডভিলের আপাতদৃশ্য নীরবতা, কুণ্ঠিত বেদনা-করুণ কঙ্গো আগামী অশান্ত দিনের পূর্বাভাস। জনতার কল্লোল আজ পিছু হটেছে—স্ট্যানলিভিলে সরে গেছে। কিন্তু অবাধ্য ও অধৈর্যতার ঢেউ দু'কূল ছাপিয়ে যে-কোন সময় আত্মপ্রকাশ করবে। প্যাট্রিস লুমুম্বা কোথায় হারিয়ে গেল! কোটি কোটি ঐক্যবদ্ধ কঙ্গোলি তার জবাব চাইতে আসবেই। কালো কালো মানুষের সে ভয়াল অভিযানের সঙ্গে নিয়ো-কলোনিয়ালিজমের মুখোমুখি সংঘাত ঠেকানো যাবেনা। সেই মর্মান্তিক রুধিরোৎসবে কঙ্গো নদীর স্নিগ্ধ টলটলে জলরাশি উষ্ণ ও রক্তিম হবে। তারপর সে নতুন হবে।

কঙ্গো নদীতে প্লাবন আসবে। কঙ্গোতে ঝড় আসছে।